ব্যাসদেব প্রণীত

মহাভারতান্তর্গতা যোগশাস্ত্রোপনিষৎ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

সমূল-পদবোধিনীবৃত্তি-স্মৃতিসুখকরপদা পাশ্চাত্যাস্মদ্দেশীয়
বিবিধ-দর্শনাদিশাস্ত্র-মীমাংসয়া সহ চ
আধ্যাত্মিকী ব্যাখ্যা
সম্বলিতা।

পরমপরাৎপর পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণপ্রসাদাৎ
তদনুগতশিষ্যেণ প্রণীতেয়ম্।

"আলোক্য সর্বশাস্ত্রাণি বিচার্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেকং সুনিষ্পন্নং যোগশাস্ত্রমতং পরম্" ॥

তৃতীয় সংস্করণ
১৩৯২

প্রকাশক—
সৎসঙ্গ মিশন
সেবায়তন
ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর।

All rights reserved by
President,
SATSANGA MISSION
SEVAYATAN

মূল্য—

সৎসঙ্গ মিশন প্রেস
হইতে মুদ্রিত।

স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি মহারাজ
(প্রৌঢ়াবস্থায়)

প্রকাশকের নিবেদন :—

এই পুস্তকের দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হইবার সুদীর্ঘকাল পরে তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হইল। শ্রীমৎ স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি মহারাজের ভক্ত, শিষ্য, অনুরাগী ও ক্রিয়াবানদের ঐকান্তিক আগ্রহে ও সহযোগিতায় এই পুস্তক প্রকাশ করা সম্ভব হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই গ্রন্থ প্রকাশনে অনেক খরচ পড়িয়াছে। কারণ কাগজের মূল্য, ছাপা খরচ ও বাঁধাই খরচ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই কারণে পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইলাম।

সাধক সমাজে এই পুস্তক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অপূর্ব দার্শনিক তত্ত্ব বিশ্লেষণসহ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বিশেষ ক্রিয়াবানদের নিকট অত্যন্ত আবশ্যকীয়। এই সংস্করণে গীতামাহাত্ম্য সংযোজন করা হইল।

ওঁ

নূতন সংস্করণের ভূমিকা

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ॥
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥

পরম কারুণিক পরমেশ্বরের কৃপায় বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পূজ্যপাদ স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি মহারাজ কর্তৃক লিখিত ব্যাখ্যাসহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রকাশিত হইল। প্রায় ৬৫ বৎসর পূর্বে গুরু যোগিরাজ শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ি মহাশয়ের কৃপা ও উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া সাধক শ্রীপ্রিয়নাথ (স্বামীজি মহারাজের তৎকালীন পূর্বাশ্রমীয় পরিচয়) হুগলী জেলার শ্রীরামপুরে কয়েকজন সাধকসহ গীতা সভা স্থাপনপূর্বক তথায় গুরু-কৃপালব্ধ আধ্যাত্মিক দীপিকা সহায়ে স্বীয় সাধনানুভূতি ও বিচার অবলম্বনে গীতার যে সব আলোচনা করিতেন তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া শ্রীগুরুপ্রসাদে খণ্ড খণ্ড পুস্তিকাকারে নবম অধ্যায় পর্যন্ত প্রকাশ করিতে সমর্থ হন। স্বামীজি মহারাজ বলিতেন "কাশীতে গুরুদেবের পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার অপূর্ব অনুভূতিপ্রসূত গীতার আলোচনা শুনিতাম ; তাঁহার সংক্ষিপ্ত প্রকাশ-ভঙ্গীর ভাষা কখনও বা জটিল বোধ হইত। তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ব্যক্তিগত প্রশ্ন দ্বারা এবং সময় সময় পত্র ব্যবহারে বহু বিষয়ের মীমাংসা করিয়া লইতাম। নিজ বোধাবলম্বনে কালোপযোগী বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যেমন সমর্থ হইয়াছি তেমন লিখিয়াছি এবং প্রত্যেক খণ্ড প্রকাশ করিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ আশীর্বাদ ও অনুমোদনও লাভ করিয়াছি। তবে এই কার্যে যে গুরুদেবের সম্পূর্ণ ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছি এমন ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতে পারি না ; তাঁহার সান্নিধ্যলাভে নিজে যেমন বুঝিয়াছি তাহাই লিখিয়াছি, ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা থাকিলে তাহার জন্য আমিই দায়ী।"

কয়েক বৎসর পূর্বে আমরা স্বামীজি মহারাজের নিকট তৎপ্রণীত গীতার ব্যাখ্যার পুনর্মুদ্রণের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে তিনি সানন্দে অনুমতি দান করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলিতেন যে বর্তমান সময়ে এই পুস্তক পুনরায় প্রকাশ করিবার পূর্বে পূর্বলিখিত ব্যাখ্যা সমূহের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী আরও সরল ও বিস্তারিতভাবে লিখিয়া প্রস্তুত করা প্রয়োজন কারণ তৎকালীন লেখায় নানা কারণে কিছু জটিলতা রহিয়া গিয়াছে। পরে এই কার্য যৎ-সামান্যভাবে যাহা আরম্ভ হইয়াছিল তাহাকে নগণ্য বলা যায়।

প্রায় দ্বাদশ বৎসর পূর্বে তিনি দেহরক্ষা করিয়াছেন সুতরাং বর্তমানে তাঁহার অপ্রকট অবস্থায় নবম অধ্যায় পর্যন্ত তৎকর্তৃক পূর্বমুদ্রিত ব্যাখ্যাই যথাযথরূপে পুনরায় প্রকাশ করা হইয়াছে এবং পরে কয়েক পৃষ্ঠা কাগজের মধ্যে তাঁহার স্বহস্ত লিখিত দশম হইতে অষ্টাদশ অধ্যায়ের অতি সংক্ষিপ্ত যে ব্যাখ্যা পাওয়া গিয়াছিল তাহাই অবিকল মুদ্রিত করিয়া গ্রন্থ সম্পূর্ণ করা হইয়াছে।

শাস্ত্র অনন্ত ও নিত্য, তাহার অনুভূতিও নিত্য নূতন। অসংখ্য সাধক ও জ্ঞানী মহাজনগণের অনুভূতিপ্রসূত গীতাশাস্ত্রের নানা ভাবের স্ফুরণ আমাদিগকে আনন্দ দান করিয়াছে। পরম পরাৎপর গুরু স্বামীজি মহা-রাজের চৈতন্যদীপ্ত অপূর্ব দার্শনিক তত্ত্ব বিশ্লেষণসহ আধ্যাত্মিক কথা ক্রিয়া-বান সাধকগণের পক্ষে অগ্রগতির পথপ্রদর্শক হইয়া আনন্দ ও উৎসাহ দান করিবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

লুপ্ত পুস্তকের কীটদষ্ট পৃষ্ঠাগুলি হইতে পাঠোদ্ধার পাণ্ডুলিপি হইতে পুনঃ সঙ্কলন, মুদ্রাযন্ত্রের বিভ্রাট, কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা প্রভৃতি বহু প্রতি-বন্ধক অতিক্রম করিয়া বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত পুস্তক প্রকাশিত হইল। স্বামীজি মহারাজের তৎকালীন প্রায় দুষ্প্রাপ্য একখানি প্রতিকৃতিও এতৎসহ প্রকাশ করায় পুণ্যস্মৃতিমূলক আনন্দের বিষয় হইল। পরম স্নেহভাজন স্বামী প্রেমানন্দ প্রমুখ সেবায়তনের সেবকগণের নিষ্ঠা, সেবা ও অধ্যবসায়

এবং কয়েকজন ক্রিয়াবান সাধকের আগ্রহ এই ব্রত উদ্‌যাপনে সহায়ক হইয়াছে। তাঁহাদের আত্মপ্রসাদের মধ্য দিয়াই শ্রীগুরু আশীর্বাদ প্রকট হইয়া তাঁহাদের কল্যাণ সাধন করিবে। শুভমস্তু ইতি—

কোজাগরী পূর্ণিমা, ১৩৫৫, ২৪৮ দ্বাঃ।

সেবায়তন—যোগমন্দির
ঝাড়গ্রাম (মেদিনীপুর)

স্বামী সত্যানন্দ গিরি

অবতরণিকা

পূর্ণমদঃ পূর্ণ মিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ॥

সংচিদানন্দময় ব্রহ্মচৈতন্য সর্ব্বত্র পূর্ণ। এই জড় জগৎ তাঁহারই সোপাধিক নাম রূপাত্মক-জগৎ-কার্য্যদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া আছে। এই চৈতন্য এবং জড়পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড সেই পূর্ণব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব এই চৈতন্যময় জড়পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড হইতে জড়োৎপন্ন উপাধি পরিত্যাগ করিলে সেই প্রজ্ঞানৈক-রস ভাব-স্বরূপ পর-ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। সেই পূর্ণব্রহ্ম শ্রীশ্রীগুরুদেবপাদপদ্ম স্মরণপূর্ব্বক শান্তি লাভ করিয়া শান্তি বিস্তার জন্য শান্তভাবে এই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ সমাপনান্তে কার্য্যে অবতরণ করিলাম।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস মন্ত্র, ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদের সহিত ঋক্, সাম, যজু, অথর্ব্ব এই চারিভাগে বেদ প্রণয়ন করেন; এবং ইহাতে শূদ্রে অধিকার নাই দেখিয়া তাহাদের নিমিত্ত পঞ্চম বেদ মহাভারত রচনা করেন; সুতরাং ইহা বেদান্ত শাস্ত্র মধ্যে গণ্য, যথা—

বেদান্তো নাম উপনিষৎ প্রমাণং তদুপকারিণী
শারীরক সূত্রাদীনিচ॥ (বেদান্তসার॥ ২য় সূত্র)

অজ্ঞান অর্থাৎ ভ্রম নিবারিত হইয়া জ্ঞান প্রকাশিত হয় ইহাই বেদান্তাদি দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। কিন্তু শাস্ত্র অধ্যয়নে যুক্তির নিতান্ত প্রয়োজন। জ্ঞানিগণ শাস্ত্র অধ্যয়নকে দধিভোজনের তুল্য জ্ঞান করেন। যেরূপ ভোজন জীবন রক্ষার্থে আবশ্যক হইলেও দধি ভোজন দ্বারা বাত, পঙ্গু,

সর্দ্দি, কাশি, এবং অবশেষে আয়ুক্ষয় হইয়া মৃত্যু অগ্রসর হয়; কিন্তু মন্থন দণ্ড দ্বারা ঐ দধি মন্থন করিয়া অসার ভাগ পরিত্যাগপূর্ব্বক নবনীত গ্রহণ করিতে পারিলে তৃপ্তি, বল এবং আয়ুর্বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তদ্রূপ শাস্ত্র জ্ঞানোপার্জ্জনার্থে প্রয়োজন হইলেও অন্ধবিশ্বাসের সহিত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে চাঞ্চল্য, গর্ব্ব, অভিমান, বিতণ্ডা এবং ক্রোধ বৃদ্ধি হইয়া ক্রমশঃ জ্ঞানলুপ্ত হওত অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইতে হয়; কিন্তু ঐ শাস্ত্র যুক্তিদণ্ড দ্বারা মন্থন করিয়া তাহার অসার ভাগ পরিত্যাগপূর্ব্বক জ্ঞেয় ভাগটি গ্রহণ করিতে পারিলে, তৃপ্তি ও শান্তি উৎপন্ন হইয়া অজ্ঞানের নাশ করতঃ জ্ঞানের দীপ্তি উৎপাদন করে। অতএব বিনা যুক্তিতে, শাস্ত্র প্রণেতার খ্যাতির উপর নির্ভর করিয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ মুনি-দিগেরও ভ্রম হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত শাস্ত্রকারগণ বলিয়া থাকেন যে, বালকের কথাও যুক্তি যুক্ত হইলে উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু স্বয়ং ব্রহ্মার কথায় অযৌক্তিক হইলে তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করা উচিত। যুক্তি ব্যতীত কেবল শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া কোন বিষয় নির্ণয় করিতে নাই, তাহাতে অধর্ম্ম আছে, যথা—

যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
অন্যং তৃণমিব ত্যাজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা॥
কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইলে ইহাতে কি বিষয় লিখিত আছে, আমা-দিগের সহিত তাহার সম্বন্ধ কি, তাহাতে আমাদের প্রয়োজন কি এবং এই শাস্ত্রে কাহারই বা অধিকার আছে, এই চারিটি অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। এই চারিটিকে অনুবন্ধ বলে; যথা—

তত্রানুবন্ধো নাম অধিকারী বিষয় সম্বন্ধ
প্রয়োজনানি॥ (বেদান্তসার॥ ৪র্থ সূত্র॥)

উক্ত অনুবন্ধ চতুষ্টয়ের মধ্যে বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন এই তিনটি বিবরণ

বেদান্ত শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে, যথা—

বিষয়ঃ জীবব্রহ্মৈক্যং শুদ্ধচৈতন্যং প্রমেয়ং তত্রৈব
বেদান্তানাং তাৎপর্য্যাৎ। সম্বন্ধস্তু তদৈক্য প্রমেয়স্য
তৎপ্রতিপাদকোপনিষৎ প্রমাণস্য চ বোধ্য বোধক
ভাবলক্ষণঃ। প্রয়োজনন্তু তদৈক্য প্রমেয়গতা জ্ঞান
নিবৃত্তিঃ তৎস্বরূপানন্দাব্যাপ্তিশ্চ। তরতি শোকমাত্মবিৎ
ইত্যাদি শ্রুতেঃ ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মৈব ভবতি ইত্যাদি শ্রুতেশ্চ॥

বেদান্তসার॥ ১০ম সূত্র॥

জীবও ব্রহ্মের একত্ব স্বরূপ জ্ঞেয় শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্যই বেদান্তের লক্ষ্য থাকাতে উক্ত ব্রহ্মচৈতন্যই বেদান্তের বিষয়, জীবও ব্রহ্মের অভেদত্ব জ্ঞাপক বিশুদ্ধচৈতন্যই আমাদের বোধ্য অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থ এবং উপনিষৎ প্রমাণ ঐ ব্রহ্মচৈতন্যের বোধক। এই উভয়ের যে বোধ্য এবং বোধক ভাব লক্ষিত হয় তাহার নাম সম্বন্ধ। আর উক্ত জীবও ব্রহ্মের একত্ব স্বরূপ জ্ঞেয় শুদ্ধচৈতন্য প্রাপ্তে অজ্ঞানের নাশ এবং উক্ত জ্ঞেয় পদার্থের স্বরূপানন্দ প্রাপ্তির নাম প্রয়োজন। শ্রুতিতে কথিত আছে যে আত্মতত্ত্ববিৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন এবং ব্রহ্মের স্বরূপ হয়েন ইত্যাদি।

অবশিষ্ট অনুবন্ধ অধিকারী অর্থাৎ এই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অধিকারী কে এবং অপর যে গুরুতর প্রয়োজন আছে তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে। আপাততঃ শূদ্রের কেন বেদে অধিকার নাই, ইহার কারণ নির্দেশ করিতেছি।

শূদ্রের প্রণব উচ্চারণের ক্ষমতা নাই, এবং প্রণব উচ্চারণ না হইলে বেদপাঠ করিতে নিষেধ। সাধারণ লোকে একথা শুনিলে শাস্ত্রপ্রণেতা-দিগের কুটিলতা বিবেচনা করিয়া উপহাস ও নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু বৈদিক সময়ের ব্রাহ্মণগণ অতি সরল ছিলেন, কুটিলতার নাম পর্য্যন্ত তাঁহারা জানিতেন না। তাঁহারা অজ্ঞান নাশের নিমিত্ত জ্ঞান বিস্তারেই

দৃঢ়ব্রত ছিলেন। পাছে বিপরীত অর্থ বোধ হইয়া সেই অজ্ঞানই দৃঢ়মূল হইয়া পড়ে, এই নিমিত্ত এই প্রণবহীনদিগের নিকট এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্ম-বিদ্যা প্রকাশ করিতেন না।

প্রণব বলিলে সম্ভবতঃ এইরূপ বোধ হয় যে, উহা একটি শব্দ মাত্র, মনুষ্যমাত্রেই ইচ্ছা করিলে উচ্চারণ করিতে পারে। কিন্তু তাহা নহে, ইহা মুখে উচ্চারণ হয় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উত্তর গীতাতে বলিয়াছেন যে, প্রণবের কোন অঙ্গই মুখে প্রকাশ করা যায় না, ইহা তৈলধারাবৎ অচ্ছিন্ন, দীর্ঘ ঘণ্টার শব্দের ন্যায় শ্রুত হইয়া থাকে; ইহার অনুভব হইলে বেদ-জ্ঞানের উদ্ভব হয়। যথা—

তৈলধারামিবাচ্ছিন্নং দীর্ঘঘণ্টানিনাদবৎ।
অবাচ্যপ্রণবব্যঙ্গং যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥

রাত্রি দুই প্রহরের পর পৃথিবী নিস্তব্ধ হইলে যে প্রকার একটি চোঁ ওঁ ওঁ ওঁ শব্দ কর্ণগোচর হয়, সদ্‌গুরুর কৃপালব্ধ ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা আভ্যন্তরিক অনুভূতিতে পূর্ণ হইয়া চিত্ত স্থির হইলে, সমস্ত শরীর ব্যাপ্ত হইয়া সেই প্রকার একটি অপার্থিব ওঁ ওঁ ওঁ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রকারগণ সেই শব্দকেই প্রণব বলিয়া থাকেন। ইহা চিত্ত স্থৈর্য্যের নিদর্শন। অন্তরে ইহার উচ্চারণ হইলেই বহিরঙ্গে কতকগুলি মুদ্রা অর্থাৎ লক্ষণ প্রকাশ পায়; তাহা দেখিয়াই সাধুগণ পরস্পর চিনিতে পারেন। সেই চিহ্নগুলি অতি গোপনীয়; গুরুমুখে অবগত হওয়া যায়। এইরূপ চিত্ত স্থৈর্য্যের দ্বারা চৈতন্য প্রকাশ হইয়া আন্তরিক অনুভব শক্তি বৃদ্ধি না হইলে, বেদার্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না।

জ্ঞান দুই প্রকার, পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ। কোন প্রকার বর্ণনাদি দ্বারা যে এক প্রকার অসম্পূর্ণ জ্ঞানের উপলব্ধি হয়, তাহাকে পরোক্ষ জ্ঞান বলে। এবং নিজের অনুভব দ্বারা যে উপলব্ধি হয় তাহাকে অপরোক্ষ জ্ঞান বলে। যথা—দাড়িম্ব ফলের ন্যায় আকারবিশিষ্ট, আস্বাদে অম্ল-

রসের পরিবর্ত্তে মধুর রসযুক্ত এবং শেষে কষায় এইরূপ ফলকে বেদানা বলে। এইরূপ বর্ণনা দ্বারা একপ্রকার জ্ঞানের উপলব্ধি হয় সত্য কিন্তু তাহা অতি অসম্পূর্ণ কারণ দাড়িম্ব সুমিষ্ট বলিলে সহজেই বেদানা বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, তাহাকেই পরোক্ষ জ্ঞান বলে। কিন্তু বেদানা দেখিয়া ও তাহার আস্বাদ অনুভব করিয়া যে জ্ঞান জন্মায়, তাহার ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই, ইহাকে অপরোক্ষ জ্ঞান বা অনুভূতি বলে। পরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা বাহ্য বিষয়ক জ্ঞানের কিঞ্চিৎ সাহায্য হয় বটে, কিন্তু আন্তরিক বিষয়ে ইহার কোন আবশ্যকই হয় না। যথা—শীত, গ্রীষ্ম, সুখ, দুঃখ, তিক্ত, মধুর ইত্যাদি বিষয়ের অপরোক্ষানুভূতি ব্যতীত পরোক্ষ জ্ঞান অর্থাৎ বর্ণনা দ্বারা কিছুই উপলব্ধি হয় না। পুস্তকাদি পাঠ এবং বক্তৃতাদি শ্রবণ, যাহা একালের জ্ঞানোপার্জ্জনের উপায় তদ্দ্বারা যে পরোক্ষ জ্ঞান জন্মে, তাহা এইরূপ ভ্রম-যোগ্য; এই হেতু বৈদিক সময়ে তাহা যথার্থ জ্ঞানমধ্যেই গণ্য হইত না। বেদে পরোক্ষজ্ঞানের আয়ত্তাধীন বিষয় অল্পই আছে, এক প্রকার নাই বলিলেই হয়। ইহা আভ্যন্তরিক ভাবে পরিপূর্ণ; অপরোক্ষানুভূতি ব্যতীত কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম হওয়া সম্ভব নহে। বেদের বিষয় দূরে থাকুক, ইহা সকলেই অবগত আছেন যে চিত্ত স্থির না থাকিলে অতি সহজ পুস্তকের সামান্য বিষয়ও পুনঃপুনঃ পাঠ করিলে, কোন অর্থই বোধগম্য হয় না।

চিত্ত চঞ্চল থাকিলে বেদের কেবলমাত্র অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না এরূপ নহে, বরং বিপরীত বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া, এই সর্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মজ্ঞানোদ্দীপক বেদের অযথা এবং ইচ্ছামত অর্থ ঘটাইয়া, মহাবিপদগ্রস্ত করিয়া তুলে, ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ বৈষ্ণবদিগের মানভঞ্জন গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

মানভঞ্জনে লিখিত আছে যে রাধিকা শ্রীকৃষ্ণ বিরহে অত্যন্ত কাতরা হইয়া, এতাদৃশ অভিমানিনী হইয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ পদতলে পতিত হইয়া নানাপ্রকারে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করাতেও তিনি শ্রীকৃষ্ণ প্রতি

বিমুখ হইয়া আছেন, কোনমতে চাহিয়াও দেখিতেছেন না। কিন্তু একবার চক্ষে চক্ষে মিলন হইলে এ যন্ত্রণা কিছুই থাকে না. একেবারে আনন্দসাগর উচ্ছ্বসিত হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই—বৈষ্ণব মাত্রেই অবগত আছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ মানবদেহে অবতীর্ণ ব্রহ্মচৈতন্য, এবং রাধিকা মানবদেহে অবতীর্ণা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি। এই ভাবটি বিস্মৃত না হইলে রীতিমত বুঝিতে পারা যায় যে মানবদেহে প্রকৃতি ব্রহ্মচৈতন্য অভাবে দেহাভিমানপূর্ণ হইয়া মুখ ফিরাইয়া অর্থাৎ বহির্মুখ চিত্ত হইয়া, এই সংসারে কত যন্ত্রণাই ভোগ করিতেছে ; এবং সেই সর্ব্বব্যাপী নিত্য চৈতন্য এই যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত, সকলেরই অন্তরে বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃতি, অভিমান এমনি উন্মত্তা হইয়াছে যে. কোনমতে একটিবারও ফিরিয়া দেখিবে না। একবার অন্তর্মুখ চিত্ত হইলেই, সেই নিত্য চৈতন্য অনুভূত হইয়া এই অনিত্য সংসারযন্ত্রণা বিদূরিত হয় এবং চিত্ত একেবারে আনন্দময় হইয়া উঠে।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য বিপরীত বুদ্ধি! যখনই একটি স্ত্রী এবং একটি পুরুষের প্রেমালাপ দেখিতে পাইয়াছে, তখনই সেই ত্রিগুণময়ী রাধিকার প্রতি পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের প্রেম বিস্মৃত হইয়া. নিত্য দৃষ্ট সাংসারিক সংস্কারবশতঃ, তাহার স্থলে একটি বারবিলাসিনীর প্রতি তাহার উপপতির ঘৃণিত ব্যাপার আরোপ করিয়াছে ; এবং আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কোন কোন সম্প্রদায়ের অজ্ঞ বৈষ্ণবগণ এই প্রক্রিয়া দ্বারা সেই পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইহাদের উপাসনাও অতি অদ্ভুত। নিজে বলপূর্বক কৌপীন আঁটিয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় অলঙ্কার বস্ত্রাদি পরিধানকরতঃ, নানাপ্রকার প্রেমের ভাবভঙ্গি করিয়া, হরির সহিত সহবাস করেন। শুনিয়াছি সময়ে সময়ে তাহাদের ঋতুচিহ্নও হইয়া থাকে। কি আক্ষেপের বিষয়! সেই অনন্তচৈতন্যের অংশ এই অনন্ত শক্তিসম্পন্ন জীবগণ, যাহারা ইচ্ছা করিলে এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডকে করতলস্থিত আমলকীবৎ আয়ত্তাধীন করিতে পারে, তাহারা কি অজ্ঞানেই আচ্ছন্ন হওত আপনাকে বিস্মৃত

হইয়া বিপরীত বুদ্ধিদোষে কি যন্ত্রণাই ভোগ করিতেছে। এই সমস্ত সংস্কারজাত বিপরীত বুদ্ধির ক্রিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, চঞ্চল চিত্ত প্রণবহীন শূদ্রগণকে বেদ স্পর্শ করিতে নিষেধ করা কি মঙ্গল কার্য্যই হইয়াছে।

এক্ষণে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অধিকারী কে, ইহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। দাস নামক এক রাজা ছিলেন। মৎস্য ধরা তাঁহার একটি কার্য্য ছিল। একদিন তিনি একটি মৎস্য ধরেন, তাহার গর্ভ হইতে দুইটি সন্তান নির্গত হয়। একটি পুত্র তাহার নাম বিরাট. তিনি মৎস্য দেশের রাজা, অপরটি পরমা সুন্দরী কন্যা. তাহার গাত্রে মৎস্যগন্ধ থাকাপ্রযুক্ত তাহার নাম মৎস্যগন্ধা। দাসরাজা সেই কন্যাটিকে তরী লইয়া পথিকদিগের উপকারার্থে ঘাটে উপস্থিত থাকিতে এই অভিপ্রায়ে অনুমতি করেন যে, যদ্যপি কোন মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ হয়. তাহা হইলে কন্যাটি এই মৎস্যগন্ধ হইতে মুক্ত হইতে পারে। এইরূপে নদীতীরে থাকিতে থাকিতে শক্তিপুত্র পরাশরের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি কৃপা করিয়া বাহিরের দৃষ্টি আবরণ জন্য নদী মধ্যে কুজ্ঝটিকা, এবং তরী নিশ্চল করিবার নিমিত্ত একটি কৃষ্ণবর্ণ দ্বীপ সৃষ্টিপূর্বক ঐ মৎস্যগন্ধাকে পদ্মগন্ধযুক্তা করিয়া, তাহার ক্ষুদ্রদেহে পূর্ণ-যৌবনসম্পন্ন যোনি প্রকাশ করতঃ আপন বীর্য্য প্রদান করেন। তাহাতেই ঐ কৃষ্ণদ্বীপে বেদব্যাসের জন্ম হয় ; এবং তন্নিমিত্ত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নাম প্রাপ্ত হন। ঐ সময়ে মহর্ষি পরাশর ঐ কন্যাকে মন্ত্র ও পূজাপদ্ধতি উপদেশ দিয়া কহেন যে, এইরূপ অর্চনা করিতে করিতে তিনি ভূমণ্ডলের প্রধান রাজার সহিত বিবাহিতা হইবেন।

মহাভারতে এইরূপ একটি উপাখ্যান লিখিত আছে। এই মহাভারতে শূদ্র ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব সকলেরই অধিকার ; ইহা পাঠ করিতে কাহাকেও নিষেধ নাই। ইহা এইরূপ ভাবে প্রণীত যে, সকলেই ইহা হইতে কিছু কিছু উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারেন। যাবতীয় পৌরাণিক উপন্যাসের

Seer's Two Aides

আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক এই তিন প্রকার ব্যাখ্যা আছে। উপরোক্ত উপন্যাসটির ঐ তিন প্রকার ব্যাখ্যাই নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

ভৌতিকদেহে জড়িত অজ্ঞানাচ্ছন্ন শূদ্রদিগের নিমিত্ত এইরূপ ব্যাখ্যা হয় যে, দাসরাজা তাঁহার পালিতা কন্যাকে মৎস্যগন্ধ হইতে বিমুক্ত করিবার নিমিত্ত, নদীতীরে পথিকদিগের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন ; এবং ঐরূপ করাতে মহর্ষি পরাশর কৃপায় পদ্মগন্ধযুক্ত হইয়া প্রধান রাজার মহিষী হইলেন। অতএব বিনীতভাবে সকলেরই সেবা করা কর্ত্তব্য। এইরূপে কোন মহাত্মাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভব। ইহাই আধিভৌতিক ব্যাখ্যা।

স্থিরচিত্ত ব্রাহ্মণগণ, যাঁহাদের সূক্ষ্ম শরীর অনুভূত হইয়া জ্ঞানচক্ষু প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁহাদের নিকট এইরূপ ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে যে—তীরে স্থিত ইতি তীর্থ, ইহা ঘাট নহে, সংসার তীরে অবস্থিত তীর্থস্থান, এ স্থানে জ্ঞানী ও অজ্ঞানী সকলেরই সমাগম হইয়া থাকে অজ্ঞানিগণ জ্ঞান উপার্জনার্থে এইস্থানে আগমন করে ; এবং জ্ঞানিগণ জ্ঞান বিতরণার্থে সময় সময় এস্থানে প্রকাশ হয়েন। দাসরাজা পালিত কন্যাকে তীর্থ ভ্রমণ করিতে অনুমতি করেন। তথায় অনন্ত শক্তিসম্পন্ন মহর্ষি পরাশরের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার কৃপায় পদ্মগন্ধবিশিষ্টা হইয়া দেবতা পূজাপদ্ধতি শিক্ষা করেন এবং তদ্দ্বারা প্রধান রাজার মহিষী হইয়াছিলেন। অতএব তীর্থভ্রমণ করা উচিত। এস্থানে অনেক মহাত্মার সমাগম হইয়া থাকে। অদৃষ্টক্রমে কাহারও কৃপা প্রাপ্ত হইলে, এইরূপ মহৎ উপকারের সম্ভব। ইহাই আধিদৈবিক ব্যাখ্যা।

কিন্তু ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবগণ, যাঁহারা তদ্বিষ্ণুপরমপদ জ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, এরূপ বাহ্য বিষয়ে ব্যাপৃত হইয়া এই বিস্তৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে আত্মতত্ত্ববিদ্ এবং আত্মচৈতন্যে অবস্থিত জ্ঞানিগণের কখনই প্রবৃত্তি হয় না। ইহাতে আত্মচৈতন্যের উন্নতির বিষয় ব্যতীত

অপর কিছুই থাকা অসম্ভব। একটু মনোনিবেশপূর্বক পাঠ করিলে ইহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যায় যে, জীবের কার্য্যনির্বাহ করিবার দাস-স্বরূপ ইন্দ্রিয়, তাহার রাজত্বকালে, অর্থাৎ বলবান অবস্থায় মৎস্য (মদ্ স্য) ধরা অর্থাৎ বাসনাদির দ্বারা মত্ততা ধারণ করা একটি কার্য্য হয়। এইরূপে একটির পর অপর একটি বাসনার উদয় হইয়া ক্রমশঃ এই মত্ততা হইতেই জগদীশ্বরের বিরাট রাজ্য প্রকাশ হয়, অর্থাৎ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডবিশিষ্ট এই বিশ্বের দিকে দৃষ্টি পড়ে ; এবং তৎসঙ্গেই এই রাজ্য অবগত হইবার কামনাটি প্রকাশিত হইয়া, অন্তরিন্দ্রিয় মনের দ্বারা প্রতিপালিত হয়। এই কামনাটি অতি সুন্দরী হইয়াও মৎস্যগন্ধাবিশিষ্টা অর্থাৎ মত্ততাভাববিশিষ্টা। এই ভাবটি নষ্ট করণার্থে তীর্থভ্রমণ আবশ্যক। পূর্বেই তীর্থের বিষয় বলা হইয়াছে। এইস্থানে মহাত্মাগণের সর্ব্বদা গতিবিধি আছে। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইলে শক্তিপুত্র পরাশরের অর্থাৎ আদ্যাশক্তির অংশ কুণ্ডলিনী শক্তি চৈতন্য-যুক্তা হইয়া পুরুষবীর্য্য ধারণকরতঃ যাহাতে অবস্থান করিতেছে এরূপ মহাত্মার, সাক্ষাৎলাভ হইতে পারে। পরে ঐরূপ মহাত্মাদিগের উপদেশ প্রক্রিয়া কহিতেছেন—বাহ্যদর্শনের আবরক কুজ্ঝটিকার ন্যায় অনুভব করাইয়া, তন্মধ্যে একটি কৃষ্ণদ্বীপ সৃষ্টিকরতঃ, পূর্ণযোনি (কারণ দেহ যাহা হইতে এই শরীর সৃষ্টি হইতেছে) প্রকাশ করিয়া তথায় সেই সচৈতন্য কুণ্ডলিনী শক্তির তেজ প্রদান করেন। এই প্রক্রিয়াকে শাস্ত্রে যোনিমুদ্রা (অর্থাৎ জগৎ-প্রসবিনী চিহ্ন) প্রদর্শন কহে। সাধক মাত্রেই ইহা অবগত আছেন। সদ্‌গুরু তেজে ইহাই প্রথম অনুভূত হয় পরে মত্ততাভাব অন্তর্হিত হইয়া ক্রমশঃ একটি একটি পদ্মভাব প্রকাশ পায়। ইহা হইতে বেদব্যাস (বিদ্ ধাতু জ্ঞানে, বি-অস্ ধাতু পৃথক করা, বিশেষরূপে অংশ করিয়া জানা) অর্থাৎ ভেদজ্ঞান উৎপন্ন হয়। তুলসীদাসের দোঁহাতেও ইহার বিষয় লিখিত আছে। যথা—

সদ্‌গুরু পাওয়ে, ভেদ বাতাওয়ে,
জ্ঞান করে উপদেশ।

তব্ কোম্বেলাকে, মম্বলা ছুটে,

যব্ আগ্ করম্ব প্রবেশ।

মহর্ষি পরাশর এইরূপে যোনিমুদ্রা প্রকাশ করাইয়া মন্ত্র (মন ত্রায়তে যেন) অর্থাৎ নিশ্বাস চৈতন্যযুক্ত করিবার উপদেশ দিয়া কহেন যে. এই ক্রিয়াতে নিযুক্ত থাকিতে থাকিতে এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রধান রাজা সৎচিদানন্দময় পর-ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইবে। ইহাই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। ইহাই যোগি-দের যোগকৌশল, এবং চৈতন্য প্রকাশক ক্রিয়া। তন্ত্রে ইহার বিষয় এইরূপ উল্লেখ আছে। যথা—

ব্রহ্মাদি কৃমি পর্য্যন্তং প্রাণিনাং প্রাণবর্ত্তন।

নিশ্বাসঃ শ্বাসরূপেণ মন্ত্রোঽয়ং বর্ত্ততে প্রিয়ে॥

মহাদেব পার্বতীকে বলিয়াছিলেন—ব্রহ্মাদি কৃমি পর্যান্ত প্রাণিদিগের প্রাণবর্ত্তন শ্বাসরূপ নিশ্বাসকেই মন্ত্র বলে।

মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যোনিমুদ্রাং ন বেত্তি যঃ।

শতকোটি জপেনাপি তস্যসিদ্ধির্নবিদ্যতে॥

মন্ত্রের যথার্থ অর্থ যে নিশ্বাস, এবং তাহাকে চৈতন্যযুক্ত করিবার উপায় যে প্রাণায়াম, (কেবলিকুম্ভক) এবং যোনিমুদ্রা. অবগত না হইয়া শতকোটি জপ করিলেও কার্য্যসিদ্ধি হয় না।

বেদব্যাসের এইরূপ আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য অবগত হইয়া, এই বেদব্যাস দ্বারা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সহিত মহাভারত প্রণীত হইয়াছে বলিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে সদ্‌গুরু কৃপায় উপদেশ প্রাপ্তে ভেদজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত না হইলে ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য রীতিমত বোধগম্য হয় না; অতএব সদ্‌গুরূ-পদিষ্ট সাধকগণই এই শাস্ত্রের অধিকারী. কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই। ঐ ভেদজ্ঞান দ্বারা ধৃতরাষ্ট্র (ধৃতং রাষ্ট্রং যেন) অর্থাৎ মন, এবং পাণ্ডু (বর্ণহীন, নির্মল) অর্থাৎ বুদ্ধি অনুভূত হয়, পরে ঐ বুদ্ধির ক্ষেত্র কুন্তী (কুন্ ধাতু আহ্বানে) অর্থাৎ মেরুদণ্ডের দৈবতেজ আহ্বান করিবার ক্ষমতাবিশিষ্ট অংশ

নাভির উর্দ্ধভাগ হইতে তিনটি এবং মাদ্রী, (মাদয়তে ইতি) অর্থাৎ মেরু-দণ্ডের উন্মত্ততাকারক অংশ নাভির অধোভাগ হইতে দুইটি, এই পাঁচটি তত্ত্ব প্রকাশ হইয়া, মনোজাত বৃত্তিসমূহ দ্বারা মহাবিপদাপন্ন হয়। তন্নিমিত্ত কোন কোন তত্ত্ব বিকৃত হইয়া নানাপ্রকার শারীরিক ও মানসিক রোগ উৎপন্ন হয়। বৈদ্যদিগের ঔষধ ও গুরুদত্ত কৌশল দ্বারা অপরাপর তত্ত্বের সাহায্যে তাহা হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। কিন্তু যখন ঐ পঞ্চতত্ত্ব প্রধান বহ্নিতত্ত্ব মোহে আচ্ছন্ন হইয়া স্বয়ং আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত হয়, তখন আর কোন উপায় থাকে না। এই সময়ে কঠিন তপস্বী ও মহাযোগিগণও তাহাদের চির অভ্যাসের যোগাবস্থা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।

এই ভয়ানক অবস্থা হইতে উদ্ধার হইবার নিমিত্ত পঞ্চম বেদ মহা-ভারতের মধ্যে উপনিষৎরূপে এই সর্বশাস্ত্রময়ী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রণীত হইয়াছে। এই বিষম বিপদ হইতে উদ্ধার হওয়াই এই শাস্ত্রের গুরুতর প্রয়োজন। এই শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য যিনি উত্তমরূপে অবগত আছেন তাঁহার নিকট কোন শাস্ত্র অবিদিত নাই। এই নিমিত্ত মহাত্মারা বলিয়া থাকেন যে নাভিপদ্মোদ্ভূত ব্রহ্মতেজ হইতে স্বয়ং বিনিঃসৃত গীতা সুন্দররূপে সর্বদা স্মরণ করা কর্ত্তব্য, ইহার নিকট আর অপর শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই।

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।

যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাৎ বিনিসৃতা॥

এই গীতার যথার্থ তাৎপর্য্য বরাবর শিষ্যপরম্পরায় গুরুমুখে জ্ঞাত হইয়া আসিতেছে। ইহা সদ্‌গুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট সাধকগণ ব্যতীত পণ্ডিতগণের বোধগম্য নহে। এক্ষণে শ্রীশ্রীভগবান পূজ্যপাদ গুরুদেবের অনুমত্যানুসারে এবং তাঁহার উপদেশমতে এই যোগিগণের পরম পূজনীয় হৃদয়ের ধন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সরল সংস্কৃত বৃত্তি ও সহজে স্মরণ রাখিবার নিমিত্ত বৈষ্ণব-দিগের পদ্যগুলি, এতদ্দেশীয় ও পাশ্চাত্য শাস্ত্রের সহিত সমন্বয় করিয়া তাহার নিগূঢ় আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্যের সহিত প্রকাশ করিতেছি ইহার দ্বারা যদি একটি

ভক্তও সদ্‌গুরু কৃপালাভ করিয়া পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞাত হইয়া তন্ময় হইতে পারেন, তাহা হইলে এই পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি –

প্রকাশকস্য— *

* ব্যাখ্যাকর্ত্তা স্বামীজী মহারাজ স্বয়ং প্রথম সংস্করণের প্রকাশক।

ওঁ তৎসৎ

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

সৈন্যদর্শনো নাম

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥ ১ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন শুনহে সঞ্জয়! দুর্য্যোধন আদি শত আমার তনয় ॥
যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন। যুদ্ধের ইচ্ছায় তারা করিয়া মিলন ॥
ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে কোন কর্ম্ম করে। বিশেষ করিয়া সব কহিবা আমারে ॥১॥

ধৃতরাষ্ট্রঃ (ধৃতং রাষ্ট্রং যেন) মনঃ উবাচ উক্তবান্।
হে সঞ্জয় (সম্যক প্রকারেণ জয়তি যঃ) দিব্যদৃষ্টিঃ প্রজ্ঞাচক্ষুঃ মামকাঃ মৎপুত্রাঃ মনোবৃত্তয়ঃ পাণ্ডবাঃ পাণ্ডুপুত্রাঃ পঞ্চতত্ত্বানি চ ধর্ম্মক্ষেত্রে (যৎ ক্ষেত্রং ধৃত্বা জীবঃ তিষ্ঠতি তস্মিন্) কুরুক্ষেত্রে (অনুষ্ঠান-ভূমৌ শরীরে) যুযুৎসবঃ যোদ্ধুং ইচ্ছন্তঃ সমবেতাঃ মিলিতাঃ সন্তঃ কিম্ অকুর্ব্বত কৃতবন্তঃ ॥১॥

ব্যাখ্যা। মহাভারতে লিখিত আছে মহারাজ শান্তনুর বংশে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু প্রভৃতি সকলেই উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহার দুই স্ত্রী, গঙ্গা ও সত্যবতী। গঙ্গার গর্ভে অষ্টবসু পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে সাতটিকে, জন্মিবা মাত্রই গঙ্গা আপন জলস্রোতে নিমগ্ন করিয়া বিনষ্ট করেন, এবং অষ্টমটিকে পরিত্যাগপূর্বক স্বয়ং আপন স্রোতে মিলিত হইয়া অদৃশ্য হয়েন। এই অষ্টম পুত্রটির নাম দেবব্রত, ইনি মহাবল পরাক্রান্ত। এই দেবব্রত বা ভীষ্মের তেজেই এই ভারতরাজ্য রক্ষা হইত। ইনি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের পক্ষে যুদ্ধকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন বটে, কিন্তু কখনও রাজ্যের কর্ত্তৃত্বে বা

ভোক্তৃত্বে লিপ্ত হয়েন নাই, এবং সত্যবতী যিনি পূর্ব্বে মৎস্যগন্ধা ছিলেন এবং মহর্ষি পরাশর ঔরসে যাঁহার গর্ভে বেদব্যাস জন্মগ্রহণ করেন তিনি মহর্ষি পরাশরের দ্বারা পদ্মগন্ধযুক্তা হইয়া তাঁহার নিকট মন্ত্রশিক্ষা করতঃ প্রধান রাজার মহিষী হইবার নিমিত্ত পূজায় নিযুক্ত থাকেন। ঐ সত্যবতীর পূজার পদ্ম নীল জলে সারি সারি ভাসিয়া আসিতে দেখিয়া মহারাজ শান্তনু তথায় গমনপূর্বক তাঁহার সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া স্বয়ং বিবাহ করিবার প্রস্তাব করায় তিনি দেবব্রতকে রাজার উত্তরাধিকারী দেখিয়া ঐ প্রস্তাবে অস্বীকৃত হয়েন। তন্নিমিত্ত মহারাজ শান্তনুকে মলিন দেখিয়া, দেবব্রত স্বয়ং রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিবে না পাছে তাহার পুত্রাদি উৎপন্ন হইয়া এই কার্য্যের কোন বিঘ্ন ঘটায়, এই নিমিত্ত তিনি যাবজ্জীবন অবিবাহিত থাকিবেন এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, ঐ সত্যবতীকে রাজবাটিতে আনয়নপূর্বক মহারাজ শান্তনুর সহিত বিবাহ সমাপন করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করেন। এই সত্যবতী হইতে মহারাজ শান্তনুর দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। জ্যেষ্ঠ চিত্রাঙ্গদ এবং কনিষ্ঠ বিচিত্রবীর্য্য, জ্যেষ্ঠটি আসুরিক যুদ্ধে বিনষ্ট হওয়ায় বিচিত্রবীর্য্য একক অবশিষ্ট থাকেন। এই বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ নিমিত্ত দেবব্রত ভীষ্ম অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা নামক তিনটি কাশীরাজার কন্যা হরণ করিয়া আনয়ন করেন। তন্মধ্যে অম্বা মদ্ররাজকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করায়, উহাকে পরিত্যাগপূর্বক অপর দুইটির সহিত বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ দেন। বিচিত্রবীর্য্য ঐ উভয় স্ত্রী সম্ভোগে রোগগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। পরে সত্যবতী-গর্ভজাত পরাশর-পুত্র বেদব্যাস দ্বারা অম্বিকা হইতে ধৃতরাষ্ট্র ও অম্বালিকা হইতে পাণ্ডু জন্মগ্রহণ করেন। অম্বিকা ব্যাসদেবকে দেখিয়া নয়ন মুদ্রিত করায়, তাঁহার গর্ভস্থ পুত্র অন্ধ হয়েন, এবং অম্বালিকা বিবর্ণা হওয়ায় তাঁহার গর্ভজাত পুত্র পাণ্ডুবর্ণ হয়েন। এই পাণ্ডু স্ত্রীসংসর্গ দ্বারা আপনার মৃত্যু হইবে এইরূপ অভিসম্পাত জ্ঞাত হইয়া ভোগেচ্ছা পরিত্যাগপূর্বক বন মধ্যে অবস্থান করিলেন। তাঁহার দুই স্ত্রী কুন্তী ও মাদ্রী। এই কুন্তীদেবী দেবতা আকর্ষণী মন্ত্র জানিতেন। এই মন্ত্র

পরীক্ষার্থে তিনি অবিবাহিতা অবস্থায় সূর্য্যদেবকে আহ্বান করেন। এবং ঐ সূর্য্যদেবের ঔরসে কর্ণ জন্মগ্রহণ করেন। ঐ কুন্তীদেবী স্বামীর অনুমতিক্রমে আপন আকর্ষণী মন্ত্র দ্বারা ধর্মরাজ যমকে আহ্বান করাতে ধার্মিক পুত্র যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়; এবং মহাবল পরাক্রান্ত পবনদেবকে আহ্বান করায় ভয়ানক বলবান ভীম জন্মগ্রহণ করেন, এবং মহাতেজস্বী সর্বগুণান্বিত ইন্দ্রদেবকে আহ্বান করাতে সর্বগুণে গুণবান অর্জুন জন্মগ্রহণ করেন। পরে স্বামীর অনুরোধে কুন্তীদেবী ঐ মন্ত্রটি একবারের নিমিত্ত মাদ্রীকে দেওয়ায় মাদ্রী যুগল দেবতা অশ্বিনীকুমারকে আহ্বান করেন। তাহাতে একেবারে যুগল সন্তান নকুল ও সহদেবের জন্ম হয়। এইরূপে সুশোভিত হইয়া একদিবস মহারাজ পাণ্ডু বসন্তকালে মাদ্রীর সহিত নির্জনে ভ্রমণ করিতে করিতে মদনানলে পীড়িত হইয়া মাদ্রীকে আলিঙ্গন করেন। এবং তাহাতে ঐ পাণ্ডু রাজার মৃত্যু হয়। এবং মাদ্রী আপনাকে ঐ মৃত্যুর কারণ বিবেচনা করিয়া স্বামীর সহিত সহমৃতা হয়েন পরে কুন্তীদেবী ঐ পঞ্চপুত্র লইয়া স্বামীরাজ্যে আগমন করেন। পরে ঐ পঞ্চপাণ্ডব আপন জ্যেষ্ঠতাতপুত্র দুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতার সহিত কৃপাচার্য ও দ্রোণাচার্য্যের নিকট শিক্ষালাভ করেন। তন্মধ্যে অর্জুন নানাস্থানে শিক্ষিত হইয়া মহাতেজস্বী হয়েন। পরে ঐ পঞ্চপাণ্ডব আপন পরাক্রম প্রকাশ করিবার সময় কর্ণ উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়েন। দুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতা পঞ্চপাণ্ডবকে আপনাদের রাজ্যভোগের বিঘ্ন জানিয়া এই কর্ণকে আপনপক্ষে গ্রহণপূর্ব্বক তাহার বলে বলবান হইয়া উহাদের বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করেন। এইরূপে নানাপ্রকার কৌশলে পরাজিত হইয়া পাণ্ডবগণ দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর বিরাট রাজ্যে অজ্ঞাতবাস করিতে বাধ্য হয়েন। পরে প্রকাশিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে সহায় করিয়া রাজ্যোদ্ধারের চেষ্টা করেন। —এক্ষণে দর্শনশাস্ত্র দ্বারা এই বিষয়ের কিরূপ মীমাংসা হয় দেখা যাউক।

দর্শনশাস্ত্রে সৃষ্টিতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে অবগত হওয়া যায় যে দুই

প্রকার মূল পদার্থ দ্বারা এই অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড রচিত হইয়াছে। একটি চৈতন্য পদার্থ ও অপরটি জড় পদার্থ। পরব্রহ্ম এই সৃষ্টির অতীত, শান্ত ও অদ্বিতীয়। সৃষ্টির সমস্ত ভাব অতিক্রম করিয়া আত্মপ্রত্যয় সার হইতে পারিলে কৈবল্য অবস্থায় এই ব্রহ্ম-চৈতন্য অনুভূত হয়েন। উপরোক্ত চৈতন্য এবং জড়পদার্থ এই পরব্রহ্ম হইতে পৃথক বস্তু নহে, পরব্রহ্মের দুইটি প্রকৃতি মাত্র। দর্শনে এই সৃষ্টির অতীত ব্রহ্মচৈতন্যকে পরমপুরুষ এবং সৃষ্টির অন্তর্গত চৈতন্য পদার্থকে পুরুষ ও জড়পদার্থকে প্রকৃতি বলিয়া উল্লিখিত আছে। এই গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে এই বিষয় বিস্তৃতরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে।

উক্ত প্রকৃতি অজ্ঞান, কিন্তু পরমপুরুষ সন্নিধানে থাকাবশতঃ অয়স্কান্ত-মণি (চুম্বক) সন্নিহিত লৌহের ন্যায় একটু চৈতন্যযুক্তা হইয়া তাহাতে একটি বিকার জন্মে। সেই বিকারের নাম মহত্তত্ত্ব।

“সৎসন্নিধানাদধিষ্টাতৃত্বং মণিবৎ।

ইতি কপিলসূত্র। ১।৯৯।”

এইরূপে চৈতন্য প্রকৃতিতে উপহিত হইয়া মহত্তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় আপনাতে একটি কর্তৃত্ব উৎপন্ন করে। এই কর্তৃত্বের নাম অহঙ্কার। ইহা দ্বারা পুরুষ আপনাকে কর্ত্তা মনে করেন। কিন্তু উক্ত মহত্তত্ত্বই অব্যবহিত কর্ত্তা। এই আসুরিক ভাব দ্বারা ক্রমশঃ মহত্তত্ত্বভাব তিরোহিত হইয়া অহঙ্কারভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অহঙ্কার জীবে বর্ত্তমান নাই। ইহা ঐশ্বরিক অহঙ্কার, ইহার ভিন্ন ভিন্ন শক্তির বিকারে এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। পুরুষ এই সৃষ্ট পদার্থে অধিষ্ঠিত থাকায় এই অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড চৈতন্য-যুক্তা হইয়া প্রকাশিত আছে।

দর্শন শাস্ত্রকারগণ এ ব্রহ্মাণ্ডকে স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ, তিন প্রকার শরীরবিশিষ্ট বলিয়া থাকেন। এই দৃশ্যমান জগৎ যাহা জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা

অনুভূত হয়, তাহাকে স্থূল ব্রহ্মাণ্ড বলে এবং এই স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের অন্তঃস্থিত সূক্ষ্ম ভূত সকল (Electricity) যাহা ইহার প্রত্যেক অণুতে অণুতে প্রবেশ করিয়া সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় কার্য্য সম্পাদন করিতেছে, তাহাই এই ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্ম শরীর। এই সূক্ষ্ম ভূত সকলের উৎপত্তির কারণস্বরূপ যে তম, রজ এবং সত্ত্বগুণময়ী প্রকৃতি তাহাই ইহার কারণ শরীর। এই বিষয় এই গ্রন্থের ৪র্থ অধ্যায়ে উত্তমরূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

দর্শনশাস্ত্রে সমষ্টি ও ব্যষ্টি শব্দের ব্যবহার আছে। সমষ্টি শব্দে সমুদয়, এবং ব্যষ্টি শব্দে সমষ্টির অন্তর্গত প্রত্যেকটি ও যথা সমুদয় বনটি সমষ্টি পদবাচ্য এবং ব্যষ্টি শব্দে ঐ বনাবচ্ছিন্ন প্রত্যেক বৃক্ষকে বুঝায়। এইরূপ সমষ্টি অবস্থাতে ব্রহ্মাণ্ডের কারণ শরীর মায়াতে অধিষ্ঠিত চৈতন্যকে ঈশ্বর বলে এবং ব্যষ্টি অবস্থাতে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর কারণ শরীর অবিদ্যায় অধিষ্ঠিত চৈতন্যকে প্রাজ্ঞ বলে। এইরূপ সমষ্টি অবস্থাতে ঐ মায়া হইতে উদ্ভূত ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্মশরীরে অধিষ্ঠিত চৈতন্যকে হিরণ্যগর্ভ বলে এবং ব্যষ্টি অবস্থাতে অবিদ্যা হইতে প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর সূক্ষ্মশরীরে অধিষ্ঠিত চৈতন্যকে তৈজস বলে। সমষ্টি অবস্থাতে ঐ ব্রহ্মাণ্ডের স্থূলশরীরে অধিষ্ঠিত চৈতন্যকে বিরাট বলে এবং ব্যষ্টি অবস্থাতে প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর স্থূলশরীরে অধিষ্ঠিত চৈতন্যকে বিশ্ব বলিয়া থাকে। এই সমষ্টি ও ব্যষ্টিতে অধিষ্ঠিত চৈতন্য একই। সমষ্টিভাবে মায়াতে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনিই ঈশ্বর, হিরণ্য-গর্ভ ও বিরাট এবং ব্যষ্টিভাবে অবিদ্যাতে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনিই প্রাজ্ঞ, তৈজস ও বিশ্ব।

এই ছয় প্রকারে চৈতন্যময় হইয়া জগৎ অবস্থিত আছে। ইহাকে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত অপর দুই অবস্থায় এই চৈতন্যই সৃষ্টি মধ্যে অধি-ষ্ঠিত আছেন। তন্মধ্যে একপ্রকার “আভাসচৈতন্য” বা “চিদাভাস” ও অপর প্রকার “কূটস্থচৈতন্য” বা “সাক্ষীচৈতন্য”। এই বিষয়টি পরিষ্কাররূপে বোধগম্য করিবার নিমিত্ত পঞ্চদশীর অষ্টম অধ্যায় হইতে ইহার একটি উদা-হরণ উদ্ধৃত করিতেছি। যেরূপ নৃত্যশালাস্থিত দীপজ্যোতিঃ গৃহস্বামী,

সভ্যগণ ও নর্ত্তকীগণ এ সকলকেই এককালে সমানভাবে প্রকাশ করে, কিন্তু ইহাদের কোন কার্য্যে লিপ্ত থাকে না এবং তাহাদের অভাবেও পূর্ববৎ স্বয়ং প্রদীপ্ত থাকে তদ্রূপ কূটস্থচৈতন্য, দর্শন শ্রবণাদি ইন্দ্রিয় কার্য্যে, বা তাহাদের বিষয় সকলে, অথবা অহঙ্কার বুদ্ধি প্রভৃতি বৃত্তি সমুদায়ে লিপ্ত না হইয়া কেবলমাত্র ইহাদের সত্তা আপন জ্যোতিতে এককালে প্রকাশ করেন, এবং তাহাদের অভাবেও স্বয়ং পূর্ববৎ দীপ্যমান থাকেন। মানব মনোবুদ্ধি দ্বারা যে কিছু কল্পনা করেন এই কূটস্থচৈতন্য সেই সমুদায়কে প্রকাশিত করিয়া তাহার সাক্ষীস্বরূপে অবস্থান করেন, এই নিমিত্ত ইহার নাম "সাক্ষী-চৈতন্য" ; এবং স্বয়ং কোন কার্য্যে, বিষয়ে বা কর্ত্তৃত্বে মিলিত না হওয়াতে কোন প্রকার অবস্থান্তর না হইয়া সম্পূর্ণ নির্বিকারভাবে বর্ত্তমান আছেন। এই নিমিত্ত ইহার নাম "কূটস্থচৈতন্য"। (কূটবন্নির্বিকারেণ স্থিতি ইতি কূটস্থ) অর্থাৎ কূট শব্দে স্বর্ণকারের নেয়াই। ইহার উপর স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতু সমস্ত কুণ্ডল বলয়াদি নানাপ্রকার অবস্থাতে পরিবর্ত্তিত হইলেও ইনি স্বর্ণকারের নেয়াইয়ের ন্যায় নির্বিকার অবস্থায় বর্ত্তমান থাকেন। এই চৈতন্য দীপজ্যোতির ন্যায় সকল জীবের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহাদের বুদ্ধির বিষয়কে প্রকাশ করেন, কিন্তু বুদ্ধি তাহাকে জানিতে পারে না। সামান্যতঃ সমুদয় পদার্থ-ই কূটস্থচৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত আছে, জীব তাহা অনুভব করিতে পারে না ; এবং জীবেরও স্বভাবতঃ অন্তর্জ্যোতি আছে। যখন জীব বুদ্ধি দ্বারা ঐ জ্যোতি কোন পদার্থের উপর প্রক্ষেপ করে তখন উক্ত পদার্থ দ্বিগুণ প্রকাশিত হইয়া জীবকর্ত্তৃক জ্ঞাত হয়। জীবের এই অন্তর্জ্যোতিও অপরাপর পদার্থের ন্যায় কূটস্থচৈতন্য জ্যোতিতে প্রকাশিত আছে। জীবের এই অন্তর্জ্যোতি ঐ কূটস্থচৈতন্য জ্যোতির প্রতিবিম্ব মাত্র ; কূটস্থচৈতন্যের সত্তাতেই ইহার সত্তা। তবে জীবের আপনার কি কোন জ্যোতি নাই ? অবশ্য আছে। কিন্তু তাহা জ্যোতি প্রতিবিম্বিত করিবার একটি অধিকার মাত্র। কূটস্থচৈতন্য জ্যোতির অভাবে তাহা অন্ধকার। যেরূপ বাহ্যজ্যোতি দ্বারা প্রকাশিত না থাকিলে নেত্র আপন জ্যোতি দ্বারায় কোন

পদার্থের জ্ঞানলাভে সমর্থ হয় না তদ্রূপ পদার্থ সকল কূটস্থ চৈতন্যজ্যোতি দ্বারা জীবের অজ্ঞাতসারে প্রকাশিত না থাকিলে জীবের বুদ্ধিতে কোন পদার্থ ই প্রকাশ পাইত না। সেই অন্তঃজ্যোতির নাম "আভাসচৈতন্য" বা "চিদাভাস"। সৃষ্টি মধ্যে মায়া এবং অবিদ্যাতে উপহিত হইয়া চৈতন্য এই আট প্রকার উপাধিবিশিষ্ট হইয়া বর্ত্তমান আছেন। তন্মধ্যে সাত প্রকার সেই অনন্তচৈতন্য প্রকৃতিতে মিলিত থাকায় পৃথকরূপে অনুভূত হয় না। কেবল আভাসচৈতন্য বা চিদাভাসটি মনোবৃত্তিগণের সহিত চালিত হয়েন বলিয়া তাহারই অনুভব হয় মাত্র। এই আভাসচৈতন্যই সংসারে কর্ত্তৃত্ব বা ভোক্তৃতে লিপ্ত নহেন।

এক্ষণে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, শান্তনু (সমং বিকারশূন্যং তনুর্যস্য) সৃষ্টির অতীত নির্বিকার ব্রহ্মচৈতন্য। তাঁহার দুইটি (স্ত্রী) প্রকৃতি। গঙ্গা চৈতন্য প্রকৃতি (গাং ব্রহ্মাণ্ডং গচ্ছতি ইতি) এবং সত্যবতী জড়-প্রকৃতি (সত্যং চৈতন্যং বিদ্যতে অধিতিষ্ঠতি যস্যাং)। উক্ত চৈতন্য-প্রকৃতি হইতে (অষ্টবসুর জন্ম হয়) ঈশ্বর, বৈশ্বানর, বিরাট, প্রাজ্ঞ, তৈজস, বিশ্ব, কূটস্থচৈতন্য ও আভাসচৈতন্য এই আট প্রকার চৈতন্যরশ্মি বিকাশ পায়। তন্মধ্যে সাতটির প্রকাশ নাই (গঙ্গাজলে নিমগ্ন আছে) চৈতন্য-স্রোতে মিলিত হইয়া আছেন। অষ্টম (দেবব্রত) আভাসচৈতন্য প্রকাশিত হইলে (গঙ্গা) চৈতন্য প্রকৃতি স্বয়ং আপন স্রোতে মিলিত হইয়া অদৃশ্য হয়েন। ঐ আভাসচৈতন্যই এই (রাজ্যে) শরীরে মহাবল পরাক্রান্তভাবে প্রকাশিত আছেন। ইনি মনোবৃত্তিগণের সহিত চালিত হইয়াও কোন কর্ত্তৃত্বে বা ভোক্তৃত্বে লিপ্ত নহেন। এই আভাসচৈতন্যজ্যোতিতে (ভীষ্মের তেজে) সমগ্র বিশ্ব (রাজ্য) প্রকাশিত আছে।

উক্ত ত্রিগুণময়ী জড়প্রকৃতি (সত্যবতী), এই গ্রন্থের অবতরণিকাতে যাহার বিষয় বলা হইয়াছে, যিনি সদ্গুরু কৃপালব্ধ তেজে যোনিমুদ্রা দর্শন করিয়া ভেদজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত করতঃ মত্ততা পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তভাবে ব্রহ্মাণ্ডের প্রধান রাজা এই সৃষ্টির অতীত সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মচৈতন্যে মিলিত

হইবার নিমিত্ত গুরূপদেশমত ক্রিয়াতে নিযুক্ত হয়েন। তিনি ঐ ক্রিয়া দ্বারা মেরুদণ্ডস্থিত চৈতন্যস্রোতে সারি সারি ষটচক্রস্থ পদ্ম প্রকাশ করিয়া ব্রহ্মচৈতন্য অনুভব করেন (শান্তনুর সহিত সাক্ষাৎ হয়)। কিন্তু আভাস-চৈতন্য (দেবব্রত ভীষ্ম) বিষয় ভোগোন্মুখ থাকাতেই তৎসহ মিলিত হইতে পারেন না। পরে ব্রহ্মচৈতন্যানুভূতির মলিনতা (শান্তনুর মলিনভাব) দর্শন করিয়া আভাসচৈতন্য (দেবব্রত ভীষ্ম) বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করেন এবং এই বৈরাগ্যের বিঘ্ন নাশের নিমিত্ত শারীরিক সর্বপ্রকার শক্তি হইতে নির্লিপ্ত (অবিবাহিত) থাকিতে সঙ্কল্প করেন। এইরূপে আভাসচৈতন্য (দেবব্রত ভীষ্ম) প্রকৃতিকে (সত্যবতীকে) অন্তর্মুখ করিয়া ব্রহ্মচৈতন্যের (শান্তনুর) সহিত মিলিত করিয়া তাহার প্রসন্নতা উৎপন্ন করেন। এই-রূপে বৈরাগ্য প্রতিষ্ঠাপূর্বক সদ্গুরূপদেশমত ক্রিয়া দ্বারা চিত্তকে অন্তর্মুখ করিয়া ব্রহ্মচৈতন্যে মিলিত করিতে পারিলে অপরোক্ষানুভূতিতে ব্রহ্মচৈতন্য সর্বদা প্রসন্নভাবে প্রকাশ থাকেন। এইরূপে মানবপ্রকৃতি চৈতন্যযুক্ত হইলে সেই সৃষ্টির মূল চিত্রিত অঙ্গবিশিষ্ট ঐশ্বরিক মহত্তত্ত্ব (চিত্রাঙ্গদ) অনুভূত হইয়া তৎসঙ্গে আপনাতে একটি কর্তৃত্ব অনুভূত হয়, ইহাকে ঐশ্বরিক অহঙ্কার (বিচিত্রবীর্য্য) বলে। তখন আপনাকে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা বলিয়া মনে হয়। এই অনুভূতিতে পূর্ণ হইয়া রাজর্ষি জনক বলিয়াছিলেন যে, "অহো আমি কি অদ্ভুত ! আমাকে নমস্কার, আমার সদৃশ দক্ষ আর নাই, আমি শরীর দ্বারা স্পর্শ ব্যতিরেকে এই জগৎ ধারণ করি-তেছি। যথা —

অহো অহং নমস্তোঽহং দক্ষো নাস্তীহ মৎসমঃ।
অসংস্পৃশ্য শরীরেণ ময়া বিশ্বং চিরং ধৃতং॥
[অষ্টাবক্রসংহিতা ২য় প্রকরণ ॥১৩॥]

এই আন্তরিক ভাব দ্বারা মহত্তত্ত্ব ভাব ক্রমশঃ তিরোহিত হইয়া সেই

ঐশ্বরিক অহঙ্কার ভাবটি বর্ত্তমান থাকে। এই ভাবটি জীবে প্রকাশ নাই। ঐ ঐশ্বরিক সমষ্টি অহঙ্কারভাবের অংশ ব্যষ্টিরূপে আপনাতে অনুভব করিবার নিমিত্ত (পুত্রোৎপাদনহেতু) কাশীরাজকন্যা (রঞ্জয়ন কাশতে ইতি কাশী-রাজ অর্থাৎ জ্ঞান যিনি বিষয় সকল প্রকাশিত করিয়া বিরাজিত হয়েন, তাহাতে উদ্ভূত) জ্ঞানজাত (অম্বা) অনুভবাত্মিকা (অম্বিকা) সংশয়াত্মিকা এবং (অম্বালিকা) নিশ্চয়াত্মিকা, এই তিনটি বৃত্তি চিদাভাস (দেবব্রত ভীষ্ম) কর্তৃক প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে (অম্বা) অনুভবাত্মিকা বৃত্তিটি (মদ্ররাজ মদ্র ইতি মদ্র) নাভির নিম্নভাগস্থিত তেজে মিলিত হইতে ইচ্ছা করায় তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া, বক্রী দুইটিকে ঐ ঐশ্বরিক অহঙ্কা-রের সহিত মিলিত করিয়া দেন। উক্তরূপ সংশয় ও নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তির সহিত মিলিত হইয়া ঐ ঐশ্বরিক অহঙ্কার ভাবটি বিলুপ্ত হয়। তখন গুরু-দত্ত ভেদজ্ঞান দ্বারা (বেদব্যাস দ্বারা) সংশয়াত্মিকা বৃত্তি হইতে ধৃতরাষ্ট্র, (ধৃতং রাষ্ট্রং যেন) মন অনুভূত হয়। কিন্তু অন্তরে সংশয় থাকিলে চক্ষে সর্ব্বদা পড়ে এই হেতু মনও ঐরূপ চাঞ্চল্যভাব প্রাপ্ত হয়, তদ্বশতঃ কোন পদার্থ স্থিরভাবে অবলোকন করিতে পারে না। মনকে এইরূপ অন্ধ দেখিয়া নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি দ্বারা ঐ ভেদজ্ঞান কর্তৃক পাণ্ডু (বর্ণহীন নির্মল) বুদ্ধি অনুভূত হয়। এই বুদ্ধি স্থিরভাবে সকল পদার্থ অবলোকন করিতে পারে, কোন পদার্থই উহাকে অতিরঞ্জিত করিতে পারে না। ইহা সর্বদাই নির্মল (পাণ্ডু) বর্ণহীন।

সাধকগণ গুণের বিভিন্নতা হেতু এই শরীরকে উর্দ্ধ, অধঃ, সম্মুখ ও পশ্চাৎ এই চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। উর্দ্ধভাগটি উত্তরভাগ দৈব-তেজে বীর্য্যবান, এবং বিভূতি প্রকাশক, অধোভাগটি দক্ষিণভাগ এবং উন্মত্তকারক। সম্মুখভাগটি পূর্ব্বভাগ এবং সংসারজনিত বিষয়ভোগে প্রবৃত্তি-দায়ক, এবং পশ্চাৎ ভাগটি পশ্চিমভাগ, ভোগেচ্ছা হইতে নিবৃত্তিকারক, এবং মুক্তিদায়ক। মন অন্ধ হইয়াও সংসারভোগে প্রবৃত্তিদায়ক শরীরের সম্মুখভাগে (রাজ্য মধ্যে অবস্থান করেন, এবং বুদ্ধি কোন শারীরিক শক্তির

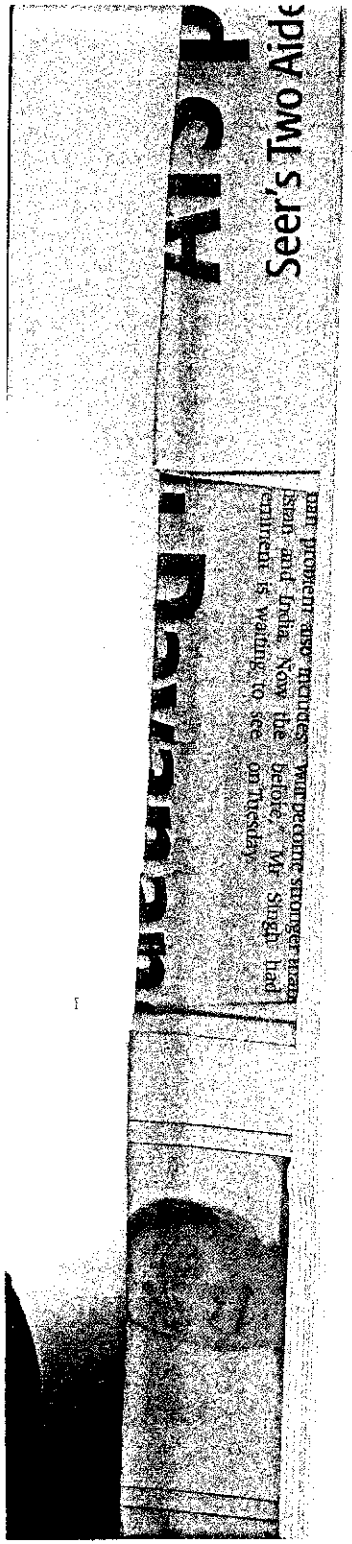

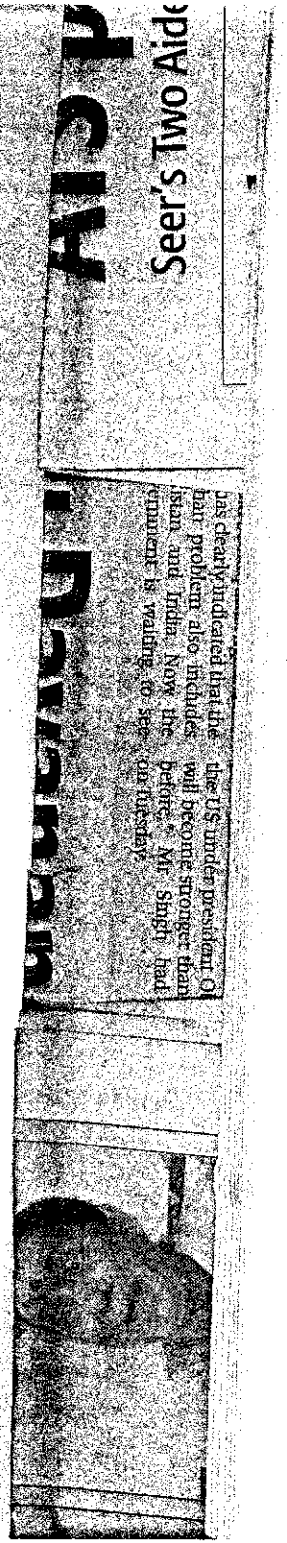

সহিত মিলিত হইলে বিনষ্ট হইবার আশঙ্কায়, উহা হইতে নিবৃত্ত থাকিবার নিমিত্ত শরীরের পশ্চাৎভাগে (রাজ্য হইতে দূরে) নিবৃত্তিকারক অংশে বিরাজ করেন। এই বুদ্ধির ক্ষেত্র (স্ত্রী) মেরুদণ্ডের মধ্যস্থিত সুষুম্না শক্তির বিভিন্নতা হেতু দুই ভাগবিশিষ্ট। নাভির ঊর্দ্ধভাগের অংশটি দৈবশক্তি আহ্বান করিবার শক্তিবিশিষ্ট, উহার নাম কুন্তী (কুন ধাতু আহ্বানে) এবং নাভির অধোভাগের অংশটি উন্মত্তকারক শক্তিবিশিষ্ট, উহার নাম মাদ্রী (মদ্ ধাতু মত্ত করা)। উক্ত কুন্তী বুদ্ধিযুক্তা (পাণ্ডুর সহিত বিবাহিতা) হইবার পূর্ব্বে আপন আহ্বানশক্তি দ্বারা সূর্য্যকে প্রকাশ করেন, তাহাতে মহাতেজস্বী কর্ণ সুষুম্নার দ্বারস্বরূপ ভ্রূমধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারভোগে প্রবৃত্তিদায়ক অংশ শরীরের সম্মুখভাগে বিরাজিত আছেন। পরে বুদ্ধিযুক্তা হইয়া বুদ্ধিদৃষ্ট পথ অবলম্বনপূর্বক (স্বামীর অনুমতিক্রমে) তাঁহার বিনা সংশ্রবে আপন শক্তি দ্বারা ধর্মরাজ যমতেজ আহ্বানকরতঃ কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধাখ্যপদ্মে স্থির এবং ধার্মিক (যুধিষ্ঠির) ব্যোমতত্ত্ব প্রকাশ করেন, এবং মহাবলপরাক্রান্ত পবনতেজ দ্বারা হৃদয়স্থ অনাহতপদ্মে ভয়ানক বলবান (ভীম) বায়ুতত্ত্ব প্রকাশ করেন এবং মহাতেজস্বী সর্বগুণান্বিত ইন্দ্রদেবতেজ দ্বারা নাভিমণ্ডলস্থ মণিপুর নামক পদ্মে সর্বগুণে গুণবান প্রধান তেজস্বী (অর্জুন) বহ্নিতত্ত্ব প্রকাশ করেন। পরে বুদ্ধিকর্ত্তৃক ঐ শক্তি নাভির অধোভাগে চালিত হওয়ায় (স্বামীর অনুরোধে মাদ্রীকে প্রদান করায়) অতি রূপবান যুগল অশ্বিনীকুমার তেজে এককালে নাভির নিম্নভাগে লিঙ্গদেশে স্বাধিষ্ঠান চক্রে (নকুল) জলতত্ত্ব এবং গুহ্যদেশে মূলাধার চক্রে (সহদেব) পৃথ্বীতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। এইরূপে পঞ্চতত্ত্ব সুশোভিত আপন ক্ষেত্রের (স্ত্রীদ্বয়ের) শোভা সন্দর্শন করিয়া নাভির নিম্নভাগে (মাদ্রীতে) মত্ততাকারক শক্তি থাকা হেতু উন্মত্ত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন এবং স্বাভাবিক নিয়মানুসারে (পূর্ব্ব অভিসম্পাত হেতু) বুদ্ধি বিনষ্ট হয় এবং মত্ততাকারক শক্তি (মাদ্রী আপনাকে স্বামী হত্যার কারণ জানিয়া) বুদ্ধির সহিত (সহমৃতা) স্বতঃই বিনষ্ট হয়েন। এইরূপে বুদ্ধিলীন হইয়া

মত্ততা শক্তি নষ্ট হওয়াতে পঞ্চতত্ত্ব স্থিরভাবে সুষুম্না মধ্যে দৈবতেজবিশিষ্ট হইয়া মূলাধার হইতে বিশুদ্ধাখ্য পর্য্যন্ত আপন আপন অধিষ্ঠিত চক্রে বিরাজিত হয়েন।

পরে পঞ্চতত্ত্বগণ (রাজ্যে আগমনপূর্বক শরীরে প্রকাশিত হইয়া, (ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুর্য্যোধনাদির—দুর্যু-ষ্টং যুদ্ধং যস্য, দুষ্ট যোধনশীল) মনজাত অভিমানাদি বৃত্তিসমূহের সহিত (কুপ) কুপালব্ধ সংসর্গ এবং তৎসহজাত শক্তিতে মিলিত (কৃপীপতি) শারীরিক সংস্কার দ্বারা শিক্ষিত হয়েন। এই সংস্কার মহাতেজস্বী, এবং সংসারে গুরুতুল্য। এই সংস্কারবশতঃ লোকে সর্বপ্রকার কর্ম করিয়া থাকেন। ইহার অতীত হইয়া কেহই কোন কার্য্য করিতে পারে না। কিন্তু সর্ব্বপ্রধান বহ্নিতত্ত্ব (অর্জুন) প্রকাশ হইলে তাহার তেজ গুরুদত্ত নানাপ্রকার (এই সংস্কারের অতীত) কৌশল শিক্ষা করিয়া সংস্কার অপেক্ষা তেজস্বী হইতে পারা যায়। এই বহ্নিতত্ত্ব (অর্জুন) আপন তেজ প্রকাশের উপক্রম করিবার সময় (কুন্তীদেবীর কানীনপুত্র কর্ণ) সাংসারিক কর্ত্তব্য তদ্বিপক্ষে (নিবৃত্তি পক্ষে প্রবৃত্তিদায়ক অংশে) প্রকাশ হয়েন। মনোগত অভিমানাদি (দুর্য্যোধনাদি) আপন প্রবৃত্তিপক্ষে কর্ণের বলপ্রাপ্ত হইয়া (রাজ্যপ্রাপ্তির) আপন কর্ত্তৃত্বের বিঘ্নস্বরূপ পঞ্চতত্ত্বকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার কৌশল বিস্তার করেন।

এইরূপে পঞ্চতত্ত্ব, প্রবৃত্তিপক্ষে অর্থাৎ শরীরের সম্মুখস্থিত দ্বিদল পদ্মস্থ আপন বিপক্ষ সহোদর কর্ণের বলে বলীয়ান মনোবৃত্তিসমূহের কৌশলে পরাজিত হইয়া দ্বাদশ বৎসরকাল ব্রহ্মচর্য্য, অধ্যয়নাদি দ্বারা মহাকষ্টে কালযাপন করেন। পরে এক বৎসরকাল ঐশ্বরিক মায়ায় অধিষ্ঠিত চৈতন্যে সমাহিত (বিরাটরাজ্যে অপ্রকাশিত) অর্থাৎ বিরাট মুক্তি সাধন অবস্থায় থাকেন। পরে প্রকাশ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে সহায় করতঃ আপন রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করেন। এক্ষণে এই শাস্ত্রের প্রধান পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। ইহার

ধ্যানে জানা যায় ইনি "রাধা বক্ষস্থলস্থিত" রাধিকার বক্ষস্থলে বিরাজিত

আছেন। শ-র-ঈ এই তিনটি অক্ষর দ্বারা শ্রী শব্দ হয় ; এবং কৃষ্ণ একটি পৃথক শব্দ। শ-মঙ্গল, র-বহ্নিবীজ, ঈ-শক্তি এবং কৃষ্ণ কালবর্ণ। এই কয়েকটি একত্রিত হইলে এইরূপ বুঝিতে পারা যায় যে, বহ্নিতত্ত্ব অর্থাৎ তেজের মঙ্গলময় শক্তিতে যে কৃষ্ণবর্ণ স্থির বিদ্যুৎময়ী মূর্ত্তি রাধিকার বক্ষস্থলে প্রকাশিত হয়েন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। অর্থাৎ তেজের সত্ত্বগুণে উদ্ভূত দর্শনেন্দ্রিয়কে ভ্রূমধ্যে একটি স্থানে (গুরুমুখে জ্ঞাত হওয়া যায়) লইয়া যাইতে পারিলে শারীরিক সৌদামিনী (Animal Electricity) স্থিরভাবে পুঞ্জীভূত হইয়া দীপশিখার ন্যায় প্রকাশ পায় এবং পরক্ষণেই ঐ সৌদামিনী মূর্ত্তির মধ্যস্থল লীন হইয়া একটি কৃষ্ণবর্ণ গোলক প্রকাশ হইয়া থাকে, উহাকে শ্রীকৃষ্ণ বা তৃতীয় চক্ষু বলে। উহাতে অধিষ্ঠিত যে চৈতন্য তাহাকে মহাত্মাগণ কূটস্থচৈতন্য বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিয়া থাকেন। ঐ কূটস্থচৈতন্য মধ্যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত আছে। ইহা প্রতিষ্ঠিত হইলে এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড করতলস্থিত আমলকীবৎ অনুভূত হয়, কোন পদার্থ ই অজ্ঞাত থাকে না।

এক্ষণে এই প্রথম শ্লোকটির এইরূপ হয়। যথা—সদ্‌গুরূপদেশে ভেদজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইয়া কূটস্থচৈতন্য (শ্রীকৃষ্ণ) সহায় হইলে, মনোজাত বৃত্তিসমূহ এবং বুদ্ধি ক্ষেত্রস্থ পঞ্চতত্ত্ব অনুষ্ঠানক্ষেত্রস্বরূপ এই শরীরে যুদ্ধেচ্ছায় মিলিত হইয়া কি করিতেছে ইহা অবলোকন করিবার নিমিত্ত এই জগৎ কল্পনার রাজা মন আপন প্রজ্ঞাচক্ষুর দিব্যদৃষ্টি ব্যবহার করেন ॥ ১ ॥

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্ট্বাতু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥
পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূং।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩ ॥

এই বাক্য রাজা হইতে শুনিয়া সঞ্জয়। ধৃতরাষ্ট্র প্রতি কহে করিয়া বিনয় ॥
ব্যূহেতে পাণ্ডব সৈন্য দেখি দুর্য্যোধন। আচার্য্য নিকটে গিয়া কহিল তখন ॥২॥
পাণ্ডবের সৈন্য এই অত্যন্ত বিস্তর। দেখহ আচার্য্য সমারোহ সবাকার ॥
তোমার সেবক ধৃষ্টদ্যুম্ন মহামতি। ব্যূহরচনাতে রক্ষা করিবে সম্প্রতি ॥৩॥

সঞ্জয় উবাচ প্রজ্ঞাচক্ষুঃ অনুভূতয়ে।

পাণ্ডবানাং পঞ্চতত্ত্বানাং, অনীকং সৈন্যং বলং ব্যূঢ়ং ব্যূহরচনয়াধিষ্ঠিতং ষটচক্রে অধিষ্ঠিতং দৃষ্ট্বা রাজা মনোবৃত্তিষু প্রধানঃ দুর্য্যোধনঃ (দুঃ দুষ্টং যুদ্ধং ক্রিয়া যস্য মন্দক্রিয়াবান্) অভিমানঃ আচার্য্যং দ্রোণাচার্য্যসমীপে (দ্রোণ্যাং শরীরে উদ্ভূত কৃপভগিনীপতিঃ কৃপালব্ধ সংসর্গ সহজাত শক্তৌঃ মিলিতঃ সর্ব্ববৃত্তীনাং উপদেষ্টা নায়কঃ তৎসমীপে) সংস্কার সমীপে, উপসঙ্গম্য গত্বা, বচনং অব্রবীৎ ॥ ২ ॥

হে আচার্য্য সংস্কার, তব ধীমতা শিষ্যেণ দ্রুপদপুত্রেণ (দ্রুতং শীঘ্রং পদং গতির্যস্য সঃ দ্রুপদঃ তীব্রবেগঃ তজ্জাত পুত্রেণ তদ্বিশিষ্টক্রিয়য়া প্রকাশিতেন) ধৃষ্টদ্যুম্নেন (চাঞ্চল্য ধর্ষণেন যদ্ দ্যুঃ জ্যোতি বিদ্যতে) তেন জ্যোতিষাং ব্যূঢ়াং ব্যূহরচনয়াধিষ্ঠিতাং ষটচক্রে অবস্থিতাং পাণ্ডুপুত্রাণাং পঞ্চতত্ত্বানাং মহতীং বিততাং, চমূং সৈন্যং পরাক্রমং পশ্য ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা। মহাভারতে ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্মবৃত্তান্ত এইরূপ লিখিত আছে। দ্রোণ আপন শিষ্যগণ দ্বারা দ্রুপদরাজার অপমান করায় দ্রুপদরাজা ঋষিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া দ্রোণবধ যজ্ঞ করেন। তাহাতে একটি পুত্র ও একটি কন্যা উৎপন্ন হয়। ঐ কন্যাটির নাম দ্রৌপদী এবং পুত্রটির নাম ধৃষ্টদ্যুম্ন। ইহার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য এই যে, (কৃপভগিনীপতি দ্রোণ, কৃপধাতু কল্পনা করা, তৎসহজাত শক্তির ফলোৎপাদক তেজ) সংস্কারের বশীভূত হইলে (দ্রুপদ) রাজার প্রতি চৈতন্য প্রকাশক ক্রিয়ার তীব্রবেগে জীবের অশ্রদ্ধা জন্মে, তখন সাধুসঙ্গ করা আবশ্যক। কারণ তদ্দ্বারা ঐ তীব্রবেগ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া সংস্কার নষ্ট করিবার নিমিত্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, তাহাতে চাঞ্চল্য ধর্ষিত হইয়া একটি চৈতন্যজ্যোতিঃ প্রকাশিত হয় এবং

তাহার সঙ্গে সঙ্গে কুণ্ডলিনী শক্তি অনুভূত হয়। এই কুণ্ডলিনী শক্তিই দ্রৌপদী এবং এই চৈতন্যজ্যোতিই ধৃষ্টদ্যুম্ন (ধর্ষণেন দ্যুঃ জ্যোতিঃ বিদ্যতে যস্য) এক্ষণে শ্লোকার্থ এই প্রকার হয়; যথা—

এইরূপে মন প্রজ্ঞাচক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করেন যে, প্রবৃত্তিপক্ষের প্রধান অভিমান, শরীরের পশ্চদ্ভাগে অর্থাৎ নিবৃত্তিপক্ষে ক্রিয়ার উদ্যোগে দলবল-সহ পঞ্চতত্ত্বের ষট্‌চক্রাদি রচনা দেখিয়া, এইরূপ অনুভব করেন যে, সংস্কার ব্যতীত কখনই কেহ কার্য্যক্ষম হইতে পারে না। বৃত্তি বা কৌশল সকলই এই সংস্কার দ্বারা শিক্ষিত। এই জগৎগুরু সংস্কারশিক্ষিত (দ্রোণশিষ্য) চৈতন্য প্রকাশক ক্রিয়ার তীব্রবেগে চাঞ্চল্য ধর্ষিত হইয়া স্থিরজ্যোতি (দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন) দ্বারা ষটচক্র বিস্তার করিয়া দলবলসহ পঞ্চতত্ত্ব অবস্থান করিতেছেন ॥ ৩ ॥

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫ ॥
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬ ॥

অত্র অস্যাং চম্বাং মহান্তঃ অন্যৈরপ্রধৃষ্যা ইশ্বানা ধনুংসি যেষাং তে মহেষ্বাসা দৃঢ়বিশ্বাসভূমিলব্ধাঃ ভীমার্জুনসমাঃ সর্ব্বসংপ্রতিপন্ন পরাক্রমাভ্যাং বায়ুবহ্নিতত্ত্বাভ্যাং সমাঃ তুল্যাঃ শূরাঃ বীর্য্যবন্তঃ বৃত্তয়ঃ সন্তি। তেষাং নামানি আহ।

যোদ্ধুং চৈতন্যপ্রকাশয়িতুং ইশানঃ অভিলষমান ইতি যুযুধানঃ, "শ্রদ্ধা"।
উত্তমঃ ওজো যস্য ইতি উত্তমৌজা, "বীর্য্যং"।
চিকেতি জানাতি ইতি চেকিতান, "স্মৃতি"।
বিশেষেণ আত্মনি রাজতে ইতি বিরাট, "সমাধি"।
পদার্থান্ কাশয়ন্ প্রকাশয়ন্ রাজতে বিভাতি ইতি কাশীরাজ, "প্রজ্ঞা"।

দ্রুতং শীঘ্রং পদং গতির্যস্য ইতি দ্রুপদ, "তীব্রবেগ"।
যেন কেতবঃ আপদঃ ধৃষ্যতে স ধৃষ্টকেতুঃ, "যম"।
শিবং মঙ্গলং তৎসম্বন্ধীয় ইতি শৈবাঃ মঙ্গলদায়ক, "নিয়ম"।
যেন কুন্তিং (কুন্ ধাতু আমন্ত্রণে) দৈববিভূতি আকর্ষিকাশক্তিং ভুনক্তি পাল্যতে স কুন্তীভোজ, "আসন"।
যুদ্ধং চৈতন্য প্রকশেমেব মন্যু ক্রিয়া যস্য স যুধামন্যুঃ "প্রাণায়াম"।
পৌরান্ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবান্ জয়তি ইতি পুরুজিতঃ, "প্রত্যাহার"।
সুভদ্রায়া অপত্যং ইতি সৌভদ্রঃ অভিমন্যুঃ ইতি প্রসিদ্ধ, অভি সর্বত মনুতে প্রকাশয়তে ইতি অভিমন্যুঃ। ধারণাধ্যানসমাধ্যাত্মক এব "সংযম"।
তথাচ পাতঞ্জলে। ত্রয়মেকত্র সংযমঃ। বিভূতিপাদঃ ॥ ৪ ॥
দ্রৌপদ্যাং কুণ্ডলিনীশক্তৌ, পঞ্চেভ্যো যুধিষ্ঠিরাদিভ্যো পঞ্চতত্ত্বেভ্যো জাতাঃ উদ্ভূতাঃ প্রতিবিন্দাদয়ঃ "বিন্দর" যান্ অনুভবন্তোঽন্তঃকরণানি স্বয়মেব প্রলীয়ন্তে ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা। পাতঞ্জলদর্শন শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, যাঁহারা জড়-জগৎকে ভ্রম বিবেচনাপূর্বক দেহকে পৃথক করিয়া কেবলমাত্র আত্মচৈতন্যে অবস্থান করেন, এবং যাঁহারা এই সমগ্র বিশ্বকে ব্রহ্মস্বরূপ অনুভব করিয়া আপনাকে বিশ্বব্যাপী অনুভব করেন, এই উভয় অবস্থার জ্ঞানিগণই কাহারও বিনা সাহায্যে, আপনা হইতেই কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু অপর সাধারণের এই প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞা এই কয়েকটি বৃত্তির সাহায্য আবশ্য, এবং তীব্রবেগের সহিত এই সমস্ত প্রকাশিত করিতে পারিলে শীঘ্রই কার্য্যসিদ্ধ হয়। যথা—
পাতঞ্জলে যোগসূত্রে সমাধিপাদে—

"ভবপ্রত্যয়ো বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাং" ॥ ১৯ ॥
"শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্বকমিতরেষাং" ॥ ২০ ॥
"তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ" ॥ ২১ ॥

তাহার সহিত যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান,

Seer's Two Aides

সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগ কৌশল দ্বারা অশুদ্ধি ক্ষয়পূর্ব্বক জ্ঞান প্রদীপ্ত হইলে বিবেক প্রতিষ্ঠিত হইয়া সকল অনিষ্টের হেতু অবিদ্যা নষ্ট হয় এবং তাহাতেই কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হয়। যথা—

পাতঞ্জল যোগসূত্রে সাধনপাদে।

"তস্য হেতুরবিদ্যা" ॥ ২৪ ॥

"তদভাবাৎ সংযোগোভাবো হানন্তদ্দৃশ্যেঃ কৈবল্যং" ॥ ২৫ ॥

"বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়" ॥ ২৬ "

"যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরবিবেক খ্যাতেঃ" ॥ ২৮ ॥

"যমনিয়মাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান-সমাধয়োরষ্টাবঙ্গানি" ॥২৯॥

এক্ষণে রূপক পরিত্যাগ করিলে এই পাতঞ্জলোক্ত সমুদয় বৃত্তান্তই এই তিনটি শ্লোকে প্রকাশিত হইবে। যথা ঃ -

যুযুধান (যুদ্ধে অর্থাৎ চৈতন্যপ্রকাশক ক্রিয়াতে ইচ্ছা) "শ্রদ্ধা"।
উত্তমৌজা (উত্তম ওজ অর্থাৎ তেজবিশিষ্ট) "বীর্য্য"।
চেকিতান (চিৎ ধাতু জানা) "স্মৃতি"।
বিরাট (আত্মাতে বিরাজিত অর্থাৎ সমাহিত হওয়া) "সমাধি"।
কাশীরাজ (জগৎ প্রকাশ করাইয়া যিনি প্রকাশিত হয়েন) "প্রজ্ঞা"।
দ্রুপদ (দ্রুত গতিবিশিষ্ট) "তীব্রবেগ"।
ধৃষ্টকেতু (অনিষ্টনাশক কৌশল) "যম"।
অহিংসাসত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ যমাঃ। পাতঞ্জল সাধনপাদঃ॥ ৫ ॥

অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইলে, অর্থাৎ যাহার চিত্তে কখন হিংসার উদয় হয় না, এরূপ প্রকৃতির মানবদিগের কাহারও সহিত বৈরতা থাকে না। ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুরাও তাহাদের নিকট অহিংস্র হইয়া থাকে। হিংসা জন্মের মত ভুলিয়া গেলে এমন একটি অপূর্ব শ্রী উৎপন্ন হয় যে, হিংস্রক জন্তুগণের চক্ষেও তাহা অতীব তৃপ্তিকর ও বিশ্বাসের আকর বলিয়া বোধ হয়; সুতরাং তাহাদের চিত্তে অনুমাত্রও হিংসার উদয় হয়

না। একথা মহাভারতে লিখিত আছে। যথা—

"অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দত্বা যশ্চরতে মুনিঃ।
ন তস্য সর্ব্বভূতেভ্যো ভয়মুৎপদ্যতে ক্বচিৎ ॥"

শৈব (মঙ্গলকারক) "নিয়ম"।

"শৌচসন্তোষতপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি নিয়মাঃ" ॥ ৩২ ॥

কুন্তীভোজ (যে অবস্থায় দৈবতেজ আকর্ষণ করা যায়) "আসন"।
যুধামন্যু (যুদ্ধ অর্থাৎ চৈতন্য প্রকাশই যাহার ক্রিয়া) "প্রাণায়াম"।
পুরুজিত (পুরু অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতা, তাহাদিগকে যিনি জয় করেন) "প্রত্যাহার"।
সৌভদ্র অভিমন্যু (সর্বপ্রকার বিভূতি প্রকাশক) ধারণা, ধ্যান ও সমাধির একত্রিতাবস্থা অর্থাৎ "সংযম"।

"ত্রয়মেকত্র সংযম"। পাতঞ্জল বিভূতিপাদ ॥ ৪ ॥

এবং কুলকুণ্ডলিনী শক্তি পঞ্চতত্ত্বে মিলিত হইয়া উদ্ভূত "পঞ্চবিন্দু" যাহা দ্বারা চিত্ত স্বতঃই লয় হইয়া সমাহিত হয়। এই সমস্ত বায়ুতত্ত্ব, বহ্নি-তত্ত্বতুল্য পরাক্রমশালী বৃত্তিগণ দৃঢ় বিশ্বাস দ্বারা মহাবলবান হইয়া নিবৃত্তি-পক্ষে অবস্থান করিতেছে ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭ ॥
ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮ ॥

আমাদের সৈন্য মধ্যে শ্রেষ্ঠ যতজন। তাহাদের নাম গুরু করহ শ্রবণ॥
আমার সৈন্যেতে যে প্রধান রথিগণ। আপনার গোচরার্থে করি নিবেদন ॥ ৭ ॥
আপনি ও ভীষ্ম কর্ণ কৃপ মহারথ। দ্রোণি ও বিকর্ণ ভূরিশ্রবা জয়দ্রথ ॥ ৮ ॥

হে দ্বিজোত্তম সংস্কার, অস্মাকং মধ্যে বিশিষ্টাঃ, মমসৈন্যস্য নায়কাঃ,
নেতার, যে তে তব সংজ্ঞার্থং-অহ তান্ ব্রবীমি জ্ঞাপয়ামি, তান্নিবোধ বুধ্যস্ব ॥ ৭ ॥
বস্তুন্যন্যত্বং কল্পয়তি ইতি কৃপ (কৃপ-অ) "অবিদ্যা"

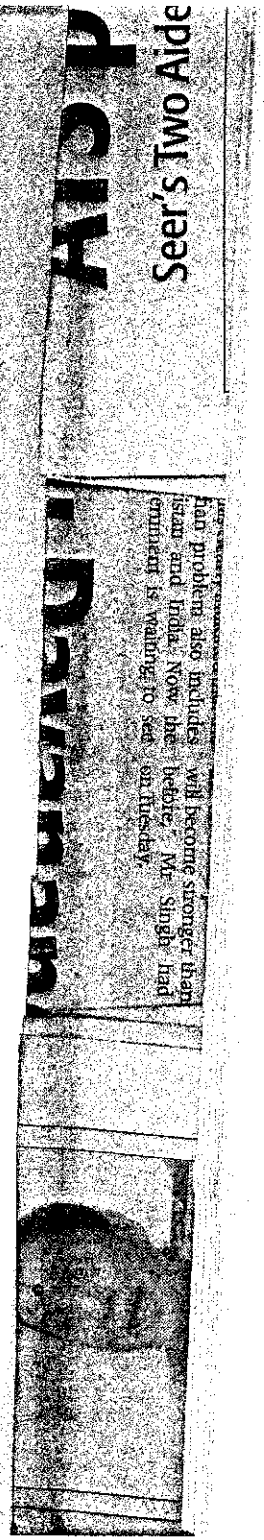

Seer's Two Aide

যস্মাৎ পঞ্চতত্ত্বানি বিভেতি স ভীষ্মঃ (ভীষ-ম) চিদাভাসঃ, জীবানামন্তর্জ্যোতিঃ, যেন জীবাঃ বিষয়ান্ প্রেক্ষন্তে, তস্মাদেবৈষশ্চিদাভাস দর্শন শক্তির্ভবতি। চৈতন্যত্বাৎ দৃষ্ট স্বরূপশ্চ। এতদুভয়গুণবিদ্যমানত্বাদয়ং "অস্মিতা"। যথা—

'দৃকদর্শন শক্ত্যোরেকাত্মতৈবাস্মিতা'।

পাতঞ্জল যোগসূত্র সাধনপাদঃ ॥ ৬ ॥

করণশীলঃ ইতি কর্ণঃ (কৃ-ণ) কর্ত্তব্যঃ, অস্মিন জীবানামাসক্তিত্বাৎ 'রাগ' ইতি খ্যাতঃ।
অকরণশীলঃ ইতি বিকর্ণঃ (বি-কৃ-ণ) অকর্ত্তব্যঃ অস্মিন জীবানাং বীতরাগত্বাৎ 'দ্বেষ' ইতি খ্যাতঃ।
রমিত্বা অনুরক্তো ভূত্বা জয়তি উৎকৃষ্টরূপেণ তিষ্ঠতি ইতি জয়দ্রথ, "অভিনিবেশ"।
ভূরিৎ বহুলঃ শ্রবঃ ক্ষরণং যস্য ইতি ভূরিশ্রবা "কর্ম্ম"।
কর্ম্মণাং দ্রবীভাবঃ বিপাকং ইতি দ্রোণ (দ্রু-ণ) "সংস্কার" ইতি যাবৎ।
অশ্নবন্ সঞ্চয়ন্ তিষ্ঠতি ইতি অশ্বত্থামা (অশ-ব অশ্ব, স্থা-মন্-থামন্) দেহে নষ্টেঽপি ন নষ্টোভবতি "বাসনা" ইতি যাবৎ। ৮ ॥

ব্যাখ্যা। পঞ্চক্লেশ, কর্ম, তাহার বিপাক সংস্কার, এবং আশয় অর্থাৎ বাসনা এই কয়েকটি মুক্তিপথের মহাবিঘ্ন। এই নিমিত্ত পাতঞ্জল দর্শন-শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ এই পঞ্চক্লেশ, কর্ম তাহার বিপাক, এবং আশয় এইগুলি তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তিনিই ঈশ্বর। যথা—

"অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ।" সাধনপাদঃ ॥ ৩ ॥
"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।" সমাধিপাদঃ ॥২৪॥

এক্ষণে রূপক পরিত্যাগ করিলে পাতঞ্জলোক্ত এই মুক্তির আটটি মহাবিঘ্নই এই দুইটি শ্লোকে প্রকাশিত হইবে। যথা—

কৃপ (কৃপ্‌ ধাতু কল্পনা করা) এই কল্পনাই জ্ঞানের বিরোধী এবং সকল ক্লেশের আকর। ইহা দ্বারা অনিত্যকে নিত্য, অশুচিকে শুচি, দুঃখকে সুখ, অনাত্মকে আত্ম বলিয়া ভ্রম হয়। ইহাই পাতঞ্জলোক্ত পঞ্চক্লেশের মধ্যে প্রধান ক্লেশ। ইহার নাম "অবিদ্যা"। যথা—

"অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা"। সাধনপাদঃ ॥ ৫ ॥

ভীষ্ম (চিদাভাস) প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যায় স্পষ্ট করিয়া দেখান

হইয়াছে যে, ইনি একপ্রকার চৈতন্যপদার্থ, এই জগতের দ্রষ্টা, এবং ইনি জীবের অন্তর্জ্যোতি, ইহা ব্যতীত জীবের কিছুই প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং ইনি দর্শনশক্তি। এই চৈতন্যে দ্রষ্টা ও দর্শনশক্তি উভয় গুণই একত্রিত আছে। ইহার সাহায্যে জীব বিষয়ে আবদ্ধ হয়। ইহাই পাতঞ্জলোক্ত দ্বিতীয় ক্লেশ ইহার নাম "অস্মিতা"। যথা—

"দৃকদর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতৈবাস্মিতা"। সাধনপাদঃ ॥ ৬ ॥

কর্ণ (কৃ-ণ) কর্ত্তব্য কর্ম। সংসারে এই কর্ত্তব্য কর্ম করিতে পারিলেই পরম সুখ হয়। এই নিমিত্ত ইহার প্রতি চিত্তের বড়ই অনুরাগ। ইহাই পাতঞ্জলোক্ত তৃতীয় ক্লেশ। ইহার নাম "রাগ"। যথা—

"সুখানুশয়ী রাগঃ"। সাধনপাদঃ ॥ ৭ ॥

বিকর্ণ (বি-কৃ-ণ) অকর্ত্তব্য কর্ম। ইহা দ্বারা সংসারে বড়ই কষ্টভোগ করিতে হয়। এই নিমিত্ত ইহার প্রতি চিত্তের বড়ই দ্বেষ। ইহাই পাতঞ্জলোক্ত চতুর্থ ক্লেশ, ইহার নাম "দ্বেষ"। যথা—

"দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ"। সাধনপাদঃ ॥ ৮ ॥

জয়দ্রথ (অনুরক্ত হইয়া কর্ত্তৃত্বের সহিত অবস্থান করা) ইনি সিন্ধুরাজ ভবসিন্ধুর রাজা অর্থাৎ সংসার বন্ধনের প্রধান। মহাজ্ঞানিগণও এই প্রবৃত্তি হেতু শরীর ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না, এই শরীরে আবদ্ধ থাকিতে ইচ্ছা করেন। ইহাই পাতঞ্জলোক্ত পঞ্চম ক্লেশ, ইহার নাম "অভিনিবেশ"। যথা—

"স্বরসবাহীবিদুষোপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ"। সাধনপাদঃ ॥ ৯ ॥

সোমদত্ত পুত্র ভূরিশ্রবা (প্রতিনিয়তই যাহার ক্ষয় হইতেছে) 'কর্ম' আত্মজ্ঞান নির্ণয় নামক গ্রন্থে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। কর্ম, শুভই হউক বা অশুভই হউক, এককালে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া নিঃশেষ না হইলে, কল্প কল্পান্তরেও জীবের মুক্তি হয় না। যথা—

"যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভঞ্চাশুভমেব বা।
তাবন্ন জায়তে মোক্ষঃ নৃণাং কল্পশতৈরপি"॥

দ্রোণ (কর্ম্মের দ্রবীভূত অর্থাৎ সংস্কার) ইহার সহিত কল্পনাশক্তি (কৃপী) মিলিত হইয়া বাসনার উদয় হয়। এই (কর্মের বিপাক) সংস্কারবশতঃই জীবকে নানাপ্রকার যোনিতে ভ্রমণ করিতে হয় এবং তাহার অনুযায়ী আয়ু এবং ভোগ প্রাপ্ত হয়।) পাতঞ্জলে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। যথা—

"সতিমূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ।" সাধনপাদঃ ॥ ১৩ ॥

অশ্বত্থামা (যাহা সঞ্চিত থাকে শরীরের সহিত নষ্ট হয় না) "বাসনা" এই বাসনার দ্বারা জীবশরীর পুনঃ সৃষ্ট হয়। এমনকি কল্পান্তেও ইহার বিনাশ নাই। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিতে এই বাসনা থাকা হেতুই এই জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে।) পাতঞ্জলে ইহা অনাদি বলিয়া উল্লিখিত আছে। যথা—

"তাসামনাদিত্বঞ্চাশিষো নিত্যত্বাৎ।" কৈবল্যপাদঃ ॥ ১০ ॥

নিবৃত্তির প্রতিকূলে অর্থাৎ মুক্তির বিঘ্নস্বরূপে সংসার প্রবৃত্তিপক্ষের বৃত্তিসমূহ মধ্যে এইগুলি বিশিষ্ট নায়কস্বরূপে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥

অন্য অন্য প্রসিদ্ধ অনেক বীরগণ। আমার নিমিত্তে তারা করি প্রাণপণ।
নানাবিধ শস্ত্র দ্বারা প্রহারে কুশল। যুদ্ধে বিশারদ সবে অতি মহাবল ॥ ৯ ॥

অন্যে নানা অনেকানি শস্ত্রাণি কৌশলানি যেষাং তে নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ, সর্ব্বে যুদ্ধে বিশারদাঃ নিপুণাঃ বহবঃ শূরাঃ বলবন্তঃ বৃত্তয়ঃ মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ আত্মসমর্পণং কর্ত্তুং অধ্যবসিতাঃ সন্তিঃ ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা। প্রবৃত্তিপক্ষে এইরূপে অভিমানকে রক্ষার নিমিত্ত আত্মসমর্পণ করিতে অনেকেই প্রস্তুত আছে। তাহা পঞ্চতত্ত্বদিগকে নষ্ট করণার্থে নানাপ্রকার কৌশল বিস্তারে সক্ষম ॥ ৯ ॥

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০ ॥

আমার সৈন্যের রক্ষা ভীষ্ম হৈতে হয়। তথাপি সে সব সৈন্য দুর্ব্বল দেখায় ॥
ভীমের রক্ষিত হয় পাণ্ডবের বল। সমর্থের ন্যায় তারা দেখায় সকল ॥১০॥

তৎ তথাভূতৈরপি ভীষ্মাভিরক্ষিতমপি ভীষ্মেন আভাসচৈতন্যেন অভিরক্ষিতমপি, অস্মাকং বলম্ অপর্য্যাপ্তং তৈঃ পঞ্চতত্ত্বৈঃ সহ যোদ্ধুং অসমর্থং ভাতি; এতেষাং পাণ্ডবানাং ভীমাভিরক্ষিতং ভীমেন বায়ুতত্ত্বেন অভিরক্ষিতং বলং পর্য্যাপ্তং পরিভবসমর্থং ভবতি ॥১০॥

ব্যাখ্যা। এইরূপে ভয়ানক আভাসচৈতন্য কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াও দেহাভিমানের পক্ষকে পঞ্চতত্ত্বের বিপক্ষতায় অসমর্থ বোধ হইতেছে। কিন্তু চৈতন্য প্রকাশক তত্ত্বদিগের ভয়ঙ্কর বায়ুতত্ত্ব দ্বারা রক্ষিত বিক্রমই পর্য্যাপ্ত অর্থাৎ সমর্থ বোধ হইতেছে ॥ ১০ ॥

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি ॥১১॥

করি অবস্থিতি নিজ নিজ রণস্থানে। আপনারা ভীষ্মে রক্ষা কর সর্ব্বজনে ॥
অন্যেকে মারেন ভীষ্ম যখন সমরে। দেখ যেন পাছে হতে না মারে ভীষ্মেরে ॥১১॥

সর্ব্বেষু অয়নেষু ব্যূহদ্বাররূপইন্দ্রিয়দ্বারেষু, যথাভাগং স্বাং স্বাং রণভূমিং বলপ্রকাশভূমিং অপরিত্যজ্য অবস্থিতাঃ সন্তোঃ ভীষ্মমেব চিদাভাসমেব অভিরক্ষন্ত, ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি, যস্মাৎ ভীষ্মবলেন অস্মাকং জীবনম্ ইতি ভাবঃ ॥১১॥

ব্যাখ্যা। এই সকল অনুভব হইলে দেহাভিমান দ্বারা এইরূপ ইচ্ছা হয় যে বৃত্তি সকল আপন আপন বিভাগানুসারে ব্যূহদ্বারস্বরূপ ইন্দ্রিয়াদিতে অবস্থানপুর্ব্বক নায়ক-প্রধান ভয়ানক পরাক্রান্ত চিদাভাসকে রক্ষা করুক ॥১১॥

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥১২॥

রাজার তুষ্টির জন্যে ভীষ্ম বীরবরে। উচ্চ সিংহনাদ আর শঙ্খধ্বনি করে ॥১২॥

কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ অনুষ্ঠানস্য প্রধান সর্ব্বশ্রেষ্ঠঃ প্রতাপবান্ ভীষ্মঃ আভাসচৈতন্যম্ এবং শ্রুত্বা অনুভূয় তস্য দুর্য্যোধনস্য অভিমানস্য হর্ষং সংজনয়ন্ প্রসন্নং কুর্ব্বন্ উচ্চৈঃ মহান্তং সিংহনাদং বিনদ্যকৃত্বা শঙ্খং দধ্মৌ বাদিতবান্ ॥১২॥

ব্যাখ্যা। এই সমস্ত অনুভব করিয়া আভাসচৈতন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেহাভিমানকে প্রসন্ন রাখিবার নিমিত্ত সিংহনাদতুল্য আপন পরাক্রম প্রদর্শক ধ্বনি প্রকাশ করেন ॥১২॥

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥১৩॥

পরে শঙ্খ ভেরী পড়া অনেক মাদল। মহাশব্দে এককালে বাজিল সকল ॥১৩॥

ততঃ তদনন্তরং শঙ্খাঃ ভের্য্যঃ পণবাঃ আনকাঃ গোমুখাশ্চ বাদ্যবিশেষাঃ সহসাঃ তৎক্ষণঃ এব অভ্যহন্যন্তঃ বাদিতাঃ সঃ শব্দঃ তুমুলোঽভবৎ মহান্ আস ॥১৩॥

ব্যাখ্যা। তাহাতে ইন্দ্রিয়াদির এবং মনোবৃত্তি সমূহের নানাপ্রকার শব্দ উত্থিত হইয়া সমস্ত শরীর রম্ রম্ করিয়া উঠে ॥১৩॥

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥১৪॥

শ্বেতবর্ণ অশ্বযুক্ত রথের উপরে। মাধব অর্জুন দিব্যশঙ্খ বাদ্য করে ॥১৪॥

ততঃ তদনন্তরং স্যন্দনে শরীরাভ্যন্তরে শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ শুক্রপথিভিঃ যুক্তো মহতি স্থানে স্থিতৌ মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব কূটস্থচৈতন্যম্ তদন্তর্গতো বহ্নিতত্ত্বশ্চ দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ পূরিতবন্তৌ ॥১৪॥

ব্যাখ্যা। এইরূপ হইলে পরে সমাহিত যোগীদিগের শ্বেতবর্ণ পন্থাবিশিষ্ট শরীরের প্রধান স্থানে অবস্থিত বহ্নিতত্ত্বের সহিত কূটস্থ চৈতন্য হইতে উত্তম প্রণব শব্দ ওঁকার অনুভূত হয় ॥১৪॥

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥১৫॥
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥১৬॥
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥১৭॥

দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥১৮॥

শ্রীকৃষ্ণ করিল পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি। দেবদত্ত শঙ্খবাদ্য করিল ফাল্গুনি ॥
পৌণ্ড্র নামে শঙ্খ যাহা অতি সুবিস্তার। বাজাইল ভীমসেন ঘোরকর্ম যার ॥ ১৫ ॥
যুধিষ্ঠির মহারাজ কুন্তীর নন্দন। অনন্তবিজয় শঙ্খ করিলা পূরণ ॥
সুঘোষ নামেতে শঙ্খ নকুল পূরিল। মণিপুষ্প শঙ্খ সহদেব বাজাইল ॥ ১৬ ॥
কাশীরাজ মহাবল শিখণ্ডী বিক্রমী। ধৃষ্টদ্যুম্ন বিরাট সাত্যকি পরাক্রমী ॥ ১৭॥
দ্রুপদ দ্রৌপদ বীর সুভদ্রানন্দন। নিজ নিজ শঙ্খ সবে পূরে হে রাজন ॥১৮॥

সহদেব মণিপুষ্পকশঙ্খং দধ্মৌ ; পৃথিবতত্ত্বেন মণিপুষ্পকঃ (মনন্ শব্দয়ন্ সন্ পুষ্পতি বিকাশতে) সমাহিতাত্মানাং মূলাধারোত্থিত মত্তভৃঙ্গশব্দবৎ প্রণবপ্রকাশকঃ প্রথমং শব্দঃ উৎপাদ্যতে। অস্যাং অবস্থায়াং সংশয়াত্মিকান্তঃকরণবৃত্তি মনোবর্ত্তমানাদ্ধেতোঃ "এষ এব প্রণবঃ কিংন বা" ইতি বিতর্কোদ্গতো ভবতি। তস্মাৎ ইয়ং শব্দানুভবাবস্থা সবিতর্ক সম্প্রজ্ঞাত সমাধিরিত্যুচ্যতে।

নকুলঃ সুঘোষ শঙ্খং দধ্মৌ ; জলতত্ত্বেন সুঘোষঃ (সু উৎকর্ষপ্রাপ্তঃ ঘোষঃ রবঃ) উৎকর্ষপ্রাপ্তঃ প্রথম প্রণবঃ শব্দঃ স্বাধিষ্ঠানোত্থিত বেণুশব্দবৎ প্রণবশব্দ উৎপাদ্যতে। অস্যাং অবস্থায়াং সংশয়াত্মকমনোঽপায়ং সং নিশ্চয়াত্মিকান্তঃকরণবৃত্তিবুদ্ধেঃ বর্ত্তমানাদ্ধেতোঃ "কিম্পদার্থোয়ং প্রণব" ইতি বিচারোদ্গতো ভবতি তস্মাৎ ইয়ং শব্দানুভবাবস্থা সবিচার সম্প্রজ্ঞাত সমাধিরিত্যুচ্যতে।

ধনঞ্জয়ঃ দেবদত্তশঙ্খং দধ্মৌ ; বহ্নিতত্ত্বেন দেবদত্তঃ (দিবং হর্ষং দদাতি) মণিপুরোত্থিত বীণাশব্দবৎ প্রণবশব্দঃ উৎপাদ্যতে। অস্যাং অবস্থায়াং সংশয় নিশ্চয়োভয়াত্মিকান্তঃকরণবৃত্তি বিনষ্টা সতী অনুভবাত্মিকা বৃত্তিচিত্ত বর্ত্তমানাদ্ধেতোঃ প্রণবার্থ নিশ্চয়াদ্ অনির্বচনীয়ানন্দানুভূতো ভবতি। তস্মাৎ ইয়ং শব্দানুভবাবস্থা সানন্দ সম্প্রজ্ঞাত সমাধিরিত্যুচ্যতে।

ভীমং ঘোরং কর্ম যস্য স ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ মহাশঙ্খং পৌণ্ড্রং দধ্মৌ ; ঘোরকর্ম্মণা বায়ুতত্ত্বেন পৌণ্ড্র যেন অন্তঃকরণবৃত্তয়ঃ পণ্ড্যন্তে খণ্ডিতা ভবন্তি তদ্ভাবযুক্তঃ অনাহত পদ্মোত্থিত দীর্ঘঘণ্টাবৎ প্রণবশব্দঃ উৎপাদ্যতে। অস্যাং অবস্থায়াং মনোবুদ্ধিচিত্তান্যপি খণ্ডিতানি ভূত্বা অহঙ্কার মাত্রাবশিষ্যতে তদ্ধেতোঃ জীবঃ "ঈশ্বর বাচক প্রণবাহমনুভবামি" ইতি অস্মিতয়ানুভবতি তস্মাৎ ইয়ং শব্দানুভবাবস্থা সাস্মিতা সম্প্রজ্ঞাত সমাধিরিত্যুচ্যতে।

রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ অনন্তবিজয়ং শঙ্খং দধ্মৌ ; সুষুম্নোদ্ভূত সর্বপ্রধান ব্যোমতত্ত্বেন অনন্ত অখিলঃ বিশেষেণ জীয়ন্তে সঃ অনন্তবিজয় বিশুদ্ধাখ্য পদ্মোত্থিত মেঘগর্জ্জনবৎ প্রণবশব্দঃ উৎপাদ্যতে।

অস্মিন্ শব্দে অস্মিতাপি লীনাভূতা তৎপরম পুরুষাদন্যৎ কিঞ্চিদপি ন প্রজ্ঞায়তে তস্মাৎ ইয়ং শব্দানুভবাবস্থা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিরিত্যুচ্যতে।

এবঞ্চ হৃষীকেশঃ পাঞ্চজন্যং শঙ্খং দধ্মৌ ; কূটস্থচৈতন্যাৎ এতন্মত্তভৃঙ্গ বেণু বীণা দীর্ঘঘণ্টা মেঘগর্জ্জনবৎ প্রণবাত্মকাঃ পঞ্চশব্দাঃ মিলিত্বা অনির্ব্বচনীয়ঃ সুন্দরঃ শব্দ উৎপাদ্যতে।

পুনঃ পৃথক পৃথক নাডাধিষ্ঠাতৃভি পৃথক পৃথক শব্দঃ উৎপদ্যতে ॥১৫॥১৬॥১৭॥১৮॥

ব্যাখ্যা। মূলাধারস্থিত পৃথ্বীতত্ত্ব হইতে মত্তভৃঙ্গ শব্দের ন্যায় প্রণব অনুভূত হয়। ইহা শ্রুত হইলে সাধকগণ বুঝিতে পারেন যে তাহাদিগের সংযতাবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। এই অবস্থায় সংশয়াত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তি মন প্রবল থাকা হেতু "ইহা প্রণব কিনা" এইরূপ বিতর্ক বিদ্যমান থাকে। এই নিমিত্তই ইহাকে সবিতর্ক সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থা বলে।

স্বাধিষ্ঠানস্থিত জলতত্ত্ব হইতে পূর্বোক্ত মত্তভৃঙ্গ শব্দবৎ প্রণব উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া বেণুর ন্যায় শব্দ অনুভূত হয়। ইহা সবিচার সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থার লক্ষণ-স্বরূপ। সাধকদিগের সমাহিত অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি হইয়া সংশয়াত্মিকা বৃত্তি বিনষ্ট হইলে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা তখন "এই প্রণবটি কিরূপ পদার্থ" ইহার বিচার উপস্থিত হয়।

মণিপুরস্থিত বহ্নিতত্ত্ব হইতে হর্ষোদ্দীপক বীণার ন্যায় প্রণব শব্দ অনুভূত হয়। ইহা সানন্দ সপ্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থার লক্ষণ-স্বরূপ। সাধকদিগের সমাহিত অবস্থার উন্নতি হইয়া এই সময়ে সংশয়াত্মিকা এবং নিশ্চয়াত্মিকা উভয় বৃত্তি বিনষ্ট হইয়া অনুভবাত্মিকা চিত্ত দ্বারা প্রণবের অর্থ অনুভূত হইয়া অনির্বচনীয় আনন্দের উদ্ভব হয়।

অনাহত পদ্মস্থিত ঘোর ক্রিয়ান্বিত বায়ুতত্ত্ব হইতে দীর্ঘঘণ্টার ন্যায় মহোচ্চ শব্দ অনুভূত হয়। এই প্রণব শব্দে সমস্ত অন্তঃকরণ বৃত্তির লয় হইয়া কেবলমাত্র অহঙ্কার অবশিষ্ট থাকাতে অস্মিতা দ্বারা এই ঈশ্বরবাচক প্রণবধ্বনি অনুভূত হয়। ইহা শ্রুত হইলেই সাধকগণ বুঝিতে পারেন যে তাঁহারা সাস্মিতা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থায় আরোহণ করিয়াছেন।

সর্বপ্রধান সুষুম্নার অন্তর্গত ব্যোমতত্ত্ব হইতে সর্ব বৃত্তির বিজয়কাঙ্ক্ষক

মেঘগর্জন শব্দের ন্যায় প্রণব উত্থিত হয়। সেই শব্দে অস্মিতা পর্য্যন্ত বিলীনা হওয়াতে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মময় অনুভূত হইয়া প্রকৃতিজ ভেদজ্ঞানের এককালে বিলয় হয়। ইহা উত্থিত হইলে সাধকগণ বুঝিতে পারেন যে, তাহারা সমাধির উচ্চতম নির্বীজাবস্থায় বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে অবস্থিত হইয়াছেন। এই অবস্থায় আরোহণ করিতে পারিলে আর কোন প্রকার সংস্কারের উদয় হইতে পারে না।

তখন মত্তভৃঙ্গ বেণু বীণা দীর্ঘঘণ্টা এবং মেঘগর্জন এই পাঁচ প্রকার শব্দ একত্রিত হইয়া সেই সর্বপ্রকাশক কূটস্থচৈতন্য হইতে একটি অনির্বচনীয় প্রণবের ঝঙ্কার উঠিতে থাকে এবং প্রধান প্রধান নাড়ীর অধিষ্ঠাতৃ চৈতন্য হইতে পৃথক পৃথক নানাপ্রকার ধ্বনি উত্থিত হইতে থাকে।

উপরোক্ত অসম্প্রজ্ঞাত ও চারি প্রকার সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অবস্থা, সুষুম্নাদি নাড়ী, ষটচক্র ও তদধিষ্ঠিত তত্ত্বাদি এবং নানাপ্রকার প্রণবশব্দ, এ সমস্তই অপরোক্ষানুভূতির বিষয়, পরোক্ষ জ্ঞানের আয়ত্তাধীন নহে। ইহা লিখিয়া বা অপর কোন প্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করা বৃথা। ইহা স্বয়ং অনুভব না করিলে কোনমতেই বুঝিবার উপায় নাই। অবশ্য শাস্ত্রাদির সাহায্যে যাহা কিছু অবগত হওয়া যায় নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

ষটচক্রাদির বিষয়ে এতদ্দেশীয় ও পাশ্চাত্য দেহতত্ত্ব অধ্যয়ন করিলে অবগত হওয়া যায় যে, মস্তিষ্কই অর্থাৎ সহস্রদল পদ্মই পূর্ণ চৈতন্যস্থান। ঐ মস্তিষ্কের নিম্নে এবং মেরুদণ্ডের উপরে ভ্রূমধ্যে একটি কূর্মাকার নাড়ী (Medulla)) আছে। ঐ কূর্মনাড়ীতে সংযম করিলে তৎক্ষণাৎ চাঞ্চল্য নষ্ট হইয়া স্থির জ্যোতি বিরাজিত হয় এ বিষয় পাতঞ্জল দর্শন শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে। যথা—

কূর্মনাড্যাং স্থৈর্য্যম্। বিভূতিপাদঃ ॥৩২॥

ইহা দ্বিদল (Pons varoli) বিশিষ্ট। ইহাই অজ্ঞানচক্র। মন এই স্থান দিয়া সুষুম্না মধ্যে প্রবেশ করে। ইহা সুষুম্নার দ্বারস্বরূপ যথা—

ধ্যানাত্মা সাধকেন্দ্রো ভবতিপরপুরে ইত্যাদি। ষটচক্র ॥৩৫॥

ঐ কূর্মনাড়ী লম্বভাবে মেরুদণ্ডের মধ্যদেশ দিয়া গুহ্যদেশ পর্য্যন্ত

একটি দড়ির ন্যায় অবস্থিত আছে। উহাকে সুষুম্না (Spinal cord) বলে। উহার বামপার্শ্বে ইড়া নামক এবং দক্ষিণপার্শ্বে পিঙ্গলা নামক দুইটি মহাবলবত্তী নাড়ী (Gangliatid cords of sympathetic nerves) মেরুদণ্ডের দুইদিকে গুহ্যদেশ হইতে চক্ষুদ্বয়ের পশ্চাৎভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। এই দুইটি নাড়ীস্থিত চৈতন্য (অধিষ্ঠাতৃ দেবতা চন্দ্র ও সূর্য্য) দ্বারা রক্তসঞ্চালন, পরিপাক, বাহ্যপদার্থ গ্রহণ, মলমুত্রাদি পরিত্যাগ, শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়াদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। ঐ উভয় চৈতন্যই মেরুদণ্ডান্তর্গত চন্দ্র সূর্য্যাগ্নিরূপা সুষুম্নাস্থ চৈতন্যের প্রতিবিম্ব মাত্র ঐ সুষুম্নার নিম্নভাগে আদ্যাশক্তি কুলকুণ্ডলিনী নিদ্রিতা থাকাতে, পূর্ব্বোক্ত রক্তসঞ্চালন, পরিপাক, শ্বাসপ্রশ্বাসাদি কার্য্য জীবের আয়ত্তাধীন নহে। জীব ঐ সমস্ত কার্য্য বন্ধ করিতে বা ইচ্ছামত চালনা করিতে সক্ষম নহে। মন এই সুষুম্নার দ্বারস্বরূপ দ্বিদলপদ্মে প্রবেশ করিতে না পারিয়া সম্মুখভাগেই অবস্থান করেন, এই নিমিত্ত শরীরের পশ্চাৎভাগস্থিত সুষুম্না হইতে উদ্ভূত ষষ্টিসহস্র নাড়ীই জীবের আয়ত্তাধীন নহে। উহা আপন আপন অধিষ্ঠাতৃ দেবতা দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে এবং সম্মুখভাগস্থিত নাড়ী কয়েকটিকে জীব আপন ইচ্ছামতে পরিচালনা করেন। এজন্য শাস্ত্রকার মহাত্মাগণ ঐ পশ্চাৎভাগকে পুরুষ এবং সম্মুখ ভাগটিকে প্রকৃতি বলিয়া থাকেন। ঐ প্রকৃতি সর্ব্বদাই প্রবলা হইয়া জীব চৈতন্যকে আচ্ছাদন করিবার চেষ্টা করে। জীব চৈতন্যকে কোন কারণ বশতঃ দুর্ব্বল পাইয়া আচ্ছাদন করিতে পারিলে প্রকৃতি আপন সর্ব্বসংস্কারের একত্রীভূত শক্তির (Resultant force) দ্বারা ঐ সংস্কার শক্তির উপযোগী স্থানে আকর্ষিত হইয়া জীব চৈতন্যের সহিত পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপে সেই অনন্তশক্তিসম্পন্ন সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মচৈতন্যের অংশ জীবকে প্রকৃতির অধীন হইয়া জন্ম মৃত্যু ইত্যাদির দ্বারা অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। প্রকৃতির এইরূপ আচারকে স্ত্রী আচার বলে। এক্ষণে সেই আধ্যাত্মিক ভাবটি বিনষ্ট হইয়া বাহ্য মিলন বিবাহে বরকন্যার শুভদৃষ্টির পূর্ব্বে বর অপেক্ষা

কন্যাকে উচ্চে উত্তোলন করিয়া "কন্যা বড়" বলিয়া এই ভাবটি দেখান হয়। কিন্তু এই শরীররূপ আচ্ছাদনের ভিতর পুরুষও প্রকৃতির শুভদৃষ্টি অবলোকন করিতে পারিলে পুলকে পূর্ণ হইয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। এইভাবে পূর্ণ হইয়া তদ্বিষ্ণু পরমপদ দ্রষ্টা বৈষ্ণবগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

নয়ন হেররে ॥
ঐ রাধাকান্তের যুগল মাধুরি—নয়ন হেররে।
একে শ্যাম নবজলধর, তাঁহে রাই বিজলী ॥

এইবার এইরূপ শুভদৃষ্টি হইলেই প্রকৃতি প্রবলা হইবার কারণ স্বরূপ বৃত্তি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, আনন্দে বশীভূতা হয়েন। তাহাতেই প্রকৃতি পুরুষের মিলন হয়। ইহাকেই যোগ বলে। সদ্গুরু কৃপালব্ধ ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা মন অণুস্বরূপে ঐ দ্বাররূপ অজ্ঞানচক্র পার হইয়া সুষুম্নামধ্যে প্রবেশ করিলে ঐ কুলকুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রতা হয়েন। ঐ মেরুদণ্ডান্তর্গত সুষুম্না ক্রিয়ার বিভিন্নতা প্রযুক্ত পাঁচ ভাগে বিভক্ত সদ্গুরূপদিষ্ট সাধকগণের ক্রিয়া দ্বারা সুষুম্না অনুভূত হইয়া ঐ পাঁচটি বিভাগ ক্রমশঃ পদ্মের ন্যায় চক্রাকারে প্রকাশ হয়। মেরুদণ্ডের গুহ্যদেশে চতুর্দ্দল পদ্মাকারে মূলাধার, লিঙ্গমূলে ষড়দল পদ্মাকারে স্বাধিষ্ঠান, নাভিদেশে দশদল পদ্মাকারে মণিপুর, হৃদয়ে দ্বাদশদল পদ্মাকারে অনাহত, কণ্ঠদেশে ষোড়শদল পদ্মাকারে বিশুদ্ধ নামক কয়েকটি চক্র আপন আপন অধিষ্ঠিত পৃথ্বী, জল, বহ্নি, বায়ু ও ব্যোমতত্ত্বের সহিত প্রকাশিত হইলে কুলকুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রতাবস্থায় অনুভূত হয়েন। ঐ আদ্যাশক্তি মূলাধারে জাগ্রতা হইলেই মত্তভৃঙ্গের ন্যায় প্রণব শব্দ উত্থিত হইয়া সমাহিত অবস্থা আনয়ন করে এবং ঐ চক্র ভেদ করিয়া স্বাধিষ্ঠানে উপস্থিত হইলেই ঐ শব্দটি বেণুর ন্যায় অনুভূত হয়। এইরূপে ক্রমশঃ সাধকের সমাধি অবস্থার উন্নতি হইয়া একটি একটি চক্র ভেদ করিয়া অপরাপর চক্র স্পর্শ করিলেই প্রণব শব্দের বিভিন্নতা হইয়া ক্রমশঃ মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার বিলীন হয়। এই সমস্ত অবস্থার বিষয় পূর্ব্বেই প্রকাশ করা হইয়াছে।

এইরূপে জীবচৈতন্য পাঞ্চভৌতিক দেহ হইতে পৃথক হইয়া পরিশুদ্ধ হয়েন। এই প্রক্রিয়াকে ভূতশুদ্ধি বলে পরে ঐ ষষ্টিসহস্র নাড়ীর অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণ গুরূপদিষ্ট মত পূজাপদ্ধতি দ্বারা বশীভূত হইলে জীব উহাদিগের উপর দেহকার্য্যের ভারার্পণ করিয়া অর্থাৎ দেহকে জাগ্রতাবস্থায় রাখিয়া স্বয়ং নির্লিপ্ত হইয়া পৃথকভাবে ঈশ্বররূপে অবস্থান করিতে পারেন। পরে সুষুম্না পরিত্যাগপূর্বক পূর্ণ চৈতন্যস্থান সহস্রদল পদ্মে উপস্থিত হইলে সেই সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মচৈতন্য মিশ্রিত হইয়া "এই অনন্তকোটি বিশ্বই আমি" এইরূপ আত্মজ্ঞান প্রকাশিত হয় সুতরাং অনুভব করিবার পৃথক কোন বস্তুর অস্তিত্ব না থাকায় প্রণব, জীবত্ব, কিছুই অনুভব হয় না ॥১৫॥১৬॥১৭॥১৮॥

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্॥ ১৯

অতিশয় সেই শব্দ পৃথিবী অম্বরে। ব্যাপী দুর্য্যোধনাদির হৃদয় বিদরে ॥১৯॥

স তুমুলো ঘোষঃ নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব মূলাধারতঃ বিশুদ্ধাখ্যঃ যাবৎ অভ্যনুনাদয়ন্ প্রতিধ্বনিভিরাপুরয়ন্ ধার্ত্তরাষ্ট্রানাং মনোজবৃত্ত্যাদিনাং সর্ব্বেষাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ বিভেদ ॥১৯॥

ব্যাখ্যা। মূলাধারস্থিত পৃথ্বীতত্ত্ব হইতে কণ্ঠস্থিত আকাশচক্র পর্য্যন্ত এই সকল শব্দে পরিপূর্ণ হইয়া মনজাতবৃত্তিসমূহকে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলে ॥১৯॥

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ ॥২০॥
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।

অর্জ্জুন উবাচ

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥২১॥
যাবদেতান্ নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥২২॥

যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥২৩॥

যুদ্ধেস্থিত কৌরবেরে দেখিয়া অর্জুন। অস্ত্রপাতে প্রবৃত্ত লইয়া ধনুর্বাণ ॥২০॥
কৃষ্ণকে তখন এই কহিল রাজন। দুইসৈন্যমধ্যে রথ রাখ নারায়ণ ॥২১॥
যুদ্ধ অভিলাষে স্থিত যত রাজাগণ। যে পর্য্যন্ত সে সবারে করি নিরীক্ষণ ॥
কার কার সঙ্গে আমি সংগ্রাম করিব। এই উপস্থিত রণে সবারে দেখিব ॥২২॥
যুদ্ধ করিবার জন্য যে যে বীরগণ। দুর্য্যোধন কুবুদ্ধির হিতের কারণ ॥
আগমন করিয়াছে এই রণস্থানে। নিরীক্ষণ করি সেই সব বীরগণে ॥২৩॥

হে মহীপতে অথ অনন্তরং ব্যবস্থিতান্ যুদ্ধোদ্যোগে অবস্থিতান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ মনোজবৃত্তয়ঃ দৃষ্ট্বা, কপিধ্বজঃ মহাদেবেন ভ্রূমধ্যে ধ্বজাকৃপতয়ানুগৃহীতঃ, পাণ্ডবঃ বহ্নিতত্ত্বঃ (গণ্ড-ইব গাণ্ডীব তদেবধনুঃ) মেরুদণ্ডঃ উদ্যম্য শস্ত্রসম্পাতে চৈতন্যপ্রকাশক ক্রিয়ায়াঃ প্রবর্ত্তমানে সতি হৃষীকেশং কূটস্থচৈতন্য সকাশে ইদং বাক্যং আহ আচকাঙ্খা ॥২০॥

হে অচ্যুত উভয়োঃ প্রবৃত্তিনিবৃত্তয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে মে মম রথং স্থাপয় ॥২১॥

অস্মিন্ রণসমুদ্যমে যুদ্ধে কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যং এতান্ যোদ্ধুকামানবস্থিতান্ প্রতিপক্ষো ভাবেন স্থিতান্ যাবদহং নিরীক্ষে দ্রক্ষ্যাসি ॥২২॥

ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য মনোজাতাভিমানাদেঃ দুর্বুদ্ধেঃ প্রিয় কর্ত্তুং ইচ্ছবঃ ইহ যুদ্ধে সমাগতাঃ এতে যোৎস্যমানান্ অহং যাবৎ অবেক্ষে দ্রক্ষামি, তাবৎ উভয়োঃ সেনয়োর্মধ্যে মে মম রথং স্থাপয় ইত্যন্বয়ঃ ॥২৩॥

ব্যাখ্যা। এইরূপে মনোবৃত্তিগণের অবস্থিতি অনুভূত হইয়া বহ্নিতত্ত্বের তেজে ভ্রূমধ্যে সুষুম্নার দ্বারস্বরূপ দ্বিদল পদ্মে বাণলিঙ্গাখ্য মহাদেবকে প্রকাশ করিয়া মেরুদণ্ড (গাণ্ডীব গণ্ড-ইব গ্রন্থিসদৃশ) উত্থানপূর্ব্বক ক্রিয়ায় কূটস্থচৈতন্য সমীপে এইরূপ ইচ্ছা হয় যে, একবার সচৈতন্যভাবে উভয়পক্ষ অনুভব করিয়া দেখি অভিমানের দুর্বুদ্ধিসম্ভূত (নচেৎ নিত্য চৈতন্যময় জীবের ক্রিয়ার প্রয়োজন থাকে না) এই যুদ্ধে কাহারা তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে পঞ্চতত্ত্বের বিপক্ষতা করিতে প্রস্তুত হইয়াছে।
২০॥২১॥২২॥২৩॥

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥২৪॥

AIDP
Seer's Two Aide

ভীষ্মদ্রোণ প্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥২৫॥

সঞ্জয় কহেন তবে শুনহে রাজন। অর্জ্জুনের এই বাক্য শুনি নারায়ণ ॥
অতিশয় শোভাকর উত্তম নির্মাণ। দুই সৈন্যমধ্যে রাখিলেন রথখান ॥২৪॥
ভীষ্ম দ্রোণ আর অন্য যত রাজাগণ। সকলের আগে রথ করিয়া স্থাপন ॥
অর্জুনেরে কহেন হরি দেখ ধনঞ্জয়। এই যে মিলিত কৌরবের সৈন্যচয় ॥২৫॥

সঞ্জয় উবাচ। প্রজ্ঞাচক্ষুষা অনুভূতয়ে।

হে ভারত মন গুড়াকা নিদ্রা তস্য ঈশেন জিতনিদ্রেন বহ্নিতত্ত্বেন এবং অভিলষিসন্, ভীষ্মদ্রোণাদিনাং চিদাভাস বহ্নিতত্ত্বানীনাং সর্বেষাং মহীক্ষিতাং রাজাঞ্চ প্রমুখতঃ সম্মুখে উভয়োঃ সেনয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয়িত্বা "হে পার্থ বহ্নিতত্ত্ব এতান্ সমবেতান্ কুরূন্ প্রবৃত্তানুযোগিনঃ পশ্য" হৃষীকেশ ইতি উবাচ কূটস্থচৈতন্যেন এতদনুভূয়তে ॥২৪॥২৫॥

ব্যাখ্যা। সেই মোহজয়ী বহ্নিতত্ত্বের তেজে এইরূপ অভিলাষযুক্ত হইয়া উভয়পক্ষগণের মধ্যে অবস্থিত হইলে চিদাভাস ও জগৎগুরু সংস্কার এবং অপরাপর প্রধানরূপে বিরাজিত বৃত্তিসমূহ কূটস্থচৈতন্য সমীপে অনুভূত হয় ॥২৪॥২৫॥

তত্রাপশ্যৎস্থিতান্ পার্থ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা ॥
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥২৬॥
তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ বন্ধুনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥২৭॥

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসুন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥২৮॥
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥২৯॥
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥৩০॥

উভয় সৈন্যেতে স্থিত পিতৃব্য বহুল। পিতামহগণ আর আচার্য্য মাতুল ॥
ভ্রাতাপুত্র পৌত্র সখা শ্বশুর স্বজন। সকলেরে সেই স্থানে দেখিল অর্জ্জুন ॥২৬॥
বন্ধুবর্গ উপস্থিত অর্জুন দেখিয়া। কহে অতি কৃপাবিষ্ট বিষণ্ণ হইয়া ॥২৭॥
যুদ্ধের ইচ্ছুক সব দেখি আগমন। অবশ হইল অঙ্গ শুকায় বদন ॥২৮॥
শরীর কাঁপিছে লোমহর্ষযুক্ত কায়। হাত হৈতে ধনু পড়ে চর্ম্ম দগ্ধ হয় ॥২৯॥
থাকিতে অশক্ত হই ভ্রান্তপ্রায় মন। বিপরীত দেখি কৃষ্ণ সকল কারণ ॥৩০॥

ততঃ যুদ্ধক্ষেত্রে উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে স্থিতাঃ কর্ম্মাদি পিতৄন্, অথ চিদাভাসাদি পিতামহান্, সংস্কারাদি আচার্য্যান্, ইত্যাদিন্, পার্থঃ অর্জ্জুন অপশ্যৎ ॥২৬॥

স কৌন্তেয়ঃ বহ্নিতত্ত্ব তান্, সর্ব্বান্, বন্ধূন্, অবস্থিতান্, সমীক্ষ্য আলোক্য কৃপয়াপররাবিষ্টঃ কৃপারবশঃ সন্, বিষীদন্, গৃহীতবিষয়ঃ সন্, ইদং অব্রবীৎ অনুভাবয়ৎ ॥২৭॥

অর্জ্জুন উবাচ। বহ্নিতত্ত্বেন অনুভূতো ভবতি।

হে কৃষ্ণ! ইমান্, যুযুৎসূন্, যুদ্ধং ইচ্ছত সমবস্থিতান্, সম্যগবস্থিতান্, স্বজনান্, বন্ধুজনান্, দৃষ্ট্বা মম গাত্রাণি সীদন্তি স্বেদযুক্তো ভবন্তি মম মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥২৮॥

মে মম শরীরে রোমহর্ষঃ রোমাঞ্চঃ বেপথুঃ কম্পশ্চ জায়তে মম হস্তাৎ গাণ্ডীবং স্রংসতে মেরুদণ্ডঃ অনায়ত্ত ভবতি মম ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে সর্বতঃ সন্তপ্যতে ॥২৯॥

হে কেশবঃ! অহং বিপরীতানি অনিষ্টসূচকানি নিমিত্তানি পশ্যামি তদ্দৃষ্ট্বাঃ মম মনঃ ভ্রমতি অহং অবস্থাতুং শরীরং ধারয়িতুং ন শক্নোমি ॥৩০॥

ব্যাখ্যা। অনন্তর দৃষ্টাদৃষ্ট জন্মের কারণ পিতাস্বরূপ ভৃগুশ্রবা কর্ম্ম প্রভৃতি পিতামহস্বরূপ আভাসচৈতন্যাদি, গুরুতুল্য সংস্কারাদি, মাতুলস্বরূপ মদ্ররাজাদি মত্তভাকারক বৃত্তিসমূহ, অভিমানাদি ভ্রাতাসমূহ, পুত্রস্বরূপ অভিমানাদিজাত লক্ষণসমূহ, পৌত্রস্বরূপ ঐ লক্ষণাদি উদ্ভূত নানাপ্রকার বৃত্তিসমূহ, অশ্বত্থামারূপ বাসনাদি বয়স্যগণ, কুণ্ডলিনীশক্তি দ্রৌপদী আদির পিতা শ্বশুরতুল্য দ্রুপদ অর্থাৎ তীব্রবেগাদি এবং অন্যান্য নানাপ্রকার উপকারক বৃত্তিসমূহ এই উভয়পক্ষ মধ্যে অবস্থিত আছেন। বহ্নিতত্ত্বের তেজে এইরূপ অনুভূত হইলে মায়াপরবশ হইয়া বিষণ্ণ হইতে হয় এবং মুখ শুষ্ক হইয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবসন্ন হইয়া পড়ে। শরীর কম্পিত ও রোমাঞ্চ হইয়া গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। মেরুদণ্ড আয়ত্ত থাকে না। স্থির হইয়া অবস্থান করিবার ধৈর্য্য পর্য্যন্ত চ্যুতি হয় এবং মনের স্থৈর্য্য

নষ্ট হয়। এই সমস্ত বিপরীত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া নিম্নরূপ বিবেচনা হয় ॥২৬॥২৭॥২৮॥২৯॥৩০॥

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥৩১॥
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥৩২॥
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥৩৩॥
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥৩৪॥

মঙ্গল না দেখি যুদ্ধে মারিয়া স্বজন। জয় রাজ্য সুখেতে না চাহি নারায়ণ ॥৩১
আমাদের রাজ্যভোগে জীবনে কি কার্য্য। যদর্থে বাঞ্ছিত কৃষ্ণ ভোগ সুখ রাজ্য ॥৩
যুদ্ধে উপস্থিত তারা ত্যজি প্রাণ ধন। আচার্য্য পিতৃব্যপুত্র পিতামহগণ ॥৩৩॥
মাতুল শ্বশুর শালা আর পুত্রগণ। সম্পর্কবিশিষ্ট গুণ শ্রীমধুসূদন ॥
ইহারা আমারে যদি করয়ে প্রহার। তথাপি আমার ইচ্ছা নহে বধিবার ॥৩৪॥

আহবে যুদ্ধে স্বজনং আত্মীয়জনং দেহাভিমানাদীন্ হত্বা শ্রেয়ঃ অহং ন অনুপশ্যামি আত্মীয়জনং হত্বা বিজয়ং রাজ্যং পঞ্চভূতেষু আধিপত্যং সুখানি চ অহং ন কাঙ্ক্ষে যেষাং বন্ধুজনানাং অর্থে নিমিত্তে নঃ অস্মাকং রাজ্যং ভোগঃ সুখানি চ কাঙ্ক্ষিতং হে গোবিন্দঃ! তান্ বন্ধুজনান্ হত্বা নঃ অস্মাকং রাজ্যেন ভোগৈঃ জীবিতেন জীবনধারণেন বা কিং প্রয়োজনং অস্তি ইত্যর্থঃ ॥৩১॥৩২॥

তে ইমে প্রবৃত্তি পক্ষাদয়ঃ প্রাণান্ ধনানি প্রয়োজনানি চ ত্যক্ত্বা যুদ্ধে অবস্থিতাঃ; হে মধুসূদন! ঘ্নতোঽপি অস্মান্ মারয়তোপি অহং এতান্ আচার্য্যাদীন্ ন হন্তুং ইচ্ছামি ॥৩৩॥৩৪;

ব্যাখ্যা। যে সকল বৃত্তিসমূহের পরিতোষের নিমিত্ত আমাদিগের এই সুখভোগ ও শরীরধারণের প্রয়োজন হয় সেই সংস্কার, কর্ম, অভিমান আভাসচৈতন্যাদি এবং অপরাপর ঘনিষ্ঠ বৃত্তিসমূহ যাহারা সর্বপ্রকার অভিপ্রায় পরিত্যাগপূর্বক মৃত্যু পর্য্যন্ত পণ করিয়া ইহার বিপক্ষে অবস্থান করিতেছেন ; ইহাদিগকে এই প্রকার ক্রিয়া দ্বারা নষ্ট করিলে আমাদের সুখ, ভোগ, শরীর এবং জীবনধারণেই বা প্রয়োজন কি ? ইহাদিগকে

পরিতুষ্ট করিতে করিতে মৃত্যু হইলেও উহাদের বিনাশ করিতে ইচ্ছা হয় না ॥ ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪ ॥

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে।
নিহত্যধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥ ৩৫ ॥

ত্রৈলোক্য রাজ্যের হেতু বধ নাহি করি। পৃথিবীর রাজ্য জন্য কিরূপেতে মারি।
ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের বধিয়া জীবন। আমাদের কি সুখ হইবে জনার্দ্দন ॥৩৫॥

ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য অপি হেতোঃ তৎপ্রাপ্ত্যর্থপি অহং এতান্ আত্মীয়জনান্ হন্তুং ন ইচ্ছামি কিন্নু মহীকৃতে কিং পুনঃ মহীমাত্র প্রাপ্ত্যর্থে আত্মস্বাধীনস্বার্থে ॥ ৩৫ ॥

ব্যাখ্যা। এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড শরীরের নিমিত্ত কি এই অনন্তকোটি বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডবিশিষ্ট এই বিশ্বের নিমিত্ত ও এই মনোজাত অভিমানাদি নষ্ট করিতে ইচ্ছা হয় না। উহারা নষ্ট হইলে আমাদের কোন প্রীতিলাভেরই সম্ভাবনা নাই ॥৩৫॥

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬ ॥

এই আততায়ী কৌরবে করি ক্ষয়। পাপ মাত্র আমাদিগে করিবে আশ্রয় ॥
অতএব বন্ধুর সহিত কৌরবেরে। কদাপি আমরা নাহি পারি বধিবারে ॥
কিরূপেতে স্বজনেরে সংহার করিয়া। কহ কৃষ্ণ আমরা থাকিব সুখী হইয়া ॥৩৬॥

হে জনার্দ্দন! ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ মনোবৃত্তীন্ নিহত্য বিনস্য নঃ অস্মাকং কা প্রীতিঃ স্যাৎ এতান্ আততায়িনঃ হত্বা পাপমেব অস্মান্ আশ্রয়েৎ অস্মাকমেব অনিষ্টং ভবেৎ, হি যস্মাৎ স্বজনং হত্বা কথং সুখিনঃ স্যাম। অস্মাৎ সবান্ধবান্ বান্ধবৈঃ সহ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ অভিমানাদি মনোবৃত্তীন্ হন্তুং বয়ং নার্হা ন অর্হাঃ যোগ্যাঃ ॥ ৩৬ ॥

ব্যাখ্যা। যাহারা গৃহদাহ করে, বিষপান করায়, বধার্থে অস্ত্রধারণ করে, ধন, ভূমি বা দারা অপহরণ করে, তাহাদিগকে আততায়ী বলে। এরূপ ব্যক্তিদিগকে বধ করিতে কোনপ্রকার বিচারের প্রয়োজন নাই ;

কারণ আততায়ী বধে কোন দোষ নাই। যথা—

অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণি র্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ॥
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেব বিচারয়ন্।
নাততায়ী বধে দোষো হন্তর্ভবতি কশ্চন॥

শাস্ত্রকারগণ যদিও এরূপ বলিয়া থাকেন বটে, তত্রাচ এই সমস্ত মনোজাত অভিমানাদি তাহাদিগের অনুসঙ্গী বৃত্তিগণের সহিত নষ্ট করিলে আমাদিগেরই অনিষ্ট হইবে। কারণ এই সকল চির আদৃত মনোবৃত্তিসমূহ নষ্ট হইলে সংসারে আর কি প্রকারে সুখভোগ করিব। অতএব এ সমস্ত মনোবৃত্তিকে নষ্ট করা কোনমতেই শ্রেয়স্কর বিবেচনা হয় না॥৩৬॥

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকং॥৩৭॥
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুং।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জ্জনার্দ্দন॥৩৮॥

জ্ঞাতিবধে মিত্রদ্রোহে যে হয় দুষ্কৃতি। যদি এরা নাহি দেখে লোভে হত মতি॥৩৭॥
কুলক্ষয় পাতকেরে জানিয়া কিরূপে নিবৃত্তি না হই হরি আমরা এ পাপে॥৩৮॥

এতে রাজ্য লোভেনোপহতচেতসঃ দুর্য্যোধনাদয়ঃ অভিমানাদি মনোবৃত্তয়ঃ যদ্যপি কুলক্ষয় কৃতং বাহ্যানুভবধ্বংসরূপং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকং ন পশ্যন্তি॥৩৭॥

তথাপি কুলক্ষয়ে কৃতং বাহ্যানুভবধ্বংস দোষং প্রপশ্যদ্ভিঃ অস্মাভিঃ অস্মাৎ পাপাৎ নিবর্ত্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ং নিবৃত্তৌ বুদ্ধিঃ কর্ত্তব্যা ইত্যর্থঃ॥৩৮॥

ব্যাখ্যা। যদিও অভিমানাদি মনোবৃত্তিসমূহ দ্বারা লোভে হতচিত্ত হইয়া কুলক্ষয় এবং মিত্রদ্রোহজনিত অনিষ্ট অনুভব করিতে না পারিয়া পঞ্চতন্মাত্রানুভূতি নষ্ট করিতে উদ্যত হয়, কিন্তু সমস্ত তন্মাত্রানুভূত হইয়া এই কুলক্ষয়জনিত সমস্ত দোষ দৃষ্ট করিয়াও কি প্রকারে এই অনিষ্টকর কার্য্য (অভিমানাদি মনোবৃত্তিগণকে নষ্ট করা) হইতে নিবৃত্ত না হইব॥৩৭॥৩৮॥

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত॥৩৯॥
অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥৪০॥
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরোহ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥৪১॥

কুলক্ষয়ে নিত্য কুল ধর্ম্মনাশ পাবে। ধর্ম্মক্ষয়ে সব কুল অধর্ম্মে ব্যাপিবে॥৩৯॥
কুলে পাপ হলে দুষ্টা হবে কুলনারী। দুষ্টা হলে কুলস্ত্রী সঙ্কর জন্মে হরি॥৪০॥
কুল এবং যাহারা করেন কুলক্ষয়। উভয়ের সঙ্কর নরক হেতু হয়॥
লুপ্ত হয়ে পিণ্ডদান সহিত তর্পণ। তাহাদের পিতৃগণ করয়ে পতন॥৪১॥

কুলক্ষয়ে সনাতনাঃ পরম্পরাপ্রাপ্তাঃ কুলধর্ম্মাঃ অনুভবধর্ম্মাঃ প্রণশ্যন্তিউত (পাদপূরণ) অবশিষ্টং কৃৎস্নমপি কুলং অধর্ম্মঃ অভিভবতি প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ॥৩৯॥

অধর্ম্মাভিভবাৎ কুলস্ত্রিয়ঃ অনুভবশক্তয়ঃ প্রদুষ্যন্তি দূষিতাঃ ভবন্তি দুষ্টাসু দূষিতেষু স্ত্রীষু শক্তিষু বর্ণসঙ্করঃ অজ্ঞানেন সহ মিশ্রিতঃ ভ্রমঃ জায়তে॥৪০॥

এবং সতি কুলস্য সঙ্করং কুলঘ্নানাং নরকায়ৈব ভবতি, এষাং পিতরশ্চ লুপ্তা পিণ্ডস্য উদকস্য চ ক্রিয়া যাং তে তথা পতন্তি॥৪১॥

ব্যাখ্যা। কুলক্ষয় হইলে চিরপ্রচলিত সনাতন কুলধর্ম্ম অর্থাৎ বাহ্য পদার্থের দর্শন স্পর্শনাদিজনিত ভোগ নষ্ট হইবে। তাহাতে অবশিষ্ট সমস্ত কুল অধর্ম্মে অভিভূত হইয়া বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইবে। বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইলে যে সমস্ত দর্শন স্পর্শনাদি শক্তি অপরাপর তেজকে আশ্রয়পূর্ব্বক দূষিত হইয়া নানাপ্রকার ভ্রমজ্ঞান উৎপন্ন করিবে। এই সমস্ত ভ্রমাত্মক অনুভবরাশি দ্বারা বাহ্যজ্ঞান নষ্টকারী পঞ্চতত্ত্বদিগের উৎপত্তিমূল মন বুদ্ধি কর্ম্ম ইত্যাদি আপনাপন পুষ্টিজনক বিষয় অভাবে নষ্ট হইলে আমাদের মহা অনিষ্টের সম্ভাবনা॥৩৯॥৪০॥৪১॥

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ॥৪২॥

সঙ্কর জন্য এই নাশিবে দোষগণ। কুলঘ্নের জাতি কুলধর্ম্ম সনাতন ॥৪২॥

কুলঘ্নানাং এতৈঃ বর্ণসঙ্করকারকৈঃ দোষৈ শাশ্বতাঃ জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ উৎসাদ্যন্তে লুপ্যন্তে ॥৪২॥

ব্যাখ্যা। এই প্রকার কুলধর্ম্ম নষ্টকারিগণ দ্বারা চিরপ্রচলিত জাতিধর্ম্ম অর্থাৎ আশ্রমধর্ম সমস্তই লোপ পায় ॥৪২॥

উৎসন্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥৪৩॥

যাহাদের হয় কৃষ্ণ কুলধর্ম নাশ। শুনিয়াছি নিয়ত নরকে করে বাস ॥৪৩॥

হে জনার্দন! উৎসন্নাঃ কুলধর্ম্মাঃ যেষাং তেষাং নরাণাং নিয়তং নিরন্তরং নরকে বাসো ভবতি ইতি বয়ং অনুশুশ্রুম আচার্য্যানাং মুখাৎ শ্রুতবন্তঃ ॥৪৩॥

ব্যাখ্যা। শুনিয়াছি আশ্রমধর্ম সমস্ত লোপ হইলে চিরকাল মহা-কষ্টে কালযাপন করিতে হয় ॥৪৩॥

অহোবত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥৪৪॥

হায় মহাপাপে করি আমরা যতন। রাজ্য সুখলোভে ব্যস্ত মারিতে স্বজন ॥৪৪॥

অহোবত বৃহৎ কষ্টং ইত্যর্থঃ বয়ং রাজ্যসুখলোভেন স্বজনং হন্তুং উদ্যতাঃ সন্তঃ এতৎ মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতাঃ অধ্যবসায়ং কৃতবন্তঃ ॥৪৪॥

ব্যাখ্যা। হায় হায় এই রাজ্য সুখলোভে আত্মীয়গণ বধে উদ্যত হইয়া কি মহদনিষ্ট কার্য্য করিতেই প্রস্তুত হইয়াছি ॥৪৪॥

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥৪৫॥

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥৪৬॥

নিষ্পন্দন অস্ত্রশূন্য এরূপ আমারে। সশস্ত্র কৌরবগণ যদ্যপিও মারে ॥
পরমমঙ্গল তাতে হইবে আমার। যেহেতু এরূপে নাই পাপের সঞ্চার ॥৪৫॥

ধৃতরাষ্ট্রে সঞ্জয় কহিল বিবরণ। এইরূপে রণমধ্যে কহিয়া অর্জুন ॥
রথের উপরে করিলেন অবস্থান। শোকেতে ব্যাকুল চিত্ত ত্যজি ধনুর্বাণ।

যদি রণে শস্ত্রপাণয়ঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ অভিমানাদি মনোবৃত্তয়ঃ হন্তুং ইচ্ছন্তঃ সন্তঃ অপ্রতিকারং অশস্ত্রং উপায়হীনং নিশ্চেষ্টাবস্থায়াং মাং হন্যুঃ তদ্ধননং মে মম ক্ষেমতরং অত্যন্তহিতকরং ভবেৎ ॥৪৫॥

এবং উক্ত্বা এবং বিবেচ্য, অর্জ্জুনঃ বহ্নিতত্ত্বঃ সংখ্যে সংগ্রামে, শোকে সংবিগ্নমানসঃ, মলিনীভাবাপন্নঃ সন্, সশরং চাপং বিসৃজ্য মেরুদণ্ডং শিথিলীকৃত্য রথোপস্থে শরীরে উপবিশ্য নিশ্চেষ্টো বভূব ॥৪৬॥

ব্যাখ্যা। শস্ত্রপাণি অর্থাৎ কৌশলাদিবিশিষ্ট তেজস্বী মনোজাত অভিমানাদি বৃত্তিসমূহ এই বহ্নিতত্ত্বকে প্রতিকারপরাঙ্মুখ এবং ক্রিয়াহীনা-বস্থায় নষ্ট করিলে শ্রেয়স্করই হয়; এইরূপ বিবেচনা করিয়া বহ্নিতত্ত্ব আপন কৌশলাদি পরিত্যাগপূর্বক নিস্তেজভাবে শরীর মধ্যে বিমর্ষ ভাবাপন্ন হইলেন ॥৪৫॥৪৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং পদবোধিনীবৃত্তৌ প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

পূর্বে কতকগুলি বিষয় অবগত না হইলে যে সকল গ্রন্থের ভাব বুঝিতে পারা কঠিন হয়; সেই গ্রন্থ আরম্ভ করিবার পূর্বে একটি উপ-ক্রমণিকা (Introduction) দিয়া ঐ সকল বিষয় প্রকাশ করা রীতি আছে। কিন্তু সংস্কৃতশাস্ত্রে সেরূপ প্রচলিত নাই। সংস্কৃত শাস্ত্রকারগণ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে ঐ সকল জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই প্রথা অনুসারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথম অধ্যায়টি কেবল উপক্রমণিকা মাত্র। কিরূপ অবস্থায় এই গীতা পাঠ করিবার প্রয়োজন হয় এই প্রথম অধ্যায়ে তাহাই লিখিত আছে।

সাধকগণের সদ্গুরূপদেশ মত ক্রিয়া দ্বারা কূটস্থচৈতন্য প্রতিষ্ঠিত হইলে সাংসারিক অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকিয়া অদৃষ্টের দাসস্বরূপে নানা-প্রকার ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তি ইত্যাদি দ্বারা চিত্তের বিক্ষেপ হইয়া শীত, গ্রীষ্ম, সুখ, দুঃখাদি নানাপ্রকার দ্বন্দ্ব দ্বারা অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে আর ইচ্ছা থাকে না। উহা হইতে নিবৃত্ত

হইবার নিমিত্ত সেই অনন্ত শক্তিসম্পন্ন, অনন্ত জ্ঞান এবং নিত্যানন্দময় ব্রহ্মতন্ময় হইয়া অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডকে আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা করেন।

এই নিমিত্ত সাধকগণ আপন শরীরে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিপক্ষীয় বৃত্তি সমূহের বলাবল অবগত হইবার জন্য মানসিক দিব্যদৃষ্টি অর্থাৎ প্রজ্ঞাচক্ষু ব্যবহার করিয়া দেখেন যে, নিবৃত্তিপক্ষে পঞ্চতত্ত্ব, জগদ্গুরু সংস্কার দ্বারা শিক্ষিত হইয়া, চাঞ্চল্য ধর্ষণপূর্বক স্থিরজ্যোতি দ্বারা ষটচক্র বিস্তারপূর্বক, আপন দলবল মহাবল পরাক্রান্ত শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞা, তীব্রবেগ, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা ধ্যান সমাধ্যাত্মক সংযম এবং পঞ্চতত্ত্ব তেজে কুণ্ডলিনীশক্তি উদ্ভূত পঞ্চবিন্দু প্রভৃতির সহিত আহ্বান করিতেছে। প্রবৃত্তিপক্ষে মনোজাত অভিমানাদি বৃত্তি সমূহ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ, কর্ম, সংস্কার, বাসনা এবং অপরাপর প্রধান প্রধান মুক্তির বিঘ্নকর নানা কৌশলযুক্ত বৃত্তির সহিত অবস্থান করিতেছেন। ইহাতেও প্রবৃত্তিপক্ষ পরস্পরের বিপক্ষতায় নিবৃত্তিপক্ষকে সমর্থ ও আপনাদিগকে অসমর্থ দর্শন করিয়া সাবধানের সহিত আপন আপন বলপ্রকাশ ভূমি ইন্দ্রিয়দ্বারে অবস্থিত হইয়া অস্মিতার অভিমান প্রসন্নকারক শব্দের সহিত আপন আপন শব্দের দ্বারা শরীরের সম্মুখভাগ রনরন্ করিয়া তুলিতেছে। ইহাতে নিবৃত্তিপক্ষে মূলাধার হইতে পৃথ্বীতত্ত্বের মত্তভৃঙ্গবৎ, স্বাধিষ্ঠান হইতে জলতত্ত্বের বেণুবৎ, মণিপুর হইতে বহ্নিতত্ত্বের বীণাবৎ, অনাহত হইতে বায়ুতত্ত্বের দীর্ঘঘণ্টাবৎ, বিশুদ্ধ হইতে ব্যোমতত্ত্বের মেঘগর্জ্জনবৎ ও কূটস্থচৈতন্য হইতে ঐ পঞ্চ প্রণবশব্দ একত্র হইয়া একটি অনির্বচনীয় সুন্দর শব্দ এবং পৃথক পৃথক নাড়ী হইতে নানা-প্রকার শব্দ উত্থিত হইয়া মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কারাদির সহিত অপরাপর প্রবৃত্তিপক্ষীয় বৃত্তিসমূহকে জর্জ্জরিত করিতেছে। এইরূপ অনুভূত হইলে প্রবৃত্তিপক্ষের বিনাশ জন্য বহ্নিতত্ত্বের তেজে ভ্রূমধ্যে মহাদেবকে প্রকাশ করিয়া মেরুদণ্ড উত্থানপূর্বক ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হইবার সময় বিপক্ষের সাহায্য-কারিগণকে দেখিবার ইচ্ছা হয়। তাহাতে উভয়পক্ষই কূটস্থচৈতন্য

প্রকাশিত হওয়াতে চিদাভাস সংস্কার, কর্ম, বাসনা, অভিমানাদি জীবনের সঙ্গিগণকে বিপক্ষভাবে অবস্থিত দেখিয়া বহ্নিতত্ত্ব বিমর্ষ হয়েন, মুখ শুষ্ক হয়, শরীর রোমাঞ্চ, ঘর্মাক্ত ও কম্পান্বিত হইয়া মেরুদণ্ড নত হইয়া পড়ে এবং মন অস্থির হইয়া অধৈর্য্য হইতে হয়। যে সমস্ত জীবনের চিরসঙ্গী ইন্দ্রিয়াদির বিষয় সুখভোগ দ্বারা মৃত্যু হইলেও তাহাদিগকে নষ্ট বা পরিত্যাগ করা যায় না। তাহারাই এই ক্রিয়ার বিরোধী। কি সামান্য শরীরের আধিপত্য, এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডবিশিষ্ট বিশ্বের আধিপত্যের নিমিত্তও এই সমস্ত বিষয়সুখ নষ্ট বা পরিত্যাগ করা উচিত বিবেচনা করি না। ইহারা নষ্ট হইলে আমাদিগের আধিপত্যেই বা প্রয়োজন কি এবং জীবনেই বা প্রয়োজন কি? তাহাতে কোন প্রকারেই সুখী হইতে পারিব না এবং বিশেষ অনিষ্টও আছে। এই চিরপ্রচলিত ইন্দ্রিয়াদির বাহ্য অনুভব নষ্ট করিলে বা পরিত্যাগ করিলে তাহাদিগের দর্শন স্পর্শনা-দির শক্তি অপরাপর শারীরিকবৃত্তি কল্পনাদির আশ্রয়ে ভ্রমজ্ঞান উৎপন্ন করিবে। তাহাতে পঞ্চতত্ত্ব, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি পুষ্টির অভাবে নষ্ট হইবে। যদিও এই সমস্ত জাতিধর্ম আশ্রমধর্ম ইত্যাদি নষ্টজনিত মহদনিষ্ট অভি-মানপ্রযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা এই সমস্ত অনুভব করিয়াও আমরা কি প্রকারে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব। হায় হায় কি মহৎ অনিষ্ট কার্য্য করিতেই উদ্যত হইয়াছিলাম, "এই পঞ্চতত্ত্ব নষ্ট হইয়া যাউক" বহ্নিতত্ত্বের বিমর্ষ অবস্থায় সাধকগণ এইপ্রকার বিবেচনা করিয়া ক্রিয়াদি পরিত্যাগপূর্বক নিশ্চিন্তভাবে অবস্থান করেন।

ইতি যোগশাস্ত্রোপনিষৎ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথম
অধ্যায়ে পাশ্চাত্য ও এতদ্দেশীয় বিবিধ
শাস্ত্রসঙ্গত মীমাংসার সহিত
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা
সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

সাঙ্খ্যযোগঃ

সঞ্জয় উবাচ।

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥২॥

সঞ্জয় কহিল শুন রাজা মহাশয়। এইরূপে কৃপাতে আবিষ্ট ধনঞ্জয়॥
বিষণ্ণ অশ্রুতে পূর্ণ ব্যাকুল নয়ন। তাঁরে এই বাক্য কহিলেন নারায়ণ ॥১॥
কি হেতু এ মোহ যুদ্ধে ব্যাপিল তোমারে। জ্ঞানহীন অধম লোকেতে যাহা করে॥
এইরূপ মোহেতে করয়ে ধর্মক্ষয়। কীর্ত্তিনাশ করে শুন কুন্তীর তনয় ॥২॥

তথা বহ্নিতত্ত্বং, (স্বজন মরণ প্রসঙ্গ দর্শনেন) কৃপয়াবিষ্টং করুণয়াবিষ্টিতং অশ্রুভিঃ পূর্ণৈঃ ক্ষণে যত্ত তং অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণং শোচন্তঃ মলিনীভাবাপন্নং অনুভূয় সাধকঃ ইতি শেষঃ, মধুসূদনঃ ইদং বাক্যং উবাচ শত্রুবিমর্দন কূটস্থ চৈতন্যেন এবমনুভূয়তে ॥১॥

ষড়ৈশ্বর্য্যবতা কূটস্থ চৈতন্যেন অনুভূয়তে।

কুতস্ত্বা ত্বাং বিষমে সঙ্কটে ইদং অনার্য্যৈঃ শাস্ত্রমবিদ্ভিঃ যুষ্টং সেবিতং অস্বর্গ্যং অধর্ম্মকীর্ত্তিং কশ্মলং শিষ্টগর্হিতং যুদ্ধাৎ পরাঙ্মুখত্বং সমুপস্থিতং ॥২॥

ব্যাখ্যা। এই অবস্থায় জ্ঞানচক্ষু দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে সাধকগণের বহ্নিতত্ত্ব মনোবৃত্তিরূপ আত্মীয়দিগের বিনাশ অনুভব করতঃ করুণাবিশিষ্ট হইয়া মলিনত্ব প্রাপ্ত হওয়াতে কূটস্থ চৈতন্য দ্বারা এইরূপ অনুভূত হয় যে, এই ভয়ানক শত্রুদল পরিবেষ্টিত স্থানে অবস্থান করিয়া

অধার্মিক অকার্য্যকারী অজ্ঞদিগের ন্যায় চৈতন্যপ্রকাশকর ক্রিয়াতে পরাঙ্মুখ হওয়া কর্ত্তব্য নহে ॥১॥২॥

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥৩॥

কাতর না হও ওহে কুন্তীর নন্দন। যেহেতু তোমারে যোগ্য এ নহে কখন ॥
অতএব অতি তুচ্ছ মনের কাতর। ত্যাগ করি উঠ পার্থ করিতে সমর ॥৩॥

হে পরন্তপ শত্রুতাপন! ক্লৈব্যং নির্বীর্য্যং মা গচ্ছ ন প্রাপ্নুহি এতৎ ত্বয়ি ন উপপদ্যতে যোগ্যং ভবতি, ক্ষুদ্রং তুচ্ছং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং মনসো দুর্ব্বলত্বং সংশয় কাতর্যং ত্যক্ত্বা উত্তিষ্ঠ চৈতন্য প্রকাশায় উপক্রমং কুরু ॥৩॥

ব্যাখ্যা। আত্মচৈতন্য নষ্ট করিয়া পশুর ন্যায় ইন্দ্রিয়দাস হওয়া এই সর্বোৎকৃষ্ট মনুষ্যজন্মের উপযুক্ত কার্য্য নহে। তুচ্ছ হৃদয়দৌর্বল্য পরিত্যাগপূর্বক চৈতন্যপ্রকাশকর ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য ॥৩॥

অর্জ্জুন উবাচ।

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥৪॥

অর্জুন কহিছে শুন শ্রীমধুসূদন। পূজাপাত্র ভীষ্ম দ্রোণ সহিত এখন ॥
কিরূপে সংগ্রামে বাণযুদ্ধ করি হরি। মহাপাপকর হয় বচন চাতুরী ॥৪॥

বহ্নিতত্ত্বেন (পুনঃ) অনুভূয়তে।

হে মধুসূদন শত্রুবিমর্দন কূটস্থচৈতন্য! সংখ্যে রণে ক্রিয়ায়াং ভীষ্ম দ্রোণৌ চিদাভাসসংস্কারৌ, পূজার্হৌ পূজাযোগৌ তৌ প্রতি কথমহং ইষুভিঃ বাণৈঃ কৌশলৈঃ, যোৎস্যামি বিনশিষ্যামি ॥৪॥

ব্যাখ্যা। এইরূপ অবগত হইলে পুনরায় বহ্নিতত্ত্বের দ্বারা অনুভূত হয় যে, যে চিদাভাসবশতঃ অদ্য আমরা এই জীবরূপে অবস্থান করিতেছি এবং যে সংস্কার তেজে আমরা এইরূপ তেজস্বী হইয়াছি, এক্ষণে কিরূপে সেই পূজনীয় চিদাভাসকে ও সংস্কারকে ক্রিয়ার দ্বারা নষ্ট করিতে উদ্যত হইব ॥৪॥

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহলোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥৫॥

এসব মহানুভব গুরুকে না মারি। ভিক্ষান্ন ভোজন লোকে শ্রেয়জ্ঞান করি ॥
অর্থ অভিলাষে গুরু করিয়া নিধন। রক্তমিশ্র ভোগমাত্র করিবে ভোজন ॥৫॥

হিমং হন্তি ইতি হিমহা আদিত্যং তস্য অনুভবঃ সামর্থ্যং যেষাং তাং তি মহানুভাবান্ মহাতেজস্বিতা গুরূন্ ন হত্বা ইহলোকে ভৈক্ষ্যমপি ভিক্ষান্নমপি ভোক্তুং শ্রেয়ঃ ইষ্টজনকং। গুরূন্ হত্বা ইহলোকে এব রুধিরেন প্রদিগ্ধান্ জুগুপ্সিতান্ অর্থকামন্ ভোগান্ অহং ভুঞ্জীয় অশ্নীয়াং ॥৫॥

ব্যাখ্যা। মহাতেজস্বী এই আভাসচৈতন্য এবং সংস্কারাদি গুরু-তুল্য পূজনীয়দিগকে অর্থকামনা প্রযুক্ত নষ্ট করিয়া ইহলোকে ঘৃণিত বিষয়ভোগ করা অপেক্ষা ভিক্ষাস্বরূপ তাঁহারা যাহা দান করেন তাহাই জন্মে জন্মে ভোগ করা কর্ত্তব্য ॥৫॥

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নোগরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥৬॥

মঙ্গল না দেখি আমা সবার কি হয়। জয় করি কুরু কিম্বা কুরু করে জয় ॥
যারে ছাড়ি নাহি চাই আপন জীবন। সম্মুখে বিদ্যমান সে সব কুরুগণ ॥৬॥

যদ্বা এতান্ বয়ং জয়েমঃ জেষ্যামঃ যদি বা ন অস্মান্ এতে জয়েয়ুঃ জেষ্যন্তি এতয়োর্মধ্যে নঃ অস্মাকং কতরৎ কিং ন মে গরীয়ঃ অধিকতরঃ ভবিষ্যতি ইতি বয়ং ন বিদ্মঃ জানিমঃ, যান্ এব হত্বা ন জিজীবিষামঃ জীবিতুং ইচ্ছামঃ তে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ মনোজবৃত্তয়ঃ প্রমুখে অবস্থিতাঃ ॥৬॥

ব্যাখ্যা। এই ক্রিয়াতে সিদ্ধ হওয়াতে এবং না হওয়াতে কিছুই বিশেষ শ্রেয়স্কর দেখিতে পাই না; কারণ যদ্যপি ইহা সিদ্ধ করিতে হয় তাহা হইলে মনোজাত অভিমানাদি বৃত্তিগুলিকে প্রথমেই নষ্ট করিতে হইবে। যাহাদের অভাবে এ জীবনধারণই বৃথা ॥৬॥

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥৭॥
ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়ানাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণমপি চাধিপত্যম্ ॥৮॥

কৃপণতা আর দোষে হত তেজোরাশি। ধর্ম্মেতে সন্দিগ্ধ হয়ে তোমারে জিজ্ঞাসি ॥
যে হয় যথার্থ শুভ বলহ আপনে। শিষ্য আমি শিখাও শরণাগত জনে ॥৭॥
না দেখি উপায় যাহা নিবৃত্তি জন্মায়। এ শোকে যেহেতু মোর ইন্দ্রিয় শুকায় ॥
পাইলেও পৃথিবীমণ্ডল সুবিস্তার। নিষ্কণ্টক রাজ্য আর দেব অধিকার ॥৮॥

বহুলাভে স্বল্পমতি স্বক্ষতিং ন ক্ষমতে স কৃপণঃ তস্য ভাব কার্পণ্যং তেন দোষেণ উপহতঃ ... চিত্তং সোঽহং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ, ধারয়তি ইতি ধর্ম্ম ব্রহ্ম তস্মিন্ সংমূঢ়ং অবিবেকতাং গতং চেতঃ ... মামেতি তথা ভূতোঽহং ত্বাং পৃচ্ছামি, যৎ নিশ্চিতং শ্রেয়ঃ স্যাৎ তৎ ব্রূহি মে, অহং তে তব শিষ্যঃ শাসনার্হঃ ত্বাং প্রপন্নং শরণং গতং মাং সাধি শিক্ষয় ॥৭॥

অবিদ্যমানঃ সপত্নং শত্রুর্যস্য তৎ অসপত্নং নিষ্কণ্টং সমৃদ্ধং রাজ্যং স্থূলদেহে আধিপত্যং সুরাণামপি সূক্ষ্মদেহে নাড্যধিষ্ঠাতৃদেবানামপি আধিপত্যং, তদবাপ্য প্রাপ্তমপি, ভূমৌ ইহলোকে আস্মন্ দেহে, মম-ইন্দ্রিয়ানামুচ্ছোষণং অতি শোধনকরঃ শক্তিক্ষয়করং শোকং যৎ অপনুদ্যাৎ অপনয়েৎ তৎ অপনয়ন কারণং ন পশ্যামি ॥৮॥

ব্যাখ্যা। শোকে কার্যাকরণশক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। নিষ্কণ্টক অর্থাৎ ব্যাধিশূন্য সমৃদ্ধিশালী অর্থাৎ বলযুক্ত স্থূল ভৌতিক শরীরের অথবা সমস্ত সূক্ষ্ম শরীরের আধিপত্য পাইলেও যে এই দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারিব এরূপ বিবেচনা হয় না। অতএব হে কূটস্থ-চৈতন্য! আমার স্বভাব কার্পণ্যদোষে দূষিত হইয়াছে অর্থাৎ আমি বহু লাভেও স্বল্প ক্ষতি করিতে অক্ষম এবং আমার চিত্ত ব্রহ্মচৈতন্য শূন্য। আমি আপনার সাধ্যানুসাধী শরণাপন্ন। যাহা আমার নিশ্চিত শ্রেয়স্কর

হয় আমাকে এমন উপদেশ প্রদান করুন ॥৭॥৮॥

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্যে ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥৯॥

সঞ্জয় কহিছে শুন শুনহে রাজন। গোবিন্দের প্রতি এই কহিয়া বচন ॥
যুদ্ধ না করিব আমি শুনহে মাধব। ইহা বলি মৌন হন বিজয় পাণ্ডব ॥৯॥

গুড়াকা নিদ্রা তস্যা ঈশ গুড়াকেশঃ পরান্ তাপয়তি ইতি পরন্তপঃ হৃষীকেশং প্রতি এবমুক্ত্বা সর্বান্তর্য্যামি কূটস্থচৈতন্য ভিতালস্তেন শত্রুজনা বহ্নিতত্ত্বেন এবমনুভূয়, সাধক ইতি যাবৎ, গাং বিন্দতি ইতি গোবিন্দঃ সর্ব্বজ্ঞঃ তস্মিন কূটস্থচৈতন্যে, নাহং যোৎস্যে ইতি ভবোদয়াৎ তূষ্ণীং "ক্রিয়াহীনো ভবামি" ইতি বভূব আস্তে ॥৯॥

ব্যাখ্যা। প্রজ্ঞাচক্ষু দ্বারা এইরূপ অনুভূত হয় যে, এইরূপ অবস্থায় সেই মোহজয়ী শত্রুতাপন তেজস্বী বহ্নিতত্ত্বোদ্ভূত অর্থাৎ রজোগুণজাত বিচারাদি সমস্ত ক্রিয়া পরিত্যাগপূর্বক স্থিরভাবে কূটস্থচৈতন্য (শ্রীকৃষ্ণ প্রতি নির্ভর করা কর্ত্তব্য ॥৯॥

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥১০॥

প্রসন্ন হইয়া কৃষ্ণ কহে নরপতি। দুই সৈন্যমধ্যে খেদাপন্ন পার্থ প্রতি ॥১০॥

সেনয়োঃ প্রবৃত্তি নিবৃত্তিপক্ষরুভয়োর্ম্মধ্যে তং বিষীদন্তং মলিনীভাবাপন্নং বহ্নিতত্ত্বং প্রতি প্রহসন্ প্রসন্নস্তবন্নিব হৃষীকেশঃ সর্ব্বান্তর্য্যামি কূটস্থচৈতন্যঃ ইদং বচঃ উবাচ এবমনুভবয়তি ॥১০॥

ব্যাখ্যা। পাতঞ্জল দর্শনশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, সাধকগণের নির্বিচারভাব প্রশস্ত হইয়া স্থৈর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলে আত্মচৈতন্য স্বতঃ প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয়েন। যথা—

"নির্বিচারবৈশারদ্যেঽধ্যাত্মপ্রসাদঃ"

—সমাধিপাদঃ ॥৪॥

এইরূপে আত্মচৈতন্য প্রসাদ প্রাপ্ত হইতে পারিলে মিথ্যা কল্পনা অভাব হইয়া প্রজ্ঞা হইতে অবিকল্পিত সত্যই প্রকাশ হইয়া থাকে। যথা

"ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা। —সমাধিপাদঃ ॥৪৮॥

ইহা দ্বারা এইরূপ বুঝিতে পারা যায় যে, সেই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়কূল মধ্যবর্ত্তী বহ্নিতত্ত্ব মলিনভাবাপন্ন হইলে অর্থাৎ রজোগুণ মলিন হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে অক্ষম হইলে সাধকগণ গুরূপদেশমত ক্রিয়া দ্বারায় কুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রত করিয়া নাভিপদ্মে গমনপূর্বক নির্বিচার ভাবে স্থৈর্য্যবলম্বন করেন। তাহাতে কূটস্থচৈতন্য (শ্রীকৃষ্ণ) প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয়েন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা অবিকল্পিত সত্যসকল এইরূপে অনুভূত হইতে থাকে ॥১০॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥১১॥

ভগবান কহিলেন অর্জুনের প্রতি। অশোচ্যেতে শোক তুমি করিছ সম্প্রতি ॥
পণ্ডিতের ন্যায় পার্থ বাক্যমাত্র কহ। অপ্রজ্ঞের ন্যায় কার্য্য করিতেছ মোহ ॥
যেহেতু বন্ধুগণ মৃত কি জীবিত। উভয়ের প্রতি শোক না করে পণ্ডিত ॥২১॥

শ্রীভগবানুবাচ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী কূটস্থচৈতন্যেন এবং অনুভূয়তে।

ত্বং অশোচ্যান্ শোকস্য অবিষয়ীভূতান্ প্রতি (চৈতন্যরূপেণ নিত্যত্বাৎ) অন্বশোচঃ অনুশোচিতবানসি ব্যথিতোসি, প্রজ্ঞাবাদান্ আত্মবিদাং বাদান্ শব্দান্ চ ভাষসে ন তু আত্মজ্ঞোঽসি যতঃ পণ্ডিতাঃ আত্মজ্ঞাঃ গতাসূন গতপ্রাণান্ অনুগতাসূন্ জীবিতানপি প্রতি ন অনুশোচন্তি ॥১২॥

ব্যাখ্যা। সমগ্র ঐশ্বর্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য এই ছয়টিকে ভগ বলে। যথা—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতি স্মৃতম্ ॥

এই ষড়বিধ ঐশ্বর্য্যশালী কূটস্থচৈতন্য হইতে এইরূপ অনুভূত হইতে থাকে যে, জ্ঞানী ও বিবেচক হইয়া অশোচ্য বিষয়ের শোক করা উচিত নহে, কারণ তত্ত্বজ্ঞানিগণ এই বৈকারিক জগতে কোন বিষয়ে অবস্থিতি বা অনবস্থিতিতে অনুশোচনা করেন না ॥১১॥

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্ ॥১২॥

পরম ঈশ্বর আমি এই নৃপগণ। আর তুমি এসবে না ছিলাম কথন ॥
পরে কিনা আমরা হইব এইসব। কদাচিৎ নাহি হয় এমন সম্ভব ॥
পরমাত্মা চিদানন্দ হন সনাতন। উৎপত্তি বিনাশ তার না হয় কথন ॥
বিগ্রহ মাত্রের আবির্ভাব তিরোভাব। তার প্রতি শোক করা হয় অসম্ভব ॥১২॥

ন তু এব কূটস্থচৈতন্যোঽহং জাতু কদাচিৎ ন আসং অভূবং, ন বহ্নিত্বমপি ন ইমে জনাধিষ্ঠাতৃদে চৈতন্যাশ্চ, সর্ব্বে যূয়ং আসীত, অপি তু সর্বে বয়ং আশিম (ব্রহ্মচৈতন্যতঃ অভেদরূপেণ অনাদিত্বাৎ অতঃপরং অস্মদ্দেহনাশেঽপি ত্রিষু কালেষু, নচ এব ন ভবিষ্যামঃ, অপি তু সর্ব্বে বয়ম্ স্থাস্যামঃ এব (অক্ষয়ত্বাৎ) ॥১২।

ব্যাখ্যা। এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিবার পুর্বে তত্ত্বগুলি যে কি পদার্থ তাহা পরিষ্কাররূপে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

তত্ত্ব অর্থে কারণ (Cause), সত্ত্ব (Neutral), রজ (Positive) এবং তম (Negative) এই তিনটি গুণের সাম্যাবস্থাকে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি বলে; গুণই সৃষ্টির কারণ। যথা—

"সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্মহান্ মহতো ইত্যাদি।"
—কঃ সূঃ ॥১॥৬১॥

পাতঞ্জল দর্শনশাস্ত্রে লিখিত আছে, উপরি-উক্ত তিনটি গুণ পঞ্চভূত এবং একাদশ ইন্দ্রিয়াত্মক; ইহা পুরুষের অর্থাৎ জীবচৈতন্তের দৃশ্য; জীব ইহার দ্বারাই বিষয়াদি ভোগ করে এবং ব্যবহার অবগত হইতে পারিলে ইহারই দ্বারা মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয়। উপরি-উক্ত গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণটি প্রকাশভাবে স্থির ও তমগুণটি আচ্ছন্নভাবে স্থিতিশীল এবং কেবলমাত্র রজোগুণটাই চঞ্চল অর্থাৎ ক্রিয়াশীল। যথা—

"প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্।"
—সাধনপাদঃ ॥১৮॥

উপরি-উক্ত রজগুণটি ক্রিয়াশীল হওয়ায় ঐ সত্ত্ব এবং তম উভয়গুণে ব্যাপ্ত হইয়া রাজসিক সত্ত্ব ও রাজসিক তমরূপে দুইটি পৃথকরূপে প্রকাশিত

হয়। সাধকগণ গুরূপদেশ মত ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা এই প্রাকৃতিক গুণ কয়েকটি এইরূপ পাঁচ প্রকার কূটস্থে অনুভব করিয়া থাকেন। যথা—

"দর্পণে সমালোক্য তত্র শ্বাসং বিনিক্ষিপেৎ।" —স্বরোদয়ঃ ॥

দর্পণ (দৃপ্-অন) যাহাতে সমস্ত পদার্থের রূপ উদ্দীপ্ত হয় অর্থাৎ পদার্থের প্রতিবিম্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাধারণে যাহাকে দর্পণ বলিয়া ব্যবহার করেন উহাতে বাহ্য পদার্থ ব্যতীত মন বুদ্ধি ইত্যাদি আভ্যন্তরীণ কোন পদার্থই প্রতিবিম্বিত হয় না। এই নিমিত্ত উহা আদর্শ দর্পণ ব্যতীত সম্পুর্ণ দর্পণ শব্দবাচ্য নহে। পুর্ব্বে দেহতত্ত্বের আভাস দেওয়া হইয়াছে এবং অপরাপর সর্বশাস্ত্রেই লিখিত আছে যে, এই দেহেই সকল তীর্থস্থান, সকল দেবতার স্থান এবং সর্বপ্রকার বিদ্যা অবস্থিত আছে। গুরুবাক্যে ইহা অবগত হওয়া। যথা—

"দেহস্থাঃ সর্ববিদ্যাশ্চ দেহস্থাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
দেহস্থানি চ তীর্থানি গুরুবাক্যেন লভ্যতে ॥"

তদ্রূপ এই দেহমধ্যেই একটি এরূপ স্থান আছে যথায় কূটস্থচৈতন্য অনুভূত হইয়া তাহাতে এই বিশ্বমণ্ডলের স্থূল, সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্মাপেক্ষও সূক্ষ্মতর প্রাকৃতিক গুণ পর্য্যন্ত অনুভূত হইয়া থাকে। শাস্ত্রকারগণ ইহাকেই প্রকৃত দর্পণ বলিয়া উল্লেখ করেন। এইস্থানে কূটস্থচৈতন্য অনুভূত হয় বলিয়া ইহাকে কূটস্থও বলিয়া থাকেন।

"কূটস্থে কল্পিতা বুদ্ধিস্তত্র চিৎপ্রতিবিম্বকম্ ॥" —পঞ্চদশী

যোগশাস্ত্রবিৎ মহাত্মাগণ উপরোক্ত সৃষ্টির কারণস্বরূপ প্রাকৃতিক পাঁচ প্রকার অবস্থাকে পঞ্চতত্ত্ব বলিয়া থাকেন। নির্মল বুদ্ধি পাণ্ডুর ক্ষেত্র সুষুম্নাতে এই পঞ্চতত্ত্ব বিশুদ্ধরূপে অনুভূত হয়। এই নিমিত্ত মহাভারতে ইহাকে পঞ্চপাণ্ডব, সংশয়াত্মক অন্ধ মন ধৃতরাষ্ট্র এবং তাহার দ্বারা যে সমস্ত পঞ্চভূত এবং ইন্দ্রিয়াদি নানাপ্রকার আভ্যন্তরিক বৃত্তি আর ভূত হয় তাহাকে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তিস্থল (Cause)

বলিয়া ঐ পঞ্চতত্ত্ব ক্ষিতিতত্ত্ব, জলতত্ত্ব, বহ্নিতত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব এবং আকাশতত্ত্ব এইরূপে উক্ত হইয়া থাকে। এই সমস্ত তত্ত্ব যথানিয়মে মানব প্রকৃতিতে সর্বদাই উদিত এবং বিলীন হইয়া থাকে। সাধকগণ গুরূপদেশ মত ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা তাহা অবগত হইতে পারেন। ইহা অবগত হইতে পারিলে সময় জানিবার নিমিত্ত আর কোনরূপ যন্ত্রের প্রয়োজন থাকে না। ইহা অবগত না হইলে অভ্রান্তরূপে জ্যোতিষশাস্ত্রের কার্য্য নির্বাহ হয় না। এই বিষয়ে একটি মহাদেবের বচন আছে যে, স্বর অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বের সহিত নিশ্বাসতত্ত্ব অবগত না হইয়া জ্যোতিষ অধ্যয়ন করা কর্ণহীন গৃহ, শাস্ত্রহীন বক্তা, এবং শিরহীন দেহের ন্যায় নিষ্ফল হয়। যথা—

"স্বরহীনোঽথ দৈবজ্ঞো নাথহীনং যথা গৃহম্।
শাস্ত্রহীনো যথা বক্তা শিরোহীনঞ্চ যদ্বপুঃ॥

এই তত্ত্বানুভূতির দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সমস্তই অভ্রান্তরূপে অবগত হওয়া যায়। ইহার নিকট আর জ্যোতিষাদি কোন শাস্ত্রেরই প্রয়োজন নাই। এই নিমিত্ত বৈদিক সময়ের মহর্ষিগণ গ্রন্থাদি অধ্যয়ন দ্বারা বিদ্যালাভ করা অসম্ভব বিবেচনা করিতেন। তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক সদ্গুরুদত্ত ক্রিয়াদির সাধন দ্বারা সমস্ত জগতের আধারস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভকরতঃ সর্বজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হইয়া এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডকে করতলস্থিত আমলকীবৎ আয়ত্ত করিতেন সুতরাং তাঁহাদের কিছুই অজ্ঞাত থাকিত না। উপরি-উক্ত পঞ্চতত্ত্বের উদয় এবং বিলয় হওয়া হেতু ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বের গুণের প্রযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বের উদয়কালে (Electric body) সূক্ষ্ম শরীরের অবস্থান্তর হইয়া (Material body) স্থূল শরীরের ক্রিয়ার মানসিক প্রবৃত্তির বুদ্ধির ধারণাশক্তির ও অনুভবশক্তির ও তদ্দ্বারা বাহ্যবস্তুর সহিত আমাদের সম্বন্ধেরও বহুবিধ তারতম্য ঘটিয়া থাকে। উপরোক্ত তত্ত্বাদি কিরূপে অনুভূত হইয়া থাকে তাহা বুঝিবার নিমিত্ত নিম্নে একটি সংক্ষেপে বিবরণ দিতেছি।

পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়কালে নাসিকার কোন পার্শ্বে না ঠেকিয়া ঠিক মধ্য

দিয়া ১২ অঙ্গুলী শ্বাস বহন হয়। গলাতে মধুররস অনুভূত হয় এবং মধুররসে আসক্তি জন্মে। মনে পীতবর্ণের উদয় হয় এবং পীতবর্ণ দেখিতে ইচ্ছা জন্মে। কূটস্থে পীতবর্ণবিশিষ্ট চতুষ্কোণ আকার প্রত্যক্ষ হয়। মানব প্রকৃতি পরিশুদ্ধ অবস্থায় ৫০ পল অর্থাৎ ২০ মিনিট এইরূপ বর্ত্তমান থাকে।

জলতত্ত্বের উদয়কালে নাসিকার নিম্নভাগ দিয়া ১৬ অঙ্গুলী শ্বাস বহন হয়। গলাতে কষায়রসের অনুভব হয় এবং কষায়রসে আসক্তি জন্মে। মনে শ্বেতবর্ণের উদ্ভব হয় এবং শ্বেতবর্ণ দেখিতে ইচ্ছা জন্মে। কূটস্থে শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট অর্দ্ধচন্দ্র আকার প্রত্যক্ষ হয়। মানব প্রকৃতি পরিশুদ্ধ অবস্থায় ৪০ পল অর্থাৎ ১৬ মিনিট এইরূপ বর্ত্তমান থাকে।

বহ্নিতত্ত্বের উদয়কালে নাসিকার উপরিভাগ দিয়া ৪ অঙ্গুলি শ্বাস বহন হয়। গলাতে তিক্তরসের অনুভব হয় এবং তিক্তরসে আসক্তি জন্মে। মনে রক্তবর্ণের উদয় হয় এবং রক্তবর্ণ দেখিতে ইচ্ছা জন্মে। কূটস্থে রক্তবর্ণবিশিষ্ট ত্রিকোণ আকার প্রত্যক্ষ হয়। মানব প্রকৃতি পরিশুদ্ধ অবস্থায় ৩০ পল অর্থাৎ ১২ মিনিট এইরূপ বর্ত্তমান থাকে।

বায়ুতত্ত্বের সময়ে নাসিকার পার্শ্ব দিয়া ৮ অঙ্গুলি শ্বাস বহন হয়। গলাতে অম্লরসের অনুভব হয় এবং অম্লরসে আসক্তি জন্মে। মনে নীলবর্ণের উদ্ভব হয় এবং নীলবর্ণ দেখিতে ইচ্ছা জন্মে। কূটস্থে নীলবর্ণবিশিষ্ট গোলাকার প্রত্যক্ষ হয়। মানব প্রকৃতি পরিশুদ্ধ অবস্থায় ২০ পল অর্থাৎ ৮ মিনিটকাল এইরূপ বর্ত্তমান থাকে।

আকাশতত্ত্বের সময়ে নাসিকার মধ্যে শ্বাস বহন হয় কিছুমাত্র বেগ থাকে না। গলাতে কটুরসের উদ্ভব হয় এবং কটুরসে আসক্তি জন্মে। মনে ধূম্রবর্ণের উদ্ভব হয় এবং ধূম্রবর্ণ দেখিতে ইচ্ছা জন্মে। কূটস্থে ধূম্রবর্ণের মধ্যে বিন্দু বিন্দু নানাপ্রকার বর্ণ প্রত্যক্ষ হয়। মানব প্রকৃতি পরিশুদ্ধ অবস্থায় ১০ পল অর্থাৎ ৪ মিনিট এইরূপ বর্ত্তমান থাকে।

উপরোক্ত তত্ত্বাদি দেহমধ্যে প্রধানরূপে বিরাজিত নাড়ীগণের

অধিষ্ঠিত দৈবচৈতন্য এবং কূটস্থচৈতন্য, সমস্তই নিত্যপদার্থ অর্থাৎ জগতের সহিত সৃষ্ট নহে এবং প্রলয়কালে নষ্টও হয়েন না এইরূপে সমানভাবে অবস্থান করেন ॥১২॥

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥১৩॥

কৌমার যৌবন জরা শরীর যেমন। বিনা যত্নে হয় যায় না রবে কখন ॥
তেমন মরণ পরে হয় অন্য দেহ। তাহাতে পণ্ডিতজন নাহি করে মোহ ॥১৩॥

যথা দেহিনো দেহাভিমানিনো জীবস্য অস্মিন দেহে কৌমারং যৌবনং জরা এতাঃ অবস্থা ভবন্তি ভৌতিক স্বভাব নিবন্ধনাৎ নতু আত্মনঃ জীবচৈতন্যস্য পূর্ব্বাবস্থা নাশে অবস্থান্তরমুৎপদ্যতে, তথা তদ্বৎ সূক্ষ্ম দেহে তৎস্বভাবনিবন্ধনাৎ দেহান্তরং দেহৈকাৎ অন্যদেহ প্রাপ্তির্ভবতি, ন তু আত্মনো নাশো জাত ধীরঃ ধীমান্ তত্র তথা সতি ন মুহ্যতি ন মোহমাপ্নোতি (আত্মনো নিত্যত্বাৎ) ॥১৩॥

ব্যাখ্যা। যেরূপ জীবগণ এই দেহে অবস্থান করিয়া দেহের স্বভাববশতঃ ক্রমশঃ কৌমার, যৌবন, জরা প্রভৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহাতে জীবচৈতন্যের কোন অবস্থান্তর হয় না; তদ্রূপ এই দেহেরই স্বভাববশতঃ এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া অপর দেহও ধারণ করিতে হয় তাহাতে জীবাত্মা বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। জ্ঞানিগণ এই সমস্ত পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত কোন প্রকার মোহপ্রাপ্ত হয়েন না ॥১৩॥

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাং স্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥১৪॥

ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি বাহ্য বিষয় থাকিলে। শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ দেয় যথাকালে ॥
পুনঃ পুনঃ হয় যায় কভু স্থির নয়। এতেক বুঝিয়া তাহা সহ ধনঞ্জয় ॥১৪॥

মিয়ন্তে জায়ন্তে বিষয়া আভিরিতি মাত্রা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ, তাসাং স্পর্শা বিষয়ৈঃ সহঃ সম্বন্ধাঃ, তে শীতোষ্ণসুখদুঃখপ্রদাঃ, তে তু আগমাপায়িনঃ আগমাপায়শীলাঃ উৎপত্তিলয়বিশিষ্টাঃ, অতএব অনিত্যাঃ হে ভারত। অতঃ তান্ তিতিক্ষস্ব সহস্ব ॥১৪॥

ব্যাখ্যা। ইন্দ্রিয়গণের বিষয় সকল হইতেই জীব শীত উষ্ণ সুখ দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন। এই সমস্ত অতি অল্পকাল স্থায়ী। অতএব

সহ্য করা উচিত ॥১৪॥

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥১৫॥

ইহারা যাহাকে দুঃখ না দেয় অর্জুন। সমসুখদুঃখ সেই মুক্তির ভাজন ॥১৫॥

হে পুরুষর্ষভ ! সম সুখদুঃখ যস্য তং সম সুখদুঃখং, ধীরং ধীরমন্তং, পুরুষং যং এতে মাত্রাস্পর্শাঃ শীতোষ্ণাদয়ঃ, ন ব্যথয়ন্তি ন অভিভবন্তি, স অমৃতত্বায় মোক্ষায় কল্পতে সমর্থো ভবতি ॥১৫॥

ব্যাখ্যা। এইসকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় যাহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না, যাহারা সুখদুঃখে সমানভাবে অবস্থান করিতে পারেন, সেই বুদ্ধিমানগণই মুক্তিপথের উপযোগী ॥১৫॥

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥১৬॥

শীত উষ্ণ আদি যত সতত সংসার। আত্মধর্ম সত্তা কদাচিৎ নাহি তার ॥
সত্যমাত্র আত্মার অভাব নাহি হয়। জ্ঞানী সব জানেন এ দুয়ের নির্ণয় ॥১৬॥

অসতোঽনাত্ম ধর্মত্বাদবিদ্যমানস্য, ভাব সত্তাঃ ন বিদ্যতে অস্তি, তথা স্বতঃ সৎস্বরূপস্য আত্মনো, অভাবো বিনাশো ন বিদ্যতে অস্তি, অনয়ো এবমুভয়োঃ সদসতো অন্তঃ নির্ণয়ঃ দৃষ্টঃ জ্ঞাতঃ তত্ত্বদর্শিভিঃ। এবং জ্ঞাত্বা সহস্ব ইত্যর্থ ॥১৬॥

ব্যাখ্যা। এই ক্ষণস্থায়ী বৃত্তিগণের নিত্যত্ব নাই এবং নিত্যস্থায়ী চৈতন্যের বিনাশ নাই। তত্ত্বদর্শিগণ এই নিত্যানিত্য বিষয়ের পরিণাম অবগত হইয়া সহ্য করিতে অভ্যাস করিয়া থাকেন ॥১৬॥

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥১৭॥

এসব বিশ্বেরে ব্যাপি রয়েছেন যিনি। নাশশূন্য বলি তাঁকে জান হে ফাল্গুনি ॥
এই যে বিনাশশূন্য আত্মা ধনঞ্জয়। নাশ করিবারে তাঁকে কেহ যোগ্য নয় ॥১৭॥

যেন সর্ব্বমিদং জগত্ততং, তৎচৈতন্যং অবিনাশি বিনাশশূন্যং বিদ্ধি জানিহি। অস্য অব্যয়স্য চৈতন্যস্য বিনাশং কর্ত্তুং ন কশ্চিৎ অর্হতি শক্নোতি ॥১৭॥

ব্যাখ্যা। এই জগদ্ব্যাপী চৈতন্য অবিনাশী, কিছুতেই ইহাকে ন
করিতে পারে না ॥১৭॥

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥১৮॥

পরিচ্ছেদ বিনাশ রহিত আত্মা নিত্য। কিন্তু তার এই দেহ স্থায়ী নহে সত্য ॥
এইরূপে সিদ্ধান্ত করেন জ্ঞানিজন। অতএব যুদ্ধ কর পাণ্ডুর নন্দন ॥১৮॥

নিত্যস্য সনাতনস্য, অনাশিনঃ অবিনাশিনঃ অপ্রমেয়স্য অপরিচ্ছিন্নস্য শরীরিণঃ আত্মনঃ ইমে দেহ
(অন্তবিনাশো বিদ্যতে যেষাং তে) অন্তবন্ত ক্ষরবিশিষ্টাঃ তত্ত্বদর্শিভিঃ উক্তা, তস্মাৎ হে ভারত! শোক
ত্যক্ত্বা যুধ্যস্ব চৈতন্যং প্রকাশয় ॥১৮॥

ব্যাখ্যা। এই ক্ষণস্থায়ী বৃত্তিসমূহ অবিনাশী অপ্রমেয় নিত্য চৈতন্যের
রূপবিশিষ্ট ভৌতিক দেহমাত্র। অতএব ইহা নষ্ট হইলে এই চৈতন্যের
বিনাশ সম্ভবে না। বরং তাহার স্বরূপেই প্রকাশই সম্ভব। অতএব
নির্ভয়ে ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য ॥১৮॥

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥১৯॥

এ আত্মাকে হন্তা করি যে করে স্বীকার। তাঁরে যেবা হত করি করে অঙ্গীকার ॥
সে দুয়েতে আত্মতত্ত্ব না জানে কখন। হন্তা কিম্বা হত আত্মা কদাপি না হন ॥১৯॥

য এনং প্রকৃত দেহিনং আত্মনং চৈতন্যং, হন্তারং হননক্রিয়ায়াং কর্ত্তারং, বেত্তি বিজানাতি যশ্চ এনং
আত্মানং হতং (হননক্রিয়ায়াং কর্ম্মভূতং) মন্যতে, তৌ উভৌ আত্মানং ন বিজানীতো জ্ঞাতবন্তৌ চৈতন্য
স্বরূপানভিজ্ঞৌ, তস্মাৎ অয়ং চৈতন্যঃ ন হন্যতে চ অবিক্রিয়ত্বাৎ ॥১৯॥

ব্যাখ্যা। এই প্রকৃত দেহি নিত্য চৈতন্যকে যাহারা হন্তা বা হত
বিবেচনা করেন, তাহারা অবিবেচক এবং আত্মজ্ঞানহীন, কারণ ইনি
নির্বিকার, সুতরাং কোন প্রকারেই হত হয়েন না, এবং নিষ্ক্রিয় সুতরাং
কাহাকে হননও করেন না ॥১৯॥

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো,
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥২০

জন্ম মৃত্যু নাই জন্ম পরে স্থিতিহীন। হ্রাস বৃদ্ধি শূন্য আর বিকার বিহীন ॥
এই ছয় দোষেতে রহিত আত্মা হন। দেহনাশে তার নাশ নহে কদাচন ॥২০॥

ন জায়তে ন উৎপদ্যতে ইতি জন্ম প্রতিষেধঃ ন ম্রিয়তে ইতি বিনাশ প্রতিষেধঃ বা কদাচিৎ ইতি সর্ব
ক্রিয়াঃ প্রতিষেধঃ সংবধ্যতে, ন কদাচিৎ ম্রিয়তে ইত্যেবং (ইদং চৈতন্যং ন ভূত্বা উৎপদ্য, ভূয়ঃ বা ন
ভবিতা পুনস্তস্মাৎ ন জায়তে) ন জায়তে তস্মাৎ অজঃ ন ম্রিয়তে তস্মাৎ নিত্যঃ, সমস্ত বিক্রিয়া প্রতি-
ষেধার্থঃ শাশ্বতঃ, পুরাপি নব এব ইতি পুরাণঃ ইতি পরিণামে প্রতিষেধঃ ন তু রূপান্তরং প্রাপ্য নব ভবতি
ইত্যর্থঃ, হন্যমানে বিনশ্যমানেঽপি শরীরে অয়ং জ্ঞাত্বা ন হন্যতে ন বিনশ্যতে ॥২০॥

ব্যাখ্যা। এই নিত্য চৈতন্যের কখনই জন্ম বা মৃত্যু নাই। ইনি
উৎপন্ন হইয়াও পুনরায় অবস্থান করিবেন না বা কস্মিনকালে বিলীন
হইয়াও উৎপন্ন হয়েন না, ইনি জন্মরহিত নিত্যস্থায়ী, অক্ষয়, বহুকাল
হইতে এই নবভাবে অবস্থান করিতেছেন অর্থাৎ চিরকাল সমভাবে স্থিত।
এই শরীর নষ্ট হইলেও তাঁহার কখনই বিনাশ হয় না ॥২০॥

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্ ॥
কথং স পুরুষঃ পার্থ! কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥২১॥

আত্মার না হয় হ্রাস জন্ম বৃদ্ধি নাশ। যে জনার আছে পার্থ ইহাতে বিশ্বাস ॥
সে কেন মারিতে কারে হবে উপস্থিত। মারিতে অন্যেরে কেন করিবে প্রেরিত ॥২১॥

য এনং অজং জন্মশূন্যং, অব্যয়ং ক্ষয়শূন্যং, নিত্যং হ্রাসবৃদ্ধিশূন্যং, অবিনাশিনং বিনাশং বিনাশশূন্যং,
ব্রহ্ম বেদ, স পুরুষঃ কং হন্তি বা হন্তি, চৈতন্যস্য সর্ব্বত্রাবিক্রিয়াস্বাবধারণাৎ, তথা কং ঘাতয়তি
কথং বা ঘাতয়তি হনন ক্রিয়ায়াং বৃথা উদ্যুক্ত ভবতি, ন কশ্চিদপি কথঞ্চিদপি ইত্যর্থঃ ॥২১॥

ব্যাখ্যা। যিনি আত্মাকে এইরূপ জন্মমৃত্যুহীন, চিরস্থায়ী এবং
অবিনাশী বলিয়া জানেন, তিনি কি নিমিত্ত কাহাকেও হনন করিতেছি বা
হনন কার্য্যে প্রযোজক হইতেছি, এইরূপ ভ্রম বিবেচনা করিবেন ॥২১॥

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।

তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥২২॥

পুরাতন বস্ত্র ছাড়ি নবীন বসন। যেমন সকল লোক করয়ে গ্রহণ॥
সেইরূপ আত্মা জীর্ণ শরীর ছাড়িয়া নূতন শরীর লয় স্বভাবে থাকিয়া ॥২২॥

নরঃ যথা বাসাংসি বস্ত্রাণি, জীর্ণানি দুর্ব্বলতাং গতানি, বিহায় পরিত্যজ্য, অপরাণি অন্যানি, নবানি বস্ত্রাণি গৃহ্লাতি আদদাতি, তথা তদ্বৎ দেহী আত্মা জীবচৈতন্যং, জীর্ণানি অব্যবহৃততত্ত্বং প্রাপ্তানি শরীরাণি বিহায় অপরাণি নবানি সংযাতি সংগচ্ছতি ॥২২॥

ব্যাখ্যা। মনুষ্য যেমন বস্ত্র জীর্ণ হইলে তাহা পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, তদ্রূপ প্রকৃত দেহী চৈতন্য দেহ জীর্ণ হইলে তাহা পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করিয়া থাকেন ॥২২॥

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥২৩॥

এ আত্মাকে অস্ত্রগণে কাটিতে না পারে। দাহ করিবার শক্তি নাহি বৈশ্বানরে ॥
আত্মাকে ন পারে জল করিতে কোমল। শুষ্ক না করিতে পারে পবন প্রবল ॥২৩॥

এনং দেহিনং শস্ত্রাণি শরাদীনি ছিন্দন্তি বিভাগয়ন্তি (সর্ব্বব্যাপিত্বাৎ), পাবক অগ্নিরপি ন দহতি ভস্মীকরোতি (অবিক্রিয়ত্বাৎ), আপো ন ক্লেদয়ন্তি আবিলয়ন্তি, মারুতঃ বায়ু ন শোষয়তি ॥২৩॥

ব্যাখ্যা। এই চৈতন্যের কোনপ্রকার অবয়ব না থাকাতে অস্ত্র ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে দহন করিতে পারে না, জল ইহাকে মলিন করিতে পারে না এবং বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না ॥২৩॥

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থানুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥২৪॥

ছেদ যোগ্য দাহ যোগ্য আত্মা নাহি হন। শোষের অযোগ্য তাতে না হয় শোষণ ॥
যেহেতু এই আত্মা নিত্য সর্ব্বব্যাপী। স্থিরতর সনাতন না চলে কদাপি ॥২৪॥

তস্মাৎ অয়মাত্মা অচ্ছেদ্যঃ, অদাহ্যঃ, অক্লেদ্যঃ, অশোষ্যঃ ছেদাদি যোগ্যো ন ভবতি। অন্যান্য নাশ হেতুনি ভূতানি নাশয়িতুং ন উৎসহন্তে, তস্মাৎ নিত্যঃ অবিনাশী, সর্ব্বগতঃ, স্থানুঃ স্থিরস্বভাবঃ রূপান্তরাপত্তিশূন্যঃ,

অচলঃ পূর্ব্বরূপঃ অপরিত্যাগী, সনাতনঃ চিরন্তনঃ ॥২৪॥

ব্যাখ্যা। এই চৈতন্য অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষণীয়, সনাতন, অক্ষয়, চিরকাল স্থিত এবং ওতঃপ্রোতভাবে সর্ব জগতের অন্তর্গত হইয়া সমানভাবে অবস্থান করিতেছেন ॥২৪॥

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥২৫॥

চক্ষুরাদি গম্য নন মনের বাহির। হস্তাদির গ্রাহ্য নন এই কহি স্থির ॥
অতএব এ আত্মাকে জান এইমতে। তোমার উচিত নহে বিলাপ করিতে ॥২৫॥

অয়ং আত্মা অব্যক্তঃ চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়বান বিষয়ঃ, অচিন্ত্যঃ মনসোঽপ্য অবিষয়ঃ, অবিকার্য্যঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণামপ্যগোচরঃ, তস্মাৎ এবং আত্মানং এবং যথোক্তপ্রকারং বিদিত্বা জ্ঞাত্বা, ন অনুশোচিতুং অর্হসি ॥২৫॥

ব্যাখ্যা। এই চৈতন্যকে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করা যায় না ও মনের দ্বারা চিন্তা করিয়া অবগত হওয়া যায় না, ইনি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিকৃতি হয়েন না। চৈতন্যকে এরূপ অবগত হইতে পারিলে আর অনুশোচনার বিষয় কিছুই থাকে না ॥২৫॥

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যতে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো! নৈবং শোচিতুমর্হসি ॥২৬॥

যদি বল আত্মা নিত্য জন্মে নিত্য মরে। তথাপি অর্জুন নার খেদ করিবারে ॥২৬॥

অথ যদ্যপি এনং আত্মানং নিত্যং সর্ব্বদা জাতং (তদ্দেহে জাত) নিত্য সর্বদা মৃতং (তদ্দেহে মৃতং) মন্যসে। হে মহাবাহো, তথাপি ত্বং শোচিতুং ন অর্হসি ॥২৬॥

ব্যাখ্যা। যদ্যপি এরূপ বিবেচনা কর যে এই বৃত্তিসমূহের সহিত চৈতন্যের সর্বদা জন্ম ও মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ইহাদিগকে ত্যাগ করিবার নিমিত্ত কিছুমাত্র দুঃখিত হওয়া উচিত নহে ॥২৬॥

জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥২৭॥

যে জন্মে সে মরে মৈলে অবশ্য জন্মিবে। অতএব অনর্থক শোক না করিবে ॥২৭

হি যস্মাৎ জাতস্য মৃত্যুঃ ধ্রুবো নিশ্চিতঃ, মৃতস্য চ জন্ম অপি ধ্রুবং, তস্মাৎ এবং অপরিহার্য্যে অবশ্য ভাবিনি অর্থে বিষয়ে ত্বং শোচিতুং ন অর্হসি যোগ্যো ভবসি ॥২৭॥

ব্যাখ্যা। জন্ম হইলে নিশ্চয় মৃত্যু হয় এবং মৃত্যু হইলে নিশ্চয় জন্ম হইয়া থাকে। ইহা সকল প্রকার দর্শনশাস্ত্রেই উত্তমরূপে প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করিয়াছে। অতএব এই অবশ্যম্ভাবী প্রকৃতি বিকারজ বৃত্তি সমূহ পরিত্যাগ নিমিত্ত দুঃখিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে ॥২৭॥

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥২৮॥

প্রথমেতে ছিল এই অব্যক্ত রূপেতে। যাহাকে প্রধান করি কহয়ে শাস্ত্রেতে ॥ মধ্যে ব্যক্ত হয়ে পরে অব্যক্তে মিলিবে। এ দেহের ধ্বংস হেতু কেন শোক হবে

অব্যক্তঃ অনুপলব্ধিঃ আদি যেষাং ভূতানাং তানি অব্যক্তাদীনি ভূতানি, ব্যক্তং অভিব্যক্তং উৎপত্তিবিলয়ান্তরালং যেষাং তানি ব্যক্তমধ্যানি, অব্যক্তে নিধনং যেষাং তানি অব্যক্তনিধনানি, এব তানি স্বভাবাপন্নানি ভূতানি এব। তত্র তেষু ভূতেষু কা পরিদেবনা কঃ শোকো নিমিত্তো বিলা স্বপ্নদৃষ্টমিব বস্তূনি শোক ন যুজ্যতে ইত্যর্থঃ ॥২৮॥

ব্যাখ্যা। এই ভৌতিক জগৎ সমস্তই সেই অবিজ্ঞেয় সূক্ষ্ম পদার্থ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হয় মধ্যে কিছুকাল প্রকাশ থাকে মাত্র। অতএব এই স্বপ্নদৃষ্টবস্তুসদৃ প্রকৃতির বিকারজাত বৃত্তিসমূহের নিমিত্ত পরিদেবনা কি? ॥২৮॥

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন
মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥২৯॥

কোন জন আত্মতত্ত্ব উপদেশ পাইয়া। আশ্চর্য্যের ন্যায় দেখে বিস্ময় হইয়া আশ্চর্য্যের ন্যায় কেহ কহে কেহ শুনে। শুনিয়াও কেহ কেহ ইহাকে না জানে ॥২

কশ্চিৎ এনং আত্মানং গুরূপদেশেন পশ্যন্ আশ্চর্য্যবৎ বিস্ময়েন পশ্যতি, তথাচ অন্যঃ আশ্চর্য্যবৎ ব

অন্যঃ অপরশ্চ তত্ত্বং সবিস্ময়ং শৃণোতি, কশ্চিৎ বিপরীতভাবাভিভূতঃ জীবঃ আশ্চর্য্যবৎ বিস্ময়েন সহ তথাপি দৃষ্ট্বাপি ন সম্যক্ প্রকারেণ বেদ ॥২৯॥

ব্যাখ্যা। কেহ বা (সৎগুরু দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া) এই নিত্য-জ্ঞানানন্দ স্বরূপকে দর্শন করিয়া স্তম্ভিতভাবে অবস্থান করেন, কেহ বা বিস্ময়ান্বিত হইয়া তদ্বিষয় বর্ণনা করেন, কেহ বা আশ্চর্য্যের সহিত তাহা শ্রবণ করেন, কেহ বা নানাপ্রকার শাস্ত্রে গুরুদিগের উপদেশে এই ব্রহ্ম-চৈতন্য বিষয় পুনঃপুনঃ শ্রবণ করিয়াও বিপরীত বুদ্ধিবশতঃ বুঝিতে সমর্থ হয় না ॥২৯॥

দেহি নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥৩০॥

সকলের দেহে এই আত্মা সনাতন। কদাচিৎ বধযোগ্য তিনি নাহি হন ॥ অতএব সকলের প্রতি ধনঞ্জয়। শোক তাপ করা তব উচিত না হয় ॥৩০॥

হে ভারত! সর্বস্য ভূতস্য দেহে দেহবধ্যোমানোঽপি অয়ং প্রকৃতো দেহী আত্মা নিত্যং অবধ্যঃ অবিনাশী তস্মাৎ ত্বং সর্ব্বাণি ভূতানি উদ্দিশ্য শোচিতুং ন অর্হসি যোগ্যো ভবসি ॥৩০॥

ব্যাখ্যা। এই ভৌতিক জগতের অবয়ব অর্থাৎ দেহ নষ্ট হইলে এই প্রকৃত দেহী নিত্যচৈতন্য কখনই নষ্ট হয়েন না; অতএব নিত্যচৈতন্য পরব্রহ্মের অনুভব নিমিত্ত এই সামান্য স্বপ্নদৃষ্টবৎ বৈকারিক পদার্থ পরিত্যাগ করিতে দুঃখিত হওয়া উচিত নহে ॥৩০॥

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥৩১॥

যুদ্ধকে স্বধর্ম্ম জানি কাঁপা অনুচিত। ধর্মযুদ্ধ হতে ক্ষত্রিয়ের নাহি হিত ॥৩১॥

স্বধর্মং আত্মধর্ম্মং চ আবেক্ষ্য বিকম্পিতুং ন অর্হসি চৈতন্যপ্রকাশক ক্রিয়ায়াং ন ভেতব্য ইত্যর্থঃ। যস্মাৎ ক্ষত্রিয়স্য দেহিনঃ ধর্মাৎ যুদ্ধাৎ চৈতন্যপ্রকাশক ক্রিয়ায়াঃ অন্যৎ কিঞ্চিদপি শ্রেয়ঃ ন বিদ্যতে ॥৩১॥

ব্যাখ্যা। এই ক্ষত্রিয় অর্থাৎ দেহীদিগের চৈতন্য প্রতিষ্ঠার্থং ক্রিয়া অপেক্ষা শ্রেয়স্কর কোন কর্ম নাই; অতএব আত্মচৈতন্যপ্রকাশক ক্রিয়া করিতে ভীত হওয়া কর্তব্য নহে ॥৩১॥

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ! লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥৩২॥

অপ্রার্থিত প্রাপ্ত পার্থ যুদ্ধ এ প্রকার। সুখী ক্ষত্রিয় পায় অনাবৃত স্বর্গদ্বার ॥৩

হে পার্থ! যে ক্ষত্রিয়াঃ দেহিনঃ ঈদৃশং (সদ্গুরূপদেশেন) যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং অপ্রার্থিতমেব প্র স্বর্গদ্বারং স্বর্গসুখপ্রদ সুষুম্নাদ্বারং অপাবৃতং অপ্রতিবদ্ধং যুদ্ধং ক্রিয়াং লভন্তে, তে সুখিন এব ॥৩২॥

ব্যাখ্যা বিনা চেষ্টায় স্বর্গস্বরূপ সুষুম্নার দ্বার উদ্ঘাটিত হয় এইরূ ক্রিয়া যে দেহিগণ প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা পরম সুখী অর্থাৎ বড় সৌভাগ্যবান ॥৩২॥

অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥৩৩॥

যদি এই স্বধর্ম্ম সংগ্রাম না করিবে। ধর্মহানি কীর্ত্তিহানি পাপভাগী হবে ॥৩৩॥

অথ অনন্তরং চেৎ যদি ত্বং ইমং ধর্ম্ম্যং আত্মধর্ম্মং বিহিতং সংগ্রামং ক্রিয়াং ন করিষ্যসি। ততঃ ক করণাৎ স্বধর্মং আত্মধর্ম্মং সচ্চিদানন্দ স্বরূপত্বং কীর্ত্তিঞ্চ ক্রিয়য়া প্রকাশিতং, চৈতন্যমপিহিত্বা কেবলং পা দুঃখং অবাপ্স্যসি প্রাপ্স্যসি ॥৩৩॥

ব্যাখ্যা। এইরূপ ক্রিয়া প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে তাচ্ছিল্য করিলে আত্মধর্ম্ম অর্থাৎ নিত্য সচ্চিদানন্দ স্বরূপত্ব এবং কৃতধর্ম অর্থাৎ ক্রিয়া দ্বারা প্রকাশিত চৈতন্য অবধি নষ্ট হইয়া নানাপ্রকার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা ॥৩৪॥

অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥৩৪॥

অক্ষয় অকীর্তি লোক কহিবে তোমার। নিন্দা হৈতে মৃত্যু ভাল সম্পন্ন জনার ॥৩৪॥

এবঞ্চ দেহস্থানি সর্ব্বভূতানি তে তব অব্যয়াং অক্ষয়াং অকীর্ত্তিঞ্চ কথয়িষ্যন্তি অতীব ক্লেশকরাণি ভ ষ্যন্তি ইত্যর্থঃ। সম্ভাবিতস্য সর্ব্বশক্তিমতঃ ব্রহ্মচৈতন্যাংশ জীবচৈতন্যস্য এবম্ভূতং ভূতাধীনত্বং মরণাদতি রিচ্যতে মরণাদপি দুঃসহং ইত্যর্থ ॥৩৪॥

ব্যাখ্যা। ক্রিয়াহীন এবং আত্মধর্ম ভ্রষ্ট হইলে দেহস্থিত অত্যন্ত অবজ্ঞা করিবে অর্থাৎ কষ্টদায়ক হইবে। সর্বশক্তিমান ব্রহ্মচৈতন্যাংশ

হইয়া আত্মধর্ম ভ্রষ্ট হওত ভৌতিক পদার্থে দাসস্বরূপে চিরকাল দুঃখভোগ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয় ॥৩৪॥

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥৩৫॥

ভয়েতে ছাড়িলে যুদ্ধ যোদ্ধা সব কবে বহুমান্য হয়ে পরে লঘুতা পাইবে ॥৩৫॥

মহারথাং মহাবলবন্তঃ অভিমানাদয়ঃ মনোবৃত্তয়ঃ, ত্বাং ভয়াৎ ত্রাসাৎ, রণাৎ চৈতন্যপ্রকাশক ক্রিয়ারূপাৎ, উপরতং নিবৃত্তং মংস্যন্তে চিন্তয়িষ্যন্তি যেষাং সম্বন্ধে ত্বং বহুমতো চৈতন্যস্বরূপত্বাৎ শ্রেষ্ঠোত্তম, ভূত্বা লাঘবং মনোবৃত্তীনাং দাসস্বরূপত্বং যাস্যসি প্রাপ্স্যসি ॥৩৫॥

ব্যাখ্যা। সচ্চিদানন্দস্বরূপ এবং চৈতন্যময় হইয়া আত্মধর্ম রক্ষার্থে ক্রিয়াতে ভীত হইলে অনন্তশক্তিসম্পন্ন হইয়াও অভিমান কামনা ইত্যাদির নিকট হীনতা প্রাপ্তিপূর্বক তাহাদের বশবর্ত্তী হইয়া অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করিতে হয় ॥৩৫॥

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥৩৬॥

অযোগ্য বচন শত্রু কহিবে অপার। নিন্দিবে তোমার বল কিবা দুঃখ আর ॥৩৬॥

তব অহিতাঃ কামনং বিপর "ন তু চৈতন্যস্বরূপোঽস্তি জড়োৎপন্ন গুণমেব চৈতন্যবৎ জীবৈঃ অনুভূয়তে" ইত্যাদিন্ বহূন্ অনেক প্রকারান্ অবাচ্যবাদান্ বদিষ্যন্তি অনুভাবয়িষ্যন্তি, তব সামর্থ্যং নিন্দন্তঃ কুৎসয়ন্তঃ "অতীবাকিঞ্চনং চৈতন্যং" ইতি জ্ঞাপয়িষ্যন্তি ইত্যর্থঃ। ততঃ তস্মাৎ দুঃখাৎ দুঃখতরং নু কিং কষ্টতরং দুঃখং নাস্তি ॥৩৬॥

ব্যাখ্যা। এই সর্বব্যাপি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়-কর্তা আত্মার কোনপ্রকার সমর্থ প্রকাশ না হইলে "আত্মার অস্তিত্ব নাই" অথবা "ইহা জড় হইতে উৎপন্ন একপ্রকার গুণমাত্র" এইরূপ অভিমানাদি দ্বারা, বৌদ্ধদিগের ন্যায় বা নাস্তিকদিগের ন্যায় নানাপ্রকার মনে উদয় হইয়া মহাভ্রমে পতিত হওয়া সম্ভব ॥৩৬॥

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥৩৭॥

মরিলে পাইবে স্বর্গ জয়ে পাবে ক্ষিতি। অতএব উঠ পার্থ যুদ্ধে দিয়া মতি ॥৩৭॥

ক্রিয়ায়ামবতিষ্ঠন্ হতোবা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং ভাবি জন্মনি স্বর্গসুখং প্রাপ্স্যসি সংস্কারসৃষ্টি শুদ্ধত্বাৎ, জিত্বা বা ভক্ষ্যসে মহীং, উভয়থাপি লাভ এব ইত্যভিপ্রায়ঃ। তস্মাৎ ইতি নিশ্চয়ং কৃত্বা, হে কৌন্তেয় বহ্নিতত্ত্বেন সহ ইত্যর্থঃ, যুদ্ধায় উত্তিষ্ঠ চৈতন্য প্রকাশায় উপক্রমং কুরু ॥৩৭॥

ব্যাখ্যা। আত্মচৈতন্য প্রকাশার্থ ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইয়া মৃত্যু হইলে সংস্কারের উন্নতিবশতঃ স্বর্গসুখ ভোগ হয়, এবং জয়ী অর্থাৎ ক্রিয়াতে সিদ্ধ হইলে এই সমস্ত ভৌতিক জগৎ ক্রীড়া পুত্তলিকার ন্যায় আয়ত্ত করা যায়। অতএব কৃতনিশ্চয় হইয়া প্রাণপণে বহ্নিতত্ত্বের তেজে ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য ॥৩৭॥

সুখেদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈব পাপমবাপ্স্যসি ॥৩৮॥

সুখদুঃখ লাভালাভ জয়াজয় ইথে। সম ভাবি যুদ্ধ কর পাপ নাই তাতে ॥৩৮॥

সুখে দুঃখে সমে তুল্যে কৃত্বা তথা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ সিদ্ধ্যাসিদ্ধৌ চ সমৌ কৃত্বা কেবলং যুদ্ধায় চৈতন্য প্রকাশায় যুজ্যস্ব ক্রিয়ায়াং প্রবর্ত্তোভব এবং কুর্ব্বন্ পাপং কষ্টং ন অবাপ্স্যসি প্রাপ্স্যসি ॥৩৮॥

ব্যাখ্যা। লাভ অলাভ, সিদ্ধ অসিদ্ধ, সুখদুঃখ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কেবলমাত্র চৈতন্য প্রকাশার্থ ক্রিয়া করা উচিত ॥৩৮॥

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥৩৯॥

এই আত্মতত্ত্ব কহিলাম তোমা প্রতি। যদ্যপি ইহাতে নাহি হয় ব্রহ্মে মতি ॥
তবে কর্ম্মযোগ শুন ঈশ্বর উদ্দেশে। যে কর্ম্ম করিলে পার্থ কর্ম্মবন্ধ নাশে ॥৩৯॥

বস্তুতত্ত্বং সম্যক খায়তে প্রকাশতে ইতি সংখ্যা উপনিষৎ তত্ত্বৈব সম্যক তাৎপর্য্যং প্রতিপাদ্যতে যৎ প্রকাশমানং আত্মতত্ত্বং সাংখ্যং তস্মিন্ সাংখ্যে এষা বুদ্ধিঃ সাংখ্যং শোকমোহাদি সংসার হেতু দোষ নিবৃত্তি কারণং জ্ঞানং, যোগে তৎ প্রাপ্ত্যুপায়ে কর্মযোগে তু ইমাং বুদ্ধিং শৃণু, যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ শুদ্ধান্তঃকরণঃ সন্ অপরোক্ষ জ্ঞানেন কর্মবন্ধং কর্ম্মাত্মকং প্রারব্ধ রূপং বন্ধং প্রকর্ষেণ হাস্যসি ত্যক্ষ্যসি ॥৩৯॥

ব্যাখ্যা। জ্ঞানীদিগের এই মত যে জ্ঞানপ্রাপ্তির নিমিত্ত চৈতন্য প্রকাশক ক্রিয়ায় নিযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য, কারণ তদ্দ্বারা সমস্ত কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় ॥৩৯॥

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥৪০॥

কামনারহিত কর্ম নিস্ফল না হয়। অঙ্গভঙ্গ হৈলে তার নাহি প্রত্যবায় ॥
নিস্ফল কর্ম্মের অতি অল্প অনুষ্ঠান। মহাভয় হইতে সর্বদা করে ত্রাণ ॥৪০॥

ইহ কর্ম্মযোগে অভিক্রমস্য প্রারম্ভস্য জীবস্য নাশো নিস্ফলত্বং ন অস্তি, প্রত্যবায়ঃ বিঘ্নশ্চ ন বিদ্যতে। অস্য ধর্ম্মস্য কর্ম্মযোগস্য ক্রিয়ায়াঃ স্বল্পমপি কৃতং মহতো ভয়াৎ জন্মমরণাদি সংসারলক্ষণাৎ ত্রায়তে রক্ষতি জীবমিতি শেষঃ ॥৪০॥

ব্যাখ্যা। ক্রিয়ায় অনুষ্ঠান কখন বিফল হয় না, এবং তাহাতে কোনপ্রকার বিঘ্নেরও সম্ভাবনা নাই; অল্পমাত্র ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে পারিলেও মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় ॥৪০॥

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥৪১॥

ঈশ্বর ভক্তিতে ভক্ত হইবে নিশ্চয়। নিষ্কাম কর্মেতে এই এক বুদ্ধি হয় ॥
সকাম কর্ম্মের পার্থ বুদ্ধি হয় না। যেহেতু অনেক কর্মে অনেক বাসনা ॥৪১॥

হে কুরুনন্দন! ইহ যোগমার্গে ব্যবসায়াত্মিকা নিশ্চয়াত্মিকা একৈব একনিষ্ঠৈব বুদ্ধির্ভবতি। অব্যবসায়িনাং বহির্মুখচিত্তানাং কামিনাং বুদ্ধয়ঃ (কর্ম্মফলগুণলাভাদি প্রকারভেদেন কামনাবশাৎ) অনন্তশাখাশ্চ ভবতি ॥৪১॥

ব্যাখ্যা। এই যোগমার্গে ব্যবসায়াত্মিকা অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একনিষ্ঠমাত্র, কিন্তু আত্মধর্মে অব্যবসায়ীদিগের অর্থাৎ বহির্মুখচিত্তদিগের অনন্ত কামনাবশতঃ অনন্তকাল নানাপ্রকার বুদ্ধির চালনা করিতে হয়, কিছুতেই শান্তি পায় না ॥৪১॥

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ! নান্যদস্তীতি-বাদিনঃ ॥৪২॥

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥৪৩॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥৪৪॥

বেদফল শ্রুতিবাক্য বিষয়তে সম। পরিণামে মন্দ আপাতত মনোরম॥
অজ্ঞান ব্যক্তিরা সেইবাক্যে মুগ্ধ হয়। পরমার্থ সাধন করিয়া তাকে কয়॥
আর কহে ইহা বিনা নাহি অন্য তত্ত্ব। কামনাতে তাহাদের ব্যাকুলিত চিত্ত॥
দেবস্থান স্বর্গকে পরমপদ জানে। জন্ম কর্ম্ম ফল দেয় যে কর্ম সাধনে॥
যে কর্মেতে ভোগৈশ্বর্য্য লোভে রেখে দেয়। তাতে পূর্ণ যে বাক্য তাহাতে প্রেয় কয়
॥৪২॥৪৩॥

কর্মকাণ্ড বেদবাক্যে যাহাদের মন। কেবল ঐশ্বর্য্য ভোগে রত অনুক্ষণ॥
এক মুখ্য ঈশ্বর হয়েন সর্ব্বময়। ইহাতে নিশ্চয় তাহাদের নাহি হয়॥৪৪॥

হে পার্থ পৃথিবীপালক শরীরি! অবিপশ্চিতঃ মূঢ়াঃ বেদবাদরতাঃ বহ্বর্থ বাদফল প্রকাশকেষু বেদবাক্যে রতাঃ, অতএব স্বর্গাদিফলসাধনেভ্যঃ কর্ম্মেভ্যঃ অন্যৎ ঈশ্বরতত্ত্বং প্রাপ্যং নাস্তি ইতি বাদিনঃ বদনশীলাঃ, অতএব কামাত্মানঃ কামাকুলিতচিত্তাঃ, অতঃ স্বর্গপরা। (স্বর্গঃ এব পরম্পুরুষার্থঃ যেষাং) স্বর্গ প্রধানাঃ, জন্ম চ তত্র কর্ম চ তৎ ফলানি চ প্রদদাতীতি তাং জন্মকর্ম্ম ফলপ্রদাং, তথা ভোগৈশ্বর্য্য-গতিং ভোগৈশ্বর্য্যয়োঃ প্রাপ্তিং প্রতিসাধনভূতাং যাং ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ক্রিয়াবিশেষাঃ তে বহুলা যস্যাং, যাং ইমাং পুষ্পিতাং রমণীয়াং বাচং স্বর্গাদি ফলশ্রুতিং প্রবদন্তি প্রকৃষ্টাং বদন্তি তেষাং ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং, ভোগৈশ্বর্য্যয়োঃ অভিনিবিষ্টানাং, তয়াপহৃতচেতসাং তয়া পুষ্পিতয়া বাচা অপহৃতং আকৃষ্টং চেতঃ যেষাং তেষাং ব্যবসায়াত্মিকা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥৪২॥৪৩॥৪৪॥

ব্যাখ্যা। যে সকল অজ্ঞানী ব্যক্তি ভোগসুখজনক রমণীয় বাক্যে অনুরক্ত নানাপ্রকার কামনা চরিতার্থকারী বেদোক্ত স্বর্গসুখাদি ফলসাধন ভিন্ন তদপেক্ষা কোন উৎকৃষ্ট কর্ম্মের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অনুভব করিতে পারেনা, যাহারা কামনাপরায়ণ, জন্ম কর্ম্ম ও তৎফলপ্রদায়ক স্বর্গকেই পরম শ্রেষ্ঠ পদার্থ বিবেচনা করেন, এবং নানাপ্রকার ভোগ ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির নিমিত্ত বহুপ্রকার কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন; সেইসকল ভোগ এবং ঐশ্বর্য্যে আসক্ত ব্যক্তিদিগের চিত্ত সর্বদা উহাতেই আকৃষ্ট থাকা হেতু তাহাদের বুদ্ধি আত্মচৈতন্যে ব্যবসায়াত্মিকা হইয়া সমাধিতে স্থির হয় না,

এবং তাহারা সমাধি যোগ্য নহে ॥৪২॥৪৩॥৪৪॥

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো-নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥৪৫॥

সকামি জনের মাত্র প্রবৃত্তি কারণ। বেদশাস্ত্র কর্মকাণ্ড করে বিবরণ॥
ওহে পার্থ তুমি হও কামনা রহিত। ধীর হয়ে সহ সুখ দুঃখ উষ্ণ শীত॥
প্রাপ্ত বস্তু উপার্জনে অপ্রাপ্ত রক্ষণে। প্রয়াসরহিত হও সাবধান মনে ॥৪৫॥

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ ত্রিগুণবিশিষ্ট কামাত্মিকাঃ যে অধিকারিণঃ বেদাঃ তেষাং কর্ম্মফলসম্বন্ধ প্রতিপাদকাঃ ভবন্তি। হে অর্জ্জুন! ত্বং নিস্ত্রৈগুণ্যঃ নিষ্কামো ভব। (তত্রোপায়মাহ) নির্দ্বন্দ্বঃ সুখদুঃখশীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বাদি রহিতো ভব, তানি সহস্ব ইত্যর্থঃ (অতঃকর্ম আহ) নিত্যসত্ত্বস্থ সন্ ধৈর্য্য-মবলম্ব্য, নির্যোগক্ষেমঃ, অলব্ধস্য লাভঃ যোগঃ, লব্ধস্য পরিরক্ষণং ক্ষেমঃ, তৌ যোগক্ষেমরহিতঃ চিত্ত-বিক্ষেপকপরিগ্রহরহিতঃ ভব। আত্মবান্ অপ্রমত্তো ভব ইত্যর্থঃ ॥৪৫॥

ব্যাখ্যা। বেদে কামনাবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত সত্ত্ব, রজ, তম এই ত্রিগুণ অনুযায়ী নানাপ্রকার কর্মানুষ্ঠানের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই ত্রিগুণের অতীত হইয়া সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু অর্থাৎ ধৈর্য্যশালী, যোগ অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তীচ্ছা এবং ক্ষেম অর্থাৎ প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষাকরণেচ্ছা এই উভয় পরিত্যাগ করিয়া অপ্রমত্ত অর্থাৎ শান্ত হওয়া উচিত ॥৪৫॥

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥৪৬॥

কূপাদিতে অল্প জলে যত প্রয়োজন। মহাহ্রদে সে সবার নির্বাহ যেমন॥
সেরূপ সর্ববেদে আছে যত ফল। ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানী লোক পায় সে সকল ॥৪৬॥

যথা কূপতড়াগাদি উদপানে সামান্য জলাশয়ে, যাবান্ যাবৎ পরিমাণং প্রয়োজনং ভবতি তাবান্ সর্বতঃ সম্প্লুতোদকে মহাহ্রদে একত্রৈব ভবতি। তদ্বৎ যাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু তত্তৎ কর্ম্মফল-রূপ ক্ষণস্থায়ী সুখানুভবো ভবতি, বিজানতঃ ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধিযুক্তস্য ব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মনিষ্ঠস্য ব্রহ্মানন্দে তাবান্ সর্বোঽপি ভবতি ॥৪৬॥

ব্যাখ্যা। যেরূপ কূপ ও তড়াগাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ে যে সকল

প্রয়োজনী সিদ্ধ হয়, তৎসমুদয়ই একমাত্র মহাহ্রদে সর্ব্বদাই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। সেইরূপ সমুদায় বেদে যে সকল ক্ষণস্থায়ী কামাসুখ বর্ণিত আছে, নিশ্চয়াত্মিকাবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্রহ্মনিষ্ঠগণ একমাত্র নিত্যস্থায়ী ব্রহ্মানন্দে তৎসমুদায়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥৪৬॥

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মাতে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥৪৭॥

কেবল এখন কর্ম্মে হয় অধিকার। তাহার ফলেতে যেন না হয় তোমার ॥
নিষ্কাম কর্ম্মেতে ফল না হবে কখন। নিষিদ্ধ কর্ম্মেতে তব নাহি প্রয়োজন ॥৪৭॥

তে তব কর্ম্মণি এব অধিকারঃ তৎফলেষু তৃষ্ণা কদাচন কস্যামপি অবস্থায়াং মা ভূৎ। মা কর্ম্মফল হেতুর্ভূঃ কর্ম্মফলপ্রবৃত্তিহেতুর্যস্য তথাভূতঃ মা ভূঃ, অকর্ম্মণি কর্ম্ম অকরণে, তে তব সঙ্গঃ প্রীতিঃ মা ভূৎ ॥৪৭॥

ব্যাখ্যা। কর্ম্মেতেই সকলের অধিকার আছে, কিন্তু কর্ম্মের ফল কাহারও আয়ত্ত নহে; অতএব ফলাভিলাষী হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে; অথবা ফলের বিলম্ব দেখিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করাও অনুচিত ॥৪৭॥

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥৪৮॥

ঈশ্বরেতে তৎপর হইয়া ধনঞ্জয়। আসক্তি ত্যজিয়া কর্ম্ম করহ নিশ্চয় ॥
কর্ম্মফল সিদ্ধ হয় কিংবা নাহি হয়। উভয়েতে সমভাব যোগ কহে তায় ॥৪৮॥

হে ধনঞ্জয়! যোগস্থঃ কূটস্থে স্থিতঃ সন্ সঙ্গং ত্যক্ত্বা নিষ্কামো ভূত্বা তৎফলস্য জ্ঞানস্যাপি সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ সমঃ তুল্যো ভূত্বা বিবেচ্য চৈতন্যপ্রকাশকানি কর্ম্মাণি কুরু যতঃ যস্মিঃ এবম্ভূতং সমত্বং এব চিত্তসমাধানরূপত্বাৎ যোগ উচ্যতে ॥৪৮॥

ব্যাখ্যা। অতএব আসক্তিপরিত্যাগপূর্ব্বক সিদ্ধাসিদ্ধি সমান জ্ঞান করিয়া সংযতচিত্তে ক্রিয়া করা উচিত। জ্ঞানিগণ এই তুল্যজ্ঞানকেই যোগ বলিয়া থাকেন ॥৪৮॥

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥৪৯॥

জ্ঞানের সাধন কর্ম্ম কামনারহিত। তাহা হৈতে অপকৃষ্ট কামনা সহিত ॥
জ্ঞান লাগি কর্ম্ম করে দৃঢ় করি মন। সেই সব হীনবুদ্ধি ফলাকাঙ্ক্ষী জন ॥৪৯॥

হে ধনঞ্জয়! নিশ্চয়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা কৃতঃ কর্ম্মযোগঃ ভবতি, তৎসকাশাৎ অন্যৎ সাধনভূতং কাম্যং কর্ম্ম দূরেণ অবরং অত্যন্তং, অপকৃষ্টং, বুদ্ধৌ জ্ঞানে শরণং আশ্রয়ং কৃত্বা কর্ম্মযোগং অন্বিচ্ছ অনুতিষ্ঠ। হি যস্মাৎ ফলহেতবঃ সকামাঃ নরাঃ কৃপণাঃ দীনাঃ ভবন্তি ॥৪৯॥

ব্যাখ্যা। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা অনুষ্ঠিত ক্রিয়াব্যতীত অপরাপর কর্ম্মসকল অত্যন্ত নিকৃষ্ট, অতএব সংশয়রহিত জ্ঞানে আশ্রয় লইয়া ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা উচিত। কারণ ফলকামনাবিশিষ্ট কর্ম্ম সকল অতি তুচ্ছ পদার্থ ॥৪৯॥

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥৫০॥
কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥৫১॥

ঈশ্বরের উদ্দেশেতে যে যে কর্ম্ম হয়। বুদ্ধিযোগ বলিয়া তাহারে শাস্ত্রে কয় ॥
ঈশ্বরের উদ্দেশে যেজন কর্ম্ম করে। ইহজন্মে নাশে পুণ্য পাপ উভয়েরে ॥
অতএব যোগে যত্ন কর যোগবলে। কর্ম্মেতে জন্মায় জ্ঞান যোগের কৌশলে ॥৫০॥
ফল ত্যজি কর্ম্ম কর জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়্যা। মোক্ষপদ পায় জন্মবন্ধেরে কাটিয়া ॥৫১॥

ইহৈব লোকে, সমত্বকর্ম্মবিষয়য়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ বুদ্ধিযুক্তঃ ক্রিয়াবান্ পুরুষঃ; স্বর্গসুখাদিপ্রাপকং সুকৃতং নিরয়দুঃখাদিপ্রাপকং দুষ্কৃতং তে উভে জহাতি পরিত্যজতি, হি যস্মাৎ বুদ্ধিযুক্তাঃ মনীষিণঃ জ্ঞানিনো কর্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বা জন্মরূপবন্ধাৎ বিনির্ম্মুক্তাঃ সন্তঃ তদ্ বিকারনাময়ং সর্ব্বোপদ্রবরহিতং পদং গচ্ছন্তি। তস্মাৎ তদর্থায় সমত্ববুদ্ধিযোগায় যুজ্যস্ব ক্রিয়ায়াং নিযুক্তো ভব; যতঃ কর্ম্মসু যৎ কৌশলং মোক্ষপরত্ব সম্পাদকচাতুর্য্যং স এব যোগ উচ্যতে ॥৫০॥৫১॥

ব্যাখ্যা। ক্রিয়ার দ্বারা বুদ্ধি স্থির হইলে স্বর্গসুখপ্রাপক সুকৃতি ও নরকযন্ত্রণাদায়ক দুষ্কৃতি সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপে কর্ম্মজাত ফল

সমস্ত নষ্ট হওয়াতে সকলপ্রকার ভোগের অভাববশতঃ ক্রিয়াবান মনীষি
গণ জন্মরূপ বন্ধন হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া শান্তিপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন
অতএব সকল কর্মের উৎকৃষ্ট কৌশলস্বরূপ এই ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান
করা উচিত ॥৫০-৫১॥

যদি তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥৫২॥

দেহে আত্মবুদ্ধি হয় মোহরূপ বন। তব বুদ্ধি অতিক্রম করিবে যখন ॥
সে সময় যাহা শুনিয়াছ যা শুনিবে। তুমেতে অত্যন্ত তব বৈরাগ্য জন্মিবে ॥৫

যদা যস্মিনকালে তে তব বুদ্ধিঃ মোহকলিলং মোহময় কালুষ্যং গহনং দুর্গং ব্যতিতরিষ্যতি বিশেষেণ অতিতরিষ্যতি অতিক্রমিষ্যতি, তদা তস্মিনকালে শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ অর্থস্য নির্ব্বেদং বৈরাগ্যং গন্তাসি প্রাপ্স্যসি ॥৫৩

ব্যাখ্যা। বুদ্ধি দুর্গম মোহ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই শ্রু
এবং শ্রোতব্য সমস্ত বিষয়েই বৈরাগ্য উপস্থিত হয় ॥৫২॥

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥৫৩॥

লৌকিক বৈদিক বাক্য অনেক প্রকার। শুনিয়া বিচলা বুদ্ধি আছে যে তোমার
সেই বুদ্ধি স্থির হয়ে ঈশ্বরে যখন। থাকিবেক তত্ত্বজ্ঞান পাইবে তখন ॥৫৩

শ্রুতিবিপ্রপন্না শ্রুতিভিঃ লৌকিক-বৈদিক-নানাপ্রকারার্থ-শ্রবণৈঃ বিপ্রতিপন্না ইতঃপূর্ব্বং বিক্ষিপ্তা সতী তে তব বুদ্ধিঃ যদা যস্মিন্‌কালে নিশ্চলা বিষয়ান্তরৈঃ অনাকৃষ্টা অতএব অচলা তত্রৈব স্থিরা সতী সমাধৌ স্থাস্যতি সমাহিতা ভবতি, তদা তস্মিনকালে যোগং অবাপ্স্যসি সা বুদ্ধি চৈতন্য-যুক্তা ভবতি ইত্যর্থঃ ॥৫৩॥

ব্যাখ্যা। বৈদিক ও লৌকিক নানাপ্রকার বিষয় দ্বারা বুদ্ধি বিক্ষি
হইয়া আছে; বুদ্ধি ঐ সমস্ত বিষয়ে অনাকৃষ্ট হইয়া স্থিরভাবে সমাহি
হইলে চৈতন্যযুক্ত হইয়া থাকে ॥৫৩॥

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥৫৪॥

অর্জুন বলেন হরি কহিবা আমারে। স্থিরবুদ্ধি ব্রহ্মনিষ্ঠ কহিব কাহারে ॥
কিরূপেতে বাক্য কহে জ্ঞানবান জন। কিরূপে বা স্থিতি করে কিরূপে গমন ॥৫৪॥

অর্জ্জুন উবাচ। বহুত্বেন অনুভূয়তে।

সমাধিস্থস্য স্বাভাবিকে সমাধৌ স্থিরস্য, অতএব স্থিতপ্রজ্ঞস্য, স্থিতা নিশ্চলা প্রজ্ঞা বুদ্ধির্যস্য তস্য ভাষা কা, কেন লক্ষণেন স্থিতপ্রজ্ঞঃ উচ্যতে ইত্যর্থঃ, তথা স্থিতধীঃ কিং কথং প্রভাষতে, আসীত, ব্রজেত, ভাষণং আসনং ব্রজনঞ্চ কুর্য্যাৎ ইত্যর্থঃ ॥৫৪॥

ব্যাখ্যা। এই সমস্ত অনুভব করিয়া বহুত্বের ভেজে প্রশ্ন হয় যে, স্থিতপ্রজ্ঞ কাহাকে বলে, তাঁহারা কিরূপে অবস্থান করেন এবং তাঁহাদের গতিই বা কি প্রকার ॥৫৪॥

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥৫৫॥
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্ম্মুনিরুচ্যতে ॥৫৬॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৫৭॥
যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৫৮॥

ভগবান অর্জুনেরে সম্বোধিয়া কন। আত্মানন্দ ভাবে মগ্ন হইবে যখন ॥
মনের বাসনা সব যে জন ত্যজিবে। সে সময়ে স্থিতপ্রজ্ঞ শব্দ তাকে কবে ॥৫৫॥
মনেতে উদ্বেগশূন্য দুঃখেতে যে জন। এইরূপে সুখে স্পৃহা না করে কখন ॥
যার নাই চিত্তে অনুরাগ ক্রোধ ভয়। সে মুনিকে স্থিতপ্রজ্ঞ সর্বশাস্ত্রে কয় ॥৫৬॥
যে সকল জন সদা স্নেহশূন্য হয়ে। আহ্লাদ না করে তদধিক সুখ পেয়ে ॥
তদধিক দুঃখ পেয়ে দ্বেষ্টা নাহি হয়। তাহার বুদ্ধিকে প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্রে কয় ॥৫৭॥
যে প্রকারে কূর্ম অঙ্গ সকল সম্বরে। সে মতে বিষয় হতে ইন্দ্রিয়গণেরে ॥
অনায়াসে করয়ে যে জন আকর্ষণ। তার বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত জানিবে তখন ॥৫৮॥

শ্রীভগবানুবাচ। যড়ৈশ্বর্য্যশালী কূটস্থ চৈতন্যেন অনুভূয়তে।

যদা আত্মনি এব পরমানন্দরূপ আত্মনা স্বয়মেব তুষ্ট ইতি আত্মারামঃ সন্ সর্ব্বান্ মনোগতান্ মনসি স্থিতান্ কামান্ বিষয়াভিলাষান্ প্রজহাতি প্রকর্ষেণ পরিত্যজতি, তদা তেন ক্ষণেন মুনিঃ স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে ॥৫৫॥

দুঃখেষু প্রাপ্তেষু অনুদ্বিগ্নং অক্ষোভিতং মনো যস্য সুখেষু বিগতা স্পৃহা যস্য, রাগঃ প্রীতিশ্চ ভয়ঞ্চ ক্রোধশ্চ তাভ্যাং বিগতা যস্য, স মুনিঃ স্থিতধীঃ স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে ॥৫৬॥

যঃ মুনিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতেষু অপি অনাভিস্নেহঃ স্নেহশূন্যঃ, তত্তৎ শুভং অনুকূলং প্রাপ্য ন অভিনন্দতি ন প্রশংসতি, অশুভং প্রতিকূলং প্রাপ্য ন দ্বেষ্টি ন নিন্দতি, তস্যৈব হর্ষবিষাদবর্জিতস্য উদাসীনস্য বিবেকজপ্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ইত্যুচ্যতে ॥৫৭॥

কূর্ম্মো যথা করচরণাদীনি অঙ্গানি সর্ব্বশঃ স্বভাবেনৈব সংহরতে আকর্ষতি, তদ্বৎ যদা যস্মিন্ কালে অয়ং যোগী ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিবিষয়েভ্যঃ ইন্দ্রিয়ানি সংহরতে সম্যক প্রকারেণ অনায়াসেন প্রত্যাহরতি, তদা তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ইতি প্রসিদ্ধম্ ॥৫৮॥

ব্যাখ্যা। কূটস্থচৈতন্যে চিত্ত সংযত হইলে অনুভব হয় যে, যাহা সর্বপ্রকার মনোগত কামনা পরিত্যাগ করিয়া আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট থাকেন ; যাহারা দুঃখেতে ক্ষোভশূন্য, সুখেতে স্পৃহাশূন্য এবং সর্বপ্রকার আসক্তি, ভয়, এবং ক্রোধবর্জিত ; যাহারা সর্বভূতে স্নেহশূন্য ; যাহারা অনুকূল বিষয় প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট হয়েন না ; অথবা প্রতিকূল বিষয় উপস্থিত হইলেও অসন্তুষ্ট হয়েন না ; এবং যাঁহারা কূর্মদিগের অঙ্গ সংগ্রহের ন্যায় ইন্দ্রিয়গণকে তত্তৎ শব্দস্পর্শাদি বিষয় হইতে অনায়াসে প্রত্যাহার করিয়া আত্মাতে অবস্থান করিয়া থাকেন ; তাঁহাদেরই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহাদিগকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলে ॥৫৫॥৫৬॥৫৭॥৫৮॥

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥৫৯॥

আহারহীনের বাহ্যবিষয়ের জ্ঞান। নাশ হয় কিন্তু চিত্তে লোভ বর্ত্তমান ॥
পরব্রহ্ম আনন্দ প্রত্যক্ষ পেয়ে জ্ঞানী। হৃদয়ের লোভ সব বিনাশে ফাল্গুনি ॥৫

নিরাহারস্য উপবাসপরস্য দেহিনঃ দেহাভিমানিনঃ অজ্ঞস্য বিষয়াঃ শব্দাদয়াঃ তৎ রসবর্জ্জং তৎস্পৃহাবর্জিতং যথা স্যাৎ তথা বিনিবর্ত্তন্তে নশ্যন্তি (ক্ষুধানন্তপ্তস্য শব্দস্পর্শাদি অপেক্ষাভাবাৎ বিষয়ানুভবাঃ নিবর্ত্তন্তে কিন্তু তৎস্পৃহা ন নিবর্ত্তন্তে ইত্যর্থঃ। পরং পরমাত্মনং দৃষ্ট্বা নিত্যব্রহ্মানন্দ

অনুভূয় অস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য রসঃ বিষয়স্পৃহাপি স্বত এব নিবর্ত্ততে (ক্ষণস্থায়িত্বাৎ) ॥৫৯॥

ব্যাখ্যা। নির্ব্বোধ দেহাভিমানী ব্যক্তিগণের ইন্দ্রিয় সকল উপবাস দ্বারা দুর্বল হইয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত বিষয় হইতে নিবৃত্ত থাকে বটে কিন্তু মন হইতে বিষয়কামনা নিবৃত্ত না হওয়ায় ইন্দ্রিয়সকল সবল হইবামাত্র পুনঃ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া পড়ে। স্থিতপ্রজ্ঞগণ পরম পদার্থ অনুভব করিয়া এককালে তুচ্ছ কামনা হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকেন ॥৫৯॥

যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥৬০॥

ইন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে নিবারণ। করিতে বিবেকী যদি করয় যতন ॥
ইন্দ্রিয় সকলে হয় ক্ষোভের কারণ। বলেতে তাহারা মন করে আকর্ষণ ॥৬০॥

হে কৌন্তেয়! যততঃ সংযতচিত্তস্যাপি বিপশ্চিতঃ বিবেকিনঃ পুরুষস্য মনঃ প্রমাথীনি প্রমথনশীলানি ক্ষোভকানি ইন্দ্রিয়ানি প্রসভং বলাৎ হরন্তি ॥৬০॥

ব্যাখ্যা। যত্নশীল বিবেকীদিগের মনকেও ক্ষোভক ইন্দ্রিয়গণ বলপূর্বক হরণ করিয়া থাকে ॥৬০॥

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৬১॥

সে সব ইন্দ্রিয়গণ দমন করিয়া। থাকিবেক যোগযুক্ত মৎপর হইয়া ॥
যার বশে স্থিতি করে ইন্দ্রিয় সকল। সে জনের বুদ্ধি হবে সর্বদা নিশ্চল ॥৬১॥

যো যুক্তঃ যোগী, তানি সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়াণি সংযম্য বশীকৃত্য, মৎপরঃ আত্মপরঃ সন্ আসীত, এবমাসীনস্য যস্য সংযতস্য হি ইন্দ্রিয়াণি অভ্যাসবশাৎ বশে বর্ত্তন্তে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা স এব স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ ॥৬১॥

ব্যাখ্যা। এই নিমিত্ত ক্রিয়াবান সাধকগণ আত্মপর হইয়া এই সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে সংযম করেন। এই সকল ইন্দ্রিয়গণ যাহাদের বশে থাকে তাঁহারাই স্থিতপ্রজ্ঞ ॥৬১॥

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥৬২॥

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধি নাশো বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ্যতি ॥৬৩॥

বিষয় ভাবনা করে সদা যে মানব। বিষয়ে আসক্তি তার হয় হে পাণ্ডব ॥
সেই সঙ্গ হতে হয় বহু অভিলাষ। অভিলাষ ভঙ্গে হয় ক্রোধের প্রকাশ ॥৬২॥
ক্রোধে মোহ জন্মে মোহে স্মৃতির বিনাশ। স্মৃতি গেলে বুদ্ধি যায় বুদ্ধি গেলে নাশ ॥৬৩॥

শব্দাদি বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ চিন্তয়তঃ পুংসঃ পুরুষস্য তেষু বিষয়েষু সঙ্গ আসক্তি উপজায়তে উৎপদ্যতে, সঙ্গাৎ আসক্ত্যাঃ তেষু বিষয়েষু কামঃ তৃষ্ণা ভবতি, কামাৎ চ কেনচিৎ প্রতিহতত্বাৎ ক্রোধঃ অভিজায়তে ভবতি ইত্যর্থঃ ॥৬৩॥

ক্রোধাৎ সম্মোহঃ কার্য্যাকার্য্যবিবেকভাবঃ ভবতি, ততঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ স্মৃতিভ্রংশঃ উৎপদ্যতে, ততঃ স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধেঃ চেতনায়াঃ নাশো ভবতি, ততঃ চেতনাভাবাৎ প্রণশ্যতি পুরুষার্থাযোগাৎ মৃততুল্যো ভবতি ॥৬৩॥

ব্যাখ্যা। বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে তদ্বিষয়ে স্পৃহা জন্মে, এবং তাহা হইতে কামনা অর্থাৎ তদ্বিষয় ভোগের অভিলাষ হয়, এবং ভোগের ব্যতিক্রম হইলে ক্রোধ উপস্থিত হয়; ক্রোধ হইতে মোহ হয়, মোহ হইতে বুদ্ধিনাশ হয়, এবং বুদ্ধিনাশ হইলে একেবারে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া মৃততুল্য হইতে হয় ॥৬২॥৬৩॥

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥৬৪॥

যাহার ইন্দ্রিয় রাগ দ্বেষশূন্য হয়। বশীভূত আত্মার বশেতে সদা রয় ॥
এরূপ ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ে যে জন। ভোগ করে সেই হয় শান্তির ভাজন ॥৬৪॥

আত্মবশ্যৈঃ আত্মনঃ বশ্যৈঃ আত্মাধীনৈঃ রাগদ্বেষবিমুক্তৈঃ রাগদ্বেষরহিতৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ শব্দাদীন্ বিষয়ান্ চরন্, উপলভমানোপি বিধেয়াত্মা বশীকৃতেন্দ্রিয়ঃ সাধকঃ আত্মপ্রসাদম্ আত্মপ্রসন্নতাম্ অধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥৬৪॥

ব্যাখ্যা। অতএব যাঁহাদের এই সকল ইন্দ্রিয় আত্মাতে বশীভূত আছে, তাঁহারা পূর্বোক্ত বিষয়চিন্তার মূলস্বরূপ অনুরাগ ও বিরাগশূন্য ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা কর্ত্তব্যবিষয় সকলসমাধা করিয়া আত্মপ্রসাদ প্রাপ্ত

হয়েন ॥৬৪॥

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসোহ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥৬৫॥

শান্তি হলে সকল দুঃখের নাশ হয়। প্রসন্নচিত্তের বুদ্ধি সদা স্থির হয় ॥
স্বভাব হইয়া চিত্ত হইলে প্রসন্ন। ঈশ্বরে নিশ্চলা বুদ্ধি হয়ত উৎপন্ন ॥৬৫॥

প্রসাদে আত্মপ্রসন্নে সতি, অস্য আত্মনঃ সর্ব্বদুঃখানাং আধ্যাত্মিকা তাপত্রয়াণাং, হানিঃ নাশঃ উপজায়তে; প্রসন্নচেতসো প্রসন্নাত্মনঃ বুদ্ধিঃ হি নিশ্চিতং আশু শীঘ্রং পর্য্যবতিষ্ঠতে প্রতিষ্ঠিতো ভবতি ॥৬৫॥

ব্যাখ্যা। এইরূপ আত্মপ্রসন্নতা প্রাপ্ত হইলে সকল প্রকার দুঃখ ও তাপ বিনষ্ট হইয়া শীঘ্রই বিবেক প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে ॥৬৫॥

নাস্তিবুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥৬৬॥
ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥৬৭॥

ইন্দ্রিয় সকল বশে না রহে যাহার। না হয় আত্মাতে মতি চিন্তন তাহার ॥
শান্তি নাই তার যে আত্মাকে নাহি ভাবে। অশান্ত জনার ব্রহ্মানন্দ কেন হবে ॥৬৬॥
অবশ ইন্দ্রিয় সব মধ্যে একমন। অবাধ্য হইয়া যার করয়ে ভ্রমণ ॥
তার বুদ্ধি বিচলিত করে অনায়াসে। তরীকে যেমন জলে চালায় বাতাসে ॥৬৭॥

অযুক্তস্য অসমাহিতান্তঃকরণস্য বুদ্ধিঃ জ্ঞানং নাস্তি বিদ্যতে, অস্য অযুক্তস্য ভাবনা আত্মাভিনিবেশঃ ধ্যানঞ্চ ন বিদ্যতে, অভাবয়তঃ আত্মাভিনিবেশমকুর্ব্বতঃ শান্তিঃ উপশমো ন বিদ্যতে, অশান্তস্য বিষয়তৃষ্ণাযুক্তস্য সুখং মোক্ষানন্দানুভবং কুতঃ ন ভবতি ইত্যর্থঃ ॥৬৬॥

হি যস্মাৎ তদ্বৎ বায়ুঃ প্রমত্তস্য কর্ণধারস্য নাবং অম্ভসি সমুদ্রে পরিভ্রাময়তি, অবশীকৃতানাং চরতাং স্ববিষয়েষু প্রবর্ত্তমানানাং ইন্দ্রিয়াণাং মধ্যে যদা একেব ইন্দ্রিয়ং মনঃ অনুবিধীয়তে তদিন্দ্রিয়েণ সহ অনুগচ্ছতি, তৎ তদা অস্য পুরুষস্য প্রজ্ঞাং হরতি বিষয়েষু প্রবর্ত্তয়তি ॥৬৭॥

ব্যাখ্যা। পাতঞ্জল দর্শনশাস্ত্রে লিখিত আছে যোগাঙ্গ অনুষ্ঠান দ্বারা অশুদ্ধি ক্ষয় হইয়া যে জ্ঞান প্রদীপ্ত হয় তাহকেই বিবেক বলে। যথা—

যোগাঙ্গানুষ্ঠনাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ।

সাধনপাদঃ ॥২৮

সুতরাং ক্রিয়া দ্বারা অশুদ্ধিক্ষয় না হইলে বিবেক প্রকাশিত
না; এইরূপে বিবেক প্রকাশিত না হইলে ধ্যান স্থির হয় না; এবং চি
ধ্যান স্থির না হইলে শান্ত হইতে পারা যায় না, এবং বিষয়তৃষ্ণা হই
চিত্তকে নিবৃত্ত করিয়া শান্ত হইতে না পারিলে কখনই সুখ অনুভূত
না। কারণ ইন্দ্রিয় চঞ্চল থাকিলে, মন তাহাদিগের অনুগমন করি
বুদ্ধিকে, অপটু নাবিকের বায়ু কর্ত্তৃক সমুদ্রে বিচলিত নৌকার ন্যা
বিষয়েতে প্রবৃত্ত করে ॥৬৬॥৬৭॥

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৬৮॥

অতএব যে জনের ইন্দ্রিয় সকল। বিষয় হইতে ক্ষান্ত হয় মহাবল ॥
আত্মবশে স্থিতি করে ইন্দ্রিয় সকল। সে জনের বুদ্ধি হয় সর্বদা নিশ্চল ॥৬

হে মহাবাহো বক্তিতত্ত্ব! তস্মাৎ হেতো যস্য পুরুষস্য ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ বিষয়েভ্যঃ সর্ব
সর্বপ্রকারৈঃ নিগৃহীতানি বশীকৃতানি, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ভবতি ইত্যর্থঃ ॥৬৮॥

ব্যাখ্যা। অতএব যাঁহাদের ইন্দ্রিয়সকল বিষয় হইতে সর্বপ্রক
নিগৃহীত হইয়া আত্মবশীভূত হইয়াছে তাহারাই স্থিতপ্রজ্ঞ ॥৬৮॥

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥৬৯॥

সকল ভূতের আত্মনিষ্ঠা নিশি হয়। তাহাতে জাগেন বিজ্ঞ জ্ঞানী মহাশয় ॥
লোক সব জাগেন যে বাহ্য বিষয়েতে। সে হয় জ্ঞানীর নিশা দৃষ্টি নাই তাতে ॥৬

সর্ব্বভূতানাং যা নিশা লয়স্থানম্ এব বর্ত্ততে তস্যাং সংযমী বিগতেন্দ্রিয়ঃ জাগর্ত্তি জাগ্রতাবস্থা
মাপ্নোতি। যস্যাং অবস্থায়াং ভূতানি ভৌতিকেন্দ্রিয়াদীনি জাগ্রতি বলবন্তো ভবন্তি, পরমপদ
পশ্যতো মুনেঃ সম্বন্ধে সা নিশা এব বর্ত্ততে ভবতি ইত্যর্থঃ (আত্মপ্রত্যক্ষভাবাৎ ॥৬৯॥

ব্যাখ্যা। ভৌতিক ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট সমস্ত জগৎ যে সময়ে ল
প্রাপ্ত হয়, সংযতাত্মা সেই সময়ে জাগ্রতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; এ

ইন্দ্রিয়াদিসহ ভৌতিক জগৎ যে সময়ে জাগ্রত হয় সেই সময়ে আত্মজ্ঞান বিলীন হইয়া যায় ॥৬৯॥

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং,
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে,
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥৭০॥

অচল সম্পূর্ণ অতিশয় সমুদ্রেতে। জল সব প্রবেশ করেন যথামতে ॥
সেইরূপ ইন্দ্রিয়বিষয় যাতে ধায়। সেই অনাসক্ত জন মোক্ষপদ পায় ॥
কিন্তু যার বিষয়ভোগেতে ব্যগ্র মন। কৈবল্য পরমপদ না পায় সে জান ॥৭০॥

যদ্বৎ আদ্যঃ আপূর্য্যমানং অপি অচলপ্রতিষ্ঠং অনতিক্রান্তং এব সমুদ্রং পুনরপি আপঃ প্রবিশন্তি, তদ্বৎ ব্রহ্মানন্দভোগৈরাপূর্য্যমানমপি যং মুনিং সর্বে কামাঃ অদৃষ্টভোগাঃ প্রবিশন্তি, স শান্তিং মোক্ষম্ আপ্নোতি প্রাপ্নোতি, ন কামকামী বিষয়কামপরাঃ শান্তিং প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ ॥৭০॥

ব্যাখ্যা। যেরূপ সমুদ্র জলে পরিপূর্ণ থাকিয়াও নদনদী হইতে আগত অপরাপর জলরাশি গ্রহণ করিয়া স্থিরভাবে অবস্থান করে; তদ্রূপ যাঁহারা ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ হইয়াও অটলভাবে সঞ্চিত কামনাসমূহ অর্থাৎ অদৃষ্টদত্ত বিষয়সকল ভোগ করেন, তাঁহারাই এই ভবসংসারের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। কামনাপরায়ণগণ কাম্যবিষয় ভোগার্থ পুনঃ পুনঃ জন্মপরিগ্রহ দ্বারা এই সংসারে আবদ্ধই হইয়া থাকে।

পূর্ব পূর্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, কামনা হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হওত জীব অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া মৃততুল্য হয়; অতএব এই কামনার মূলচ্ছেদ করা উচিত। পুনরায় এই শ্লোকে সঞ্চিত কামনাসমূহের ভোগ করিতে পারিলেই জীব এই ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন। এইরূপ বলাতে একটু ভ্রম হইবার সম্ভাবনা; অতএব কামনা যে কিরূপ পদার্থ তদ্বিষয় প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

পূর্বে এই অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকের ব্যাখ্যাতে সৃষ্টির কারণস্বরূপ প্রাকৃতিক তিনটি গুণের কথা বলা হইয়াছে; রজোগুণের ক্রিয়াশীলতা-

প্রযুক্ত সাধকগণ সেগুলিকে পাঁচ প্রকারে অনুভব করেন, এবং
প্রত্যেকটি পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের উৎপত্তিস্থল অর্থাৎ তত্ত্ব(Cause) বলিয়া
গুলিকে শাস্ত্রকারগণ ক্ষিতিতত্ত্ব, জলতত্ত্ব, অগ্নিতত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব এবং ব্যো
তত্ত্ব নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন ঐ সূক্ষ্মভূতসকল প্রকৃতির অংশ হই
উৎপন্ন বলিয়া অয়স্কান্তমণি অর্থাৎ চুম্বকের অংশের ন্যায় তাহাতে স
(Neuter) রজ (Positive) এবং তম (Negative) এই তিনটি গু
বর্ত্তমান আছে।

বেদান্তশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ঐ সকল মহাভূতের প্রত্যেকটি
প্রকাশশীল অনুভবাত্মক (Sentient part) সত্ত্বগুণাংশে এই বৃহ
ব্রহ্মাণ্ডের এক একটি (Sensory organ) জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হইয়াছে
এবং ঐ পাঁচটি সত্ত্বাংশের সমষ্টিতে ঐ সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তকরূপ স
প্রকাশক সর্বানুভবাত্মক সুতরাং সর্বজ্ঞ (Omniscient) মনের সৃষ্টি হই
য়াছে, ও ঐ সকল মহাভূতের প্রত্যেকটির ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট (Moto
parts) রজোগুণাংশে এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের এক একটি (Motor organ
কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হইয়াছে ; এবং ঐ পাঁচটি রজোগুণাংশের সমষ্টিতে
ঐ সমস্ত কর্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তকরূপে (Almighty) সর্বশক্তিমান (Mag
netism or Vitalfluid) প্রাণের সৃষ্টি হইয়াছে। এবং ঐ সকল
মহাভূতের স্থিতিশীল তমগুণাংশ পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া স্থূলভূত
রূপে এই দৃশ্য ব্রহ্মাণ্ডের স্থূলশরীর সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রকৃতি এইরূপে ত্রিগুণময়ী না হইলে এই সমস্ত কোন পদার্থেরই উৎপ
হইত না ; এইরূপে প্রকৃতি এই সৃষ্টির মূলকারণ বলিয়া ইহাকে ব্রহ্মাণ্ডের
কারণশরীর বলে ; এবং ঐ সমস্ত মহাভূতের সত্ত্ব ও রজোগুণোৎপন্ন মন-
প্রাণাদি সূক্ষ্মপদার্থসকলকে ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্মশরীর, এবং তমোগুণোৎপন্ন
এই দৃশ্যমান স্থূলভৌতিক আকারবিশিষ্ট গ্রহ উপগ্রহাদির সহিত জগৎ-
মণ্ডলকে এই ব্রহ্মাণ্ডের স্থূলশরীর বলিয়া থাকে। এই সূক্ষ্মশরীর দ্বারাই,
এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহে উপগ্রহে এবং সৌরজগতে পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয়

পরমাণু-আদির পরিচালনা দ্বারা সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয় কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

জড় উদ্ভিদাদি সমস্তই এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের অংশ সুতরাং এই সমস্ততেই স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিনটি শরীরই কতকাংশ প্রকাশিত এবং কতকাংশ অপ্রকাশিতভাবে বর্ত্তমান আছে। অশুদ্ধি ক্ষয়ের সহিত এই সমস্ত শরীরগুলি, ক্রমশঃ পাঁচটি স্তরকে প্রকাশ পায় ; তন্নিমিত্ত বেদান্ত-শাস্ত্রবিদ্‌গণ এই বিশ্বকে পঞ্চকোষময় বলিয়া থাকেন। বাহুল্য ভয়ে এস্থলে সেইগুলি বিস্তারিতরূপে প্রকাশ করিতে পারিলাম না ; তবে এইমাত্র বলা প্রয়োজন যে, মানবশরীরও এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের অংশ এবং ইহাতে মন প্রাণ ইন্দ্রিয়াদির সমস্তই উত্তমরূপে প্রকাশিত আছে।

এই সর্বব্যাপী মন, সর্বপ্রকাশক ও সর্বানুভবাত্মক সত্ত্বাংশের সমষ্টি হইতে উৎপন্ন হওয়াতে ইহা সর্বজ্ঞ। জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের ভোগের অভাব হইলেই, এই পূর্ণ সত্ত্বগুণযুক্ত (Neutralized) মন তদ্বিষয়প্রাপ্তি কামনা দ্বারা কিঞ্চিৎ বিকৃত হইলে তাহাতে সত্ত্ব ও রজোগুণ (Polarized) উৎপন্ন হয়। যেরূপ অসংখ্য দিগ্‌দর্শনযন্ত্রের (Magnetic compass) মধ্যে একখানি সত্ত্বগুণান্বিত (Neutralized magnet) অয়স্কান্তমণিতে কোনপ্রকারে রজ ও তমোগুণযুক্ত (Polarized) হইলে ঐ অসংখ্য যন্ত্রই সহানুভূতি (Sympathizing) নিয়মানুসারে, তদ্দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নানাপ্রকার বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয় ; তদ্রূপ সত্ত্বগুণময় মন কোন ইন্দ্রিয়ের ভোগের অভাবপ্রযুক্ত কামনা দ্বারা কিঞ্চিৎমাত্র বিকৃত হইলেই রজো তমোযুক্ত (Polarized) হয় ; এবং তদ্দ্বারা প্রাণগুলি ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইলে, এই জগৎব্রহ্মাণ্ডস্থ সমস্ত প্রাণবায়ু বেগপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই প্রাণ ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন রজোগুণের সমষ্টি হইতে উৎপন্ন হওয়ায়, ইহা সর্বশক্তিমান ; সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডস্থিত সকল পদার্থই ইহার আয়ত্ত। উপ-রোক্ত প্রকারে বেগপ্রাপ্ত হইয়া, এই সর্বশক্তিমান প্রাণ তদধীনস্থ কর্ম্মেন্দ্রিয় (Motor fluid or Organ of motion) দ্বারা ঐ

বিকারোপযোগী পদার্থ সকল সৃষ্টিপূর্বক জ্ঞানেন্দ্রিয়ের (Sensory fluid or Organ of sense) ভোগ দ্বারা মনকে পরিতৃপ্ত করিয়া পুনরায় প্রকৃতিস্থ করে।

এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডস্থিত (Motor electricity) জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ এই বিশ্বমণ্ডলের সমস্তই আপনাতে অনুভব করিতেছে, এবং তদ্ব্যতীত অপর কোন পদার্থের অস্তিত্ব না থাকাতে কোন ভোগেরই তাহাদের প্রয়োজন হয় না; সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ সর্বতোভাবে পরিতৃপ্ত (In full satisfaction থাকাতে তৎপ্রবর্তক মন অচল এবং অটলরূপে নির্বিকারভাবে বিরাজ করিতেছে। এইরূপে মন সর্বদা প্রকৃতিস্থ থাকায় প্রাণ কোনপ্রকারে বিকৃত হয় নাই সুতরাং তদধীনস্থ কর্মেন্দ্রিয়গণ সর্ব্বদাই নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করিতেছে। এইরূপে সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধকের অভাবপ্রযুক্ত এই বৃহৎব্রহ্মাণ্ডস্থ প্রাণ (Univarsal Magnetism Vitality) সর্ব শক্তিমানরূপে (With Almighty Power) যথা নিয়মে, পরিপাক ও রক্ত সঞ্চালনাদির ন্যায় গ্রহ উপগ্রহের সহিত এই অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডকে পালন করিয়া থাকে। এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে অধিষ্ঠিত চৈতন্যকে দর্শনশাস্ত্র বিদ্‌গণ সমষ্টিভাবে পরমাত্মা বা পরমপুরুষ বলেন, ইনি নিষ্ক্রিয় এবং নির্বিকারভাবে জাগ্রতাবস্থাপন্ন প্রাণ দ্বারা এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড পালন করিতেছেন; ব্যষ্টিভাবে ইহার প্রত্যেক অংশস্থিত চৈতন্যকে জীবাত্মা এবং বা পুরুষ বলিয়া থাকেন।

জীব, (Natural Law) স্বাভাবিক নিয়মানুসারে আপন জ দেহের অন্নময়কোষের অন্তরে প্রাণময়কোষ প্রকাশ করতঃ উদ্ভিদরূপে পরিণত হয়, এবং তাহার অন্তরে মনোময়কোষ প্রকাশে সক্ষম হইয়া ক্রমে ক্রমে অশুদ্ধিক্ষয় হইয়া উত্তরোত্তর নানাপ্রকার উন্নত তির্য্যগ্‌দেহ প্রাপ্ত হয়, পরে স্বভাবের ক্রমোন্নতিপ্রযুক্ত জ্ঞানময় কোষ প্রকাশিত হইয়া মানব দেহধারণ করিয়া থাকে। জীব যোগ বিভূতি দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রি পরিতৃপ্ত করিয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ করিতে পারিলে, এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড

মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়াদি আপন অঙ্গরূপে অনুভব করত, অন্তরে আনন্দময় কোষ প্রকাশিত হয়; এইরূপে পরমপুরুষ বা পরমাত্মার স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এইরূপে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া এককালে জগৎব্রহ্মাণ্ড অনুভব করিতে না পারিয়াই, জীবের মনে প্রতিনিয়ত একটির পর একটি ভোগের কামনা উদয় হয়। এইরূপে জীবের মন একটু অবস্থান্তর হইলেই, প্রাণ তদ্দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডস্থ সর্বশক্তিমান প্রাণবায়ুকে বেগযুক্ত করে; সুতরাং ঐ বিকার নিবারণোপযোগী পদার্থ জীবের ভোগের জন্য উপস্থিত হয়। জীব ঐ সমস্ত কাম্যবিষয় ভোগ দ্বারা মনকে প্রকৃতিস্থ বা শান্ত করিয়া থাকে। এইরূপে মন প্রকৃতিস্থ বা শান্ত ভাবাপন্ন হইলে, জীবের প্রাণবায়ু (Vitality or Animal Megnetism) সর্বপ্রকার বেগশূন্য হইয়া, পূর্ণবলে অর্থাৎ আপন জাগ্রতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, যথানিয়মে সমস্ত কার্য্য সমাপন করিতে থাকে। এইরূপে আপন প্রাণকে জাগ্রতাবস্থায় রাখিতে পারিলে, মনে কোন বাসনার উদয় হইবামাত্র, তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয় জীবের ভোগের নিমিত্ত উপস্থিত হয়। এই সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান সর্বব্যাপী মনের এত মহত্ত্ব যে, এই জগৎব্রহ্মাণ্ডে কোন পদার্থ বা কোনপ্রকার শক্তিই এই মনের মালিন্যভাব সহ্য করিতে পারে না। ইহার তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত এই অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড ভটস্থ হইয়া আছে। ইহার বাসনা হইলে যেকোন পদার্থের প্রয়োজন হউক না কেন, ব্রহ্মাণ্ডে তাহার অস্তিত্ব না থাকিলেও তৎক্ষণাৎ তাহা সৃষ্টি হইয়া তাহার বাসনার নিবৃত্ত করে। এইরূপে এই অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডবিশিষ্ট বিশ্বমণ্ডল জীবের (Will power) ইচ্ছাশক্তির অধীন এবং তাঁহার শান্তির নিমিত্ত অভিলাষ পূরণে উন্মুখ হইয়া অবস্থান করিতেছে।

কিন্তু জীব ক্ষুদ্র চিত্ততাপ্রযুক্ত অস্থির হইয়া একটি কামনার অব্যবহিত পরেই অপর একটি কামনা করিয়া মনকে সর্বদাই বিকৃত করিয়া থাকে। তদ্দ্বারা প্রাণবায়ুও নানাপ্রকারে বেগযুক্ত হওয়াতে, কোনপ্রকার

নির্দিষ্ট বেগ অবলম্বন করিতে না পারিয়া, একপ্রকার ছিন্নভিন্ন অবস্থা
হয়। এইরূপ দুরাবস্থাপন্ন প্রাণবায়ু দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডস্থ প্রাণে রীতিমত
প্রযুক্ত হয় না, এবং নানাপ্রকার বিপরীত ভাবাপন্ন বেগপ্রাপ্ত হইয়া
কোন পদার্থ উপস্থিত করিতেও সক্ষম হয় না; এবং তদ্দ্বারা শরীরযন্ত্র
যথানিয়মে নির্বাহিত না হইয়া, অল্পকাল মধ্যে দেহ অকর্মণ্য হইয়া যা
এই প্রকারে উপস্থিত দেহ নষ্ট হইলে, ঐ সমস্ত নানাপ্রকার কামনার
নিবারণ না হওয়াতে, জীবকে ঐ সমস্ত বেগের (Resultant for
সমষ্টিশক্তি দ্বারা তৎভোগোপযোগী দেহ ধারণ করিতে হয়। সুতরাং
সমস্ত সঞ্চিত কামনাভোগহেতু জীবকে পুনরায় এই সংসারে জন্মপরি
দ্বারা আবদ্ধ হইতে হয়; সুতরাং ইহার ভোগ ব্যতীত জীবের নি
নাই। এ বিষয় তন্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে যে, মানসিক শুভাশুভ
অর্থাৎ কামনার বিষয় অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে, ভোগ ব্যতীত শ
কোটী কল্পতেও ইহার ক্ষয় নাই। এই শুভাশুভ কর্ম সকল যে পর্য্যন্ত
প্রাপ্ত না হয়, তাবৎ জীবের শান্তির বা মুক্তির উপায় নাই।

"না ভুক্ত ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটি শতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্॥"
"যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম শুভঞ্চাশুভমেব বা।
তাবন্ন জায়তে মোক্ষং নৃণাং কল্পশতৈরপি॥".

এই সমস্ত সঞ্চিত কামনাকে শাস্ত্রকারগণ অদৃষ্ট বলেন।

এই নিমিত্ত পূর্ব পূর্ব শ্লোকে এই অদৃষ্ট সৃষ্টিকারক কামনা প
ত্যাগার্থ তাহার মূলস্বরূপ অনুরাগ ও বিরাগাদি বিহীন হইতে উপদে
দিয়াছেন; এবং এই শ্লোকে সঞ্চিত কামনারূপ অদৃষ্টের ভোগব্যত
জীবের শান্তির উপায় নাই বলিয়া, নিস্পৃহভাবে অর্থাৎ কোন নূ
অদৃষ্টের সৃষ্টি না করিয়া পূর্ব সঞ্চিত অদৃষ্টদত্ত ভোগ দ্বারা মনকে প্রকৃ
করিয়া শান্ত হইতে উপদেশ দিয়াছেন।

যোগক্রিয়া দ্বারা কামনার উৎপত্তিস্থল রাগদ্বেষশূন্য হইলে বি

প্রকাশ পাইয়া সর্বপ্রকার কাম্যবিষয়ের ভোগ সমাপন করতঃ, মনকে প্রকৃতিস্থ করিয়া শান্ত হইতে পারা যায়; এবং তাহাতে সমস্ত বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডস্থ মন প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়াদিকে আপন অঙ্গের ন্যায় অনুভব করিয়া জীব বিশ্বমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইয়া, এই বিশ্বমণ্ডলস্থ সমষ্টি চৈতন্য পরম-পুরুষ বা পরমাত্মার স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়। তখন এই বিশ্বমণ্ডলে কেবল আপনি ভিন্ন অপর কোন দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব না থাকায়, শাস্ত্রবিদ্ মহাত্মাগণ ইহাকে কৈবল্যপদ বলিয়া উল্লেখ করেন ॥৭০॥

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥৭১॥

যে জনের স্পৃহা আর নাহি অহঙ্কার। মমতা হইতে শূন্য হৃদয় যাহার॥
প্রারব্ধবশেতে ভোগ করয়ে বিষয়। সে জনের পরমনির্ব্বাণ প্রাপ্তি হয়॥৭১॥

যঃ পুমান্ সর্ব্বান্ কামান্ বিহায় পরিত্যজ্য নিস্পৃহঃ সন্ চরতি, সঃ নিরহঙ্কারঃ অভিমান-শূন্যঃ নির্ম্মমঃ মোহশূন্যঃ পুরুষঃ শান্তিং মোক্ষং অধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥৭১॥

ব্যাখ্যা। যাঁহারা সর্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগপূর্বক স্পৃহাশূন্য, অহঙ্কারশূন্য এবং মমতাশূন্য হইয়া ভোগ্য বিষয়সকল উপভোগ করেন, তাঁহারাই শান্তিপদ প্রাপ্ত হয়েন ॥৭১॥

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥৭২॥

এই ব্রহ্মজ্ঞান নিষ্ঠা শুন ধনঞ্জয়। ইহাই পাইলে পুনঃ মুগ্ধ নাহি হয়॥
যদি মৃত্যুকালে হয় এই ব্রহ্মজ্ঞান। আশ্রয় করিয়া মরে সে পায় নির্বাণ॥৭২॥

হে পার্থ! এষা এবম্বিধা ব্রাহ্মী ব্রহ্মণি স্থিতিঃ নিষ্ঠা ভবতি, এনাং স্থিতিং প্রাপ্য লব্ধ্বা পুমান্ ন বিমুহ্যতি ন সংসারমোহমাপ্নোতি; অন্তকালে মৃত্যুকালেঽপি অস্যাং ব্রহ্মনিষ্ঠায়াং ক্ষণং স্থিত্বা জীবঃ ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ব্রহ্মণি লয়ং গচ্ছতি কৈবল্যং পদমাপ্নোতি ইত্যর্থঃ ॥৭২॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে পদবোধিনীবৃত্তৌ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ব্যাখ্যা। ইহাকেই ব্রহ্মনিষ্ঠা অর্থাৎ আত্মচৈতন্যে অবস্থিতি বলে, ইহা প্রাপ্ত হইলে জীবকে আর মুগ্ধ হইতে হয় না। মৃত্যু সময়ে ক্ষণ-

কালের নিমিত্ত ও এইরূপে অবস্থান করিতে পারিলেই, ব্রহ্মপদে নির্বা
প্রাপ্তি হয় ॥৭২॥

সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

পূর্ব্ব অধ্যায়ের প্রকাশিত মতে বিতর্কভাব গত হইলে কূটস্থচৈতন্য
হইতে এইরূপ অনুভূত হয় যে, এই রিপুবেষ্টিত শরীরে অবস্থান করিয়
ক্রিয়ানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হওয়া কর্ত্তব্য নহে, অতএব তেজের সহিত ক্রিয়া কর
কর্ত্তব্য ১-৩। কিন্তু রজোগুণে পুনরায় এইরূপ বিবেচনা হয় যে, এই
সমস্ত গুরুতুল্য পূজনীয় চিদাভাস ও সংস্কার দ্বারা আমরা এই উন্নতপদে
অবস্থিত হইয়াছি, অতএব এই ঘৃণিত আধিপত্যনিমিত্ত তাহাদিগকে নষ্ট
করা অপেক্ষা জন্ম জন্ম অনুগত হইয়া থাকাই উচিত। ইহাদিগের অভাবে
আমাদের জীবনই বৃথা ৪-৬। অতএব এই ক্রিয়ানুষ্ঠান করায় না করায়
কোন বিশেষ তারতম্য দেখিতে পাইতেছি না। আমি অজ্ঞ বহুলাভেও
অল্প ক্ষতি করিতে অক্ষম, আমি তেজহীন হইয়াছি, আমি ক্রিয়ানুষ্ঠানে
অক্ষম, আমার বিচারশক্তি নাই, অতএব হে কূটস্থচৈতন্য আমি শরণাপন্ন
আমাকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য শিক্ষা দিন ৭-৯। এই প্রকার নির্বিচারভাব উপ
স্থিত হইলে কূটস্থচৈতন্য প্রসন্ন হইয়া প্রজ্ঞা দ্বারা অবিকল্পিত সত্যসকল
এইরূপে অনুভূত হয় ১০। যেরূপ স্থূলদেহের স্বভাববশতঃ যৌবন
জরাদি অবস্থা উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ সূক্ষ্মদেহের স্বভাববশতঃ একটি দেহ
পরিত্যাগের পর অপর দেহও প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; কিন্তু চৈতন্য অক্ষ
কখনই নষ্ট হয় না, এবং অনাদি কখনও জন্মায়ও না। এই সমস্ত জন্ম-
মৃত্যু ব্যাপারে জ্ঞানিগণ কখনই মোহযুক্ত হন না, অতএব কেবলমাত্র
বুদ্ধিমানের বাক্যমাত্র লইয়া ব্যস্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে, তাঁহাদের ক্রিয়া অব
লম্বন করা উচিত ১১-১৩। ক্ষণস্থায়ী সুখদুঃখদায়ক বিষয়াদি যাঁহাকে
বিচলিত করিতে না পারে, তিনিই মুক্তিপথের উপযোগী। অতএব ইহ
সহ্য করিতে শিক্ষা করা কর্ত্তব্য ১৪-১৫। এই দেহাদি এবং বৃত্তিসমূ
সমস্তই রূপমাত্র, ইহা ক্ষণস্থায়ী এবং অনিত্য ; সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য নিত

বস্তু, কিছুতেই নষ্ট হয় না ; অতএব এই অনিত্য নামও রূপবিশিষ্ট বৃত্তি-
সমূহ নষ্ট করিয়া চৈতন্যপ্রকাশার্থ ক্রিয়ানুষ্ঠান করা উচিত ১৬-১৮। "এই
অনাদি, অনন্ত এবং সমানভাবে নিত্য অবস্থিত আত্মা শরীরের সহিত
কখনই নষ্ট হয়েন না ; নির্বোধে ইহাকে হত বা হন্তা বিবেচনা করে" ইহা
বুঝিয়া কেহই বৃথা হননকার্য্যে উদ্যোগী হয় না ১৯-২১। এই নিত্য সর্ব-
ব্যাপী সনাতন আত্মবস্তু বায়ু, অগ্নি, জল বা অস্ত্রাদি দ্বারা বিকৃত হইবার
নহে, ইনি জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় অকর্মণ্য দেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ
ধারণ করিয়া থাকেন। জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় এবং অন্তরেন্দ্রিয়েরও
অবিষয়ীভূত এই চৈতন্য পদার্থ অনুভূত হইলে, সামান্য মনোবৃত্তি প্রভৃতি
অভাবে দুঃখিত হওয়া উচিত নহে ২২-২৫। যদি আত্মাকে জন্ম ও মৃত্যু-
বিশিষ্ট এইরূপ ভ্রম বিবেচনা কর ; তাহা হইলেও জন্ম হইলে মৃত্যু এবং
মৃত্যু হইলে জন্ম ইহা নিশ্চয় হইয়া থাকে, এই অপরিহার্য্য ব্যাপারের
নিমিত্ত দুঃখিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে ২৬-২৭। এই নিত্যচৈতন্য অবধ্য, এই
চৈতন্যের অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে এই ভৌতিক জগৎ সৃষ্ট হইয়া ক্ষণকাল-
মাত্র প্রকাশভাবে অবস্থান করিয়া, পরে প্রলয়কালে ইহাতেই বিলীন
হইয়া থাকে ; অতএব ইহার নিমিত্ত আবার দুঃখ কি ? সদ্গুরুকৃপালব্ধ
ক্রিয়া দ্বারা প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইলে এই সমস্ত অনুভব করিয়া আশ্চর্য্য
হইতে হয়, ইহা বলিতেও আশ্চর্য্য বোধ হয় এবং শুনিতেও আশ্চর্য্যা-
ন্বিত হইতে হয়, কিন্তু চিত্ত স্থির না হইলে ইহা পুনঃপুনঃ শুনিয়াও বোধ-
গম্য হয় না ২৮-৩০। এই অনায়াসে সর্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মানন্দলাভকর আত্ম-
ধর্ম্ম ব্যতীত দেহীর সংসারযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার আর কোন উপায়
নাই ৩১-৩২। এই চৈতন্যপ্রকাশে বিমুখ হইলে আপনার অস্তিত্বে
পর্য্যন্ত সন্দেহ উপস্থিত হইয়া মহাভ্রমে পতিত হইতে হয়, এবং এই
ভৌতিক জগতের এবং অভিমানাদি বৃত্তিসমূহের বশবর্ত্তী হইয়া অত্যন্ত
কষ্ট পাইতে হয় ৩৩-৩৬। ইহার অনুষ্ঠানে সিদ্ধ হইলে ব্রহ্মাণ্ড আয়ত্ত
হয় এবং ইহাতে মৃত্যু হইলে রোগাদির বিনা যন্ত্রণায় পরমসুখে

উন্নত সংস্কারপ্রযুক্ত উত্তম স্থানে গমন করা যায়। অতএব ইহাতে লাভা
লাভ সমান ; এইরূপ জ্ঞানের সহিত অনিত্য সুখদুঃখ সহ্য করিয়া নিত্য
চৈতন্যপ্রকাশকর ক্রিয়াতে নিযুক্ত হওয়া উচিত ৩৭-৩৮। ইহাই জ্ঞানী
দিগের জ্ঞানযোগ ; এই জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত যোগক্রিয়া
আবশ্যক ; ইহার অনুষ্ঠানে বহুবুদ্ধির প্রয়োজন নাই, একমাত্র আত্মনিষ্ঠাই
যথেষ্ট ; সুতরাং কোন বিঘ্নেরও সম্ভাবনা নাই। ইহার কোন অংশই
বিফল হয় না, অল্পমাত্র অনুষ্ঠান করিতে পারিলেই তৎক্ষণাৎ মনের মহৎ
কষ্ট নষ্ট হইয়া তৃপ্তি উৎপাদন করে ৩৯-৪১। বেদাদি ধর্মশাস্ত্রসমূহ সত্ত্ব
রজোতমগুণান্বিত কামনাপরায়ণদিগের উপযোগী নানাপ্রকার প্রলোভনে
অলঙ্কৃত ; অতএব ভোগকামনা পরিত্যাগপূর্বক সুখদুঃখ সহ্য করিয়া উক্ত
ত্রিগুণের অতীত হইয়া শান্তভাবে অবস্থান করা উচিত ; কারণ ব্রহ্মানন্দে
তৃপ্তদিগের কোন সুখেরই অভাব থাকে না ৪২-৪৬। অতএব তুচ্ছ ফলা
কাঙ্ক্ষাবিশিষ্ট বৈদিকাদি কর্ম অপেক্ষা যোগক্রিয়া পরমোৎকৃষ্ট, ইহার
অনুষ্ঠানে উপেক্ষা করা কোনমতেই কর্তব্য নহে। কোন কার্যেরই ফল
কাহারও আয়ত্ত নহে, সুতরাং তাহাতে আকাঙ্ক্ষাও করিতে নাই ;
অতএব সিদ্ধ এবং অসিদ্ধ সমান বিবেচনাপূর্বক জ্ঞানের আশ্রয় লইয়া
ক্রিয়াতে নিযুক্ত থাকা উচিত ৪৭-৪৯। মনীষিগণ এই যোগক্রিয়া
কৌশলজাত জ্ঞান দ্বারা সুকৃতি ও দুষ্কৃতি উভয়ই বিনষ্ট করিয়া সংসার-
বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ৫০-৫১। বুদ্ধি
নানাপ্রকার বৈদিক এবং লৌকিক বিষয় দ্বারা মুগ্ধ হইয়া আছে, এই
মোহদুর্গ অতিক্রম করিতে পারিলে সমস্ত বিষয়ে বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া
স্থিরভাবে প্রজ্ঞা প্রকাশিত হয় ৫২-৫৩। এইপ্রকার অনুভূত হইলে
রজোগুণে জানিতে ইচ্ছা হয় যে, স্থিতপ্রজ্ঞ কাহাকে বলে, তাঁহাদের
উপদেশ কিরূপ, তাঁহারা কিরূপে অবস্থান করেন, এবং তাঁহাদের গতি
বা কি প্রকার ৫৪। পরে কূটস্থচৈতন্যে অনুভব হয় যে, ইন্দ্রিয়গণকে
তত্তৎ বিষয় হইতে কূর্মের অঙ্গের ন্যায় অনায়াসে প্রত্যাহরণ করিয়া, ভয়

ক্রোধবিহীন হইয়া সুখদুঃখ সমান বিবেচনার সহিত সমস্ত মনোগত কামনা
পরিত্যাগপূর্বক সর্বভূতের প্রতি স্নেহ অনুরাগ এবং বিরাগশূন্যভাবে
আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট থাকাই স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ ৫৫-৫৮। ইন্দ্রিয়গণ
উপবাসাদি দ্বারা নিস্তেজ হইলে বিষয়ভোগে যদিও নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু
কামনা নিবৃত্ত হয় না, কারণ উহারা পুনরায় সতেজ হইবামাত্র যত্নশীল
মহাজ্ঞানিগণেরও মনকে একেবারে হরণ করিয়া থাকে। অতএব এই
প্রমথনশীল ইন্দ্রিয়গণকে সংযমপূর্বক আপন বশে রাখিয়া আপনাতে
অবস্থান করা কর্তব্য, ইহাই স্থিতপ্রজ্ঞদিগের উপদেশ ৫৯-৬১। বিষয়ের
চিন্তা করিতে করিতে তাহাতে স্পৃহা জন্মে, পরে তৎপ্রাপ্তির অভিলাষ
হয়, সেই প্রাপ্তির প্রতিবন্ধকে ক্রোধ উৎপন্ন হইয়া মোহ আনয়ন দ্বারা
স্মৃতিভ্রংশ করিলে আত্মজ্ঞান নষ্ট হইয়া মৃততুল্য হইতে হয় ; যোগক্রিয়া
দ্বারা জ্ঞান প্রকাশিত না হইলে শান্তির উপায় নাই, এবং শান্তি ব্যতীত
সুখানুভূতিও দুর্লভ। বিষয়চিন্তা দ্বারা ইন্দ্রিয়সকল চঞ্চল হইলে মন
তাহার অনুগমন করিয়া বায়ুতাড়িত সমুদ্রস্থিত নৌকার ন্যায় জ্ঞানকে
হরণ করে ; তন্নিমিত্ত স্থিতপ্রজ্ঞগণ শব্দস্পর্শাদি সমস্ত বিষয় হইতে
ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ করিয়া অনুরাগ ও বিরাগশূন্যভাবে বিষয়ভোগ দ্বারা
আত্মপ্রসন্নতা প্রাপ্তে সুখ ও দুঃখ নষ্ট করিয়া স্থিরবুদ্ধির সহিত 'অবস্থান'
করেন ৬২-৬৮। ইন্দ্রিয়সকল যাহাতে জাগ্রত হয়, এমত শব্দস্পর্শাদি
বিষয়ে দৃষ্টি না রাখিয়া, জলপূর্ণ সমুদ্রের ন্যায় ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া
ভৌতিক জগতের জ্ঞানের অগম্যস্থান কূটস্থে জাগ্রতভাবে অবস্থানপূর্বক,
মমতা, স্পৃহা এবং অহঙ্কার পরিত্যাগ করতঃ, নদনদী আগত জলগ্রহণের
ন্যায় সর্বপ্রকার প্রারব্ধবিষয়ভোগ সমাপন করিয়া, স্থিতপ্রজ্ঞগণ সংসার-
বন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন ; সুতরাং তাঁহাদের কৈবল্যপদে "গতি" হয়।
কামনার শেষ না থাকায় কামনাপরায়ণগণ পুনঃপুনঃ জন্মপরিগ্রহ
করিয়া এই সংসারেই আবদ্ধ হইয়া থাকেন ৬৯-৭১। ইহাকেই সর্ব-
মোহের অন্তকারক আত্মচৈতন্যে অবস্থিতি বলে। জীব মৃত্যুকালেও
অবস্থান করিলে জীব কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হয়॥

এইরূপে অবস্থিত হইতে পারিলে তদ্বিষ্ণুপরমপদে লীন হইয়া কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হয়েন ৭২।

ইতি যোগশাস্ত্রোপনিষৎ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার
দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাশ্চাত্য ও এতদ্দেশীয়
বিবিধ শাস্ত্রসঙ্গত মীমাংসার
সহিত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা
সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

কর্ম্মযোগঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥১॥

দ্বিতীয় অধ্যায়ে জ্ঞান করিয়া শ্রবণ। গোবিন্দের প্রতি পার্থ করে নিবেদন ॥
কর্ম্ম হতে যদি জ্ঞান শ্রেষ্ঠ হয় হরি। তবে কেন ঘোর যুদ্ধে আজ্ঞা দাও শৌরি ॥১॥

অর্জ্জুন উবাচ। বহ্নিতত্ত্বেন অনুভূয়তে।

হে জনার্দ্দন (জনৈঃ অর্দ্দয়তে যাচ্যতে অভীষ্টসিদ্ধয়ে) কেশব সর্ব্বেশ্বর কূটস্থচৈতন্য। কর্ম্মণঃ কর্ম্মযোগাৎ ক্রিয়ায়াঃ বুদ্ধি জ্ঞানযোগঃ জ্যায়সী প্রশস্ততরঃ। চেৎ যদি তে তব মতা সম্মতা, তৎ তদা কিং কিমর্থং মাং ঘোরে বিষমে কর্ম্মণি ক্রিয়াযোগানুষ্ঠানে নিয়োজয়সি প্রবর্ত্তয়সি ॥১॥

ব্যাখ্যা। এই সমস্ত বিবেচনা করিলে রজোগুণে এইরূপ প্রশ্ন হয় যে, হে চৈতন্য! যদি জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ পদার্থ, তবে এ ঘোর ক্রিয়াতে কেন নিয়োজিত হইব? ॥১॥

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥২॥

একবার কহিতেছ শ্রেষ্ঠ হয় জ্ঞান। পুনর্ব্বার কহিতেছ কর্ম্মের বাখান ॥
দুয়েতে মোহের ন্যায় জন্মাও আমার। যাতে শ্রেয় পাই তাহা কহ সারোদ্ধার ॥২॥

ক্বচিৎ ক্রিয়াযোগ প্রশংসা ক্বচিৎ জ্ঞানযোগ প্রশংসা ইত্যেবং ব্যামিশ্রং সন্দেহোৎপাদকং ইব বাক্যেন মে মম বুদ্ধিং মোহয়সি ভ্রান্ত্যা যোজয়সি (প্রজ্ঞাবাক্যে মোহকত্বাভাবেঽপি মম এবং ভাতি ইতি 'ইব' শব্দেন উক্তং) অতএব এতদুভয়োর্ম্মধ্যে যত্তত্রং অহং যেনানুষ্ঠিতেন শ্রেয়ো মোক্ষং আপ্নুয়াং প্রাপ্স্যামি, তদেকং নিশ্চিত্য বদ মাং জ্ঞাপয় ॥২॥

ব্যাখ্যা। জ্ঞান ও কর্ম উভয়ের মধ্যে যখন যেটিকে বিবেচনা করিয়া দেখি, সেইটিকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়; অতএব আমার বুদ্ধি মুগ্ধ হইয়াছে, এক্ষণে কোন্‌টি আমার পক্ষে শ্রেয় তাহা বুঝাইয়া দিন ॥২॥

শ্রীভগবানুবাচ।

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্ ॥৩॥

দুই রূপ অধিকারী ইহলোকে হয়। কহিয়াছি তোমাকে পূর্ব্বেতে ধনঞ্জয় ॥
যে জনের চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে তার। আত্মার শ্রবণ মননেতে অধিকার ॥
চিত্তশুদ্ধিহীন ব্যক্তি জ্ঞানের কারণ। নিষ্কাম হইয়া কর্ম করিবে সাধন ॥৩॥

শ্রীভগবানুবাচ। ষড়ৈশ্বর্য্যশালী কূটস্থচৈতন্যেন অনুভূয়তে।

হে অনঘ নিষ্পাপ নির্ম্মলাত্মন্! পুরা পূর্ব্বাধ্যায়ে ময়া কূটস্থচৈতন্যেন প্রোক্তাঃ স্পষ্টমেবোক্তাঃ; অস্মিন্ লোকে দেহে অধিকারিভেদেন নিষ্ঠা মোক্ষপরতা দ্বিবিধা অস্তি। সাংখ্যানাং জ্ঞানভূমিমারূঢ়ানাং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠা উক্তা, যোগিনাং সাংখ্যভূমিমনারূঢ়ানাং অন্তঃকরণশুদ্ধিনা তদারোহার্থং যোগানুষ্ঠানকারিণাং কর্মযোগেন যোগক্রিয়ানিষ্ঠা উক্তা ॥৩॥

ব্যাখ্যা। এইরূপ চিন্তার পর, কূটস্থে চিত্ত সংযত থাকিলে (তাঁহার উত্তর পাওয়া যায়) অর্থাৎ অনুভব হয় যে, পূর্ব্বেই স্থির হইয়াছে যে, নিষ্ঠা দুই প্রকার; যাঁহাদিগের চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে তাঁহারা জ্ঞানযোগে মুক্তিলাভ করে; কিন্তু চিত্তশুদ্ধিহীন ব্যক্তিদিগের ঐ জ্ঞানলাভের নিমিত্ত ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠানে নিযুক্ত হইতে হয় ॥৩॥

ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥৪॥
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥৫॥

কর্ম না করিলে লোকে জ্ঞান নাহি হয়। জ্ঞানশূন্য সন্ন্যাসেতে মোক্ষ নাহি পায় ॥৪॥
কর্ম্ম না করিয়া জ্ঞানী অথবা অজ্ঞান। ক্ষণমাত্র থাকিতে না পারে বিদ্যমান ॥
স্বাভাবিক রাগ দ্বেষ হইয়া কারণ। অবশ হইয়া কর্মে করয়ে প্রেরণ ॥৫॥

পুরুষঃ কর্ম্মণাং অনারম্ভাৎ অননুষ্ঠানাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং কর্মশূন্যতাং নিষ্ক্রিয়াত্মস্বরূপেনৈবাবস্থানং ন অশ্নুতে প্রাপ্নোতি, কর্ম্মানুষ্ঠানাৎ প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ। ন সন্ন্যাসনাৎ কেবলকর্ম্মপরিত্যাগমাত্রাদেব চিত্তশুদ্ধিবিনাকৃতাৎ সিদ্ধিং মোক্ষং সমধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥৪॥

হি যস্মাৎ কশ্চিৎ জ্ঞানী অজ্ঞানী বা অকর্ম্মকৃৎ সন্ ক্ষণং কিঞ্চিৎকালমপি জাতু কদাচিৎ ন তিষ্ঠতি স্থাতুং শক্নোতি; হি যস্মাৎ সর্ব্বঃ জনঃ এব প্রকৃতিজৈঃ প্রকৃতিতো জাতৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভিঃ গুণৈঃ অবশঃ সন্ পরবশতয়া কর্ম কার্য্যতে কর্ম্মণি প্রবর্ত্ততে ॥৫॥

ব্যাখ্যা। ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান দ্বারা জ্ঞানলাভ না হইলে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার কর্ম পরিত্যাগপূর্বক সন্ন্যাসাবলম্বন দ্বারা কখনই নিষ্ক্রিয়ভাবে অবলম্বন করা যায় না। কারণ কি জ্ঞানী কি অজ্ঞানী কেহই কর্মত্যাগ করিয়া ক্ষণমাত্র অবস্থান করিতে সক্ষম নহে। অর্থাৎ যাহাতে চৈতন্য প্রকাশ হয় এরূপ পুরুষগুণবিশিষ্ট কর্ম না করিলে, প্রকৃতিজাত সত্ত্ব রজঃ এবং তমোগুণে আচ্ছন্ন হওত, রাগ, দ্বেষ ও ইচ্ছাদির বশবর্ত্তী হইয়া ক্রমশঃ অচৈতন্যভাবে সংসারকার্য্যে নিযুক্ত হইতে হয় ॥৪॥৫॥

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥৬॥

হস্তপদ আদি যত বাহ্যেন্দ্রিয় হয়। দমন করিয়া সদা ভাবে যে বিষয় ॥
জানায় লোকেরে আমি ব্রহ্মধ্যান করি। কিন্তু সেই প্রতারক হয় মিথ্যাচারী ॥৬॥

যঃ বিমূঢ়াত্মা মূর্খঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি বাক্‌পাণ্যাদীনি সংযম্য সংহৃত্য মনসা রাগদ্বেষাদি প্রেরিতেন ইন্দ্রিয়ার্থান্ শব্দস্পর্শাদীন্ স্মরন্ আস্তে তিষ্ঠতি, সঃ মিথ্যাচারঃ তস্য আচারঃ কর্ম্ম বৃথা ইতি উচ্যতে ॥৬॥

ব্যাখ্যা। যাহারা সংসারকার্য্য হইতে মুক্ত হইয়া নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করিবার ইচ্ছায় বলপূর্বক হস্ত, পাদ ও বাক্যাদি কর্মেন্দ্রিয়সকল সংযত করিয়া মৌনভাবে জড়ের ন্যায় অবস্থান করে, তাহারা বড়ই নির্বোধ; কারণ তাহাদের মন চির অভ্যাসবশতঃ সর্বদাই ইন্দ্রিয়ের বিষয়সকলের ভাবনাতে ব্যস্ত হইয়া থাকে। সুতরাং তাহাদের স্থৈর্য্যের অভাব হইয়া সমস্ত আচারই বৃথা হয় ॥৬॥

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমশক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥৭॥

কর্ম্মের দ্বারায় করি ইন্দ্রিয় দমন। শরীর দ্বারায় কর্ম করয়ে যেজন ॥
কিন্তু কর্মফলে যদি নাহি করে রুচি। সেইজন শ্রেষ্ঠ হয় শুন সব্যসাচী ॥৭॥

যঃ তু ইন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ানি মনসা বিবেকযুক্তেন নিয়ম্য নিগৃহ্য, অশক্তঃ ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিতঃ সন্ কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ বাক্‌পাণ্যাদীভিঃ কর্মযোগং উপস্থিত কর্ম্ম আরভতে অনুতিষ্ঠতি, স বিশিষ্যতে বিশিষ্টো ভবতি প্রারব্ধভোগক্ষয়েন শান্তিপদমাপ্নোতি ইতি ভাবং ॥৭॥

ব্যাখ্যা। যাঁহারা যোগক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা বাহ্যেন্দ্রিয়সকলকে মনের সহিত বশীভূত করিয়া বিষয়ের আসক্তি সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক উপস্থিত কর্ম্মসকল সমাপন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ ॥৭॥

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্মণঃ ॥৮॥

অতএব নিত্যকর্ম্ম কর অনুষ্ঠান। কর্ম্মত্যাগ হতে কর্ম যেহেতু প্রমাণ ॥
সকল কর্ম্মেরে তুমি ত্যজিবে যত্নপি। শরীর নির্বাহ তব না হবে কদাপি ॥৮॥

অতএব নিয়তং নিত্যং কর্ম্ম কুরু কর্মানুষ্ঠানং কর্ত্তব্যং ইত্যর্থঃ, হি যস্মাৎ অকর্মণঃ কর্ম্ম অকরণাৎ প্রারব্ধক্ষয় হতোঃ কর্মকরণং জ্যায়ো শ্রেষ্ঠতরম্ অপি চ অকর্মণঃ কর্ম্মশূন্যস্য তে তব শরীর-যাত্রা শরীরস্থিতিরপি ন প্রসিধ্যেৎ ন ভবেৎ ইত্যর্থঃ ॥৮॥

ব্যাখ্যা। অতএব জীবদিগের নিয়তই চৈতন্যপ্রকাশকর ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকা কর্ত্তব্য; কারণ কর্ম্মে নিযুক্ত না থাকিলে জীবের শরীররক্ষাও হয় না ॥৮॥

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥৯॥

যে কর্ম্ম না করে বিষ্ণুপ্রীতের কারণ। সেই কর্ম হয় পার্থ লোকের বন্ধন॥
অতএব বিষ্ণুপ্রীতি করিয়া প্রার্থনা। কর্ম কর ত্যাগ করি ফলের কামনা ॥৯॥

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণঃ চৈতন্যপ্রকাশকক্রিয়ায়াঃ, অন্যত্র তদেকং বিনা অপরবিষয়ে আসক্তো সতি অয়ং লোকঃ কর্ম্মবন্ধনং কর্ম্মভির্বধ্যতে; অতঃ মুক্তসঙ্গঃ নিষ্কামঃ সন্ তদর্থং তচ্চৈতন্যপ্রকাশার্থং কর্ম সমাচর সম্যক শ্রদ্ধাদি পুরঃসরং আচর ॥৯॥

ব্যাখ্যা। যে সকল কর্ম চৈতন্যপ্রকাশার্থে অনুষ্ঠিত হয় তাহাকে

যজ্ঞ বলে; তদ্ব্যতীত বিষয়সুখকামনায় কোনপ্রকার কর্মের অনুষ্ঠান করিলে, তাহার ফলভোগ জন্য সংসারে আবদ্ধ থাকিতে হয়। অতএব যে সকল কর্মে কোন ফলভোগের কামনা নাই অর্থাৎ কেবলমাত্র চৈতন্য-প্রকাশের জন্য নিষ্কাম যোগক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা উচিত ॥৯॥

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্ট কামধুক্ ॥১০॥

যজ্ঞের সহিত প্রজা করিয়া সৃজন। সৃষ্টির প্রথমে কহিলেন পদ্মাসন ॥
যজ্ঞের দ্বারায় অতি বৃদ্ধিকে পাইবে। এই যজ্ঞ তোমাদের ইষ্টফল দিবে ॥১০॥

ক্রিয়য়া প্রকৃষ্টরূপেণ জায়ন্তে উৎপদ্যন্তে যাঃ তাঃ প্রজাঃ জ্ঞানানিতেষাং পতিঃ পালকঃ যঃ সঃ প্রজাপতি জ্ঞানদাতা গুরুরিতিযাবৎ, সহযজ্ঞাঃ যজ্ঞেন জ্ঞানপ্রকাশক্রিয়য়া সহ প্রজাঃ জ্ঞানানি সৃষ্ট্বা প্রকাশয়িত্বা, পুরা তদ্ব্যবহিত পূর্ব্বমেব, উবাচ উপদিদেশ। অনেন যজ্ঞেন যূয়ং প্রসবিষ্যধ্বং উন্নতাঃ ভবেধ্বং, এষঃ যজ্ঞঃ বঃ যুষ্মাকং ইষ্টান্ কামান্ দোগ্ধি ইতি ইষ্টকামধুক্ অভীষ্টার্থপ্রদঃ অস্তু ভবতু ॥১০॥

ব্যাখ্যা। এই চৈতন্যের পালক অর্থাৎ পূর্ণ চৈতন্যযুক্ত গুরুদেব, ক্রিয়া দ্বারা শিষ্যগণকে জ্ঞানদান করিবার পূর্বেই এইরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন যে, এই ক্রিয়া দ্বারা উত্তরোত্তর দৈবশরীরের উন্নতি হইবে; এবং বিভূতি প্রকাশিত হইয়া সমস্ত অভিলষিত পদার্থ আয়ত্ত হইবে। ১০॥

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥১১॥

হোমের দ্বারায় দেবতার উপকার। তোমরা করহ তোমাদের পুনর্ব্বার ॥
বৃষ্টি দ্বারা দেবগণ দিবেন মঙ্গল। পরস্পর উপকারে পাবে মহাফল ॥১১॥

অনেন যজ্ঞেন যূয়ং দেবান্ নাড্যধিষ্ঠাতৃদৈবতেজাংসি ভাবয়ত সংবর্দ্ধয়ত, তে দেবাঃ বঃ যুষ্মাকং চৈতন্যং ভাবয়ন্তু সংবর্দ্ধয়ন্তু, প্রকাশয়ন্তু, এবম্প্রকারেণ পরস্পরং দৈবতেজাংসি চৈতন্যঞ্চ ভাবয়ন্তঃ সংবর্দ্ধয়ন্তঃ যোগবিভূতিপ্রাপ্তাঃ সন্তঃ পরং শ্রেয়ঃ অভীষ্টার্থং অবাপ্স্যথ প্রাপ্স্যথ ॥১১॥

ব্যাখ্যা। যজ্ঞ দ্বারা দৈবশরীরের উন্নতি করিতে পারিলে তাহার দ্বারাই আপনার উন্নতি হয়, এইরূপে পরস্পরের উন্নতি দ্বারা মহাফলস্বরূপ

কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হয় ॥১১॥

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥১২॥

পূজা পেয়ে দেবগণ বৃষ্ট্যাদির দ্বারা । তোমাদের দিবেন বাঞ্ছিত ফল তাঁরা ॥
সেই দেবদত্ত বস্তু দেবেরে প্রদান । না করিয়া খায় সেতো চোরের সমান ॥১২॥

দেবাঃ দৈবতেজাংসি যজ্ঞভাবিতাঃ ক্রিয়য়া বর্দ্ধিতাঃ সন্তঃ বঃ যুষ্মভ্যং ইষ্টান্ অভিলষিত ভোগান্ দাস্যন্তে। তৈঃ দৈবতেজোভিঃ দত্তান্ ভোগান্ এভ্যঃ অপ্রদায় নাড্যধিষ্ঠাতৃদৈবতেজসাং তৃপ্ত্যর্থং ন প্রাযোজ্য যঃ দেহাদ্রিয়াণ্যেব তর্পয়তি, সঃ স্তেন চৌরঃ এব নিরয়গামীত্বঞ্চ প্রাপ্নোতি আত্মানিষ্টকারী ভবতি ইত্যর্থঃ ॥১২॥

ব্যাখ্যা । যজ্ঞ দ্বারা দৈবশরীর সংবর্দ্ধিত হইলে, বিভূতি প্রকাশ পাইয়া যে সমস্ত অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, দৈব শরীরের উন্নতির নিমিত্ত প্রারব্ধক্ষয় জন্য তাহা ব্যবহার না করিয়া, কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গণের ভোগকামনা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করিলে, আপনারই অনিষ্ট করা হয় ॥১২

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥১৩॥

বৈশ্বদেব যজ্ঞশেষ যে করে ভোজন । পঞ্চগুণা পাপ হতে হয় বিমোচন ॥
যে পাপীরা আপন নিমিত্তে পাক করে । সেইসব ব্যক্তি খায় কেবল পাপেরে ॥১৩॥

যজ্ঞশিষ্টং ক্রিয়াবশিষ্টমমৃতং অশ্নন্তি ভুঞ্জতে যে তে যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ ক্রিয়াশান্তাঃ সন্তঃ, সাধকাঃ সর্ব্বকিল্বিষৈঃ সর্ব্বমালিন্যৈঃ মুচ্যন্তে। যে তু আত্মকারণাৎ ভোগকামনাহেতোঃ পচন্তি ক্রিয়াং কুর্ব্বন্তি, তে পাপঃ দুরাচারঃ অঘং দুষ্কৃতি জন্য মহৎ কষ্টমেব ভুঞ্জতে ॥১৩॥

ব্যাখ্যা । সাধকগণ ক্রিয়াবশেষে অমৃতরূপ স্থিতিপদ লাভ করিয়া সর্বপ্রকার সংসারযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করেন, কিন্তু যাহারা ইন্দ্রিয় ভোগার্থে ক্রিয়া করে, সেই আত্মানিষ্টকারীগণ পরিশেষে মহাকষ্ট পায় ॥১৩॥

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥১৪॥

অন্ন হতে সকল জীবের জন্ম হয় । সেই অন্ন মেঘ হতে জন্মে ধনঞ্জয় ॥
মেঘের উৎপত্তি হয় যজ্ঞের প্রভাবে । সেই যজ্ঞ যাজ্ঞিকের ক্রিয়াতে সম্ভবে ॥১৪॥

অন্নাৎ ভূতানি ভবন্তি এবম্ভুতক্রিয়ালব্ধাৎ অমৃতাৎ ভৌতিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদীনি সংবর্দ্ধন্তে। পর্জ্জন্যাৎ ধর্ম্মমেঘাৎ সমাধেঃ ক্রিয়ালব্ধস্য তস্য অমৃতস্য সম্ভব উৎপত্তিঃ ইতি অন্নসম্ভবঃ অমৃতং উৎপদ্যতে ইত্যর্থঃ। পর্জ্জন্যঃ ধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ যজ্ঞাৎ ভবতি উৎপদ্যতে, তদ্‌যজ্ঞঃ চ কর্মসমুদ্ভবঃ গুরুদত্ত কর্মণা সম্যক্ সম্পদ্যতে ॥১৪॥

ব্যাখ্যা । অন্ন অর্থাৎ অমৃতস্বরূপ যথার্থ ভোগের বিষয় যে স্থিতপদ, তাহা হইতে শরীরস্থ সর্বভূতই পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। এই অমৃত ধর্মমেঘ সহস্রার হইতে উৎপন্ন হয়। এবং যজ্ঞ দ্বারা সেই সহস্রদলপদ্ম প্রস্ফুটিতভাবে প্রকাশ পায়। গুরুদত্ত ক্রিয়া হইতেই এই যজ্ঞ হইয়া থাকে ॥১৪॥

কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্ ।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৫॥

এইসব ক্রিয়ার উৎপত্তি বেদে কয় । বেদের কারণ নিত্যব্রহ্ম নিরাময় ॥
অতএব সদা পরব্রহ্ম সর্বব্যাপী । যজ্ঞের দ্বারায় প্রাপ্ত হন যজ্ঞরূপী ॥১৫॥

কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং কূটস্থচৈতন্যাৎ উৎপদ্যতে। তৎ কূটস্থচৈতন্যঞ্চ অক্ষরসমুদ্ভবং পরব্রহ্মণঃ উৎপদ্যতে। তস্মাৎ বিদ্ধি জানীহি, তৎসর্ব্বগতং সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মচৈতন্যং নিত্যং সর্ব্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং চৈতন্যপ্রকাশকক্রিয়য়া প্রাপ্তব্যং ইতি ভাবঃ ॥১৫॥

ব্যাখ্যা । এই গুরুদত্ত যোগক্রিয়া কূটস্থচৈতন্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ; এবং এই কূটস্থচৈতন্য সেই অনন্তচৈতন্য পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং যজ্ঞ অর্থাৎ যোগক্রিয়ার দ্বারা সাধকগণ নিত্যচৈতন্য পরমাত্মস্বরূপত্ব লাভ করিয়া থাকেন ॥১৫॥

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥১৬॥

এই কর্মচক্র ঈশ্বরের নিয়মিত । যেইজন তার অনুষ্ঠানেতে রহিত ॥
আপনার জন্যেতে বিষয় ভোগ করে । বৃথা বাঁচে সেইজন পাপিষ্ঠ সংসারে ॥১৬॥

হে পার্থ! যঃ ইহলোকে অস্মিন্ দেহে এবং ক্রিয়া প্রবর্ত্তিতং যজ্ঞচক্রং ন অনুবর্ত্তয়তি যোগ-ক্রিয়াং অনুতিষ্ঠতি, সঃ ইন্দ্রিয়ারামঃ ইন্দ্রিয়পরায়ণঃ অঘায়ুঃ পাপজীবনঃ মোঘং বৃথা জীবতি তস্য জীবনকালং বৃথা গচ্ছতি ইত্যর্থঃ ॥১৬॥

ব্যাখ্যা। যাহারা ইহলোকে এইরূপ যোগক্রিয়ার অনুবর্ত্তি না হয়, সেই ইন্দ্রিয়পরায়ণগণ বৃথা জীবনধারণ করে, এবং যাবজ্জীবন তাহারা বড়ই কষ্ট পায় ॥১৬

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥১৭॥
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥১৮॥

যে জনের কেবল আত্মাতে প্রীতি হয়। আত্মানুভবেতে যার আনন্দ হৃদয় ॥
ভোগের বাসনা চিত্তে না হয় যাহার। সে জনের নাহি হয় কর্মে অধিকার ॥১৭॥
পুণ্য নাই সে জনের করিলে সৎকর্ম্ম। না করিলে কর্ম্ম তার না হয় অধর্ম্ম ॥
সেই আত্মনিষ্ঠের না থাকে ত্রিভুবনে। অন্য কোন সহকারী হিতের সাধনে ॥১৮॥

যঃ তু মানবঃ আত্মরতিঃ আত্মনি এব রতিঃ প্রীতির্যস্য ন বিষয়েষু, আত্মতৃপ্তঃ আত্মনি আত্মানন্দানুভবেন এব তৃপ্তঃ বিষয়েষু নিবৃত্তশ্চ আত্মনি এব সন্তুষ্টঃ ভোগাপেক্ষারহিতশ্চ সর্ব্বতো বিগতস্পৃহঃ ইত্যেতৎ যঃ ঈদৃশ আত্মবিদ্ স্যাৎ ভবেৎ, তস্য কার্য্যং কর্ম্মযোগং ন বিদ্যতে নাস্তি ইত্যর্থঃ ॥১৭॥

ইহলোকে তস্য কৃতেন কর্ম্মণা অর্থঃ প্রয়োজনং ন অস্তি, অকৃতেন কর্ম্ম অকরণেন কশ্চন ব্যাধিস্ত্যানাদি অন্তরায়ঃ প্রাপ্তিরূপঃ আত্মহানিলক্ষণঞ্চ ন অস্তি। অস্য আত্মজ্ঞান নিষ্ঠস্য ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্তেষু সর্বভূতেষু কশ্চিদপি অর্থ ব্যপাশ্রয়ঃ অর্থে প্রয়োজনে আশ্রয়ঃ চ ন অস্তি ॥১৮॥

ব্যাখ্যা। যাঁহারা সমস্ত বিষয়তৃষ্ণা পরিত্যাগপূর্বক আত্মানুভবানন্দ লাভে তৃপ্ত হইয়াছেন, যাঁহাদের আত্মাতেই সমস্ত অনুরাগ ও প্রীতি, এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট আছেন, তাঁহাদিগের কোন কর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। কারণ এরূপ আত্মজ্ঞগণ কোন কর্মের অনুষ্ঠান করিলে তাহাতে ব্রহ্মানন্দাপেক্ষা আর কি উপকার হইবার সম্ভব আছে? অর্থাৎ কোন উপকারই নাই। এবং পাতঞ্জল দর্শনশাস্ত্রেও লিখিত আছে যে, ব্যাধি অর্থাৎ শারীরিক অক্ষমতা, স্ত্যান অর্থাৎ মানসিক অক্ষমতা, প্রমাদ

অর্থাৎ মত্ততা, আলস্য অর্থাৎ নিশ্চেষ্টতা, অবিরতি অর্থাৎ কামনা, ভ্রান্তি-দর্শন অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান, অলব্ধভূমিকত্ব অর্থাৎ ফললাভের অক্ষমতা এবং অনবস্থিতচিত্তত্ব অর্থাৎ চাঞ্চল্য; এই কয়েকটি দ্বারায় চিত্তের বিক্ষেপ হইয়া ব্রহ্মানন্দের বিঘ্ন হয়। কিন্তু আত্মজ্ঞান প্রকাশ হইলে উপরোক্ত সমস্ত অন্তরায়ই বিলুপ্ত হইয়া যায়। যথা—

"ততঃ প্রত্যক্চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ ॥২৯॥"
"ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধভূমিকত্বা-নবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ ॥৩০॥"—সমাধিপাদঃ ॥

সুতরাং আত্মজ্ঞগণ সর্বদা আত্মচৈতন্যে অবস্থিত থাকা হেতু সর্বপ্রকার অন্তরায়াভাবপ্রযুক্ত ক্রিয়ানুষ্ঠান না করিলে কোন অপকারও নাই; এবং সর্বদা ব্রহ্মানন্দে অবস্থিতিহেতু প্রকৃতিজাত সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের বশবর্ত্তী হইয়া বিষয়কামনার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে ব্রহ্মাদি তৃণপর্যন্ত আশ্রয়গ্রহণ করিতে হয় না ॥১৭॥১৮॥

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥১৯॥

অতএব কর নিত্যকর্ম অনুষ্ঠান। মনেতে না করি কর্মফলের সন্ধান ॥
ফলত্যাগ করিয়া কর্মের অনুষ্ঠান। করিলে পুরুষ পায় পরমনির্ব্বাণ ॥১৯॥

তস্মাৎ অসক্তঃ ফলসঙ্গরহিতঃ সন্ সততং নিত্যং কার্য্যং কর্ম্ম চৈতন্যপ্রকাশহেতোঃ কর্ত্তব্য-ক্রিয়াং সমাচর সম্যগাচর, হি যস্মাৎ অসক্তঃ নিস্পৃহঃ পুরুষঃ সাধকঃ কর্ম্মাচরন্ যোগক্রিয়ানুতিষ্ঠন্ পরং কৈবল্যং আপ্নোতি প্রাপ্নোতি ॥১৯॥

ব্যাখ্যা। অতএব ফলের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপূর্বক নিত্য যোগ-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা উচিত। কারণ সাধকগণ আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক ক্রিয়া করিতে করিতে কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হয় ॥১৯॥

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥২০॥

জনকাদি কর্ম্ম করি সম্যক্ ভাব পান। লোকের রক্ষার্থে কর কর্ম অনুষ্ঠান ॥২০॥

জনকাদয়ঃ ঋষয়ঃ কর্ম্মণা ক্রিয়য়াঃ এব সংসিদ্ধিং সম্যগ্ সিদ্ধিং আস্থিতাঃ প্রাপ্তাঃ অপিচ লোকসংগ্রহঃ দেহাবস্থিতঃ সর্ব্বভূতস্য উন্মার্গপ্রবৃত্তিনিবারণং এব প্রয়োজনং সংপশ্যন্ ক্রিয়াং কর্ত্তুং অর্হসি ন কেনাপি ত্যক্তুং ইত্যর্থঃ ॥২০॥

ব্যাখ্যা। জনকাদি ঋষিগণ যোগক্রিয়া দ্বারা সিদ্ধি অর্থাৎ মুক্তি-লাভ করিয়াছিলেন এবং আমাদিগের বিপথগামী প্রবৃত্তিগুলিকে সৎপথে সংগ্রহকরণার্থও যোগক্রিয়ার প্রয়োজন। অতএব ক্রিয়া কোনমতেই পরিত্যাগ করা উচিত নহে ॥২০॥

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনঃ ॥
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥২১॥

যে প্রকারে ব্যবহার করে শ্রেষ্ঠ জন। সেই মতে ইতরেতে করে আচরণ ॥
শ্রেষ্ঠজন যে মতেরে প্রমাণ করিবে। ইতর লোকেতে অনুগত তার হবে ॥২১॥

যৎ যৎ কর্ম শ্রেষ্ঠঃ আচরতি ক্রিয়াপ্রধানরজোগুণান্বিতেন বহ্নিতত্ত্বেন যৎ যৎ কর্ম অনুচিকীর্ষ্যতে, তৎ তৎ কর্ম ইতরঃ জনঃ আচরতি সাধারণবৃত্তয়ঃ তৎ তৎ কর্মণি প্রবর্ত্ততে (সর্ব্বক্রিয়ারজোগুণোৎপন্নত্বাৎ) স বহ্নিতত্ত্বং যৎ কর্ম্ম কর্ত্তব্যমেব মন্যতে লোকঃ সাধারণঃ বৃত্তিঃ তদনুবর্ত্ততে তৎকর্মানুসরতি ॥২১॥

ব্যাখ্যা। রজোগুণ ব্যতীত ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট অপর কোন প্রাকৃতিক গুণ নাই; সুতরাং সকল কর্মেতেই ইহা শ্রেষ্ঠ। ইহার দ্বারা যে সমস্ত ক্রিয়া মনোনীত হয়, সাধারণ বৃত্তি সমস্তই তাহার আচরণ করে; এবং উহা দ্বারা যাহা স্থির হয় সকল বৃত্তি তাহারই অনুগামী হইয়া থাকে ॥২১॥

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্মণি ॥২২॥

অতএব আত্মপথে যেইজন রয়। ত্রিভুবনে কোন বস্তু অপ্রাপ্ত না হয় ॥
উদ্যোগ করিব যার প্রাপ্তির কারণ। তথাপিহ করি সদা কর্মের সাধন ॥২২॥

হে পার্থ! মে মম কর্ত্তব্যং করণীয়ং নাস্তি ন বিদ্যতে, যতঃ যস্মাৎ ত্রিষু লোকেষু ব্রহ্মাণ্ডস্য স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ দেহেষু মম অনবাপ্তং অপ্রাপ্তং অবাপ্তব্যং প্রাপনীয়ং চ কিঞ্চন কিঞ্চিদপি ন বিদ্যতে। তথাপি অহং কর্মণি বর্ত্ত এব কর্ম করোমি ॥২২॥

ব্যাখ্যা। এই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহের মধ্যে চৈতন্যের অপ্রাপ্ত এবং অপ্রাপ্য কিছুই নাই, সুতরাং কোন বস্তু প্রাপ্তির নিমিত্ত তাঁহার কোন ক্রিয়ানুষ্ঠানেরও প্রয়োজন হয় না। তথাপি সমস্ত কর্মেতেই চৈতন্যশক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥২২॥

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥২৩॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥২৪॥

যেহেতু যদ্যপি আমি হয়ে অতন্দ্রিত। কর্ম্মযোগ সাধন না করি কদাচিত ॥
কর্ম্মত্যাগী আমারে দেখিয়া সর্ব্বজন। কর্মত্যাগ করিবেক শুন হে অর্জ্জুন ॥২৩॥
যদি আমি নিত্যকর্ম না করি সাধন। কর্ম্মলোপে ভ্রষ্ট হবে এই প্রজাগণ ॥
তবে বর্ণসঙ্করের নিমিত্ত হইব। এইসব প্রজাগণ মলিন করিব ॥২৪॥

হে পার্থ! যদি অহং জাতু কদাচিৎ অতন্দ্রিতঃ অনলসঃ সন্ কর্মণি ন বর্ত্তেয়ং নানুতিষ্ঠেয়ং তর্হি মনুষ্যাঃ সর্ব্বে জীবাঃ মম বর্ত্মং মার্গং সর্ব্বশঃ প্রকারেণ অনুবর্ত্তন্তে, চৈতন্যহীনাঃ ভবন্তি ইত্যর্থঃ ॥২৩

চেৎ যদি অহং কর্ম ন কুর্য্যাং অতন্দ্রিত সন্ কর্মণি ন বর্ত্তেয়ং ইমে লোকাঃ প্রবৃত্তয়ঃ উৎসীদেয়ুঃ আত্মধর্মলোপেন কুপথগামিনঃ ভবেয়ুঃ সঙ্করস্য চ কর্ত্তাস্যাং, ততঃ বর্ণসঙ্করভ্রমজ্ঞানোৎপন্নঃ ভবেৎ, এবম্প্রকারেণ অহং ইমাঃ প্রজাঃ ইমানি জ্ঞানানি উপহন্যাং মলিনানি কুর্য্যাৎ ॥২৪॥

ব্যাখ্যা। যদি চৈতন্য অতন্দ্রিতভাবে জাগ্রতাবস্থায় ক্ষণকালের নিমিত্ত বর্ত্তমান না থাকেন, তাহা হইলে এই সমস্ত জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড এককালে জড়বৎ নিশ্চল হইয়া যায় এবং প্রবৃত্তিসকল কুপথগামী হইয়া প্রজ্ঞাকে অজ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া মলিনভাবাপন্ন করে। তদ্দ্বারা নানাপ্রকার ভ্রমজ্ঞান উৎপন্ন হয় ॥২৩॥২৪॥

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥২৫॥

যেরূপেতে বাসনা করিয়া কর্মফল। কর্মের সাধন করে অজ্ঞান সকল ॥
জ্ঞানী সেইরূপ লোকসংগ্রহ কারণ। করিবেন কর্ম সব পাণ্ডুর নন্দন ॥২৫॥

হে ভারত! অবিদ্বাংসঃ অজ্ঞানিনঃ যথা সক্তাঃ ভোগকামনাযুক্তাঃ সন্তঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি, তথা বিদ্বানপি অসক্তঃ ভোগকামনারহিতঃ সন্ লোকসংগ্রহপ্রবৃত্তিনাং উন্মার্গনিবারণং চিকীর্ষুঃ কর্ত্তুমিচ্ছু কর্ম্মাণি কুর্য্যাৎ ॥২৫॥

ব্যাখ্যা। (সঞ্চিত কামনা অর্থাৎ প্রারব্ধবশতঃ যে সমস্ত শুভাশুভ কর্মভোগ উপস্থিত হয় ; এই ব্রহ্মাণ্ডে কেহই তাহার বেগ সংবরণ করিতে সক্ষম নহে। তাহা সম্পন্ন না করিলে মন কোনপ্রকারেই প্রকৃতিস্থ হয় না। অজ্ঞানিগণ ঐ সমস্ত প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগ করিবার সময়, কতকগুলি ভোগের প্রতি অনুরাগপ্রযুক্ত পুনরায় তাহার প্রাপ্তি বাসনা করে এবং কতকগুলির প্রতি বিরক্ত হইয়া তাহা হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত তাহার বিপরীত ভোগের কামনা করে ; এইরূপে পুনঃপুনঃ আপনার কামনা দ্বারা প্রারব্ধ সৃষ্টিকরতঃ আপনাকে গুটীপোকার ন্যায় এই সংসারে আবদ্ধ করিয়া থাকে ; কিন্তু জ্ঞানিগণ এইরূপ রাগ ও দ্বেষ পরিত্যাগপূর্বক ভোগ-কামনাশূন্যচিত্তে কেবলমাত্র বিপথগামী প্রবৃত্তিগুলিকে আত্মপথে আনিয়া মনকে প্রকৃতিস্থ করিবার নিমিত্ত প্রারব্ধ কর্মভোগ সমাপন করিয়া থাকেন ॥২৫॥)

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥২৬॥

অজ্ঞান কর্ম্মেতে রত যে সকল প্রাণী। বুদ্ধিভেদ তাহাদের না জন্মাবে জ্ঞানী ॥
বরঞ্চ আপনি কর্ম করি সাবধানে। অন্যেরে প্রবৃত্তি দিবে কর্ম্মের সাধনে ॥২৬॥

অজ্ঞানাং অবিবেকিনাং কর্ম্মসঙ্গিনাং ভোগাসক্তানাং বুদ্ধিভেদং ন জনয়েৎ আত্মজ্ঞানোপদেশেন বুদ্ধিবিচালনং ন কুর্য্যাৎ, বিদ্বান্ জ্ঞানী আত্মনি যুক্তঃ সন্ সর্বাণি প্রারব্ধকর্মাণি সমাচরন্ যোজয়েৎ চৈতন্যপ্রকাশয়েৎ ॥২৬॥

ব্যাখ্যা। অতএব ভোগাসক্ত অজ্ঞানীদিগের সহিত কোনপ্রকার বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া, আত্মচৈতন্যে অবস্থানপূর্ব্বক সর্বপ্রকার উপস্থিত

কর্ম আচরণ করিয়া প্রারব্ধভোগের সমাপন করা কর্তব্য ॥২৬॥

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥২৭॥

কর্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় যতেক শরীরে। নানাবিধ কর্ম সব সম্পাদন করে ॥
অহঙ্কার দোষে যার ছিন্ন হয় জ্ঞান। আপনারে কর্ত্তা করি করে অভিমান ॥২৭॥

প্রকৃতেগুর্ণৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ সর্বশঃ সর্ব্বপ্রকারেণ কর্ম্মাণি ক্রিয়মানানি, অজ্ঞঃ মানবঃ অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা প্রকৃতেগুর্ণজাতেন্দ্রিয়াহঙ্কারবিষয়েষু আত্মাধ্যাসেন বিমূঢ়বুদ্ধিঃ সন্ তানি অহং এব কর্ত্তা করোমি ইতি মন্যতে ॥২৭॥

ব্যাখ্যা। বস্তুতঃ জীব নিষ্ক্রিয়। সমস্ত কর্মই প্রকৃতিজ সত্ত্ব রজঃ এবং তমোগুণজাত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে ; জীব কেবল অবিদ্যায় জড়িত হইয়া, আত্মাকে ইন্দ্রিয়াদি অহঙ্কার পদার্থ বিবেচনা দ্বারা বিমুগ্ধ থাকা হেতু আমি করিতেছি এইরূপ বিবেচনা করে ॥২৭॥

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥২৮॥

আত্মার স্বরূপ কিন্তু যে বিশেষ জানে। গুণকর্ম হতে তারে ভিন্ন করি মানে ॥
কর্ত্তা অভিমান তার নাহি পার্থ হয়। সে জানে ইন্দ্রিয়ভোগ করয়ে বিষয় ॥২৮॥

গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ তত্ত্ববিৎ, নাহং গুণাত্মকং নাহং কর্ম্মাণি এবম্প্রকারেণ গুণেভ্যঃ কর্ম্মেভ্যোপি আত্মনো বিভাগঃ তত্ত্বং যঃ বেত্তি স তু করণাত্মকাঃ গুণাঃ ইন্দ্রিয়াণি বিষয়াত্মকেষু গুণেষু বর্ত্তন্তে ন তু অহং ইতি মত্বা বিবেচ্য ন সজ্জতে কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ন করোতি ॥২৮॥

ব্যাখ্যা। কিন্তু তত্ত্ববিদ্ জ্ঞানিগণ যাঁহারা আপনাকে প্রকৃতিগুণ-জাত চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অতীতরূপে জ্ঞাত হইয়াছেন তাঁহারা গুণজাত করণাত্মক ইন্দ্রিয়গণ গুণজাত কর্ম্মাত্মক বিষয়েই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, ইহা বুঝিতে পারিয়া আপনাকে কোন কর্মেরই কর্ত্তা বলিয়া বিবেচনা করেন না। ॥২৮॥

প্রকৃতেগুর্ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥২৯॥

মূঢ় ব্যক্তি মূঢ় হয়ে মায়ার বন্ধনে। ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়কর্ম্ম আত্মাতে যে মানে ॥
সেই মন্দমতি অজ্ঞানের কদাচন। না করিবে জ্ঞানীব্যক্তি বুদ্ধির চালন ॥২৯॥

প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ প্রকৃতিগুণজাতেন্দ্রিয়াত্মহঙ্কারবিষয়েষু আত্মধ্যানেন বিমূঢ়াঃ সন্তঃ গুণকর্ম্মসু করণাত্মকেন্দ্রিয়াণাং কর্ম্মসু সজ্জন্তে কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং কুর্ব্বন্তি, কৃৎস্নবিৎ আত্মবিৎ তান্ অকৃৎস্নবিদঃ মন্দান্ মন্দমতীন্ ন বিচালয়েৎ বুদ্ধিভেদং ন কুর্য্যাৎ। এবং কৃতে সতি কর্ম্মসু শ্রদ্ধানবৃত্তেঃ জ্ঞানস্য চ অনুৎপত্তেঃ তেষাং উভয়ভ্রংশত্বাৎ ইতি ভাবঃ ॥২৯॥

ব্যাখ্যা। প্রকৃতিগুণজাত ইন্দ্রিয়াদি অহঙ্কারপদার্থে আত্মভ্রম হওয়াতে, মূঢ়ব্যক্তিগণ আপনাকে ইন্দ্রিয়কৃত সমস্ত কর্ম্মেরই কর্ত্তা বিবেচনা করে। তাদৃশ অল্পদর্শী মন্দমতিদিগের বুদ্ধিকে আত্মজ্ঞগণ কখনই বিচলিত করিবেন না। তাহাতে কর্ম্মে অশ্রদ্ধা হইবে, এবং জ্ঞানের অভাবপ্রযুক্ত এতন্নষ্টস্ততোভ্রষ্ট হইয়া মহানিষ্টের সম্ভব ॥২৯॥

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥৩০॥

আমাতে সকল কর্ম্ম করি সমর্পিত। আপনারে জানিয়া ঈশ্বরের নিয়োজিত ॥
নিষ্কাম হইয়া মমতারে ত্যাগ করি। যুদ্ধ কর ধনঞ্জয় শোক পরিহরি ॥৩০॥

সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি আত্মনি সংন্যস্য সমর্প্য, অধ্যাত্মচেতসা ঈশ্বরপ্রণিধানঃ ঈশ্বরপরায়ণঃ সন্ নিরাশীঃ নিষ্কামঃ নির্মমঃ মমতাশূন্যশ্চ ভূত্বা বিগত জ্বরঃ ত্যক্তসন্তাপঃ সন্ যুধ্যস্ব চৈতন্যপ্রকাশয় ॥৩০॥

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মাণ্ডস্থিত সমষ্টিচৈতন্য ঈশ্বরের নিয়মানুসারে সমস্ত কার্য্যই নির্ব্বাহ হইতেছে, ইহাতে আমাদের কোনপ্রকার চেষ্টা করিতে নাই; কামনা ও মমতাশূন্যচিত্তে এইরূপ ঈশ্বরপ্রণিধানের সহিত সমস্ত পরিতাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক আপন আত্মক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য ॥৩০॥

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥৩১॥

যেজন আমার বাক্যে হয়ে শ্রদ্ধান্বিত। দুঃখময় কর্ম্মে হয় অসূয়ারহিত ॥
এইমত নিরন্তর করয়ে আশ্রয়। সেজন ক্রমেতে কর্ম হতে মুক্ত হয় ॥৩১॥

অনসূয়ন্তঃ (দোষাবিষ্করণং অসূয়া) এষা ক্রিয়া দুঃখাত্মিকা ইত্যাদি দোষদৃষ্টিশূন্যাঃ এবঞ্চ

শ্রদ্ধাবন্তঃ গুরূপদেশে বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধাঃ তদ্বন্তঃ সন্তঃ যে মানবাঃ, ইদং মে মতং আত্মকর্ম অনুতিষ্ঠন্তি তে কর্ম্মভিঃ সংসার বন্ধৈঃ মুচ্যন্তে ॥৩১॥

ব্যাখ্যা। এই কর্ম কষ্টকর বা ইহা ঠিক নহে ইত্যাদি কোনপ্রকার দোষাদোষ বিচারশূন্য হইয়া শ্রদ্ধার সহিত যাহারা আত্মক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাই কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন ॥৩১॥

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥৩২॥

অসূয়া করিয়া কর্ম সাধয়ে যেজন। আমার এ মত নাহি করয়ে গ্রহণ ॥
তাহাকে জানিবে পার্থ বিবেকরহিত। সর্বজ্ঞানহীন অজ্ঞানেতে বিমোহিত ॥৩২॥

যে তু এতৎ মে মতং, আত্মকর্ম্ম, অভ্যসূয়ন্তঃ নিন্দন্তঃ ন অনুতিষ্ঠন্তি, তান্ অচেতসঃ অবিবেকিনঃ, সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্ ব্রহ্মজ্ঞানহীনান্ নষ্টান্ চৈতন্যশূন্যান্ বিদ্ধি জানীহি ॥৩২॥

ব্যাখ্যা। যাহারা কষ্টকরাদি মনে করিয়া আত্মক্রিয়ার অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হয়, তাহারা সর্বপ্রকার জ্ঞানশূন্য হইয়া ক্রমশঃ আপন চৈতন্য নষ্ট করে ॥৩২॥

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥৩৩॥
ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥৩৪॥

প্রাচীন কর্ম্মের দ্বারা জন্মে যে সংস্কার। শাস্ত্রের স্বভাব বলিলাম হয় তার ॥
আপন আপন স্বভাবের অনুসারে। অবশ হইয়া জ্ঞানবান কর্ম্ম করে ॥
বৃথা কর্ম্মে জীব সব বাধিত স্বভাবে। অতএব ইন্দ্রিয় নিগ্রহে কি করিবে ॥৩৩॥
ইন্দ্রিয়ের অনুকূল বিষয় পাইলে। তুষ্টি জন্মে হয় যাতে নিবৃত্তি তৎকালে ॥
প্রতিকূল বিষয় পাইলে সেইমতে। দ্বেষ জন্মে নিবৃত্তি উৎপন্ন হয় যাতে ॥
না হবেক রাগদ্বেষ বশে ধনঞ্জয়। যেহেতু এই দুই সাধনের রিপু হয় ॥৩৪॥

ভূতানি প্রকৃতিং যান্তি অনুগচ্ছন্তি, স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ সদৃশং স্বকীয়সংস্কারানুরূপং ইতি ভাবঃ জ্ঞানবানপি জ্ঞানবত্তঃ ইন্দ্রিয়াণ্যপি চেষ্টতে কিং পুনর্মূর্খস্য, তস্মাৎ ভৌতিকেন্দ্রিয়াদেঃ নিগ্রহঃ কিং

করিষ্যতি নিষ্প্রয়োজনমিত্যর্থঃ ॥৩৩॥

ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্যার্থে স্ব স্ব বিষয়ে, রাগদ্বেষৌ অনুকূলে রাগঃ প্রতিকূলে দ্বেষঃ ইত্যেবং ব্যবস্থিতৌ অবশ্যম্ভাবিনৌ, তয়োঃ রাগদ্বেষয়োঃ বশং ন আগচ্ছেৎ বশবর্ত্তী ন ভবেৎ ইতি নিয়ম্যতে, হি যস্মাৎ তৌ রাগদ্বেষৌ তস্য মুমুক্ষোঃ পরিপন্থিনৌ প্রতিপক্ষৌ ॥৩৪॥

ব্যাখ্যা। সাধারণের কথা দূরে থাকুক, জ্ঞানবান ব্যক্তিরও ইন্দ্রিয়-সমূহ স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে অর্থাৎ পূর্বকৃত কর্মজাত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং ইন্দ্রিয়গণের স্বভাবতই পূর্বসংস্কারের অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ আছে। এই রাগদ্বেষই মুক্তির প্রতিবন্ধক, ইহাদের বশবর্ত্তী না হওয়াই উচিত। ইন্দ্রিয়নিগ্রহের কোন প্রয়োজন নাই, ইহা স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধ; কারণ এই ভৌতিক জগৎব্রহ্মাণ্ড সমস্তই সংস্কারের অধীন, কেহই ইহার অতীত হইতে পারে না ॥৩৩॥৩৪॥

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥৩৫॥

অঙ্গহীন স্বধর্মের সাধন নিশ্চয়। সুসম্পন্ন পরধর্ম্ম হতে শ্রেষ্ঠ হয়॥
স্বধর্ম্ম সাধনে মৃত্যু হলে শ্রেয় মানি। পরধর্ম ভয়ানক জানিবে ফাল্গুনি ॥৩৫॥

পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ সকলাঙ্গসংপূর্ত্ত্যা কৃতাদপি, বিগুণঃ অঙ্গহীনঃ স্বধর্ম্মঃ আত্মধর্ম্মঃ শ্রেয়ান্, প্রশস্ততরঃ, যস্মাৎ স্বধর্ম্মে আত্মকর্ম্মণি তিষ্ঠন্, নিধনং মরণম্ অপি শ্রেয়ঃ সুখকরম্। কিন্তু পরধর্ম্মঃ কাম্যকর্ম্মাদিঃ ভয়াবহঃ সংসারে আবদ্ধকারকঃ সংসারযন্ত্রণাদায়কঃ ॥৩৫॥

ব্যাখ্যা। অতএব চৈতন্যপ্রকাশকর আত্মক্রিয়া অঙ্গহীন হইলেও অপর, সর্বপ্রকার সর্বাঙ্গসুন্দর কাম্যফলপ্রদ ক্রিয়া অপেক্ষা পরমশ্রেষ্ঠ। যেহেতু কাম্যকর্ম্ম অতি ভয়ানক; ইহা দ্বারাই জীব ভববন্ধনে জড়িত হইয়া এই মহৎ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে ॥৩৫॥

অর্জ্জুন উবাচ।

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপঞ্চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥৩৬॥

জিজ্ঞাসেন অর্জুন কহিবে ভগবান। কাহার নিয়োগে পাপ করে জ্ঞানবান॥
পাপেতে নাহিক ইচ্ছা তথাপি তাহারে। বলেতে প্রেরণ করে পাপ করিবারে ॥৩৬॥

অর্জ্জুন উবাচ। বহ্নিতত্ত্বেন অনুভূয়তে।

হে বার্ষ্ণেয় কূটস্থচৈতন্য! অথ কেন হেতুভূতেন প্রযুক্তঃ সন্ অয়ং পুরুষঃ জীবঃ অনিচ্ছন্ অপি বলাৎ নিয়োজিতঃ প্রেরিতঃ ইব পাপং কর্ম্ম চরতি আচরতি ॥৩৬॥

ব্যাখ্যা। এইরূপ অনুভূত হইলে বহ্নিতত্ত্বের তেজে প্রশ্ন হয় যে, ইচ্ছা না থাকিলেও জীবকে যেন বলপূর্বক পাপাচরণে নিযুক্ত হইতে হয়, ইহার কারণ কি? ॥৩৬॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥৩৭॥

শুনিয়া গোবিন্দ তবে কহেন অর্জ্জুনে। কামনার নাশে ক্রোধ জন্মায় তৎক্ষণে॥
অতএব ক্রোধ হয় কামের বিকার। রজোগুণ হতে জন্ম হয়েছে তাহার॥
সে উগ্র কামের নাই পূর্ত্তি কোনমতে। ইহাকে জানিবে শত্রু মোক্ষের পথেতে ॥৩৭॥

শ্রীভগবানুবাচ। ষড়ৈশ্বর্যশালী কূটস্থচৈতন্যেন অনুভূয়তে।

এষঃ কামঃ এষঞ্চ তদুদ্ভূতঃ এষঃ ক্রোধোঽপি রজোগুণোদ্ভবঃ মহাশনঃ দুষ্পূরণীয় মহাপাপ্মা অত্যুগ্রঃ ইহলোকে অস্মিন্ দেহে এনং কামং তদুদ্ভূতক্রোধঞ্চ বৈরিণং ক্রিয়ায়াং বিঘ্নস্বরূপং বিদ্ধি জানীহি ॥৩৭॥

ব্যাখ্যা। কূটস্থচৈতন্যে অনুভব হয় যে, কামনাই ক্রোধরূপে পরিণত হয়, ইহা রজোগুণ হইতে সমুৎপন্ন, অতিশয় উগ্র, এবং কিছুতেই ইহার অভাব পূরণ করা যায় না; ইহাকেই ইহ সংসারে শত্রু বলিয়া জানিবে ॥৩৭॥

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥৩৮॥

যেরূপে অগ্নিতে ধূম করে আচ্ছাদন। মলেতে আচ্ছন্ন হয় যেরূপে দর্পণ॥
যেরূপে চর্মেতে গর্ভ থাকয়ে বেষ্টিত। সেরূপে আমাতে জ্ঞান থাকে আচ্ছাদিত ॥৩৮॥

যথা প্রকাশাত্মকঃ বহ্নিঃ অপ্রকাশাত্মকেন ধূমেন সহজেন এব আব্রিয়তে, যথা আদর্শঃ দর্পণঃ আগন্তুকেন মলেন আচ্ছাদ্যতে, যথা উল্বেন জরায়ুনা গর্ভঃ সর্ব্বতো আবৃতঃ ; তথা তেন প্রকারেণ, তেন কামেন ইদং বিবেকজ্ঞানং সহজেন আবৃতং সংতিষ্ঠতে ॥৩৮॥

ব্যাখ্যা। যেমন ধূম দ্বারা অগ্নি, মল দ্বারা দর্পণ ও জরায়ু দ্বারা গর্ভস্থ শিশু আবৃত থাকে ; সেইরূপ ইহসংসারে এই কামনা দ্বারা বিবেক আচ্ছন্ন হইয়া আছে ॥৩৮॥

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় ! দুষ্পূরেণানলেন চ ॥৩৯॥

জ্ঞানীর এ নিত্যবৈরী দুষ্পূর কামনা। অনলের ন্যায় দেয় শোক তাপ নানা ॥
এই দুষ্ট কামনাতে করে আচ্ছাদন। লোকের বিবেক শুন কুন্তীর নন্দন ॥৩৯॥

হে কৌন্তেয় ! এতেন জ্ঞানিনঃ নিত্যবৈরিণা চিরশত্রুণা দুষ্পূরেণ অপূর্য্যমাণেন শোকসন্তাপ হেতুত্বাদনলতুল্যেন কামরূপেণ জ্ঞানং সর্ব্বতো আবৃতং আচ্ছাদিম্ ॥৩৯॥

ব্যাখ্যা। এই জ্ঞানীদিগের নিত্যশত্রু দুষ্পূরণীয় কামনা অনলের ন্যায় সন্তাপ দিয়া জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে ॥৩৯॥

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥৪০॥

চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় মূর্ত্তিমান বাসনার এ সকল হয়েন কারণ ॥
কামনাতে মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয় দ্বারায়। জ্ঞানের বিনাশ করি মোহেরে জন্মায় ॥৪০॥

ইন্দ্রিয়াণি মনশ্চ বুদ্ধিশ্চ অস্য কামস্য অধিষ্ঠানং এতি উচ্যতে (বিষয়দর্শনশ্রবণাদিভিঃ) সঙ্কল্পেন (অধ্যবসায়েন চ আবির্ভাবাৎ) এষঃ কামঃ এতৈঃ ইন্দ্রিয়াদিভিঃ জ্ঞানম্ আবৃত্য আচ্ছাদ্য দেহিনং জীবং বিমোহয়তি ॥৪০॥

ব্যাখ্যা। দেহের মধ্যে এই কামনা, তাহার আবির্ভাব স্থান বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়দিগকে আশ্রয়পূর্ব্বক জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া জীবকে বিমোহিত করে ॥৪০॥

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥৪১॥

অতএব তুমি মুগ্ধ হবার পূর্ব্বেতে। ইন্দ্রিয়েরে দমন করিয়া বিধিমতে ॥
আত্মজ্ঞান শাস্ত্রজ্ঞান যে করে বিনাশ ॥ এমন পাপিষ্ঠ কামনারে কর নাশ ॥৪১॥

হে ভরতর্ষভ বহ্নিতত্ত্ব ! তস্মাৎ হেতোঃ ত্বং আদৌ ইন্দ্রিয়াণি মন বুদ্ধ্যাদিভিঃ সহ চ নিয়ম্য সংযম্য এনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনং আত্মজ্ঞানং গুরূপদেশজং বিজ্ঞানঞ্চ নাশনং পাপ্মানং অত্যুগ্রং কামং হি নিশ্চিতং প্রজহি বিনষ্টং কুরু ॥৪১॥

ব্যাখ্যা। অতএব প্রথমেই, নিয়মপূর্ব্বক ক্রিয়া দ্বারা ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে মন বুদ্ধির সহিত সংযম করিয়া, এই আত্মজ্ঞান ও গুরুদত্ত-বিজ্ঞান বিনাশক অত্যুগ্র এবং দুষ্পূরণীয় পাপিষ্ঠ কামনাকে নষ্ট করা কর্ত্তব্য ॥৪১॥

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরাবুদ্ধির্যোবুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥৪২॥

শরীরে ইন্দ্রিয়কে শ্রেষ্ঠ করি কয়। ইন্দ্রিয় হইতে মন শ্রেষ্ঠতর হয় ॥
মন হতে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি যত্নের কারণ। বুদ্ধি হতে পর সাক্ষিরূপে আত্মা হন ॥৪২॥

দেহাদিভ্যঃ ইন্দ্রিয়াণি পরাণি প্রকৃষ্টাণি ইতি আহু (স্থূলবস্তুপ্রকাশত্বাৎ) ইন্দ্রিয়েভ্যঃ মনঃ পরং শ্রেষ্ঠং (সূক্ষ্মবস্তুপ্রকাশকত্বাত্) মনসঃ তু বুদ্ধিঃ পরা (নিশ্চয়পূর্ব্বকত্বাৎ সর্ব্বপ্রকাশকত্বাৎ চ) যস্তু বুদ্ধেঃ পরতঃ সর্ব্বসাক্ষিত্বেনাবস্থিতঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠঃ স আত্মা ইত্যেবং জানীহি ॥৪২।

ব্যাখ্যা। এই স্থূলজগৎপ্রকাশক ইন্দ্রিয়গণ দেহাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা সূক্ষ্ম সূক্ষ্মজগৎপ্রকাশক মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা সংশয়রহিত সর্ব্বপ্রকাশক বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, এই বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যিনি, তিনিই আত্মা ॥৪২॥

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো ! কামরূপং দুরাসদম্ ॥৪৩॥

এইরূপে বুদ্ধ্যাতীত আত্মায় জানিয়া। বুদ্ধির দ্বারায় মন শাসনে রাখিয়া ॥
কামরূপ শত্রু যারে দুঃখে জানা যায়। তাহার বিনাশে যুক্ত হও ধনঞ্জয় ॥৪৩॥

সর্ব্বশ্রেষ্ঠং সর্ব্বসাক্ষিত্বেনেবং বুদ্ধেঃ পরং অতীতং আত্মানং বুদ্ধা জ্ঞাত্বা আত্মানং আত্মনা সংস্তভ্য সম্যক্ স্তম্ভনং কৃত্বা ইন্দ্রিয়াদিমোনবুদ্ধ্যাদিভ্যঃ সম্যক্ প্রকারেণ পৃথক কৃত্বা চিন্মাত্রে বিশ্রাম্য দুরাসদং দুর্বিজ্ঞেয়ং কামরূপং কামরূপিণং শত্রুং জহিনাশয় ॥৪৩॥

ব্যাখ্যা। এইরূপ বুদ্ধির অতীত আত্মাকে জ্ঞাত হইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে আপনাকে পৃথক করিয়া কেবল চৈতন্যমাত্রে অবস্থানপূর্বক দুরাসদ কামনারূপ শত্রুকেই প্রথমে বিনাশ করা উচিত ॥৪৩॥

সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

পূর্বাধ্যায়ে কর্ম ও জ্ঞানের বিষয় শ্রবণ করিয়া রজোগুণে এইরূপ অনুভব হয় যে, কর্ম অপেক্ষা জ্ঞানই যদি শ্রেষ্ঠ হয়, তবে আর এ ঘোর (যুদ্ধ) কর্মের প্রয়োজন কি? কিন্তু যখন যেটিকে বিবেচনা করিয়া দেখি সেইটিই শ্রেষ্ঠ বোধ হয়। এইরূপে আপন বুদ্ধিকে মোহযুক্ত দেখিয়া কূটস্থচৈতন্যে নির্ভর করে ১-২। তাহাতে অবগত হওয়া যায় যে, নিষ্ঠা দুই প্রকার; জ্ঞানিগণ নিষ্ক্রিয়ভাবে জ্ঞানযোগে অবস্থান করেন, এবং ঐ জ্ঞানের নিমিত্তই সাধকগণকে যোগক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হয়। যোগক্রিয়ার অনুষ্ঠান ব্যতীত ক্ষণকালের নিমিত্তও নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করা যায় না, স্বাভাবিক রাগদ্বেষবশতঃ অচৈতন্যভাবে কর্ম করিতে হয়, এবং বলপূর্বক কর্মেন্দ্রিয় সংযত রাখিয়া সন্ন্যাসীর ন্যায় অবস্থান করিলে নিষ্ক্রিয়ত্ব সিদ্ধি হয় না। কারণ মন চির অভ্যাসবশতঃ ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকলে নিয়তই ব্যস্ত হইয়া থাকে ৩-৬। ক্রিয়া ব্যতীত শরীরও রক্ষা হয় না সুতরাং ক্রিয়াহীন অপেক্ষা ক্রিয়ার আচরণ শ্রেষ্ঠ। সকলপ্রকার কর্মের দ্বারাই সংসারে আবদ্ধ থাকিতে হয় সত্য, কিন্তু কেবল চৈতন্যপ্রকাশার্থ ক্রিয়া করিলে তদ্দ্বারা জীব মুক্তিলাভ করে, অতএব মনের দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয় সংযত রাখিয়া কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা নিয়তই কামনাশূন্যচিত্তে যোগক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা উচিত ৭-৯। মহাত্মাগণ প্রজ্ঞা দ্বারা অনুভব করিয়াছেন যে, ক্রিয়া দ্বারা দৈব শরীরের পুষ্টিসাধন করিতে পারিলে মনোভিলাষপূরণকারক বিভূতি প্রকাশ পাইয়া, তদ্দ্বারা দৈবশরীরকে শান্ত করিতে পারিলে অমৃতাস্বাদে জীব মুক্তিলাভ করে। কিন্তু তাহা না করিয়া জৈবের ন্যায় ঐ বিভূতি আপন ভোগসুখের জন্য ব্যবহার করিলে মহা

অনিষ্টের সম্ভব ১০-১৩। নিত্য প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ কূটস্থচৈতন্য দ্বারা যোগক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে সহস্রার হইতে অমৃতের উদ্ভব হয় ১৪-১৫। এই শরীর যাহারা এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা অনুবর্তী না হয়, সেই ইন্দ্রিয়াসক্তগণের জীবন বৃথা এবং মহাকষ্টের সহিত জীবনকাল যাপন করে ১৬। যাহারা আপনাতে আপনি অবস্থানকরতঃ তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন তাঁহাদের কোনপ্রকার কর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না, কারণ তাহাতে তাঁহাদের কোন ক্ষতি বা বৃদ্ধি নাই, কোন প্রয়োজনার্থে কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। অতএব এইরূপ পরমপদ প্রাপ্তির জন্য নিয়ত নিষ্কামভাবে ক্রিয়ানুষ্ঠান কর্তব্য ১৭-১৯। এই যোগক্রিয়া দ্বারা জনকাদি ঋষিগণ কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ক্রিয়াতে রজোগুণই সর্বশ্রেষ্ঠ, ইহা দ্বারা যাহা স্থির হয় অপর সমস্ত বৃত্তিই তাহার অনুগামী হইয়া থাকে; অতএব কুপথগামী প্রবৃত্তিগণকে আত্মপথে রাখিবার নিমিত্তও ক্রিয়া করা উচিত ২০-২১। ব্রহ্মাণ্ডে চৈতন্যের অপ্রাপ্ত বা তথাপি প্রাপ্য কোন বস্তুই নাই অতন্দ্রিতভাবে বর্তমান চৈতন্য না থাকিলে অর্থাৎ কিঞ্চিৎমাত্র আচ্ছন্ন হইলে নানাপ্রকার ভ্রমজ্ঞান দ্বারা জ্ঞানশূন্য হইয়া সমস্ত জীবই মৃতপ্রায় হয় ২২-২৪। অজ্ঞানিগণ ভোগকামনার বশবর্তী কর্মাচরণ করে, জ্ঞানিগণ তাহাদের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল আপনাদের কুপথগামী প্রবৃত্তিগুলিকে আত্মপথে সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত ভোগকামনাশূন্যচিত্তে যোগক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন ২৫-২৬। ইন্দ্রিয়গণ তত্তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে অজ্ঞানিগণ আত্মাকে ইন্দ্রিয়াদি অহঙ্কার পদার্থ বিবেচনা করিয়া আপনাকে ঐ সকল কর্মের কর্তা মনে করে; কিন্তু জ্ঞানিগণ আত্মাকেও ইন্দ্রিয়কার্যে নির্লিপ্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অতীত জানিয়া স্থিরভাবে অবস্থান করেন, অল্পজ্ঞ মন্দমতি অজ্ঞানিগণের সহিত কোনপ্রকার বিচারে প্রবৃত্ত হন না ২৭-২৯। জ্ঞানিগণের ইন্দ্রিয়গণও আপন আপন সংস্কারবশতঃ অনুকূল বিষয়ে রাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ উপস্থিত করে ইহা স্বভাবসিদ্ধ, উহার ঐ জ্ঞানের শত্রুস্বরূপ নিগ্রহের

কোন প্রয়োজন নাই। সুতরাং সর্ব্বপ্রকার রাগদ্বেষের বশবর্ত্তী না হই
দোষদৃষ্টি পরিত্যাগপূর্ব্বক নিষ্কামচিত্তে আত্মাতে সমস্ত অর্পণ করিয়া আ
ক্রিয়ায় নিযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। নানাপ্রকার সংশয় দ্বারা ইহাতে পরাঙ্
হওয়া উচিত নহে; তাহা হইলে অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া সংসারে অচৈত
হইতে হয়। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কাম্যকর্ম্ম অপেক্ষা আত্মক্রিয়া অঙ্গহীন হইলে
শ্রেয়স্কর; কারণ কাম্যকর্ম্মের দ্বারাই জীব আবদ্ধ হইয়া এই ভয়ানক যন্ত্র
ভোগ করে ৩০-৩৫। এইরূপ অনুভব হইলে বহ্নিতত্ত্ব দ্বারা প্রশ্ন হয়
জীব ইচ্ছা না করিলেও কে তাহাকে তাহার নিজের অনিষ্টে নি
করে ৩৬। পরে কূটস্থচৈতন্যে চিত্তসংযত হইলে অনুভব হয় যে, যে
ধূম দ্বারা অগ্নি, মল দ্বারা দর্পণ ও জরায়ু দ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে, সেই
এই জ্ঞানের চিরবৈরী দুষ্পূরণীয় অনলস্বরূপ কামনা ও তদুদ্ভূত ক্রো
ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধিতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক জ্ঞানকে আচ্ছন্নকরতঃ জীবকে
বিমোহিত করিয়া আপন অনিষ্টে নিযুক্ত করে ৩৭-৪০। অতএব ইন্দ্রি
য়াদি সংযমপূর্ব্বক প্রথমেই এই জ্ঞান ও বিজ্ঞাননাশক উগ্র কামনাকে ন
করা কর্ত্তব্য ৪১। এই দেহে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠবস্তু, তদপেক্ষা মন এবং তদপে
বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ পদার্থ, এই বুদ্ধির অতীত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মাকে অবগত হই
চিন্মাত্রে অবস্থানপূর্ব্বক এই কামনারূপ দুরাসদ শত্রুকে নষ্ট করা উচি
৪২-৪৩।

ইতি যোগশাস্ত্রোপনিষৎ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার
তৃতীয় অধ্যায়ে পাশ্চাত্য ও এতদ্দেশীয়
বিবিধ শাস্ত্রসঙ্গত মীমাংসার সহিত
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা
সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

চতুর্থোঽধ্যায়

জ্ঞানযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥১॥
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥২॥

অর্জুনেরে পুনশ্চ কহেন ভগবান। সূর্য্যকে বলেছি আমি এই নিত্যজ্ঞান ॥
শ্রাদ্ধদেব মনুকে কহিল দিনপতি। মনু কহিলেন তাহা ইক্ষ্বাকুর প্রতি ॥১॥
পরম্পরা সিদ্ধ এই যোগের কৌশলে। পরে পরে জানিলেন রাজর্ষি সকলে ॥
বহুকাল বশেতে সংসারে ধনঞ্জয়। পরম্পরাপ্রাপ্ত সেই যোগ লুপ্ত হয় ॥২॥

শ্রীভগবানুবাচ।

সদ্গুরূপদেশেন আত্মনি আত্মানং সংস্তম্ভয়ন্ বুদ্ধ্যাতিরিক্তপরমপদার্থ-চৈতন্যমনুভূতয় আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানাং সাধকানাং ষড়ৈশ্বর্য্যশালী কূটস্থচৈতন্যেন যাদৃশানুভবো ভবতি তদেব বিশেষয়তি। অহং মত্তঃ কূটস্থচৈতন্যাৎ, বিবস্বতে সাধকানাং ক্রিয়াসমুদ্ভূতসূর্য্যমণ্ডলরূপস্বপ্রকৃতি কারণদেহে, ইমং অব্যয়ং অক্ষয়ং, যোগং প্রোক্তবান্ সঞ্চারিতঃ ইতি ভাবঃ। বিবস্বান্ মনবে প্রাহ তদেব সূর্য্যমণ্ডলরূপকারণ-দেহাৎ তৎক্রিয়াসমুদ্ভূতসূর্য্যমণ্ডলসমন্তাৎস্থিতসূক্ষ্মমানবশরীরজনকরূপপুঞ্জীভূতবিদ্যুজ্জ্যোতিস্বরূপে ব্যাপ্তং, মনু ইক্ষ্বাকবে অব্রবীৎ তদেব মানবশরীরজনকরূপপুঞ্জীভূতবিদ্যুন্ময়াৎ সূর্য্যবংশস্য প্রথম-ভূপতৌ জ্ঞানলাভস্য প্রথমদ্বারস্বরূপবিরাজিতাজ্ঞাচক্রে সঞ্চারিতং ইত্যর্থঃ ॥১॥

এব অনেন প্রকারেণ পরম্পরাপ্রাপ্তং পরম্পরয়া আগতং, ইমং চৈতন্যং রাজর্ষয়ঃ অর্যন্ স্থানান্তরং গচ্ছন্ রাজতে যেষু তে মূলাধারস্বাধিষ্ঠানাদয়ঃ বিদুঃ প্রাপ্তাঃ। কালেন ক্রমেণ ইহ অস্মিন্ দেহে, মহতা স্বস্থানাৎ অতিদূরে ষট্সহস্রনাড্যাং ব্যাপ্তেন, সংযোগ অয়মেব চৈতন্যঃ নষ্টঃ নিমিলিত ইব ভাতি ॥২॥

ব্যাখ্যা। এতদ্দেশীয় এবং পাশ্চাত্য সমস্ত বিজ্ঞানশাস্ত্র দ্বারা ইহা উত্তমরূপে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, সূর্য্য একটি মহাশক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎপ্রসবী গোলক (Powerful Electric Conductor); ইহা হইতেই বিদ্যুৎ সৃষ্ট হইয়া এই জগতের সৃজন, পালন এবং সংহারকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। এই সূর্য্যের চতুষ্পার্শ্বে অনবরত যে জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে, তাহা শুদ্ধ ঘনীভূত বিদ্যুৎমাত্র (Electricity); শাস্ত্রবিদ্ মহাত্মাগণ ইহাকে এই জগতের সূক্ষ্মশরীর সৃষ্টির উপাদানস্বরূপ সূক্ষ্মভূত, মহাভূত, বা তন্মাত্র বলিয়া থাকেন; এবং স্থিরভাবে দৃষ্টি করিলে ঐ সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যস্থলে যে নীলবর্ণ একটি গোলক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ঐ মহাভূত (Electricity) বা তন্মাত্রের উৎপত্তি এবং লয়স্থান। এই স্থান ইন্দ্রিয় সকলের অগোচর, এই হেতু ইহা শূন্যময়, অন্ধকার সুতরাং নীলবর্ণের ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে। উহা হইতেই সূক্ষ্মভূত সকল উৎপন্ন হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। এইরূপে ঐ সূর্য্যমণ্ডলস্থ নীলবর্ণ মূর্ত্তিটি এই জগৎব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির কারণ বলিয়া শাস্ত্রকারগণ উহাকে এই ব্রহ্মাণ্ডের কারণদেহ ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি বলিয়া থাকেন। সূক্ষ্মভূতসকল (Electricity) উহা হইতে উৎপন্ন হইয়া নানাপ্রকার অবস্থায় গঠিত হওত পরস্পরের মিলনে স্থূলজগৎরূপে প্রকাশপূর্বক ইহার অন্তর্বাহ্যে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত থাকিয়া সর্বদাই ইহার ক্ষয় এবং ক্ষতিপূরণ কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। এই মহাভূত সকল (Electricity) সূর্যমণ্ডল পার্শ্বে পুঞ্জীকৃত অর্থাৎ ঘনীভূত থাকাবশতঃ ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, কিন্তু জগতের অপরাপর পদার্থে উহা বিস্তৃত হইয়া পাতলা (Rarified) হওয়ায় তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অনুভব করা যায় না। শাস্ত্রকার মহাত্মাগণ এই সর্বব্যাপী অন্তর্বাহ্যস্থিত সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারক নানাপ্রকার সূক্ষ্মভূত সমষ্টিকে এই জগতের সূক্ষ্মশরীর (Electric body) বলেন; এবং উহাদেরই (পঞ্চীকরণ দ্বারা) পরস্পরের মিলনে উৎপন্ন এই দৃশ্যমান স্থূলভৌতিক পদার্থসমূহকে স্থূলশরীর বলিয়া থাকেন। এইরূপ

একটি সূর্য্যকে তদুৎপন্ন সমস্ত গ্রহ এবং উপগ্রহের সহিত, একটি সৌরজগৎ (Solar System) বা ব্রহ্মাণ্ড বলা যায়। আমরা আকাশে যে সকল রাশি রাশি তারকা দেখিতে পাই, উহার প্রত্যেকটি এইরূপ এক একটি সূর্য্যমণ্ডল, অধিকাংশই আমাদিগের সূর্যমণ্ডল অপেক্ষা অনেকগুণে বৃহৎ। উহা হইতেও এইরূপ গ্রহ এবং উপগ্রহাদি উৎপন্ন হইয়া চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমণ করিতেছে; উহারাও এইরূপ এক একটি সৌরজগৎ বা ব্রহ্মাণ্ড। এই বিশ্বমণ্ডল (Universe) এইরূপ অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড পরিভ্রমণ করিতেছে, এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড বা বিশ্বমণ্ডলের সর্বত্র এইরূপ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরবিশিষ্ট থাকা হেতু, তদন্তর্গত সকল ব্রহ্মাণ্ডে এইরূপ তিনটি শরীর বর্ত্তমান আছে। জগতের সমস্ত পদার্থই এই ব্রহ্মাণ্ডের অংশ সুতরাং সকল পদার্থেই স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ এই তিনটি শরীর কতকাংশ প্রকাশিত এবং কতকাংশ অপ্রকাশিতভাবে বর্ত্তমান আছে। অশুদ্ধিক্ষয়ের সহিত এই সমস্ত শরীরগুলি ক্রমশঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এ বিষয় দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৭০ শ্লোকের ব্যাখ্যাতে বিস্তৃতরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে। জীব অশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া পরিশুদ্ধ হইলে এই সমস্ত অঙ্গ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ডের উত্তমাংশ মানবশরীর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাতে উপরোক্ত তিনটি শরীর, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা ইত্যাদি ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমস্ত পদার্থই উক্তরূপে প্রকাশিত থাকা হেতু শাস্ত্রকার-মহাত্মাগণ ইহাকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া উল্লেখ করেন। সদ্‌গুরুকৃপালব্ধ ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা চিত্ত স্থির হইলে দেহ মধ্যে উপরোক্ত সূর্য্য চন্দ্রাদি সমস্তই উত্তমরূপে অনুভূত হইয়া থাকে। ইহা পরোক্ষ জ্ঞানের আয়ত্ত নহে অপরোক্ষ জ্ঞানের আয়ত্ত। সদ্‌গুরুশ্রীচরণপ্রসাদ ব্যতীত এই অপরোক্ষ জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

সদ্‌গুরু প্রসাদে আরও অবগত হওয়া যায় যে, এই শরীরে চৈতন্যের অধিষ্ঠানস্থানস্বরূপ নাড়ীসমূহের মধ্যে তিনটি নাড়ীই প্রধান। ইড়া, পিঙ্গলা এবং সুষুম্না। ইড়া শরীরের বামভাগে, পিঙ্গলা দক্ষিণভাগে

এবং সুষুম্না মধ্যভাগে অবস্থিত আছে। ইড়া ধ্যানের দ্বারস্বরূপ ; ইহার দ্বারা মালিন্য বিদূরিত হইয়া চিত্তের প্রসন্নতা প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই নিমিত্ত শাস্ত্রকার-মহাত্মাগণ ইহার অধিষ্ঠাতৃদেবতাকে 'চন্দ্র' (চন্দ্ ধাতু আহ্লাদিত হওয়া) বলেন। গুরূপদেশ মত ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা সাধকগণ স্নিগ্ধ তুষার গোলকের ন্যায় এই চন্দ্রকে সম্মুখে অনুভব করেন। পিঙ্গলা জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ ; ইহার দ্বারা চিত্ত স্থিতিপদ প্রাপ্ত হইলে জ্ঞান প্রকাশিত হয়। এই নিমিত্ত শাস্ত্রকার-মহাত্মাগণ ইহার অধিষ্ঠাতৃদেবতাকে "সূর্য্য" (সৃ ধাতু গত্যর্থে জ্ঞানার্থে বা) বলেন ; সাধকগণ গুরূপদেশ মত ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা দেহের অন্তরে পশ্চাদ্ভাগে তেজোময় সূর্য্যরূপে ইহাকে অনুভব করেন। সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ তাঁহার জগৎ প্রসিদ্ধ সঙ্গীত মধ্যে "দক্ষিণ বায়ুমূল, পৃষ্ঠদেশে অনুকূল" ইত্যাদির দ্বারা এই অশুদ্ধিক্ষয়কারী জ্ঞানপ্রকাশক পিঙ্গলার অধিষ্ঠাতৃদেবতার সাধন কৌশলটির আভাস দিয়াছেন। ধ্যান. জ্ঞান, ত্যাগ এবং শান্তি এই চারিটি যথাক্রমে সাধনের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ সোপানস্বরূপ। ধ্যান দ্বারা ক্রমশঃ চিত্তপ্রসন্ন হইলে চিত্তের স্থৈর্য্যের নিমিত্ত জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। এইরূপে ধ্যান ও জ্ঞান দ্বারা চিত্তপ্রসন্ন এবং স্থিতিপদ লাভ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, যে সমস্ত পদার্থ লইয়া আমার আমার করিয়া ব্যতিব্যস্ত হইতেছিলাম তাহার কোনটিই এমন কি শরীর পর্য্যন্ত জীবের নিজস্ব নহে, অতএব এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে আমার জীবরূপী নিজস্ব কিছুই নাই অথবা এই জগদ্ব্যাপী চৈতন্যরূপী আমারই সর্ব্বস্ব। আমি না থাকিলে এ সমস্ত কিছুই থাকিতে পারে না। এ জগৎ ব্রহ্মাণ্ড আমাতেই অবস্থান করিতেছে। রাজর্ষি জনক তাঁহার গুরুদেব মহর্ষি অষ্টাবক্রের জ্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। যথা :—

"যথা প্রকাশয়াম্যেকং দেহমেনং তথা জগৎ।
অতো মম জগৎ সর্ব্বমথবা চ ন কিঞ্চন ॥"

—অষ্টাবক্র সংহিতা ॥২ প্র ॥২॥

জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইলেই সমস্ত কামনা এককালে ত্যাগ হয় এইরূপে ধ্যান, জ্ঞান ও ত্যাগ প্রতিষ্ঠিত হইলে, চিত্ত সুষুম্নাস্থ হইয়া শান্তভাব অবলম্বন করে। এই সুষুম্না শান্তিময় স্থান ; ইহার দ্বারা চিত্ত প্রশান্ত হইলেই নিত্যচৈতন্য স্বয়ং প্রকাশ পাইয়া থাকেন। এই নিমিত্ত শাস্ত্রকারমহাত্মাগণ সর্বাধিপতি জগৎপ্রভু ত্রিগুণাত্মক চৈতন্যকেই ইহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা বলিয়া উল্লেখ করেন। এই তিনটি প্রধান নাড়ী হইতেই ষষ্টিসহস্র নাড়ী উৎপন্ন হইয়া দেহের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে। মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারতে দেহরূপ ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে এই তিনটিকেই চন্দ্রবংশ, সূর্য্যবংশ এবং বৃষ্ণিবংশ (বৃষ-নি বৃষ ধাতু অর্থে প্রভু হওয়া, আধিপত্য করা) তিনটি প্রধান বংশরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

সদ্গুরূপদেশপ্রাপ্তে এই সমস্ত অবগত হইলে এই শ্লোক দুইটির এইরূপ ব্যাখ্যা করা যায় যে, পূর্বোক্ত প্রকারে চিন্মাত্রে অবস্থানপূর্বক দুরাসদ কামনাকে বিনষ্ট করিয়া পরমাত্মতত্ত্ব বোধগম্য হইলে ক্রমশঃ এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডদেহের উৎপত্তিস্থল সূর্য্যরূপী কারণশরীর ভ্রূমধ্যে প্রকাশ পায় ; এবং তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এই কারণদেহ বা সূর্য্য সেই নিত্য কূটস্থচৈতন্যের সংযোগপ্রাপ্ত হইয়াই চৈতন্যযুক্ত হইয়াছে ; এবং এই সূর্য্য হইতেই ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থিত স্থির বিদ্যুন্ময় মানবদেহোৎপাদক মনু চৈতন্যযোগ প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন ; এবং ইহা হইতেই চৈতন্যযোগ প্রাপ্ত হইয়াই নিবৃত্তিপক্ষীয় জ্ঞানের প্রথম দ্বারস্বরূপ আজ্ঞাচক্র অবস্থান করিতেছে। এবং ইহা হইতেই শরীরের প্রধান প্রধান স্থানস্থিত মূলাধারাদি চক্র চৈতন্যযুক্ত হইয়া বিরাজিত রহিয়াছে ; ক্রমশঃ এই চৈতন্য শরীরের সর্ব্বত্র ষষ্টিসহস্র নাড়ীতে এরূপ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত সহজে অনুভব করা যায় না ॥১॥২॥

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥৩॥

মধ্যতে আচ্ছন্ন সেই যোগ পুরাতন। কহিলাম পুনর্ব্বার তোমারে এখন ॥
তুমি হও আমার সেবক আর মিত্র। এ কারণে কহিলাম উত্তম চরিত্র ॥৩॥

এতৎ উত্তমং রহস্যং অতিগুহ্যং এব, অয়ং পুরাতনঃ চিরন্তনঃ স যোগঃ ব্রহ্মচৈতন্যাৎ ষষ্টিসহস্র নাড়ীস্থ পরম্পরাব্যাপ্তচৈতন্যযোগঃ, তে তুভ্যং ময়া উক্ত ত্বং কূটস্থচৈতন্যেনানুভবসি ইত্যর্থঃ, হি যস্মাৎ অস্য অধুনা ত্বং মে ভক্ত মদ্ভক্তঃ আত্মপ্রীতঃ, সখা চ মৎ সখা আত্মসংযতশ্চ অসি ইতি হেতোঃ ॥৩॥

ব্যাখ্যা। এক্ষণে ভক্তিপূর্ব্বক কূটস্থে চিত্ত সংযত থাকাতে সে দেহস্থ ষষ্টিসহস্র নাড়ীতে বিস্তৃত চৈতন্য পুঞ্জীকৃত হইয়া, আমি সচৈতন্য হওয়াতে, এই উত্তম রহস্য আমার বোধগম্য হইতেছে ॥৩॥

অর্জ্জুন উবাচ।

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥৪॥

অর্জ্জুন বলেন হরি এ বড় অপূর্ব। পরেতে তোমার জন্ম সূর্য্য জন্ম পূর্ব্ব ॥
অতএব কিরূপেতে জানিবারে পারি। তুমি পূর্ব্বে এ জ্ঞান সূর্যকে দিলে হরি ॥৪॥

অর্জ্জুন উবাচ। বহ্নিতত্ত্বেন অনুভূয়তে।

বিবস্বতঃ ক্রিয়াসমুদ্ভূতঃ সূর্য্যমণ্ডলস্য জন্ম প্রকাশঃ পরং প্রথমং, অপরং ততঃ পশ্চাৎ ভবতঃ কূটস্থচৈতন্যস্য জন্ম প্রকাশঃ, ইতিহেতোঃ ত্বম্ আদৌ প্রোক্তবান্ যুক্তঃ, কূটস্থচৈতন্যাৎ সূর্য্যমণ্ডলস্য চৈতন্যযোগঃ, ইতি এতৎ কথং জানিয়াং জ্ঞাতুমর্হামি ॥৪॥

ব্যাখ্যা। কূটস্থচৈতন্যে এই সমস্ত প্রকাশিত হইলে বহ্নিতত্ত্ব দ্বারা এইরূপ অনুভব হয় যে, ক্রিয়া দ্বারা সাধকগণের প্রথমতঃ সূর্য্য প্রকাশ হইয়া, পরে ঐ সূর্য্য স্থিরভাবাবলম্বন করিলে কূটস্থচৈতন্য প্রকাশিত হইয়া থাকে। অতএব যখন কূটস্থচৈতন্যের প্রকাশ হইবার পূর্বে সূর্য্যের প্রকাশ অবলোকন করিতেছি, তখন কূটস্থ হইতে সূর্য্য চৈতন্যযুক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে; ইহা কিরূপে ধারণা হইবে ॥৪॥

শ্রীভগবানুবাচ।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥৫॥

গোবিন্দ বলেন জন্ম তোমার আমার। অনেক গিয়াছে পার্থ কি কব তাহার ॥
বিদ্যামায়া হেতু আমি সে সকল জানি। অবিদ্যা বিহ্বল তুমি না জান ফাল্গুনি ॥৫॥

শ্রীভগবানুবাচ। ষড়ৈশ্বর্য্যশালী কূটস্থচৈতন্যেন অনুভূয়তে।

হে পরন্তপ শত্রুতাপন তেজস্বিন্ অর্জ্জুন বহ্নিতত্ত্ব। মে মম, তব চ বহূনি অনেকানি জন্মানি ব্যতীতানি অতিক্রান্তানি, অহং কূটস্থচৈতন্যঃ নিত্যপ্রকাশকস্বভাবত্বাৎ, তানি সর্বাণি বেদজ্ঞানে, ত্বং বহ্নিতত্ত্বং নিত্যপ্রকাশাভাবত্বাৎ অবিদ্যাবৃতত্বাৎ ন বেত্থ জানিসে ॥৫॥

ব্যাখ্যা। কূটস্থে চিত্ত সংযত হইলে অনুভব হয় যে, এই কূটস্থ-চৈতন্য তত্ত্বাদির সহিত বহুবার দেহপ্রকাশ করিয়াছেন, জীব অবিদ্যার বশীভূত থাকা হেতু তাহা অনুভব করিতে পারে না; কিন্তু কূটস্থে চিত্ত সংযত হইলে মায়া বশীভূত হইয়া ঐ সমস্তই অনুভূত হয় ॥৫॥

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥৬॥

যদ্যপিও হই আমি জন্মমৃত্যুহীন। সকল সংসার হয় আমার অধীন ॥
তবু নিজ প্রকৃতিরে অবলম্ব করি। আপনার মায়াতে আপনি দেহধরি ॥৬॥

কূটস্থচৈতন্যঃ অজঃ জন্মরহিতঃ, তথা অব্যয়াত্মা অক্ষয়স্বভাবঃ সন্ অপি, ভূতানাং ব্রহ্মাদিস্তম্ব-পর্য্যন্তানাং, ঈশ্বরঃ ঈশ্বনশীলোঽপি সন্, আত্মমায়য়া স্বাং ত্রিগুণাত্মিকাং প্রকৃতিং অধিষ্ঠায়, সম্ভবামি দেহবানিব ভবতি ইত্যর্থঃ ॥৬॥

ব্যাখ্যা। যদিও কূটস্থচৈতন্য জন্ম ও মৃত্যুরহিত, এবং ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, তত্রাচ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকা হেতু তিনি মায়া দ্বারা দেহবানের ন্যায় এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন ॥৬॥

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥৭॥

ধর্ম্ম নাহি পাপ বৃদ্ধি হয় যে সময়। তখন আমাকে আমি সৃজি ধনঞ্জয় ॥৭॥

হে ভারত! যদা ধর্ম্মস্য প্রকৃতেঃ আবরণ্যবস্থানরূপধর্ম্মস্য অন্তর্ম্মুখস্বভাবস্য গ্লানিঃ হানির্ভবতিঃ, যদা অধর্ম্মস্য বহির্ম্মুখস্বভাবস্য অভ্যুত্থানং সমুদ্ভবো ভবতি, তদা তৎকালে অহং আত্মানং সৃজামি কূটস্থচৈতন্যঃ স্বাং প্রকৃতিং অধিষ্ঠায় আত্মরূপেণ নানাপ্রকারদেহবানিব ভবতি ইত্যর্থঃ ॥৭॥

ব্যাখ্যা। এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিবার পূর্বে ধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা বলা কর্ত্তব্য। নিম্নে তদ্বিষয় যথাসাধ্য প্রকাশ করিতেছি।

পাশ্চাত্য শাস্ত্রবেত্তাগণ (Heat and Force) তাপ এবং শক্তিকেই এই জগতের প্রাণরূপে গণ্য করিতেন; বিজ্ঞার টিণ্ডাল (Tyndal) সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তাপও একপ্রকার (Force) শক্তির রূপান্তর (Motion) গতিমাত্র। এক্ষণে এতদ্দেশীয় এবং পাশ্চাত্য সর্বপ্রকার বিজ্ঞানশাস্ত্র দ্বারাই ইহা উত্তমরূপে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, (Force) শক্তিই এই বিশ্বমণ্ডলের প্রাণ এবং ইহা অক্ষয়, কখনই ইহা বিলুপ্ত হয় না। কোন জড় পদার্থে একবার শক্তি প্রয়োগ করিলে তাহাতে ঐ শক্তি অনন্তকাল বর্ত্তমান থাকে; এই নিয়মবশতঃই এই বিশ্বমণ্ডলে গ্রহ ও উপগ্রহাদির সহিত এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড (Solar System) চিরকাল পরিভ্রমণ করিতেছে। ইহা হইতে এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, তাহা হইলে একটা প্রস্তরখণ্ডে একবার শক্তি প্রয়োগ করিলে তাহা অনন্তকাল শূন্যে বিচরণ করিবে কখনই থামিবে না, কিন্তু তাহার বিপরীত হইবার কারণ কি এবং শক্তিক্ষয় না হইলে থামিল কি প্রকারে? বিজ্ঞানশাস্ত্র দ্বারা এ বিষয়ের এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, ঐ প্রস্তরখণ্ডকে আপন গমনের পথ করিবার নিমিত্ত পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি ও বায়ুতে শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়, এইরূপে ঐ শক্তি ব্যয়িত হইলেই ঐ প্রস্তরখণ্ড শক্তিহীন হইয়া থামিয়া থাকে। উহা শক্তির ক্ষয় নহে, এক বস্তু হইতে অপর বস্তুতে সঞ্চার মাত্র। অতএব শক্তি অনন্ত সুতরাং অনাদি। এই শক্তিই জগতের সর্বভূতে অধিষ্ঠানপূর্বক আকর্ষণী ও বিক্ষেপণী গুণে পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যু দ্বারা জগৎকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে সজ্জিত করিয়া বর্ত্তমান রাখিয়াছে। এই জগতের প্রত্যেক পরমাণুতেই ঐ দুইপ্রকার শক্তি বর্ত্তমান আছে। এই সমস্ত পরমাণুর আকর্ষণী শক্তিকে আণবিক আসক্তি (Molecular Attraction) বিক্ষেপণী শক্তিকে আভ্যন্তরিক তাপ (Latent Heat) বলে। এই (Molecular

Attraction) আণবিক শক্তির প্রভাবে পরমাণু সকল পরস্পর আবদ্ধ থাকিয়া চিরকাল এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডকে বর্ত্তমান রাখিতেছে; এবং ঐ (Heat or Repulsion) তাপ বা বিক্ষেপণী শক্তির তারতম্যে পরমাণু সকল পরস্পর নানাপ্রকারে বিশ্লিষ্ট হইয়া এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডকে কত ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থান্তর করিতেছে। এই প্রাকৃতিক শক্তিদ্বয়ের তারতম্যেই পরমাণু সকল ক্ষিতি (Solid) অপ্ (Liquid) তেজ (Subgoseous) মরুৎ (Gaseous) ব্যোম (Etherial) এই পাঁচ প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইগুলিকে শাস্ত্রবেত্তাগণ সূক্ষ্মভূত বা মহাভূত বলিয়া থাকেন। ইহারাই পরস্পর মিলিত হইয়া এই স্থূলজগৎরূপে পরিণত হইয়াছে। উহাদের ক্ষমতা অতি অদ্ভুত; উহারা এই স্থূলজগৎকে ভাঙ্গিতেছে এবং পুনরায় নানাপ্রকার গঠনে জীবের উপযোগী করিয়া নির্মাণ করিতেছে। উহা দ্বারা জীবসকল আপন উপযোগী নানাপ্রকার স্থূলপদার্থের দ্বারা সজ্জিত হইয়া জগতে অবতীর্ণ হয়েন, এবং উহারই দ্বারা ঐ দেহ পরিত্যাগপূর্বক পুনঃ আবশ্যকমত নূতন প্রকার অবয়বে সংসারে আগমন করেন। এইরূপে উহাদিগের ক্ষমতাতেই এই জগতের সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে এবং উহাদিগের প্রভাবেই এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড অবস্থান করিতেছে।

এই (Attraction and Repulsion) আকর্ষণী এবং বিক্ষেপণী শক্তিদ্বয়ের (Neutralized State) সাম্যাবস্থাই জগতের নির্বিকার অবস্থা। যেরূপ একখানি (Neutralized) সাম্যাবস্থাপন্ন অয়স্কান্তমণি কোনপ্রকারে বিকৃত হইলে, তাহাতে সত্ত্ব (Neuter) রজ (Positive) এবং তম (Negative) এই ত্রিবিধ গুণ উৎপন্ন হইয়া (Attractive and repulsive force) আকর্ষণী এবং বিক্ষেপণী শক্তির সৃষ্টি করে; তদ্রূপ সেই সাম্যাবস্থাপন্ন অনন্তব্রহ্মচৈতন্যের নির্বিকারভাব অর্থাৎ প্রকৃতির কিঞ্চিৎমাত্র বিকৃতি হইলেই, তাহাতে সত্ত্ব (Neuter), রজ (Positive) এবং তম (Negative) এই ত্রিবিধ গুণ উৎপন্ন হইয়া

আকর্ষণী এবং বিক্ষেপণী শক্তির সৃষ্টিকরতঃ উপরোক্ত প্রকারে নানারূপে জগৎ সৃষ্ট হইয়া থাকে। এই জগৎ স্রষ্ট্ শক্তিদ্বয়ের উৎপাদক সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের সাম্যাবস্থাকে সেই অনন্ত ব্রহ্মচৈতন্যের নির্বিকারাবস্থা, প্রকাশভাব বা প্রকৃতি বলে। যথা—

"সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিরিত্যাদি।" —কঃ সূঃ ॥১॥ ৬১॥

এই প্রাকৃতিক গুণত্রয়ের ক্ষণকালের নিমিত্ত বিরাম হইলে, গ্রহ উপগ্রহসমূহের সহিত এই অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডই নিমীলিত হইয়া যায়, এবং এই বিশ্বমণ্ডল এককালে শূন্যময় হয়। সৃষ্টি এই অনন্তচৈতন্যের প্রকাশভাব বা প্রকৃতিকে ধারণ করিয়াই অবস্থান করিতেছে। যাহা ধারণ করিয়া থাকা যায় তাহাকেই ধর্ম (ধৃ ধাতু ধারণে) বলে, অতএব এই নিত্য ব্রহ্মচৈতন্যের প্রকাশই এই অনন্তকোটীব্রহ্মাণ্ডবিশিষ্ট বিশ্বমণ্ডলের একমাত্র ধর্ম।

এক্ষণে এই শ্লোকটির এইরূপ ব্যাখ্যা হয় যে, এই নিত্য ব্রহ্মচৈতন্যের প্রকাশাবস্থা অর্থাৎ সত্ত্বগুণাত্মক নির্গুণভাব প্রকৃতির সাম্য বা অন্তর্মুখাবস্থারূপধর্ম্ম বিকৃত হইলে বহির্মুখত্বপ্রযুক্ত, চৈতন্যের অপ্রকাশাবস্থারূপ অধর্মের উত্থানপূর্ব্বক আকর্ষণী এবং বিক্ষেপণী শক্তির উৎপাদক গুণত্রয়ের উদ্ভব হইয়া সেই নিত্যচৈতন্য নানাপ্রকারে আপন লীলা বিস্তার করেন অর্থাৎ নানাপ্রকার দেহবানের ন্যায় এই দৃশ্যমান জগৎরূপে প্রকাশিত হয়েন ॥৭॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৮॥

ধার্মিক লোকের আমি করিতে রক্ষণ। দুষ্ট ব্যক্তি সকলের নাশের কারণ ॥
আর সনাতন ধর্ম করিতে পালন। যুগে যুগে জন্ম লই কুন্তীর নন্দন ॥৮॥

সাধূনাং সাধকানাং পরিত্রাণায় পরিরক্ষণায়, দুষ্টং কুর্ব্বন্তি ইতি দুষ্কৃতঃ তেষাং দুষ্কৃতাং পাপকারীণাং মনোবৃত্তীনাং বিনাশায়, ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় চ আত্মন্যবস্থানরূপপ্রকৃতিধর্ম্মস্য বহির্মুখত্ব নিবারণেন সম্যক্ স্থিরীকর্ত্তুং চ যুগে শ্বাসপ্রশ্বাসয়োঃ রেচকপূরকরূপ যুগ্মক্রিয়য়া প্রাণায়ামেন, যুগে সত্য ত্রেতা দ্বাপরাবস্থাবিশেষে চ, অহং সম্ভবামি কূটস্থচৈতন্যঃ অবতরতি প্রকাশো ভবতি ইত্যর্থঃ ॥৮॥

ব্যাখ্যা। এই শ্লোকটি বুঝিতে হইলে অগ্রে যুগ শব্দের অর্থ এবং ঐ শব্দটির দ্বিরুক্তির কারণ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য, অতএব নিম্নে তদ্বিষয় প্রকাশ করিতেছি।

যুগশব্দের একটি অর্থ কৃতাদি কাল চতুষ্টয়; যথা—সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপরযুগ এবং কলিযুগ। ধর্ম্মের অবস্থার তারতম্যেই এই যুগবিভাগের নামকরণ হইয়াছে; অর্থাৎ ধর্ম্মের পূর্ণ চতুষ্পাদ প্রকাশ থাকিলে সত্য, ত্রিপাদ প্রকাশ থাকিলে ত্রেতা, দ্বিপাদ প্রকাশ থাকিলে দ্বাপর, এবং একপাদ প্রকাশ থাকিলে কলিযুগ নামে উক্ত হইয়া থাকে। পূর্ব শ্লোকে ইহা উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, একমাত্র নিত্য ব্রহ্মচৈতন্যই এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডবিশিষ্ট বিশ্বমণ্ডলের আধাররূপ, এবং এই সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মচৈতন্যের প্রকাশই একমাত্র ধর্ম। সেই নিত্যচৈতন্যকে এই সৃষ্টি মধ্যে তিনপ্রকার অবস্থায় প্রত্যক্ষ করা যায়; একপ্রকার তমোপ্রধান অবস্থায় এই স্থূলজগৎ ব্রহ্মাণ্ডরূপে, অন্যপ্রকার রজোপ্রধান অবস্থায় এই স্থূলজগতের সৃষ্টিকর্ত্তার ন্যায় প্রত্যেক (Molecule) অণুতে অবস্থিত সূক্ষ্মরূপে এবং অপরপ্রকার এই জগৎব্রহ্মাণ্ডের আধারের ন্যায় এবং এই জগৎস্রষ্টা সূক্ষ্ম পরমাণু (Atoms) সকলের উৎপত্তি এবং বিলয়ের স্থান কারণরূপে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

সৃষ্টি মধ্যে প্রতিনিয়তই ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, কোন ভাবই স্থায়ী নহে। সৃষ্টি সেই নিত্য ব্রহ্মচৈতন্য হইতে স্থূল জড়রূপে পরিণত হইলে পুনঃ চৈতন্যপথে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত প্রাণমনাদি সূক্ষ্মরূপ প্রকাশার্থ পূর্ব আকার সংহরণ দ্বারা প্রতিনিয়তই আকারের পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত শাস্ত্রকার মহাত্মাগণ চৈতন্যের তমোপ্রধান এই স্থূলরূপকে সংহারকর্ত্তা এবং রজোপ্রধান এই সূক্ষ্মরূপ দ্বারায় জড়জগতের সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন হওয়া হেতু এই সূক্ষ্মরূপকে সৃষ্টিকর্ত্তা, এবং সত্ত্বপ্রধান কারণরূপকে এই সৃষ্টির আধার বলিয়া থাকেন। এই সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহারকর্ত্তা মূর্ত্তিকে তন্ত্রে যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর

নামে উল্লেখ করেন। একমাত্র চৈতন্যই সৃষ্টি মধ্যে এই তিন নামে উক্ত হয়েন; সুতরাং এই তিনই সেই এক ব্রহ্মচৈতন্য মাত্র।

সৃষ্টি মধ্যে অধিষ্ঠিত চৈতন্যের এই প্রকার তিনটি রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া দর্শনশাস্ত্রবেত্তা-মহাত্মাগণ বলিয়া থাকেন যে, সেই নিত্য ব্রহ্মচৈতন্যের এইরূপ সোপাধিক ত্রিপাদ সৃষ্টি মধ্যে এবং নিরুপাধিক নামরূপাতীত বিশুদ্ধ চতুর্থপাদ এই সৃষ্টির অতীত অথচ অপৃথগভাবে এই সৃষ্টির পুচ্ছরূপে অবস্থান করেন, তাহাকে তুরীয় ব্রহ্মচৈতন্য বলিয়া উল্লেখ করেন।

এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডস্থ যে কোন গ্রহ বা উপগ্রহস্থিত জীবের যে সময়ে কেবলমাত্র চৈতন্যের প্রথমপাদ এই স্থূলজগৎমাত্র প্রত্যক্ষ হয়, সেই সময়কে সেই গ্রহ বা উপগ্রহের কলিযুগ বলে, যে সময় ঐ জীবের অনুভব শক্তির প্রকর্ষাবস্থায় এই স্থূলজগতের সৃষ্টিকর্ত্তারূপ চৈতন্যের দ্বিতীয়পাদ সূক্ষ্মজগৎ প্রত্যক্ষ হয়, সেই সময়কে দ্বাপরযুগ বলে; যে সময় জীবের অপেক্ষাকৃত পরিশুদ্ধাবস্থায় এই জগতের আধারস্বরূপ চৈতন্যের তৃতীয়পাদ কারণরূপটি প্রত্যক্ষ হয়, সেই সময়কে ত্রেতাযুগ বলে; এবং যে সময়ে ঐ জীব বিশুদ্ধ ও পূর্ণ সচৈতন্যাবস্থায় এই সৃষ্টির অতীত সেই সচ্চিদানন্দময় তুরীয় ব্রহ্মচৈতন্য প্রত্যক্ষ করেন, সেই সময়কে সত্যযুগ বলা যায়। শাস্ত্রকার মহাত্মাগণ এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড মানবদেহের ঐরূপ অবস্থাকে অর্থাৎ নিত্যচৈতন্যের একপাদ অনুভবাবস্থাকে কলিযুগাবস্থা, দ্বিপাদ অনুভবাবস্থাকে দ্বাপরযুগাবস্থা, ত্রিপাদ অনুভবাবস্থাকে ত্রেতাযুগাবস্থা এবং পূর্ণ চতুষ্পাদ সচ্চিদানন্দময় তুরীয় ব্রহ্মচৈতন্য অনুভবাবস্থাকে সত্যযুগাবস্থা বলিয়া থাকেন ॥৮॥

ভৌতিক নিয়মানুসারে এই শরীরস্থ সমস্ত পদার্থেরই প্রতিনিয়ত ভিন্নরূপে পরিণতির নিমিত্ত পূর্ব পূর্ব রূপের ক্ষয় হইয়া থাকে; এবং ঘর্ম, শ্বাসপ্রশ্বাস ও প্রস্রাবাদি দ্বারা ঐ সমস্ত ক্ষয়িত অকর্মণ্যাংশ নির্গত হয়। শরীরের এইরূপ ক্ষয় পূরণার্থ প্রত্যহ আহারাদি করিতে হয়। ভুক্তদ্রব্য সমস্ত পরিপাক হইয়া তাহার সারাংশ রক্তরূপে সমস্ত শরীরে পরিচালিত

হইয়া, ঐ অকর্মণ্যাংশ পরিষ্কারপূর্ব্বক ক্ষয়স্থান পূরণ করিয়া শরীর রক্ষা করে। এইরূপে প্রতিদিন শরীরস্থ পুরাতন রস ও রক্তাদি পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন রস ও রক্তাদির সৃষ্টি হয়। প্রতিদিন অল্পে অল্পে শরীরস্থ পুরাতন অংশ ক্ষয় ও তাহার স্থানে নূতনাংশ পূরণ হইতে হইতে একটি চান্দ্রমাসে শরীরস্থ সমস্ত মেদমাংসাদি ক্ষয় হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে নূতন রক্তাদি দ্বারা সমস্ত মেদমাংসাদির নূতন সৃষ্টি হয়। এইরূপে একটি সৌরবৎসরে ধমনী, শিরা ও স্নায়ু সুতরাং দৈবশরীরের দশটি ইন্দ্রিয় ও পাঁচটি প্রাণ পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন সৃষ্টি হয়। এই নিমিত্ত এই স্থূলজগতের একটি বৎসরকে দেবলোকের বা সূক্ষ্মজগৎ দৈবশরীরের একটি দিন বলে। এইরূপ তিনটি সৌরবৎসরকালে (মলমাস এবং প্রারম্ভ ও উপসংহারাদির সহিত সূক্ষ্মরূপে গণনা করিলে ৩৯টি চান্দ্রমাসে) শুক্র, মজ্জাদি সুতরাং মন ও বুদ্ধি পর্য্যন্ত সমস্ত সূক্ষ্মভূতই পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন সৃষ্ট হইয়া থাকে। এই তিন বৎসরকালকে কোন কোন মতে একটি খণ্ডযুগও বলে। এই প্রকার চারিটি খণ্ডযুগে অর্থাৎ দ্বাদশটি সৌরবৎসরকালে পাশ্চাত্য দেহতত্ত্ব (Phisiology) মতে সাত বৎসরে প্রকৃতি আদি শরীরস্থ সমস্তই সুতরাং চিত্তাদি কারণশরীর পর্য্যন্ত তিনটি শরীরই পরিবর্ত্তিত হইয়া মানব প্রকৃতি নূতনরূপ ধারণ করে। এইরূপে ১২ বৎসরে মানবের সমস্ত অংশই পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন প্রকৃতি, বুদ্ধি, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়াদির সহিত দেহবিশিষ্ট একটি নূতন মানব সৃষ্ট হইয়া থাকে।

জীব নানাপ্রকার দ্রব্য ভোজন করিয়া থাকে, কিন্তু ঐ সমস্তই দেহনির্ম্মাণ কার্য্যে আবশ্যক হয় না। জাতীয় স্বভাব ও সংসর্গাদি সঞ্জাত সংস্কার দ্বারা সূক্ষ্মশরীরে কতকগুলি পদার্থের প্রতি আসক্তি (Affinity) ও কতকগুলির প্রতি বিরক্তি উৎপন্ন হয়। তদ্দ্বারা সূক্ষ্মশরীর, ভুক্তদ্রব্য হইতে আপন অনুরাগের ভোগোপযোগী পদার্থ গ্রহণ করিয়া দেহ প্রস্তুত করে এবং বিরক্তির ভোগোপযোগী পদার্থসমূহ অচিরে পরিত্যাগ করে। এইরূপে জীবের দেহ ক্রমশঃ স্বভাব ও সংস্কারজাত কামনা দ্বারা ১২

বৎসর পরে একটি সম্পূর্ণ নূতন পদার্থে গঠিত হয়। এই কারণবশতঃ, মাংস ও দুগ্ধ দুইটিই উত্তম পুষ্টিকর খাদ্য হইলেও, মাংসভুক্ ব্যক্তি দুগ্ধ পান করিয়া অথবা দুগ্ধপায়ী মাংসভোজন করিয়া কখনই সবলরূপে দেহ রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। জীব আপন স্বভাব ও সংস্কারজাত কামনা অনুসারে উত্তম অর্থাৎ চৈতন্যপ্রকাশক পদার্থ কিম্বা অধম অর্থাৎ জড়বৎ অচৈতন্য পদার্থ গ্রহণপূর্বক প্রতিনিয়তই আপন দেহ প্রস্তুত করিয়া থাকে; অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ভোগেচ্ছা প্রবল থাকিলে তৎকালে তদুপযোগী পদার্থ গ্রহণ করে; এবং বিশুদ্ধচিন্তা অর্থাৎ চৈতন্যপ্রকাশের কামনা প্রবল থাকিলে তৎকালে তদুপযোগী চৈতন্য পদার্থ গ্রহণ করিয়া দেহ প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই প্রকারে জীব আপন আপন স্বভাব ও সংস্কারের উন্নতি ও অধোগতিপ্রযুক্ত পূর্ব্বোক্ত মত ১২ বৎসরকালে একটি সম্পূর্ণ নূতন দেব বা পাশব প্রকৃতিবিশিষ্ট দেহ প্রস্তুত করিয়া একটি নূতন জীবরূপে পরিণত হয়। এই নিমিত্ত শাস্ত্রকার মহাত্মাগণ এই ১২ বৎসরকালকে একটি যুগ বলিয়া থাকেন।

বেদান্তে লিখিত আছে এবং এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের ৭০ শ্লোকেও ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে—জীব আপন জড়দেহের অন্তরে প্রাণ এবং তাহার অন্তরে মন প্রকাশ করতঃ ক্রমশঃ উন্নত হইলে বুদ্ধি পরিচালনার শক্তি প্রকাশিত হইয়া মানবরূপে পরিণত হয়। এইরূপে জড়দেহ হইতে মানবদেহ প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বাবস্থা পর্য্যন্ত জীবের উন্নতির কোনপ্রকার ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, কারণ বুদ্ধি পরিচালনার শক্তি না থাকায় জীব কোনপ্রকার ইচ্ছাই করিতে সক্ষম হয় না; সুতরাং স্বভাবের নিয়মানুসারে ক্রমান্বয়ে চৈতন্য প্রকাশ হইয়া উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু জ্ঞানময় কোষ প্রকাশের সহিত এই মানবদেহ প্রাপ্ত হইলে জীব কি দুরবস্থায়ই পতিত হয়। এই স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রাপ্ত হইয়া ব্যবহার দোষে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে, এবং স্বাভাবিক ক্রমোন্নতি দূরে থাকুক সময়ে সময়ে আপন প্রবৃত্তিবশতঃ ঐ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা অধঃপতিত হইয়া পুনরায়

কীট-পতঙ্গরূপে পরিণত হয়। মানব বুদ্ধি পরিচালনা না করিলে অথবা ঐ পরিচালনা শক্তি মানবের না থাকিলে স্বভাবের নিয়মানুসারে ক্রমশঃ এক এক পাদ করিয়া ১২০০০ বৎসরকালে পূর্ণ চতুষ্পাদ চৈতন্য অনুভব করিয়া সম্পূর্ণরূপে নূতন দেহ প্রস্তুতকরতঃ আনন্দময় হইতে পারে। মনুসংহিতায় জড় জগতের ক্রমোন্নতি দ্বারা মানুষিক সৃষ্টির লয় হইয়া ব্রহ্মচৈতন্যের কৈবল্য কেবলমাত্র অবস্থানের কালনির্ণয় করণকালে এই বিষয়টি লিখিত হইয়াছে। যথা :—

পিত্র্যে রাত্র্যহনী মাসঃ প্রবিভাগস্তুপক্ষয়োঃ।
কর্ম্মচেষ্টা অহঃ কৃষ্ণঃ শুক্লঃ স্বপ্নায় শর্ব্বরী॥
দৈবে রাত্র্যহনী বর্ষং প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ।
অহস্তত্রোদগয়নং রাত্রিঃ স্যাদক্ষিণায়নং॥
চত্বার্য্যাহুঃ সহস্রাণি বর্ষাণাং তৎ কৃতং যুগং।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ॥
ইতরেষু সসন্ধ্যেষু স সন্ধ্যাংশেষু চ ত্রিষু।
একাপায়েন বর্ত্তন্তে সহস্রাণি শতানি চ॥
যদেতৎ পরিসংখ্যাতমাদাবেব চতুর্যুগং।
এতদ্দ্বাদশসাহস্রং দেবানাং যুগমুচ্যতে॥
দৈবিকানাং যুগানান্তু সহস্রং পরিসংখ্যয়া।
ব্রাহ্মমেকমহর্জ্ঞেয়ং তাবতী রাত্রিরেব চ॥

একটি চান্দ্রমাসে পিতৃলোকের অর্থাৎ রক্তমাংসজড়িত পিতৃদত্ত এই স্থূলদেহের একটি অহোরাত্র হয়; তন্মধ্যে কৃষ্ণপক্ষটি দিন অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষে এই স্থূলদেহ জাগরিতভাবে কার্যক্ষম থাকে, এবং শুক্লপক্ষটি রাত্রি অর্থাৎ শুক্লপক্ষে নিদ্রিতভাবে থাকিয়া নিশ্বাসপ্রশ্বাসাদি নিয়মিত কার্য্যমাত্র সমাধা করে। মধুমক্ষিকার কার্য্য দেখিলে এই বিষয়টি পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যায়। ইহাদের বুদ্ধি পরিচালনার কোন শক্তি নাই, কেবলমাত্র স্বাভাবিক নিয়মের বাধ্য হইয়া সকল কার্য্যাদি সমাপন করে। ইহারা শুক্লপক্ষে বিশ্রাম করিয়া পূর্ণিমা অতীত হইলেই সকলে আপন আপন

মধু সঞ্চয়নাদি কার্য্যে বহির্গত হয়; এবং পুর্ণ কৃষ্ণপক্ষ কালটি রীতিমত পরিশ্রম করিয়া সঞ্চয় করে। পরে অমাবস্যা অতীত হইলেই বিশ্রামজন্য সকলে আপন আবাসে আশ্রয় লয়; এবং পুর্ণ শুক্লপক্ষ কালটি কেবলমাত্র আহারাদি দ্বারা জীবনযাত্রামাত্র নির্বাহ করিয়া কালযাপন করে।

এইরূপ সূর্য্যের ১২ রাশি ভ্রমণকাল অর্থাৎ একটি সৌর বৎসরে দেবলোকে অর্থাৎ দৈব বা সূক্ষ্মদেহে একটি অহোরাত্রি হয়; তন্মধ্যে উত্তরায়ণ এই সূক্ষ্মদেহের দিন অর্থাৎ জাগ্রতাবস্থা ক্রিয়ার কাল এবং দক্ষিণায়ন রাত্রি অর্থাৎ নিদ্রিতাবস্থা বা নিয়মমাত্র পালনপূর্বক বিশ্রামের সময়।

মনুসংহিতার প্রধান টীকাকার কুল্লুকভট্ট এইস্থানে "বর্ষ" শব্দকে দৈববর্ষ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু তাহার কোন কারণ দেখা যায় না। ইহার কোনস্থানেই দৈববৎসরের উল্লেখ নাই, বরং পূর্ব্ব শ্লোকে এই পার্থিব বর্ষই পরিষ্কাররূপে বুঝাইতেছে। অতএব এই শ্লোকের স্বাভাবিক ভাষার অনুযায়ী অর্থ যাহা হয়, তাহাই প্রকাশ করিতেছি।

৪০০০ সৌর বৎসরে একটি সত্যযুগ হয়, ইহার সন্ধ্যা অর্থাৎ প্রারম্ভকাল ৪০০ বৎসর এবং সন্ধ্যাংশ অর্থাৎ উপসংহারকাল ৪০০ বৎসর। এইরূপে ৪৮০০ বৎসর সন্ধ্যাদিসহ একটি পুর্ণ সত্যযুগের পরিমাণ। অন্যান্য ত্রেতাদি যুগ এবং তাহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের পরিমাণ ঐ সত্যযুগের শত ও সহস্রের সংখ্যাতে উত্তরোত্তর এক শূন্য; অর্থাৎ ত্রেতাযুগের পরিমাণ ৩০০০ বৎসর এবং তাহার সন্ধ্যা ৩০০ বৎসর ও সন্ধ্যাংশ ৩০০ বৎসরকাল; দ্বাপরযুগের পরিমাণ ২০০০ বৎসর এবং তাহার সন্ধ্যা ২০০ বৎসর ও সন্ধ্যাংশ ২০০ বৎসরকাল এবং কলিযুগের পরিমাণ ১০০০ বৎসর এবং তাহার সন্ধ্যা ১০০ বৎসর ও সন্ধ্যাংশ ১০০ বৎসরকাল। এইরূপে সন্ধ্যাদিসহ একটি পুর্ণ ত্রেতাযুগের কাল ৩৬০০ বৎসর, দ্বাপরযুগের কাল ২৪০০ বৎসর এবং কলিযুগের কাল ১২০০ বৎসর। উপরোক্ত যুগ চতুষ্টয়ের পরিমাণ ১২০০০ বৎসরকালে দেবতাদিগের অর্থাৎ

দৈবদেহ বা সূক্ষ্মশরীরের একটি যুগ হয় অর্থাৎ ক্রমশঃ চৈতন্যের একপাদ, দ্বিপাদ, ত্রিপাদ ও চতুষ্পাদ প্রকাশ হইয়া সমস্ত সূক্ষ্ম শরীরটি মন, বুদ্ধি প্রভৃতি পর্য্যন্ত বিলীন হইয়া আনন্দময় হইয়া অবস্থান করে। এইরূপে এক সহস্র মহাযুগ বা দৈবযুগকালে অর্থাৎ ১২,০০০০০০ বৎসরকাল ক্রমান্বয় উন্নতি দ্বারা কারণদেহ মায়া পর্য্যন্ত বিলীন হইয়া কৈবল্যরূপ বা কেবলমাত্র শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্যরূপে প্রকাশভাবে অবস্থান করে। এইরূপ উন্নতির কালপ্রযুক্ত এই ১২,০০০০০০ বৎসরকালকে ব্রহ্মার একটি দিন বলে। এইরূপে কৈবল্যাবস্থা প্রাপ্ত হইলে এককালে মায়ার অভাবপ্রযুক্ত পুর্ণ বিশ্রামের কাল স্বভাবতঃ উপস্থিত হয়, এবং নিশ্বাসপ্রশ্বাসাদির ন্যায় আত্মরক্ষার্থ কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করিয়া ক্রিয়াশূন্যভাবে অবস্থান করিলে অল্পে অল্পে মায়া প্রকাশিত হইয়া ১২,০০০,০০০ বৎসরে পুনরায় জড়ত্বে পরিণত করে। এই নিমিত্ত এই ১২,০০০০,০০০ বৎসরকালকে ব্রহ্মার একটি রাত্রি বলিয়া থাকে। ইহাই ব্রহ্মার একটি অহোরাত্রি বা খণ্ডপ্রলয় এবং সৃষ্টি।

কিন্তু মানবের কি দুর্ভাগ্য এবং বিধাতার কি বিড়ম্বনা, এই জ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত আনন্দময়কোষ প্রকাশের কোন উপায় নাই; এবং এই জ্ঞানই আনন্দের সোপানস্বরূপ। তবে বাস্তবিকই কি জীব মধ্যে মানব নিকৃষ্ট; এবং বুদ্ধি পরিচালনার শক্তি কি কেবল বিড়ম্বনামাত্র? তাহা কখনই হইতে পারে না; কারণ জীব অশীতিলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া ক্রমশঃ উন্নতি দ্বারা বহুকালের পর এই উৎকৃষ্ট জ্ঞানযুক্ত মানবদেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কেবলমাত্র এই উৎকৃষ্ট জ্ঞানের ব্যবহার দোষেই আপনার কামনায় আপনি গুটীপোকার ন্যায় আবদ্ধ হইয়া এই অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে। ব্যবহার জানিতে পারিলে এই জ্ঞান দ্বারাই এই ভয়ানক বৈষ্ণবীচক্র মায়া অর্থাৎ স্বভাবের নিয়ম পর্য্যন্ত অতিক্রম করিতে সক্ষম হয়। পূর্বোক্ত প্রকারের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে যে উন্নতি ১২০০০ বৎসরকালে সমাধা হইয়া থাকে, তাহা অল্পকাল মধ্যে সাধন করিয়া চৈতন্যের পুর্ণ

চতুষ্পাদ অনুভবপূর্বক আনন্দময়কোষ প্রকাশকরতঃ অতি অল্পকাল মধ্যেই এই জগৎব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইয়া কৈবল্য বা পূর্ণ ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে। এ বিষয় এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের ৭০ শ্লোকে উত্তমরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

এক্ষণে "যুগ" শব্দটি দুইবার উল্লেখ করিবার অভিপ্রায় কি তাহা প্রকাশিত হইতেছে। একটি 'যুগ' শব্দ প্রয়োগের অভিপ্রায় এই যে—কিরূপ সময়ে বা কিরূপ অবস্থায় এই ব্রহ্মচৈতন্য পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়েন ; এবং অপর 'যুগ' শব্দত প্রয়োগের অভিপ্রায় এই যে—কিরূপ ক্রিয়াতে সেই চৈতন্যের উদ্ভব হয়। ইহার প্রথম অভিপ্রায়টি অর্থাৎ কিরূপ অবস্থায় চৈতন্য প্রকাশিত হয়েন, তাহা উপরে যথাসাধ্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; আপাততঃ ইহার দ্বিতীয় অভিপ্রায়টি অর্থাৎ জীব কিরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা বৈষ্ণবীচক্র মায়া অতিক্রম করিয়া চৈতন্য প্রকাশপূর্বক স্বল্প-কাল মধ্যে পূর্ণব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহাই নিম্নে ব্যাখ্যাত হইতেছে।

"যুগ" শব্দের উপরোক্ত অর্থ ব্যতীত আরও একটি অর্থ আছে, তাহাতে 'যুগ' শব্দে যুগ্ম অর্থাৎ যুগল বুঝায় (যুগ্মস্তু যুগলং যুগং ইত্যমরঃ)। এক্ষণে 'যুগক্রিয়া' অর্থে যুগ্ম ক্রিয়া বা যুগল ক্রিয়া বুঝিতে হয় তদ্বিষ্ণুঃ পরমং পদম্। বৈষ্ণবগণ ইহাকেই যুগল মন্ত্রের উপাসনা বলিয়া থাকেন। "মন ত্রায়তে যেন ইতি মন্ত্র" যাহা দ্বারা মন মায়া হইতে পরিত্রাণ পায় তাহাকে মন্ত্র বলিয়া থাকে ; এ বিষয় এই গ্রন্থের অবতরণিকাতে লিখিত হইয়াছে। তন্ত্রেও মন্ত্র শব্দের এইরূপ অর্থ লিখিত আছে। যথা :—

"ব্রহ্মাদি কৃমি পর্য্যন্তং প্রাণিনাং প্রাণবর্ত্তনং।
নিশ্বাসশ্বাসরূপেণ মন্ত্রোঽয়ং বর্ত্ততে প্রিয়ে॥"

ভগবতীর প্রশ্নের উত্তরে ভগবান মহাদেব বলিতেছেন, প্রিয়ে! ব্রহ্মাদি কৃমি পর্য্যন্ত প্রাণীদিগের প্রাণবর্ত্তন নিশ্বাসপ্রশ্বাসকেই মন্ত্র বলে।

এক্ষণে স্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে যে, এই যুগল নিশ্বাস প্রশ্বাসই যুগল মন্ত্র। ইহার একটি অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ কেবলমাত্র নিশ্বাস বা কেবলমাত্র প্রশ্বাস দ্বারা বিশ্বমধ্যে কেহই অবস্থান করিতে সক্ষম নহে, এই যুগলমন্ত্রে আবদ্ধ হইয়াই এই বিশ্বমণ্ডল অবস্থান করিতেছে, ইহার অভাবে এই জগৎব্রহ্মাণ্ড সকলই শূন্যময় হয়। সুতরাং মনেতে এই জগৎব্রহ্মাণ্ডের লয় করিতে হইলে এমন কি মন বুদ্ধি পর্য্যন্ত আপনাতে অর্থাৎ আত্মাতে বিলীন করিতে হইলে এই নিশ্বাসপ্রশ্বাসরূপ যুগলমন্ত্রকে উপাসনাদি দ্বারা চৈতন্য করাই তাহার উপায়। এই বিষয় বৈষ্ণবদিগের সকল গ্রন্থেই উল্লেখিত আছে। এই মন্ত্রের চৈতন্য অভাবেই জীব পুনঃপুনঃ মন্ত্রচ্যুত হইয়া অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হওত উপাস্থিত দেহ পরিত্যাগপূর্বক সংস্কারগুলির (Resultant force) একত্রীভূত শক্তি দ্বারা তত্তৎ ভোগোপযোগী স্থানে নূতন নূতন দেহ গ্রহণ করিয়া পুনঃপুনঃ জন্মপরিগ্রহ দ্বারা মন্ত্রস্থ হইয়া থাকে। এইরূপে জীবকে বারংবার জন্ম ও মৃত্যুর দ্বারা বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। সদ্গুরূপদেশমত উপাসনাদি দ্বারায় কোন প্রকারে এই মন্ত্রকে চৈতন্য করিয়া স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে মন ও বুদ্ধি পর্য্যন্ত জগৎব্রহ্মাণ্ড বিলীন হইয়া বিশুদ্ধ পূর্ণ চৈতন্যাবস্থা অনুভূত হয়। যোগশাস্ত্রবিদ্ মহাত্মাগণ এই উপাসনাকে প্রাণায়ামের ক্রিয়া বলেন। পাতঞ্জল যোগসূত্রেও লিখিত আছে যে, এই নিশ্বাস ও প্রশ্বাসরূপ যুগল-মন্ত্রের গতি অর্থাৎ চাঞ্চল্যের বিচ্ছেদকেই প্রাণায়াম বলিয়া থাকে। যথা—

শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতি বিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ॥

—সাধনপাদঃ ॥৪৯॥

এইরূপে মন্ত্রের চাঞ্চল্য বিনষ্ট হইয়া প্রাণায়াম প্রতিষ্ঠিত হইলে শারীরিক সমস্ত যন্ত্র চৈতন্যযুক্ত হয়, এবং তাহা হইলে জীব ঐ সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আপন আপন কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং পৃথকরূপে অবস্থান করিতে পারেন। এইরূপ অবস্থানকেই জীবন্মুক্ত অবস্থা বলিয়া থাকে। মহর্ষি অষ্টাবক্র তাহার শিষ্য জনক রাজাকে এই মুক্তির বিষয়

Saar's Two Aides

উপদেশ দিতে এইরূপ বলিয়াছিলেন। যথা :—

ন পৃথী, ন জলং নাগ্নি ন বায়ু র্দৌর্ণ বা ভবান।
এষাং শাক্ষিণমাত্মনং চিদ্রূপং বিদ্ধি মুক্তয়ে ॥
যদি দেহং পৃথককৃত্য চিতি বিশ্রাম্য তিষ্ঠসি।
অধুনৈব সুখী শান্ত বন্ধোমুক্ত ভবিষ্যসি ॥

—অষ্টাবক্র সংহিতা ॥১প্র:৩।৪॥

তুমি পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু কিংবা আকাশাদি ভৌতিক পদার্থ দ্বারা সৃষ্ট নহ। যদি মুক্তি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে এই সমস্ত ভূতগণের সাক্ষীস্বরূপ অর্থাৎ যাহার সমক্ষে এই সমস্ত ভূতগণের উৎপত্তি বিলয়াদি সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে সেই চৈতন্যস্বরূপ আত্মারূপে আপনাকে অবগত হও। যদি আপনাকে এইরূপে জ্ঞাত হওত এই পাঞ্চভৌতিক দৈহিক ব্যাপারে লিপ্ত না থাকিয়া দেহ হইতে পৃথকরূপে অবস্থানপূর্বক চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে অর্থাৎ আপনাতে আপনি স্থিরভাবে বিশ্রাম কর; তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তুমি শান্তভাবাবলম্বনপূর্বক পরম সন্তোষে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে ॥৩।৪॥

এক্ষণে যুগলমন্ত্রের উপাসনা অর্থাৎ প্রাণায়ামের ক্রিয়া দ্বারা কিরূপে বৈষ্ণবীচক্র মায়াকে অতিক্রম করা যায় অর্থাৎ স্বাভাবিক নিয়মানুসারে ১২,০০০ বৎসরকালে যে চতুষ্পাদ পূর্ণ চৈতন্যানুভব হইয়া থাকে সেই কার্য্য কি প্রকারে স্বল্পকাল মধ্যে সমাধা করিয়া স্বাভাবিক নিয়মানুসারে কল্পান্তে অর্থাৎ ১,২০,০০,০০০ বৎসরকালে যে কৈবল্য বা কেবলমাত্র চৈতন্য-স্বরূপে অবস্থান ঘটিয়া থাকে, তাহা স্বল্পকাল মধ্যে সমাধা করিয়া সেই নির্বিকার ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

আকাশমণ্ডলের মধ্যে সূর্য্যগমনের পথটির ১২টি স্থান বিশেষ বলে বলীয়ান থাকাপ্রযুক্ত ঐ স্থানগুলিকে চিহ্নিত করিয়া রাখিবার নিমিত্ত জ্যোতিষশাস্ত্রবেত্তাগণ ঐ স্থানস্থিত তারাগুলিকে একত্রিতপূর্বক ১২টি রাশি করিয়াছেন; এবং তাহাতে পার্থিব জীব অথবা অপর পদার্থের

সদৃশ আকার কল্পনা করিয়া ঐ সমস্ত নক্ষত্ররাশিকে মেষরাশি, বৃষরাশি প্রভৃতি নামে উল্লেখ করেন। ঐ রাশিচক্রটির মধ্যে চন্দ্র শুক্ল প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সূর্য্য হইতে দূরে গমন করিতে করিতে ছয়টি রাশি ভ্রমণ করিয়া, পূর্ণিমার পূর্ণকালে যতদূর সম্ভব দূরে গমন করে; এবং পুনর্বার কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সূর্য্যের নিকটে আগমন করিতে করিতে অমাবস্যার পূর্ণ সময়ে ছয়টি রাশি ভ্রমণ করিয়া, যতদূর সম্ভব সূর্য্যের নিকটস্থ হয়। চন্দ্রের সূর্য্য হইতে দূরে গমন আরম্ভ করিয়া ১২ রাশি ভ্রমণপূর্ব্বক পুনরায় সূর্য্যের নিকটস্থ হওয়ার কালটিকে একটি চন্দ্রমাস বলে। এইরূপ সূর্য্যের রাশিচক্রের একটি স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া ১২ রাশি ভ্রমণপূর্ব্বক পুনরায় সেই স্থানে আগমনের কালকে একটি সৌর বৎসর বলে। এইরূপ একটি সৌর বৎসরের মধ্যে চান্দ্র-মাসের ১২টিরও কিছু অধিক থাকে, তন্নিমিত্ত তিন বৎসর অন্তর একটি চান্দ্রমাস বৃদ্ধি হয়; পঞ্জিকাকারকগণ তাহাকে মলমাস বলিয়া থাকেন। সুতরাং তিনটি সৌর বৎসরে ৩৭টি চান্দ্রমাস হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, জন্মকালে সূর্য্য অনুকূল থাকিলে অর্থাৎ যে মানব সৌর পদার্থের উত্তমাংশ (Good parts of the solar materials) গ্রহণ করিয়া আপন দেহসৃষ্টিপূর্বক জন্মগ্রহণ করে, সেই মানব মহদন্তঃকরণ-বিশিষ্ট এবং মহাজ্ঞানী হয়; সূর্য্য জন্মকালে প্রতিকূল থাকিলে অর্থাৎ যে মানব সৌর পদার্থের মন্দাংশ (Bad parts of the solar materials) গ্রহণ করিয়া দেহসৃষ্টিপূর্বক জন্মগ্রহণ করে, সেই মানব মহা অহঙ্কারী এবং কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া থাকে। এইরূপে সূর্য্যের উত্তমাধম অংশের সহিত জ্ঞানের অর্থাৎ চৈতন্যের তারতম্য দৃষ্টি করিয়া, এবং যোগক্রিয়াসমুদ্ভূত দেহস্থিত সূর্য্যের সহিত জ্ঞানের অর্থাৎ চৈতন্যের সম্পূর্ণ ঐক্য দেখিয়া অর্থাৎ এই দেহস্থ সূর্য্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের অর্থাৎ চৈতন্যের প্রকাশ ইত্যাদি নানাপ্রকার অবলোকন করিয়া যোগ-শাস্ত্রবিদ্ মহাত্মাগণ এই ক্রিয়াসমুদ্ভূত ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড দেহস্থ সূর্য্যকে বাহ্য

ব্রহ্মাণ্ডস্থ সূর্য্যের অংশ এবং মানবের চৈতন্য বলিয়া থাকেন। এইরূপ জন্মকালে চন্দ্র অনুকূল থাকিলে অর্থাৎ যে মানব চন্দ্রের উত্তমাংশ (Good parts of the Lunar materials) গ্রহণপূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করে, সেই মানব স্থির স্বভাবাপন্ন হয়, এবং প্রফুল্লচিত্তে লোকের মনোরঞ্জন করিয়া সর্বদা সজ্জন সংসর্গে কালযাপন করে ; চন্দ্র জন্মকালে প্রতিকূল থাকিলে অর্থাৎ যে মানব চন্দ্রের মন্দাংশ (Bad parts of the Lunar materials) গ্রহণপূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করে, সেই মানব চঞ্চলস্বভাবাপন্ন হয়, এবং সর্ব্বদা অসন্তোষচিত্তপ্রযুক্ত লোকের বিরক্তিভাজন হইয়া নীচসংসর্গে কালযাপন করে। এইরূপে চন্দ্রের উত্তমাধম অংশের সহিত মনের অবস্থার তারতম্য দৃষ্টি করিয়া এবং যোগক্রিয়াসমুদ্ভূত দেহস্থ চন্দ্রের সহিত মনের সম্পূর্ণ ঐক্য দেখিয়া অর্থাৎ ইহার চাঞ্চল্যে মনের চাঞ্চল্য ইহার স্থিরভাবে অবস্থানে মনের স্থৈর্য্যাবলম্বন ইত্যাদি নানাপ্রকার অবলোকন করিয়া যোগশাস্ত্রবিদ্ মহাত্মাগণ এই ক্রিয়াসমুদ্ভূত ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড দেহস্থ চন্দ্রকে বাহ্যব্রহ্মাণ্ডস্থ চন্দ্রের অংশ এবং ইহাই মানবের মন বলিয়া উল্লেখ করেন। সুষুম্নাবর্ত্তে চৈতন্যের গতিবিধি ও ইহার মধ্যস্থিত ছয়টি স্থানের বিশেষরূপ রঙ্গ এবং রাশি রাশি চৈতন্যরশ্মি ঐ কয়েকটি স্থানের চতুর্দ্দিকে পদ্মাকারে প্রতিবিম্বিত হইয়া ষষ্টিসহস্র নাড়ীতে দেবতারূপে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক এই শরীরপালন কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে, ইহা অবলোকন করিয়া এবং এই কয়েকটি স্থানের প্রতিবিম্বের স্বল্পাধিক্যপ্রযুক্ত যোগশাস্ত্রবিদ্ মহাত্মাগণ ঐগুলিকে চতুর্দ্দল, ষড়দল, দশদল, দ্বাদশদল, ষোড়শদল এবং দ্বিদল পদ্ম নামে উল্লেখ করেন ; এবং এই সুষুম্নাকে দেহস্থ জীবচৈতন্যরূপ সূর্য্যের গমনাগমনের পথ ও ঐ পদ্মগুলিকে রাশিস্বরূপে গণ্য করিয়া থাকেন।

পরমযোগিবর মহাদেব এবং অপরাপর মহাত্মাগণের উপদেশ এই যে, সদ্‌গুরূপদেশ মত ক্রিয়া দ্বারা দেহ মধ্যে চন্দ্ররূপে প্রকাশিত ঐ সর্বসত্ত্বাংশপূর্ণ মনকে সর্বরজোগুণপূর্ণ প্রাণবায়ুযোগে ক্রিয়াশীল করিয়া সুষুম্নাবর্ত্ত দ্বারা ক্রমশঃ দ্বিদলাদি মূলাধার পর্য্যন্ত ছয়টি পদ্ম ভ্রমণপূর্ব্বক

সহস্রার মধ্যস্থিত সূর্য্যরূপে প্রকাশিত জীবচৈতন্য হইতে যতদূর সম্ভব দূরে আনয়ন করিয়া পুনরায় মূলাধারাদি দ্বিদল পর্য্যন্ত ছয়টি পদ্ম ভ্রমণপূর্ব্বক এই সূর্য্যরূপে প্রকাশিত চৈতন্যের নিকটস্থ হইলে, স্বাভাবিক একটি মাসের কার্য্য সমাধা হয় ; অর্থাৎ এই স্বল্পকাল মধ্যে শরীরস্থ রক্ত ও মাংসাদির সমস্ত জড়তা পরিষ্কার হইয়া যায়, সুতরাং আসক্তিও পরিশুদ্ধ হইয়া অপেক্ষাকৃত সচৈতন্য পদার্থ গ্রহণপূর্ব্বক দেহ প্রস্তুত করিতে থাকে। এইরূপে মনের সহিত প্রাণকে মূলাধারে নিক্ষেপ করা এবং পুনরায় তথা হইতে আকর্ষণ করাকে যোগশাস্ত্রে প্রাণায়ামের একটি ক্রিয়া বলিয়া থাকে, ইহা দ্বারা চিত্তের সংস্কারশুদ্ধিপূর্ব্বক প্রসন্নতা রক্ষা করে। পাতঞ্জল যোগসূত্রেও এইরূপ লিখিত আছে যে, জীবের সুখেতে মৈত্রী অর্থাৎ আনন্দ করা, দুঃখেতে করুণা করা, পুণ্য কার্য্যে প্রফুল্ল হওয়া এবং অন্যায় কার্য্যে উপেক্ষা করাতে চিত্ত প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু তাহা বাহ্য ও ক্ষণকালমাত্র স্থায়ী, কারণ চিত্ত পূর্বসংস্কারবশতঃ স্বল্পকাল মধ্যেই পুনরায় মলিন হইয়া পড়ে। অতএব প্রসন্নতা দীর্ঘকাল স্থায়ী করণার্থ সংস্কারশুদ্ধিকর ক্রিয়া দ্বারা অন্তর প্রসন্ন করা প্রয়োজন। প্রাণবায়ুর প্রচ্ছর্দন অর্থাৎ নিক্ষেপণ এবং পুনরায় তাহার আকর্ষণ এই উভয়বিধ ক্রিয়া বা যুগলমন্ত্র দ্বারা সংস্কারশুদ্ধি হইয়া এই প্রসন্নতা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। যথা —

মৈত্রকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখ পুণ্যাপুণ্য-

বিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনং ॥৩৩॥

প্রচ্ছর্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য ॥৩৪॥

সমাধিপাদঃ ॥

এইরূপ যুগলমন্ত্রের উপাসনা বা প্রাণায়ামের ক্রিয়া একাসনে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের সহিত ১২ বার অর্থাৎ ১৪ বার করিলে স্বাভাবিক একটি সৌর-বৎসরের কার্য্য সমাধা হয় ; অর্থাৎ ধমনী, শিরা, স্নায়ু, সুতরাং দৈবশরীর বা সূক্ষ্ম শরীরের, দশটি ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ প্রাণের পর্য্যন্ত জড়তা পরিষ্কার হইয়া যায় ; সুতরাং তাহাদের আসক্তিও পরিশুদ্ধ হইয়া অপেক্ষাকৃত সচৈতন্য

পদার্থ গ্রহণপূর্বক দেহ প্রস্তুত করিতে থাকে ; ইহাকে জড়শুদ্ধি বলে। এইরূপ ক্রিয়া সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের সহিত ৩৭ বার অর্থাৎ ৩৯ বার করিলে স্বাভাবিক তিনটি সৌরবৎসর অর্থাৎ একটি খণ্ডযুগের কার্য্য সমাধা হয় ; সুতরাং শুক্র, মজ্জা, দেহস্থ সমস্ত ভূত সুতরাং মানবদেহ দুইটির (মন ও বুদ্ধির পর্য্যন্ত) জড়তা পরিষ্কার হইয়া যায়, তদ্দ্বারা ঐ সমস্তের আসক্তি পরিশুদ্ধ হইয়া অপেক্ষাকৃত সচৈতন্যপদার্থ গ্রহণপূর্বক দেহ প্রস্তুত করিতে থাকে ; ইহাকে খণ্ডশুদ্ধি বা নাড়ীশুদ্ধি বলে। এবং এই ক্রিয়া সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের সহিত ১৪৮ বার অর্থাৎ ১৫০ বার করিলে স্বাভাবিক ১২টি সৌর-বৎসরের কার্য্য সমাধা হয় ; অর্থাৎ চিত্ত প্রকৃতি বা কারণদেহ পর্য্যন্ত তিনটি দেহেরই জড়তা পরিষ্কার হইয়া যায় ; সুতরাং সমস্ত আসক্তির পরিশুদ্ধি হইয়া দেহ নির্ম্মাণার্থে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সচৈতন্য পদার্থ গ্রহণ করিতে থাকে। ইহাকে তন্ত্রাদি সর্বশাস্ত্রেই ভূতশুদ্ধি বলিয়া উল্লিখিত আছে। ইহার দ্বারা চতুর্বিংশতি তত্ত্বেরই শোধনকার্য্য স্বল্পকাল মধ্যে সমাধা করিয়া এই ভৌতিক দেহে থাকিয়াই আনন্দময় হওয়া যায়। এইরূপ ভূতশুদ্ধি একবার করিলেই চিত্ত সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হয় এবং ঐ প্রসন্নতা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। স্বাভাবিক কোন প্রকার পরিবর্তন না ঘটিলে স্বল্পকাল মধ্যে চিত্তে আর কোন প্রকার মালিন্য আসিতে পারে না।

বিজ্ঞানশাস্ত্র দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, একটি বিদ্যুৎস্রোত কোন পদার্থের চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া গমন করিলে, ঐ পদার্থে আকর্ষণী ও বিক্ষেপণী গুণোৎপন্ন হইয়া উহা চুম্বকরূপে পরিণত হয়, এবং ঐ বিদ্যুতের স্রোতটি ঐ পদার্থের ভিতরে প্রবিষ্ট না হইয়া, কেবলমাত্র ইহার উপরে ভাসমান থাকে। বার্ত্তাবহ যন্ত্রের (Telegraph) কার্য্য এই প্রণালীতে নির্বাহ হয়। বিদ্যুতের বেগ-নিরূপক (Electrometer) যন্ত্র দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, কোন একটি পরিচালক (Conductor) পদার্থের একদিকে উত্তাপ দিলে, তাহার অপরদিক হইতে একটি বিদ্যুৎস্রোত ঐ উত্তপ্তদিকাভিমুখে গমন করিতে থাকে। পৃথিবী একটি বৃহৎ বিদ্যুৎ

পরিচালক (Conductor) পদার্থ, সূর্য্য যখন ইহার যেদিকে থাকে তখন সেইদিক উত্তপ্ত করে ; সুতরাং পৃথিবীর অপরদিক হইতে এই উত্তপ্তদিকা-ভিমুখে একটি বৈদ্যুতিক স্রোত বহিতে থাকে ; এবং পৃথিবীর পূর্বাভিমুখে ঘূর্ণায়মান থাকা হেতু ঐ উত্তপ্তভাগটি প্রতিনিয়তই পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতেছে, সুতরাং ঐ বিদ্যুৎ-স্রোতটিও প্রতিনিয়ত পৃথিবীর উপর পশ্চিমা-ভিমুখে ঘুরিতেছে। এইরূপে বিদ্যুৎ এই গোলাকার পৃথিবীর চতুর্দিকে সর্বদাই ঘূর্ণায়মান থাকা হেতু ইহা আকর্ষণী ও বিক্ষেপণী শক্তি বিশিষ্ট হইয়া একটি বৃহৎ ক্ষমতাবিশিষ্ট উৎকৃষ্ট চুম্বকরূপে বর্ত্তমান আছে। দিগ্দর্শন যন্ত্রের (Magnetic needle) কাঁটাটি এই নিমিত্ত উত্তর ও দক্ষিণদিকে সর্বদাই আকর্ষিত থাকে।

এই পৃথিবীর উপরিস্থিত বিদ্যুৎ-স্রোতটি সর্বদাই সমান বেগে ভ্রমণ করে না ; ইহার বেগের হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। দিবা দুই প্রহরকালে যখন সূর্য্য মস্তকের ঠিক উপরে থাকে এবং রাত্রি দুই প্রহরকালে যখন সূর্য্য পৃথিবীর ঠিক নিম্নভাগে গমন করে এই দুইটি সময়ে পৃথিবীর উত্তপ্ত অংশটি ঠিক উপরে এবং ঠিক নিম্নদিকে থাকা প্রযুক্ত বৈদ্যুতিক স্রোতটির পূর্ব বা পশ্চিমাভিমুখে কোন বেগ থাকিবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু পৃথিবী পূর্বাভি-মুখে ঘূর্ণায়মান থাকা প্রযুক্ত ঐ উত্তপ্ত অংশটি সর্বদাই পশ্চিমাভিমুখে গতি-শীল, তন্নিমিত্ত ঐ পৃথিবীর উপরিস্থিত বিদ্যুৎ স্রোতটিরও ঐরূপ পশ্চিমাভি-মুখে একটি গতি বর্ত্তমান থাকে। প্রাঙ্‌নতকালে অর্থাৎ রাত্রি দুই প্রহরের পর দিবা দুই প্রহর পর্য্যন্ত পৃথিবীর পূর্বভাগে সূর্য্যের অবস্থিতি সময়ে পূর্ব-ভাগের অধিক উষ্ণতাপ্রযুক্ত পূর্ববাভিমুখে বিদ্যুতের একটি বেগ হওয়ায়, উপরোক্ত (পৃথিবীর গতিপ্রযুক্ত তদুপরিস্থ পশ্চিমাভিমুখে গমনশীল) বিদ্যুৎ-স্রোতটির বেগের হ্রাস হয় এবং অতি অল্প বেগে পশ্চিমাভিমুখে ভ্রমণ করিতে থাকে ; এবং পশ্চান্নতকালে অর্থাৎ দিবা দুই প্রহরের পর রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত পৃথিবীর পশ্চিমভাগে সূর্য্যের অবস্থিতি সময়ে পশ্চিমভাগের অধিক উষ্ণতাপ্রযুক্ত পশ্চিমাভিমুখে বিদ্যুতের একটি বেগ হওয়ায় উপরোক্ত

(পৃথিবীর গতিপ্রযুক্ত তদুপরিস্থ পশ্চিমাভিমুখে গমনশীল) বিদ্যুৎস্রোতটি দ্বিগুণ বেগে পশ্চিমাভিমুখে ভ্রমণ করিতে থাকে।

এইরূপ একটি বিদ্যুৎস্রোত সর্ব্বদা পৃথিবীর উপরে পশ্চিমাভিমুখে গমনশীল থাকা প্রযুক্ত এবং তদ্দ্বারা এই পৃথিবীটি চুম্বকত্বে পরিণত থাকা হেতু ভারতবর্ষীয় মহর্ষিগণ উত্তর এবং পশ্চিমশিরে শয়ন করিতে নিষেধ করেন। যথা —

"প্রাক্‌শিরো ভবতি বিদ্যা বলমায়ুশ্চ দক্ষিণে।
পশ্চিমে প্রবলা চিন্তা হানি মৃত্যুমথোত্তরে ॥

পূর্বশিরে শয়ন করিলে বিদ্যা বা জ্ঞানের প্রকাশ হয়, দক্ষিণশিরে শয়ন করিলে বল বৃদ্ধি হয়, পশ্চিমশিরে শয়ন করিলে চিন্তা প্রবলা হয়, এবং উত্তরশিরে শয়ন করিলে মৃত্যু অগ্রসর হয়। ইহার কারণ এই যে, পশ্চিমশিরে শয়ন করিলে বিদ্যুৎটির মস্তকাভিমুখে গতি হওয়া হেতু শারীরিক সমস্ত মালিন্য প্রধান চৈতন্যস্থান মস্তিষ্কে একত্রিত হইয়া চৈতন্যকে মলিন করিয়া অবিদ্যায় বা অজ্ঞানে আচ্ছন্ন করে। তাহাতে মস্তিষ্কে কতকগুলি বৃথা কল্পনার উদয় হইয়া জীবকে প্রবল চিন্তান্বিত করে। কিন্তু পূর্বশিরে শয়ন করিলে উহার বিপরীত ক্রিয়া হওয়ায় অবিদ্যা বা অজ্ঞানের কারণস্বরূপ প্রধান চৈতন্যস্থান মস্তিষ্কের মালিন্য বিদূরিত হইয়া জ্ঞান বা বিদ্যা প্রকাশ পায়। এইরূপে উত্তরশিরে শয়ন করিলে বিষুবরেখার (Equater) উত্তরাংশে অবস্থানপ্রযুক্ত উত্তর কেন্দ্রের আকর্ষণশক্তির প্রবলতাহেতু শরীরস্থ বায়ুর মস্তকাভিমুখে ঊর্দ্ধগতি হইয়া অর্থাৎ ঊর্দ্ধগ হইয়া বলের হানি করে, সুতরাং শরীর ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া ব্যাধি প্রভৃতির উদ্ভব হওতঃ মৃত্যু অগ্রসর হয়; কিন্তু দক্ষিণশিরে শয়ন করিলে ইহার বিপরীত ক্রিয়া অর্থাৎ বায়ুর অধোগতি হওতঃ বলের বৃদ্ধি হইয়া শরীরকে বলবান করতঃ দীর্ঘায়ু করে।

এইরূপে প্রাঙ্‌নত এবং পশ্চান্নতকালে পৃথিবীর উপরস্থ বিদ্যুৎস্রোতের গতি হ্রাসবৃদ্ধি হওয়া প্রযুক্ত সূক্ষ্মজগতের অবস্থার বিশেষরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে; এবং দিবা এবং রাত্রিকালের উষ্ণতার তারতম্যবশতঃ

স্থূলজগতের অবস্থারও ঐরূপ বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়। এইরূপে বিষুবরেখার (Equater) ৬৬।৩০ অংশাদি উত্তরেও ৬৬।৩৬ অংশাদি দক্ষিণে ১৩৩ অংশ ব্যাপিয়া এই পৃথিবীর মধ্যভাগেস্থিত সমস্ত পদার্থের, ২৪ ঘণ্টা অর্থাৎ একটি অহোরাত্রি মধ্যে স্থূলাংশে দুইবার এবং সূক্ষ্মাংশে দুইবার সর্বসমেত চারিবার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। দেবলোকে অর্থাৎ পৃথিবীর উত্তরভাগ ২৩।৩০ অংশাদিতে ও দানবলোকে অর্থাৎ দক্ষিণভাগে ২৩।৩০ অংশাদিতে ছয়মাস দিবা এবং ছয়মাস রাত্রিপ্রযুক্ত, ২৪ ঘণ্টা মধ্যে তত্তৎ স্থানস্থ স্থূল পদার্থের অবস্থার কোন পরিবর্ত্তনই হয় না, কেবলমাত্র প্রাঙ্‌নত ও পশ্চান্নতকালে বৈদ্যুতিক স্রোতের তারতম্যপ্রযুক্ত তত্রস্থ পদার্থের দৈবদেহের অবস্থার দুইবারমাত্র পরিবর্ত্তন হয় এবং এই পৃথিবীর অভ্যন্তরে কোনপ্রকার বৈদ্যুতিক স্রোত বা উষ্ণতার তারতম্য না হওয়াপ্রযুক্ত তত্রস্থ কোন পদার্থেরই কোনপ্রকার অবস্থার নৈসর্গিক পরিবর্ত্তন হয় না।

সুতরাং এই যোগক্রিয়াতে গুহার অভ্যন্তরই আসনের উত্তম পরিশুদ্ধ স্থান, পৃথিবীর উত্তরাংশ দেবলোকে আসনের মধ্যম স্থান দক্ষিণাংশ জলপূর্ণ উহার কথাই নাই; এবং পৃথিবীর মধ্যখণ্ড আসনের অল্পই পরিশুদ্ধ স্থান এই নিমিত্ত অপরাপরস্থানবাসীগণের স্বল্পায়াস সিদ্ধ ক্রিয়াও এই পৃথিবীর মধ্যখণ্ডবাসীগণকে নাতিউষ্ণ নাতিশীত এবং নির্বাত স্থানে কুশ তদুপরি মৃগচর্ম এবং তদুপরি পট্টবস্ত্র ইত্যাদি অপরিচালক (Non conductor) পদার্থোপরি অবস্থানপূর্বক অতি সাবধানে এবং অধিক পরিশ্রমে সমাধা করিতে হয় ইহাই আসনশুদ্ধির নিয়ম। অতএব স্বল্প পরিশুদ্ধ আসনস্থ পৃথিবীর মধ্যখণ্ডবাসীগণের ক্রিয়ার নিয়মাদি সংক্ষেপে প্রকাশিত হইতেছে।

পৃথিবীর মধ্যখণ্ডবাসীগণ প্রাতে একবার ভূতশুদ্ধি করিলে প্রাঙ্‌নতকাল মধ্যে অর্থাৎ সূর্য্য পূর্বদিকে নত থাকিতে দিবা দুই প্রহর মধ্যে তাহাদিগের আর কোনপ্রকার শুদ্ধিকর ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না, কারণ ঐ কাল মধ্যে নৈসর্গিক কোন অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে না, সুতরাং নিজে মলিন না করিলে স্বভাবতঃ কোন মালিন্য জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। উপরোক্ত কারণ

বশতঃ মধ্যাহ্নে ভূতশুদ্ধি করিলে দিবাভাগে সূর্য্যের উদয়কাল মধ্যে আর কোনপ্রকার শুদ্ধিকর ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না ; এইরূপ সন্ধ্যাকালে একবার ভূতশুদ্ধি করিলে রাত্রি দুইপ্রহর মধ্যে অর্থাৎ সূর্য্য পশ্চিমদিকে নত থাকিলে আর কোনপ্রকার শুদ্ধিকর ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না ; এবং রাত্রি দুইপ্রহর সময়ে একবার ভূতশুদ্ধি করিলে প্রাতঃকাল মধ্যে আর কোনপ্রকার শুদ্ধিকর ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না। কারণ নিজে মলিন না করিলে উক্ত কাল-মধ্যে কোনপ্রকার নৈসর্গিক পরিবর্ত্তন হইয়া চিত্তে কোনপ্রকার মালিন্যের উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। এই নিমিত্ত পৃথিবীর মধ্যখণ্ডবাসী যোগি-গণকে প্রত্যহ চারিবার ভূতশুদ্ধি করিতে হয়। কিন্তু সংসারিগণের পক্ষে প্রাতঃক্রিয়া, মধ্যাহ্নক্রিয়া ও সায়ংক্রিয়া এই তিনটিই বিধি আছে ; তদ্ভিন্ন মধ্যরাত্রের ক্রিয়াটি বিশেষ আবশ্যকীয় নহে। কারণ সংসারিগণকে নানা-প্রকার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া দিবাভাগে অধিক পরিশ্রম করিতে হয়, তন্নিমিত্ত তাহাদিগের রাত্রিকালে কিছু অধিক বিশ্রামের প্রয়োজন. নচেৎ দেহক্ষয় হইয়া রোগোৎপত্তিপূর্ব্বক চিত্ত মলিন হইবার সম্ভব ; এবং পূর্ণ বিশ্রামকালে সুষুপ্তি অবস্থায় থাকাহেতু নৈসর্গিক কোন পরিবর্ত্তনই তাহাদের চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে না। তবে পরিশ্রমের লাঘবতাপ্রযুক্ত বা চিত্ত স্থির থাকাহেতু দেহক্ষয়ের স্বল্পতাপ্রযুক্ত বিশ্রামের প্রয়োজন না হইলে, বা অপর কোন কারণবশতঃ জাগ্রত থাকিলে, মধ্যরাত্রের ক্রিয়াটিও বিশেষ প্রয়োজন। এই নিমিত্ত সংসারে অবস্থানপূর্ব্বক রীতিমত পরিশ্রম ও বিশ্রা-মাদি করিতে হইলে, প্রত্যহ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন এবং সায়াহ্ন এই তিনটি সন্ধি-স্থলে ভূতশুদ্ধি ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। এইরূপে প্রত্যহ রীতিমত ত্রিসন্ধ্যা ক্রিয়া করিলে, একটি চান্দ্রমাসের কিছু অধিক ৩৪ দিনে, এবং কোন পর্বদিন উপলক্ষে কিংবা অপর কোন সাংসারিক ঘটনাবশতঃ ২।১ বার ক্রিয়া বন্ধ হইলেও ৩৬ দিনে ১০০ বার ভূতশুদ্ধি ক্রিয়া হয়। পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে, নৈসর্গিক ১২ বৎসর কাল চৈতন্য প্রকাশেচ্ছা বর্ত্তমান থাকিলে যে উন্নতি সম্ভব তাহা অল্পকাল মধ্যেই একটিবার ভূতশুদ্ধি ক্রিয়া দ্বারা সম্পন্ন হয় ;

সুতরাং ৩৬ দিনে ১০০ বার ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ায় নৈসর্গিক একটি কলিযুগ পরিমাণ ১২০০ বৎসরের কার্য্য ঐ স্বল্পকাল মধ্যে সমাধা হয়। পরে দ্বাপর যুগাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া চৈতন্যের দ্বিতীয়পাদ সূক্ষ্মজগতের অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায়। এইরূপে সাধকগণ স্বাভাবিক চতুর্যুগ পরিমাণ ১২০০০ বৎসরের চৈতন্যপ্রকাশ কার্য্য ৩৬০ দিনে বা সৌর এক বৎসর কালে সমাধা করিয়া পূর্ণ চতুষ্পাদ এই সৃষ্টির অতীত ব্রহ্মচৈতন্য সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিয়া থাকেন। পরে সদ্‌গুরূপদেশ মত অপরাপর ওঁকারাদি ক্রিয়া দ্বারা ৩ বৎ-সর কালে বা ৩৯ চান্দ্রমাসে ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতির্ম্ময় চৈতন্যস্থান প্রকাশকরতঃ স্বাভাবিক একটি কল্প বা ১২০০০০০০ বৎসরের কার্য্য ১২ বৎসর কাল মধ্যে সমাধাপূর্ব্বক কৈবল্য অর্থাৎ কেবলমাত্র আপনাকেই এই বিশ্বমণ্ডলের সর্বত্র ব্যাপ্ত অনুভব করিয়া ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন। মহাত্মাগণ বলিয়া থাকেন যে, সাধকগণ কোনপ্রকার অন্যায় পথাবলম্বী না হইয়া, অতি মৃদুবেগের সহিত এই ক্রিয়াতে অবস্থিত থাকিলেও, ৩৬ বৎসর কালে, এবং কোন পর্বদিন উপ-লক্ষে কিংবা অপর কোন সাংসারিক ঘটনাবশতঃ মধ্যে কোন ব্যাঘাত ঘটিলেও, ৩৯ বৎসর কালে এই কৈবল্য বা ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইতে পারেন। কিন্তু তীব্রবেগসম্পন্ন সাধকগণ উপরোক্ত ১২ বৎসর কাল অপেক্ষাও স্বল্পকাল মধ্যে এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া কৈবল্যাবস্থা বা ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

সাধকগণ এই সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে এই বিশ্বমণ্ডল মধ্যে তাঁহাদের কোন বস্তুই অপ্রাপ্য বা প্রাপ্য থাকে না। তত্রাচ ক্রিয়াহীন হইয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিলে স্বাভাবিক নিয়মপ্রযুক্ত ক্রমশঃ অবিদ্যা বা ভ্রমজ্ঞানের উদয় হইয়া, এই প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশিত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে। ইহা এই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। অতএব এইরূপে কৈবল্যাবস্থা বা ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইলেও, আত্মরক্ষার্থে নিয়মমাত্র পালনের ন্যায় ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

এক্ষণে এই "যুগ" শব্দের একটি অর্থ সত্যত্রেতাদি অবস্থা ও অপর একটি অর্থ ঐ অবস্থাপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ যুগলমন্ত্র, এবং এই দুইটি অর্থ

নির্দেশ করিবার নিমিত্তই এই শ্লোকটির মধ্যে এই "যুগ" শব্দটি দুইবার উক্ত হইয়াছে ইহা বুঝিতে পারিলে এই শ্লোকটির প্রকৃত অর্থ বুঝিতে আর বিলম্ব হয় না। তখন এইরূপ অর্থ হয় যে, সাধকগণের দুষ্প্রবৃত্তি বিনষ্ট করিয়া, ধর্ম্ম অর্থাৎ চৈতন্য প্রকাশপূর্বক, তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত, যুগল মন্ত্রের উপাসনা অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বারা ক্রমশঃ ক্রমশঃ সত্যত্রেতাদি অবস্থা প্রাপ্তির সহিত পূর্ণ ব্রহ্মচৈতন্য প্রকাশিত হয়েন ॥৮॥

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বাদেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥৯॥

আমার এরূপ জন্ম কর্ম্মকে যে জন। বিশেষেতে জানে লোকে রক্ষার কারণ ॥
মরিয়া জন্ম নাহি পায় পুনর্বার। আমারে সে পায় শুন কুন্তীর কুমার ॥৯॥

হে অর্জ্জুন! মে মম এবম্প্রকারং জন্ম সৃষ্টিতত্ত্বং দিব্য উত্তমং কর্ম্ম চ মৎপ্রকাশতত্ত্বঞ্চ, যঃ সাধকঃ তত্ত্বতঃ যথার্থেন বেত্তি জানাতি, স দেহং ত্যক্ত্বা পরিত্যজ্য মাং এতি ব্রহ্মণি নির্ব্বাণং গচ্ছতি, ন পুনঃ জন্ম সংসারং এতি প্রাপ্নোতি ॥৯॥

ব্যাখ্যা। সেই অনন্ত চৈতন্য হইতে এই দৃশ্যমান জগতের উৎপত্তি কারণ অর্থাৎ এই অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকোক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব, এবং উপরোক্ত চৈতন্যের প্রকাশকর ক্রিয়াতত্ত্ব অর্থাৎ এই অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকোক্ত এই বৈষ্ণবীচক্র মায়া অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মপদ প্রাপ্তির উপায়, এই সকল যিনি যথার্থরূপে আপন জ্ঞানের সহিত অবগত হইয়াছেন তাঁহাকে উপস্থিত দেহ পরিত্যাগ করিয়া আর পুনরায় দেহধারণ করিতে হয় না। তিনি ইচ্ছানুসারে দেহ রক্ষাপূর্বক সমস্ত কামনার অতীত হইতে পারেন, এবং তদ্দ্বারা বিশুদ্ধ চৈতন্যময় হইয়া এই সর্বব্যাপী অনন্তচৈতন্যে মিলিত হইয়া ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন ॥৯॥

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পুতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥১০॥

আমার এরূপ জন্ম কর্ম্মেরে জানিয়া। অনুরাগ ভয় আর ক্রোধেরে ত্যজিয়া ॥
অনেকে আমাতে চিত্ত করিয়া অর্পণ। আমার আশ্রয়ে স্থিতি করে সর্ব্বক্ষণ ॥
তাহারা আমার দত্ত জ্ঞান তপস্যাতে। পবিত্র হইয়া লীন হয়েছে আমাতে ॥১০॥

রাগঃ শব্দস্পর্শাদিবিষয়ানুরাগঃ, ভয়ঃ তচ্ছব্দস্পর্শাদিবিষয়ান্ পরিত্যজ্য জ্ঞানমার্গে কথং জীবিতব্যমিতি ত্রাসঃ, ক্রোধঃ সর্ববিষয়চ্ছেদকত্বাৎ তজ্জ্ঞানমার্গ প্রতিদ্বেষঃ, তে রাগঃ ভয়ক্রোধাঃ বীতাঃ বিগতাঃ যেভ্যঃ তে বীতরাগভয়ক্রোধাঃ শুদ্ধসত্বাঃ, বহব জ্ঞানতপসা আত্মজ্ঞাননিষ্ঠয়া চৈতন্য-প্রকাশক ক্রিয়য়া চ, পুতাঃ শুদ্ধাঃ ক্ষীণাপাপাঃ সন্তঃ, মন্ময়া মৎপ্রসাদলব্ধা চৈতন্যময়াঃ মাং আত্ম-চৈতন্যমেব উপাশ্রিতাঃ, মদ্ভাবং চৈতন্যরূপত্বং ব্রহ্মত্বং আগতাঃ প্রাপ্তাঃ ইতিভাবঃ ॥১০॥

ব্যাখ্যা। সংসারীমাত্রেই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়বিষয়ে ভোগে বড়ই অনুরক্ত, এবং জ্ঞানমার্গে ঐ সমস্ত বিষয়ভোগের অভাবপ্রযুক্ত তৎপ্রতি তাহাদের বড়ই দ্বেষ এবং শান্তিলাভ জন্য এই সমস্ত বিষয়ভোগসুখে বঞ্চিত হইতে তাঁহারা বড়ই ভীত হইয়া থাকেন। কিন্তু সাধকগণ উপরোক্ত অনুরাগ ভয় ও দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া একাগ্রচিত্তে কূটস্থে অবস্থানপূর্বক এই সমস্ত বিষয়ভোগ তুচ্ছ বিবেচনাপূর্বক চৈতন্যপ্রকাশক ক্রিয়া দ্বারা জ্ঞানলাভকরতঃ চৈতন্যময় হইয়া ব্রহ্মচৈতন্যে লীন হইয়া থাকে ॥১০॥

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥১১॥

যে যে মতে যে আমারে করয়ে ভজন। সেই মতে আমি তারে করি সম্পাদন ॥
অতএব লোকে পার্থ মত হয় নানা। কিন্তু করে সকলে আমার আরাধনা ॥১১॥

হে পার্থ বহ্নিতত্ত্ব! যে মনুষ্যাঃ যথা যেন প্রকারেণ মাং চৈতন্যং প্রপদ্যন্তে সমাশ্রয়ন্তে, তান্ মনুষ্যান্ প্রতি তথা তেন প্রকারেণ এব অহং ভজামি চৈতন্যং প্রকাশয়তে ইতিভাবঃ। কিমত্র বহুনা মনুষ্যাঃ মদনুবর্ত্তনৈকমনোরথা, মম বর্ত্ম মৎস্বভাবং বাঙ্‌মনসগোচরমপি সর্ব্বশঃ সর্বপ্রকারৈঃ অপূর্ব্বং, অনুবর্ত্তন্তে সমাশ্রয়ন্তে ॥১১॥

ব্যাখ্যা। যিনি যেরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত চৈতন্যপ্রকাশক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার তদনুরূপ চৈতন্য প্রকাশ হইয়া থাকে। সদ্গুরূপদিষ্ট সাধকবর তুলসীদাসের দোঁহাতেও এই ভাবটি প্রকাশ আছে। যথা —

রাম ঝরোখে বয়েঠ্ কর্ সবকো মজুরা লেত।
যাসো যাকো চাকুরি ত্যাসা তাকো দেত ॥

সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য সকলের অন্তরে সাক্ষীরূপে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাদের ক্রিয়ার অনুরূপ ফল প্রদান করেন।

সাধকগণ কূটস্থচৈতন্যে মনপ্রাণ অর্পণপূর্ব্বক সেই বাক্য মনের অগোচর আত্মচৈতন্যের ভাব বুঝিতে পারিয়াই এই চৈতন্যপ্রকাশক ক্রিয়াযোগ আশ্রয় করিয়া থাকেন ॥১১॥

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা ॥১২॥

কাম্যফল পাবো এই করিয়া প্রার্থনা। মনুষ্যেতে করে দেবতার আরাধনা ॥
যেহেতু এ মনুষ্য লোকেতে কর্মফল। অতি শীঘ্র লভ্য হয় শুন মহাবল ॥১২॥

কর্ম্মণাং সিদ্ধিং ফল নিপত্তিং কাঙ্ক্ষন্তঃ কাঙ্ক্ষমানাঃ অবিবেকিনঃ ইহমানুষে লোকে দেবতাঃ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতা যজন্তে, ভজন্তে ন তু সাক্ষাচ্চৈতন্যং সমাশ্রয়ন্তে। হি যস্মাৎ কর্ম্মজা সিদ্ধিঃ ইন্দ্রিয়ভোগকর্ম্মজনিত তত্তদ্বিষয়ভোগসুখফলং ক্ষিপ্রং ভবতি তৎক্ষণাদেব অনুভবন্তি ॥১২॥

ব্যাখ্যা। ইন্দ্রিয়সকলের ভোগ দ্বারা তত্তজ্জনিত সুখসকল তৎক্ষণাৎ অনুভব হইয়া থাকে, কিন্তু পরক্ষণেই ঐ সুখের প্রতিঘাতস্বরূপ অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। সাধারণে অল্পদর্শনপ্রযুক্ত তাহা না বুঝিতে পারিয়া ঐ সকল অনায়াসপ্রাপ্য ক্ষণিক সুখভোগের লালসায়, ইন্দ্রিয়গণের সেবাতেই নিযুক্ত হইয়া থাকে ॥১২॥

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥১৩॥

সত্ত্বরজোতমো গুণভেদে কর্ম্মভেদে। সৃষ্টি করিলাম চারি বর্ণের প্রভেদে ॥
স্রষ্টা হইয়াও আমি স্রষ্টা নাহি তার। জানিবে যেহেতু নাহি আসক্তি আমার ॥১৩॥

ময়া চৈতন্যেন তৎপ্রকাশ তারতম্যেন (অবিদ্যাবরণবশাৎ) গুণকর্ম্মবিভাগশঃ সত্ত্ব প্রধানাঃ সত্ত্বরজপ্রধানাঃ রজস্তমোপ্রধানাঃ তমো প্রধানা ইত্যেবং গুণানাং বিভাগৈঃ, আত্মস্থবস্থানাদিনী চৈতন্যপ্রকাশক ক্রিয়াযুদ্ধাদিনী দেহক্ষেত্রপরিশুদ্ধার্থায় শাস্ত্রচিন্তাদিনী ইন্দ্রিয়সেবাদিনী ইত্যেবং কর্ম্মণাং বিভাগৈঃ, চাতুর্ব্বর্ণ্যং সৃষ্টা বর্ণানাং চত্বারঃ ভাগঃ উক্তঃ এবম্প্রকারেণ চৈতন্যঃ তস্য চাতুর্ব্বর্ণসৃষ্টিকার্য্যস্য কর্ত্তারমপি অকর্ত্তারং ন তু চৈতন্যেন সৃষ্টং, এবঞ্চ চৈতন্যপ্রকাশস্য স্বল্পাধিকাবস্থা বর্ত্তমানেঽপি অব্যয়ং ক্ষয়হীনং ॥১৩॥

ব্যাখ্যা। মানবগণ, চৈতন্যস্ফূর্তির তারতম্যে নানাপ্রকার প্রারব্ধ কার্য্যাদি দ্বারা সত্ত্বরজো প্রভৃতি নানাপ্রকার গুণযুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিপ্রকার বর্ণে বিভক্ত হইয়া থাকে। যথা – সত্ত্বগুণপ্রধান নিত্যচৈতন্যে অবস্থিত মানবগণকে ব্রাহ্মণ বলে; সাত্ত্বিক রজোগুণপ্রধান মানবগণ যাঁহারা আপন দুষ্প্রবৃত্তি সমস্ত নষ্ট করণার্থ চৈতন্যপ্রকাশকর ক্রিয়ারূপ যুদ্ধে নিযুক্ত থাকেন তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলে; তামসিক রজোগুণপ্রধান মানবগণ যাঁহারা আপন দেহরূপ ক্ষেত্রের পরিশুদ্ধি হেতু তাহার উৎকর্ষণে অর্থাৎ শাস্ত্রাদি চিন্তা এবং প্রায়শ্চিত্তাদি ব্রত নিয়ম পালনে নিযুক্ত থাকেন তাঁহাদিগকে বৈশ্য বলে; এবং তমোগুণপ্রধান মানবগণ যাঁহারা ভৌতিক শরীর ইন্দ্রিয়সকলের সেবায় তৎপর থাকেন এইরূপ অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানবগণকে শূদ্র বলিয়া থাকে। যদিও চৈতন্যস্ফূর্তির তারতম্যেই এইরূপ হইয়া থাকে বটে, কিন্তু চৈতন্যের কোন স্থানেই স্বল্লাধিক্য নাই; চৈতন্য নিত্যপদার্থ এবং সর্ব্বস্থলে সমানরূপে বর্ত্তমান আছেন; এবং স্বয়ং চৈতন্যও এইরূপ স্বল্লাধিক্যের কর্ত্তা নহেন; কেবলমাত্র আবরণের তারতম্যেই এইরূপ স্বল্প বা অধিক চৈতন্য বিকাশিত হইয়া নানাপ্রকার বর্ণবিভাগ উৎপন্ন হয়। যেরূপ (Fantas Magoria) ছায়াবাজিতে আলোক প্রকাশের তারতম্যে নানাপ্রকার লীলা প্রকাশিত হইলেও ঐ আলোক বা দীপ ঐ সকল কোন কার্য্যেই লিপ্ত না থাকা হেতু তাহার কর্ত্তারূপে গণ্য নহে; ঐ আলোকের আবরক বাজিকরের চিত্রটির নানাপ্রকার অবস্থার তারতম্যেই ঐরূপ ঘটিয়া থাকে; তদ্রূপ চৈতন্যস্ফূর্তির বা চৈতন্যপ্রকাশের তারতম্যে এইরূপ নানাপ্রকার বর্ণাদির উৎপত্তি হইলেও সেই নিত্যচৈতন্য তাহার কর্ত্তা নহেন। ঐ চৈতন্যের আবরক অবিদ্যা বা অজ্ঞানের নানাপ্রকার অবস্থার তারতম্য প্রযুক্তই এইরূপ ঘটিয়া থাকে ॥১৩॥

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥১৪॥

অহঙ্কার শূন্য হেতু কর্মে লিপ্ত নহি। সর্ব্বসিদ্ধি হেতু কর্ম্মফলেরে না চাহি ॥

এইরূপ আমারে যে জানে ধনঞ্জয়। সে জন কদাপি কর্মফলে বদ্ধ নয় ॥১৪॥

কর্ম্মাণি সৃষ্টাদিনী মাং চৈতন্যং ন লিম্পন্তি চৈতন্যঃ সৃষ্টাদি কর্ম্মেষু ন লিপ্তো ভবতি, ন চ মে মম চৈতন্যস্য কর্ম্মফলে সৃষ্টবস্তুনি স্পৃহা অস্তি, ইতি এবম্প্রকারেণ যঃ মাং আত্মচৈতন্যং নিমিত্তমাত্রমেব অভিজানাতি বেত্তি, স কর্ম্মভিঃ ন বধ্যতে মুচ্যতে ইত্যর্থঃ (নিরহঙ্কারত্বাৎ) ॥১৪॥

ব্যাখ্যা। আত্মচৈতন্যে কোনপ্রকার স্পৃহা বা আসক্তির উদয় হইতে না পারাতে তাঁহাকে কোন কর্ম্মে লিপ্ত করিতে পারে না। যিনি আত্মাকে অর্থাৎ আপনাকে এইরূপ আত্মচৈতন্যস্বরূপ অবগত হইয়া জগতীয় সমস্ত কার্য্য, বৈষ্ণবীচক্রমায়া বা স্বাভাবিক নিয়ম দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে এইরূপ বুঝিতে পারেন; এবং আপনাকে সমস্ত কর্ম হইতে নির্লিপ্ত জানিতে পারিয়া স্পৃহাশূন্যভাবে আত্মক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে আর কর্মেতে আবদ্ধ হইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ॥১৪॥

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভি।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম ॥১৫॥

অহঙ্কার পরিত্যাগ কর্ম্মের সাধন। করিলে না হয় কর্ম বন্ধের কারণ॥
ইহা জানি পূর্ব্বকালে মুক্তি ইচ্ছুজনে। ছিলেন তৎপর তাঁরা কর্ম্মের সাধনে ॥১৫॥

পূর্ব্বৈঃ মুমুক্ষুভিঃ জনকাদিভিঃ অপি এবং জ্ঞাত্বা, এবম্প্রকারেণ স্পৃহারাহিত্যেন কৃতেন কর্ম্মণা জীবঃ মুচ্যতে ইত্যেব জ্ঞাত্বা, কর্ম কর্ম্মযোগং কৃতং, তস্মাৎ পূর্ব্বৈঃ জনকাদিভিঃ পূর্বতরং পুরাতনং কৃতং আচরিতং কর্ম কর্মযোগং, ত্বং সাধকানাং কর্ত্তব্যং ইতি ভাবঃ ॥১৫॥

ব্যাখ্যা। অহঙ্কারশূন্য অর্থাৎ আপনাকে চৈতন্যস্বরূপ এবং সমস্ত কর্ম্মেতে নির্লিপ্ত অবগতপূর্বক ক্রিয়া করিয়া জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে; ইহা জ্ঞাত হইয়া জনকাদি মুক্তি ইচ্ছুকগণ ঐরূপভাবে কর্মযোগের অনুষ্ঠান করিয়া অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব জনকাদি ঋষিদিগের ন্যায় অহঙ্কারশূন্য হইয়া কর্মযোগের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; কারণ তদ্দ্বারা জীব স্বচ্ছন্দে সংসার যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥১৫॥

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষসেঽশুভাৎ ॥১৬॥

কর্ম্ম আর অকর্মের প্রভেদ জানিতে। বিবেকী অনেক মুগ্ধ হয়েছে উহাতে॥
তাহার বিশেষ কহি শুনহে ফাল্গুনি। সংসার হইতে মুক্ত হবে যাহা জানি ॥১৬॥

কিং কর্ম্ম কীদৃশং কর্ম্মানুষ্ঠেয়ং, কিমকর্ম কীদৃশং কর্ম্মাকর্ত্তব্যং ইতি অত্র অস্মিন্ বিষয়ে, কবয়ঃ বিবেকিনোঽপি, মোহিতাঃ মোহং গতাঃ যথার্থতয়া ন জানন্তি। অতঃ অয়াৎ হেতোঃ, তে তুভ্যং (অহং কূটস্থচৈতন্যঃ) তৎকর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি কূটস্থে চিত্তসংযম্য সংশয়শূন্যচিত্তেন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্ম জ্ঞাতব্যং ইতিভাবঃ, যজ্‌জ্ঞাত্বা যদনুষ্ঠায় জীবঃ অশুভাৎ সংসারবন্ধাৎ মোক্ষ্যসে মুক্তো ভবতি ইত্যর্থঃ ॥১৬॥

ব্যাখ্যা। কোন কর্মগুলি করা কর্ত্তব্য এবং কোন কর্মগুলিই বা করা অকর্ত্তব্য, মহা মহা পণ্ডিতগণও ইহা বিবেচনা করিতে মোহপ্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ মোহপ্রযুক্ত তাঁহারাও বুঝিতে অক্ষম হয়েন। অতএব স্থিরচিত্তে কূটস্থে সংযত থাকিয়া এই সমস্ত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্মের বিষয় বিবেচনাপূর্বক অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। ইহার নিগূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া রীতিমত অনুষ্ঠান করিলে জীব এই ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন ॥১৬॥

কর্ম্মণোঽপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ॥১৭॥

বিহিত কর্ম্মের তত্ত্ব জানিতে উচিৎ। জানা আবশ্যক যে যে কর্ম্ম অবিহিত॥
সেইরূপ আবশ্যক অকর্ম্মের জ্ঞান। যেহেতু কর্ম্মের গতি গহন সমান ॥১৭॥

কর্ম্মণঃ মোক্ষসাধনভূতে কর্ত্তব্যকর্ম্মণঃ অপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যং অস্তি, বিকর্ম্মণঃ নিষিদ্ধকর্ম্মণশ্চাপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যং অস্তি, ন তু লোকপ্রসিদ্ধমাত্রমেবং। অকর্ম্মণঃ কর্মত্যাগস্য তূষ্ণীভাবস্য চাপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যং অস্তি, হি যস্মাৎ কর্ম্মণঃ ইত্যুপলক্ষণার্থং কর্ম্মবিকর্ম্মকর্ম্মণাং গতিঃ তত্ত্বং গহনা দুর্জ্ঞেয়া ॥১৭॥

ব্যাখ্যা। এইরূপে সংশয়শূন্য হইয়া স্থিরচিত্তে কূটস্থে সংযত থাকিয়া কর্মাকর্ম বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে এইরূপ অবগত হওয়া যায় যে মোক্ষ-সাধনে কোন কর্মের অনুষ্ঠান করা বিধি এবং এই বিহিত কর্ম কিরূপ, কোন কোন কর্মগুলিই বা নিষিদ্ধ, এবং কর্মত্যাগই বা কাহাকে বলে ইহার নিগূঢ়তত্ত্ব

বিশেষরূপে বিবেচনার সহিত অবগত হওয়া কর্ত্তব্য ; কেবল লোকপ্রচলিত কথামাত্র অবলম্বন করিয়া বিচার করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ এই সকল বিহিত কর্ম, নিষিদ্ধ কর্ম্ম এবং কর্মত্যাগ বিষয়ের নিগূঢ় তাৎপর্য্য অতি দুর্জ্ঞেয়। সাধারণের কথা কি. মহা মহা পণ্ডিতগণও এই সকল বিষয় বুঝিতে অক্ষম হয়েন, ইহা পূর্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে ॥১৭॥

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥১৮॥

অজ্ঞের কর্ম্মের ত্যাগ বন্ধনের কারণ। অতএব করিবেক কর্ম্ম আচরণ ॥
এ তত্ত্ব জানিয়া যার স্থিরমতি হয়। ঈশ্বর আরাধনা কর্ম সেই আচরয় ॥১৮॥

কর্ম্মণি দেহেন্দ্রিয় ব্যাপারে বর্ত্তমানেঽপি অকর্ম্ম আত্মনো দেহাদি ব্যতিরেকানুভবেন নৈষ্কর্ম্মমেব য পশ্যেৎ অকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ এক প্রকার নৈষ্কর্ম্মং তুষ্ণীভাবোঽবস্থানেং বা কর্ম্ম এব মন্যতে, স মনুষ্যেষু বুদ্ধিমান ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিমত্তাচ্ছ্রেষ্ঠঃ, স যুক্তঃ কৃৎস্ন কর্ম্মকৃৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপি আত্মানম্ কর্ত্তা জ্ঞানেন নির্লিপ্তঃ সন্ স সমাধিস্থ এব ইত্যর্থঃ ॥১৮॥

ব্যাখ্যা। যিনি এই পঞ্চভৌতিক দেহ হইতে আপনাকে পৃথকরূপে অনুভব করিয়া আপন দেহ এবং ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্মেতে নির্লিপ্ত বুঝিতে পারিয়া, দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির কর্ম্মস্বত্তেও আপনাকে নিষ্ক্রিয় এবং তুষ্ণীভাবে অবস্থিত অবলোকন করেন, এবং এইরূপ নিষ্ক্রিয় এবং তুষ্ণীভাবে অবস্থানকেই আপনার যথার্থ কর্ম বিবেচনাপূর্ব্বক তৎসাধনার্থে ক্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া থাকেন ; তিনিই মনুষ্যগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিবিশিষ্ট ; এবং তিনিই সর্বপ্রকার কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াও সমস্ত কর্ম্মেতে নির্লিপ্ত থাকিয়া সর্বদাই চৈতন্যযুক্ত অর্থাৎ জাগ্রতভাবে সমাধিস্থ থাকিতে পারেন ॥১৮

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কাম সঙ্কল্প বর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ কর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥১৯॥

যার সব কর্ম হয় ফলেতে বর্জিত অবশ্য কর্ত্তব্য এই সঙ্কল্পে রহিত ॥
জ্ঞানানলে দগ্ধ কর্ম করে যেই জন। তাহাকে পণ্ডিত করি কহে জ্ঞানিগণ ॥১৯॥

যস্য সাধকস্য সর্ব্বে যাবন্তঃ সমারম্ভাঃ সম্যগ্ আরভ্যন্তে ইতি সমারম্ভাঃ কর্ম্মাণি কাম সঙ্কল্প বর্জ্জিতাঃ ফলতৃষ্ণা সঙ্কল্পৈঃ বর্জ্জিতাঃ, জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ কর্ম্মাণং তত্ত্বজ্ঞানরূপাগ্নিনা দগ্ধমিব নির্বীজ কর্ম্মাণি যস্য তং বুধা ব্রহ্মবিদঃ পণ্ডিতং আহু ন তু ভ্রান্ত ইত্যর্থঃ ॥১৯॥

ব্যাখ্যা। যিনি কামনারহিত এবং সঙ্কল্পবর্জিত হইয়া আত্মক্রিয়া-সকলের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার কর্ম্মসকল উক্ত ক্রিয়াজনিত জ্ঞানরূপ অনলে দগ্ধ হইয়া যায় অর্থাৎ নিষ্কামপ্রযুক্ত এইরূপ কর্মের ফলভোগের জন্য জীবকে আবদ্ধ থাকিতে হয় না। ব্রহ্মবিদগণ এইরূপ ক্রিয়াবানগণকে সম্যগদর্শী পণ্ডিত বলিয়া থাকেন ॥১৯॥

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ ॥
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥২০॥

কর্ম্মে আর কর্মফলে আসক্তি ত্যজিয়া। জ্ঞানানন্দে তুষ্ট হয় নিরাশ্রয় হইয়া ॥
করিলেও বিশেষে সে কর্ম অনুষ্ঠান। তথাপি তাহার কর্ম সর্বদা সমান ॥২০॥

যঃ সাধকঃ কর্ম্মফলা সঙ্গং কর্ম্মণি তৎফলে চ আসঙ্গং ত্যক্ত্বা নিত্য তৃপ্তঃ নিত্যেন নিত্যা-নন্দেন পরিতৃপ্তঃ, নিরাশ্রয় প্রকৃতিজ দেহেন্দ্রিয়াদি পদার্থে আশ্রয়বুদ্ধিরহিতঃ কর্ম্মণি অভিপ্রবৃত্তোঽপি অভি সর্ব্বতঃ প্রবৃত্তোঽপি স কিঞ্চিদেব ন করোতি (দেহাদি ব্যতিরেকানুভবেন আত্মনো নৈষ্কর্ম্ম-মেব দর্শনাৎ) ॥২০॥

ব্যাখ্যা। যিনি কর্মে ও তৎফলে আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক নিত্যানন্দ-ভাবে পরিতৃপ্ত থাকিয়া দেহ বা ইন্দ্রিয়াদি প্রকৃতিজ কোন পদার্থের আশ্রয় গ্রহণ করেন না, অর্থাৎ দেহাদি হইতে নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করেন, তাঁহার দেহ বা ইন্দ্রিয় সকলপ্রকার কর্মে সম্যক্‌রূপে প্রবৃত্ত হইলেও তাঁহার কিছু-মাত্রই কর্ম করা হয় না, অর্থাৎ তিনি ঐ সমস্ত দেহেন্দ্রিয় হইতে পৃথক থাকা হেতু তুষ্ণীভাবে অবস্থান করেন ॥২০॥

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্বন্নাপ্নোতিকিল্বিষম্ ॥২১॥

চিত্ত দেহ বশে রাখি আশা করি ত্যাগ। সকল বিষয় হতে ত্যজি অনুরাগ ॥
কেবল আপন দেহরক্ষণার্থ কর্ম্ম। করিলে না হয় কর্ম্মত্যাগের অধর্ম ॥২১॥

যঃ সাধকঃ নিরাশীঃ নিষ্কামঃ যত চিত্তাত্মা সংযতচিত্তঃ আত্মসংযতশ্চঃ, ত্যক্তা সর্ব্বে পরিগ্রহ যেন, সঃ কেবলং শারীরং শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ কিল্বিষং অনিষ্টরূপং পাপং ন প্রাপ্নোতি ॥২১॥

ব্যাখ্যা। যিনি মন এবং আত্মা সংযতপূর্বক কামনাশূন্য হইয়া সর্বপ্রকার পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি কেবলমাত্র শরীরযাত্রা নির্বাহার্থে যেকোন কর্ম করেন, তাহাতে তাঁহার কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। কারণ নিষ্কামত্বপ্রযুক্ত ঐ সমস্ত কর্মের কোনপ্রকার ভবিষ্যৎ ফল না থাকা হেতু ফলভোগের নিমিত্ত তাঁহাকে আবদ্ধ থাকিতে হয় না ॥২১॥

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীত বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥২২॥

অনায়াস লাভেতে যেজন তুষ্ট হয়। শীত উষ্ণ সহে আর কার শত্রু নয় ॥
সিদ্ধ অসিদ্ধিতে হয় যার সমজ্ঞান। সে বদ্ধ না হয় কর্ম্ম করি অনুষ্ঠান ॥২২

যঃ সাধকঃ যদৃচ্ছা লাভ সন্তুষ্টোঃ অনায়াসলব্ধভোগেন সন্তুষ্টঃ, দ্বন্দ্বাতীতঃ শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদিনী দ্বন্দ্বানি অতিক্রান্তঃ তৎসহনশীলঃ, বিমৎসরঃ বিগত মৎসরোঃ নির্ব্বৈর বুদ্ধিঃ সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌচ সমস্তুল্য হর্ষবিষাদবর্জ্জিতঃ, সঃ কর্ম্মৈব কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে সংসার বন্ধং ন প্রাপ্নোতি (কামসঙ্কল্পরাহিত্যেন নির্বীজত্বাৎ) ॥২২॥

ব্যাখ্যা। যিনি অনায়াসলব্ধমাত্র ভোগেতেই পরম সন্তুষ্ট থাকেন শীত, উষ্ণ, দুঃখাদিতে বিচলিত হয়েন না, যাঁহার কাহারও সহিত বৈরতা নাই, যিনি সকলপ্রকার কার্য্যেরই সিদ্ধিতে হর্ষিত বা অসিদ্ধিতে বিষাদিত হয়েন না, সমানভাবে অবস্থান করেন, তিনি জগতীয় সমস্ত কর্মে প্রবৃত্ত থাকিলেও নিষ্কাম ও ফলশূন্যত্বহেতু তাঁহাকে কোন কর্মেরই ফলভোগের নিমিত্ত আবদ্ধ হইতে হয় না ॥২২॥

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিত চেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥২৩॥

কামনা বিহীন রাগাদিতে বিনির্ম্মুক্ত। যেজন জ্ঞানেতে মাত্র অবস্থিত চিত্ত ॥
লোকর রক্ষার্থ করে কর্ম্ম অনুষ্ঠান। যে জনের কর্ম্ম হয় অব্যর্থ সমান॥২৩॥

গত সঙ্গস্য বিগত কামস্য নিষ্কামস্য, মুক্তস্য কর্ত্তব্যাদি বন্ধোভ্যো মুক্তস্য, জ্ঞানাবস্থিত চেতসঃ ব্রহ্মাত্মৈক জ্ঞানে অবস্থিতং চেতো যস্য, যজ্ঞায় চরতঃ চৈতন্য প্রকাশার্থং ক্রিয়াচরতঃ যতঃ তস্য সমগ্রং কর্ম্ম প্রারব্ধ কর্ম্ম প্রবিলীয়তে বিনশ্যতি ॥২৩॥

ব্যাখ্যা। চিত্তকে জ্ঞানে অবস্থিতিপূর্ব্বক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যরূপ ধর্মাধর্মের বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া নিষ্কামভাবে চৈতন্য প্রকাশকর আত্মক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে, সমস্ত প্রারব্ধ কর্মই ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া বিলীন হইয়া যায় ॥২৩॥

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা ॥২৪॥

ব্রহ্মস্রুব ব্রহ্মহব্যত ব্রহ্মহুতাশন। ব্রহ্ম সেই যজমান যে করে বহন ॥
কর্মময় ব্রহ্ম ইহা নিশ্চয় যাহার। পরব্রহ্ম প্রাপ্তি হইবেক সে জনার ॥২৪॥

অর্প্যতে অনেন ইতি অর্পণং ব্রহ্ম (তদকার্য্যত্বাদ্) অর্প্যমানং হবিরপি ব্রহ্মাত্মকঃ, ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মৈব অগ্নি তস্মিন্ ব্রহ্মণা কর্ত্রা হুতং, স্বয়ঞ্চ ব্রহ্মভূতং ইতি সর্ব্বং ব্রহ্মাত্মকত্বাৎ ব্রহ্মময়ং ইত্যর্থঃ, ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা কর্ম্মাত্মকে ব্রহ্মণি সমাধিঃ চিত্তৈকাগ্রং যস্য তেন ব্রহ্মৈব গন্তব্যং কৈবল্যমেব প্রাপ্যং ইত্যর্থঃ ॥২৪॥

ব্যাখ্যা। সম্যগদর্শী পণ্ডিতগণ জগৎ ব্রহ্মাণ্ডকে অনন্তচৈতন্যময় অর্থাৎ ব্রহ্মময় অবলোকন করিয়া হবনীয় ঘৃতাদি ব্রহ্ম, হোমের অগ্নিও ব্রহ্ম, হোমকর্ত্তা স্বয়ংও ব্রহ্ম, এবং অর্পণ কার্য্যবিধি ব্রহ্মাত্মক বিবেচনা করেন। এইরূপ কর্ম্মময় ব্রহ্মে সমাধিস্থগণের কর্ম্মে কোনপ্রকার ফলকামনা না থাকা হেতু তাঁহারা সর্বত্র ব্রহ্মময় অনুভব করিয়া ইহা দ্বারাই তদ্ব্রহ্ম পরমপদে লীন হইয়া থাকেন ॥২৪॥

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥২৫॥

যে যজ্ঞেতে দেবতায় হয় আরাধনা। কর্ম্মিগণ করে সে যজ্ঞের উপাসনা ॥
ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানে। যজ্ঞকে করেন লয় তত্ত্বজ্ঞানিগণে ॥২৫॥

অপরেঃ যোগিনঃ হটযোগেনঃ দৈবং যজ্ঞং ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবান্ বশী কর্ত্তুং যোগক্রিয়াং পর্য্যুপাসতে

অনুতিষ্ঠন্তি, অপরে জ্ঞান যোগিনঃ যজ্ঞেন চৈতন্য প্রকাশক ক্রিয়য়াঃ ব্রহ্মাগ্নৌ যোনিমুদ্রা প্রকাশিত জ্যোতিঃ স্বরূপে কূটস্থচৈতন্যে যজ্ঞং যজ্ঞাদি সর্ব্বকর্ম্মাণি উপজুহ্বতি প্রবিলাপয়িত্বা সমাধিস্থা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥২৫॥

ব্যাখ্যা। হটযোগিগণ নানাপ্রকার যোগকৌশল দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণকে বশীভূত করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে আয়ত্তাধীন করেন, এবং জ্ঞানযোগিগণ যোগক্রিয়া দ্বারা যোনিমুদ্রা প্রকাশিত কূটস্থচৈতন্যে ক্রিয়াদি সমস্ত অর্পণপূর্ব্বক সমাধিস্থ হয়েন ॥২৫॥

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥২৬॥

শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সব সংযম অনলে। হবন করেন ব্রহ্মচারি জ্ঞানবলে ॥
যুক্ত গৃহস্থের ইন্দ্রিয়কে হুতাশন। জ্ঞান করি বিষয়েতে করয়ে হবন ২৬॥

অন্যে: ব্রহ্মচারিনঃ সংযমাগ্নিষু প্রত্যাহারাদিন্দ্রিয় সংযম কৌশলরূপাগ্নিষু শ্রোত্রাদিনী সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয় কর্ম্মাণি জুহ্বতি প্রবিলাপয়ন্তি ইন্দ্রিয়াণি নিরুধ্য তিষ্ঠন্তি ইত্যর্থঃ, অন্যে গৃহস্থাঃ ইন্দ্রিয়াগ্নিষু শব্দাদীন্ বিষয়ান্ জুহ্বতি-অনুরাগ বিদ্বেষ রাহিত্যেন অনাসক্তাঃ সন্তঃ শ্রোত্রাদিভিরিন্দ্রিয়ৈঃ শব্দাদি বিষয় গ্রহণং কৃত্বা প্রারব্ধ ক্ষয়ং কুর্ব্বান্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মচারিগণ প্রত্যাহারাদি কৌশল দ্বারা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সকল আপনাতে সংযত করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য নিরোধপূর্বক অবস্থান করেন, এবং গৃহস্থাশ্রমিগণ অনুরাগ ও বিদ্বেষশূন্য হইয়া অনাসক্ত চিত্তে ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা উপস্থিত বিষয়সকল ভোগ করিয়া প্রারব্ধ ক্ষয় করিয়া থাকেন।

আমরা গৃহাশ্রমী বলিলেই এই সংসার বুঝিয়া থাকি, কিন্তু সংসারে এবং গৃহাশ্রমে অনেক প্রভেদ। সংসারে জীবসকল জড়রূপ হইতে ক্রমোন্নতি দ্বারা প্রাণমনাদি প্রকাশ করতঃ উদ্ভিদ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি নানারূপে অবস্থান করে। পরে বুদ্ধি পরিচালনার শক্তি প্রকাশ হইলে মানবাকারে পরিণত হয়; এই অবস্থার যতকাল না কোনপ্রকার আশ্রয় প্রাপ্ত হয় ততকাল ঐ বুদ্ধি দ্বারা সৃষ্ট নানাপ্রকার প্রারব্ধ বা কাম্যবিষয় ভোগার্থ এই সংসারে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণপূর্বক আপন আপন চিত্তবৃত্তির অনুরূপ স্বভাব

প্রাপ্ত হইয়া হাস্য, ক্রন্দন, ছুটাছুটি প্রভৃতি দ্বারা মহাব্যতিব্যস্তে জীবনকাল অতিবাহিত করিয়া অবশেষে কালগ্রাসে পতিত হয়। কেহবা আপনাকে অতি হীন বিবেচনা করিয়া স্ত্রী পুত্র প্রভৃতির সুখের নিমিত্ত, যাহাদিগকে ক্ষমতাপন্ন বোধ করে, তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতেই শশব্যস্ত থাকে, কেহবা আপনাকে ক্ষমতাপন্ন বিবেচনা করিয়া জাঁকজমকের জন্য মহাব্যতিব্যস্ত হয়; কেহবা আপনাকে দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা রাজা বিবেচনা করিয়া যুদ্ধবিগ্রহাদিতে ব্যতিব্যস্তের সহিত কালযাপন করে; কেহবা আপনাকে বুদ্ধিবিশিষ্ট মন্ত্রী বিবেচনা করিয়া জগৎ ব্রহ্মাণ্ড পালনের নিমিত্ত মস্তিষ্ক চালনে মহাব্যতিব্যস্তের সহিত দিনযাপন করিতে থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এইযে, এই অতি দীন হইতে রাজবেশধারী মানবগণের মধ্যে কেহই আপনার দিকে একবারও দৃষ্টিপাত করেন না। এদিকে আপনি যে প্রারব্ধ স্রোতে ভাসমান, আপনার যে দাঁড়াইবার স্থান নাই, এখনি দেহ নষ্ট হইলে এই বেশভূষা, বলবিক্রম, কোথায় থাকিবে এবং প্রারব্ধ আবার কোথায় লইয়া যাইয়া কোন মহাঘোরে নিক্ষেপ করিবে, এসকল একবারও বিবেচনা করিয়া দেখেন না। এইরূপে আপনার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আশ্রয়হীন অবস্থায় পরকার্য্যে ব্যতিব্যস্ত থাকাহেতু শাস্ত্রবেত্তাগণ এই অবস্থাকে নিরাশ্রয় অবস্থা বলিয়া থাকেন।

একবার আপনার দিকে দৃষ্টি পড়িলেই, জীবগণ এই প্রারব্ধসমুদ্র হইতে উদ্ধার হইবার নিমিত্ত আশ্রয়গ্রহণ করিয়া থাকে। এই আশ্রম চারি প্রকার, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, গৃহস্থাশ্রম, বানপ্রস্থাশ্রম ও সন্ন্যাসাশ্রম। পূর্ব্বকালে গৃহস্থগণ পুত্রের বয়ঃক্রম সপ্তম বর্ষ অতীত হইলেই ব্রহ্মচর্য্যে নিযুক্ত করিবার যত্ন পাইতেন। সন্তান সুবোধ, শান্ত এবং গ্রন্থপাঠে সক্ষম, এবং পিতামাতার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া আচার্য্যাশ্রমে থাকিবার উপযুক্ত হইলেই তাহাকে আচার্য্যাশ্রমে প্রেরিত হইত। এইরূপে আচার্য্যাশ্রমে যাইবার সময় বালকগণকে পবিত্রতার চিহ্নস্বরূপ একটি পবিত্র সূত্র দেওয়া হইত, এই ক্রিয়াকে উপনয়ন বলে। বালকগণ এই আশ্রমে থাকিয়া আচার্য্যের অনুমতি পালনপূর্বক ব্রহ্মজ্ঞানোদ্দীপক বেদাদি অধ্যয়ন এবং তৎপাঠোপযোগী

ব্রতাদি অনুষ্ঠানপূর্বক ব্রহ্মচর্য্যে কালযাপন করিতেন। এই আশ্রমে স্ত্রীলোক বা অজ্ঞানান্ধ শূদ্রগণের সংসর্গ দূরে থাকুক তাহাদের মুখদর্শন পর্য্যন্ত ঘটিবার উপায় নাই। ইহাকে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বলে। ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তির পক্ষে অষ্টম বর্ষ ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভের উত্তম সময়। বালকগণ নবম ও দশমবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ঐরূপে আচার্য্যাশ্রমে থাকিবার উপযুক্ত হইলেও ব্রাহ্মণানুযায়ী শিক্ষা পাইতেন। কিন্তু এই দশম বর্ষ অতীত হইয়া একাদশ বর্ষে উপনয়ন হইলে আচার্য্য আর তাহাদিগকে বেদাদি অধ্যয়ন করাইতেন না, ক্ষত্রিয়োচিত রাজ্য-রক্ষার্থে রাজকার্য্যের সহিত আত্মরক্ষার উপায় উপদেশ দিতেন; এবং একাদশ বর্ষ অতীত হইয়া দ্বাদশ বর্ষে উপনয়ন হইলে আর তাহাদিগকে রাজকার্য্যের সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে নিযুক্ত না করিয়া বৈশ্যোচিত ব্যবসা বাণিজ্যাদির সহিত আত্মরক্ষার উপদেশ দিতেন। কিন্তু এই দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম মধ্যে আচার্য্যাশ্রমে প্রেরিত না হইলে শুক্র পরিপক্ক হইয়া পাশব প্রকৃতি উত্তেজিত হওয়াতে, ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্যের প্রাবল্য হেতু চিত্তস্থৈর্য্যের অভাব হয়, সুতরাং জ্ঞানলাভে অক্ষম হইয়া পড়ে। ইহাকে সাবিত্রী পতিত হওয়া বলে এই নিমিত্ত দ্বাদশবর্ষ অতীত হইলে আর আচার্য্যাশ্রমে গ্রহণ করিবার বিধি নাই। যথা—

"গর্ভাধানাদষ্টমে জন্মতো বা, মৌঞ্জিবন্ধঃ সর্ব্বতে ব্রাহ্মণানং।
রাজ্ঞানাং স্যুনমেকাদশেঽব্দে বৈশ্যানান্তু দ্বাদশেঽব্দে বদন্তি॥"

গর্ভধারণ দিন হইতে বা জন্মদিন হইতে অষ্টমবর্ষে ব্রাহ্মণের উপনয়ন প্রশস্ত অর্থাৎ বালকের ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত্যর্থে উপনয়ন প্রশস্ত, একাদশ বর্ষে ক্ষত্রিয়ের এবং দ্বাদশ বর্ষে বৈশ্যের উপনয়ন হইয়া থাকে।

এইরূপে উপনয়নের পরে বালকগণ আপন আপন বুদ্ধির তারতম্যানুসারে কেহবা তিন বর্ষকাল মধ্যে, কেহবা দ্বাদশবর্ষ কালে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে থাকিয়া আচার্য্য সমীপে জ্ঞানলাভকরতঃ আত্মসংযমপূর্বক অটলভাবে নিষ্কামচিত্তে এই নানাপ্রকার প্রলোভনবিশিষ্ট সংসার মধ্যে থাকিবার উপযুক্ত হইলে, পিতামাতা এবং অপরাপর আত্মীয়বর্গ অর্থাদি দিয়া এবং বিবাহ

প্রভৃতি গৃহসুখভোগ দ্বারা প্রারব্ধ ক্ষয় হইয়া জীব অতি সহজে শান্তিলাভ করিতে পারে এইরূপ বুঝাইয়া পুনরায় গৃহে ফিরাইয়া আনিতেন। ইহাকে সমাবর্ত্তন বলে। এইরূপে আপন কার্য্যে বিশেষরূপে জ্ঞানলাভ করতঃ বালকগণ আত্মরক্ষার্থে গুরূপদিষ্ট সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়ার সহিত গৃহকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। এইরূপে যাঁহারা গৃহকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া কাম্যবিষয় ভোগ দ্বারা প্রারব্ধ ক্ষয় করিতে থাকেন, তাঁহাদিগকে গৃহস্থাশ্রমী বলে।

এইরূপে দ্বিজগণ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমান্তে চতুর্বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমে বিবাহ করিয়া বৎসরকাল মধ্যে অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমে সন্তানুৎপাদনপূর্বক তাঁহার লালন পালন, উপনয়ন এবং সন্তান উপযুক্ত হইলে তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমান্তে বিবাহাদি কার্য্যে চতুর্বিংশতি বৎসর অতিক্রম করিয়া আরও এক বৎসরকাল ঐ সন্তানের কার্য্যপ্রণালী অবলোকনান্ত পৌত্রের মুখ দেখিয়া আনন্দে পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমে গৃহ পরিত্যাগপূর্বক বনে প্রস্থান করিতেন। ইহাকে বানপ্রস্থ আশ্রম বলে। এই অবস্থায় মানবগণ চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত সদ্‌গুরু অন্বেষণে বন জঙ্গলাদি অতিক্রম করিয়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতেন। পরে কোন মহাত্মার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলে সমস্ত চাঞ্চল্য পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মচৈতন্যে অবস্থান করিবার চেষ্টা করিতেন। ইহাকেই সন্ন্যাসাশ্রম বলিয়া থাকে। মানবগণ এই আশ্রমে দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণবৃত্তি এবং চিত্তের পর্য্যন্ত সমস্ত চাঞ্চল্য সম্যকপ্রকারে পরিত্যাগপূর্বক পরম শান্তিলাভ করিয়া ব্রহ্মপদে লীন হইয়া থাকেন।

যাহাদের উপনয়ন হয় নাই তাহারা সমাজে অজ্ঞান শূদ্ররূপে পরিগণিত হইয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের সেবায় নিযুক্ত থাকিত। পরে সন্তান প্রভৃতি কেহ সংসারের ভারগ্রহণে উপযুক্ত হইলে, তাহারাও আপন মোক্ষার্থে কোন মহাত্মার আশ্রয় অন্বেষণে তীর্থাদি ভ্রমণে নিযুক্ত হয়; এবং অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইলে কোন মহাত্মার কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া নানাপ্রকার যোগক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তসংযমে সক্ষম হইলে তদ্‌ব্রহ্মপরমপদে লীন হইতে সক্ষম হয়েন।

যে গৃহস্থাশ্রমের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, তাহা সংসার নহে ; এই আশ্রম চতুষ্টয়ের মধ্যে দ্বিতীয় আশ্রম। জীবগণ ইহার আশ্রয়ে থাকিয়াই অতি সুখে এই ভয়ানক প্রারব্ধ ভোগ সমাপনান্তে পরম শান্তিপদের সোপান প্রাপ্ত হয়। ইহাই প্রারব্ধ ক্ষয় সাধনের উৎকৃষ্ট অবলম্বন ॥২৬॥

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযম যোগাগ্নৌ জুহ্বতিজ্ঞানদীপিতে ॥২৭॥

বুদ্ধিন্দ্রিয় শ্রোত্রাদির শ্রবণাদি ধর্ম্ম। কর্ম্মেন্দ্রিয় রসনাদির বচনাদি কর্ম ॥
প্রাণাদি অন্তর্বায়ুর শ্বাসাদি ব্যাপার। নাগাদি বহির্ব্বায়ুর উদ্গারাদি আর ॥
জ্ঞানেতে জ্বলিত আত্মসংযম বহ্নিতে। এসব হোম করে ধ্যাননিষ্ঠ যোগীতে ॥২৭॥

অপরে ধ্যাননিষ্ঠাঃ জ্ঞানদীপিতে আত্মসংযমাগ্নৌ ধ্যান ধারণা সমাধ্যাত্মক এব সংযমঃ স এবাগ্নিস্তস্মিন্ বিবেক জ্ঞানেন দীপিতে উজ্জ্বলিতে ধ্যেয়মন্তভূয়ঃ তস্মিন্ আত্মানং সংযম্য সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয় কর্ম্মাণি শ্রোত্রাদীনাং জ্ঞানেন্দ্রিয়ানাং শ্রবণদর্শনাদীনি কর্ম্মাণি বাক্‌পাণ্যাদীনাং কর্ম্মেন্দ্রিয়ানাং বচনাদীনি কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চ প্রাণাদীনাং শ্বাসপ্রশ্বাসাদীনী কর্ম্মাণি চজুহ্বতি প্রবিলাপয়ন্তি ॥২৭॥

ব্যাখ্যা। ধ্যাননিষ্ঠগণ ধারণা, ধ্যান ও সমাধিবিশিষ্ট আত্মসংযম দ্বারা বিবেকজ্ঞান উদ্দীপিত করিয়া ধ্যেয়বস্তু তদ্‌ব্রহ্মপরমপদ অনুভবপূর্বক তাহাতে জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের দর্শন, শ্রবণাদি ও কর্মেন্দ্রিয়গণের বাক্যাদি এবং প্রাণাদির শ্বাস প্রশ্বাসাদি কার্য্যপর্য্যন্ত বিলীনকরতঃ সমস্ত দেহ ও ইন্দ্রিয়গণের চাঞ্চল্য বিনষ্ট করিয়া থাকেন ॥২৭॥

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশ্রিতব্রতাঃ ॥২৮॥

দ্রব্যদানরূপ যজ্ঞ করে কোনজন। কেহবা করয়ে যজ্ঞ কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ন ॥
কেবল সমাধি যজ্ঞ করে যোগিগণ। বেদপাঠরূপ যজ্ঞ করয়ে ব্রাহ্মণ ॥
তাহাতে উৎপন্ন জ্ঞানযজ্ঞ কেহ করে। তীক্ষ্ণ ব্রত সেসব যাজ্ঞিক নাম ধরে ॥২৮॥

তথা অপরে সংশিতব্রতাঃ দৃঢ়সঙ্কল্পাঃ যতয়ঃ প্রযত্নশীলাঃ সাধকাঃ দ্রব্যযজ্ঞাঃ জড়শুদ্ধিকারকৌষধি ধারণাদি ক্রিয়া, তপোযজ্ঞাঃ ব্রতনিয়মাদি কৃচ্ছ্রসাধ্যক্রিয়া যোগযজ্ঞাঃ চিত্তবৃত্তি নিরোধক যোগক্রিয়া, স্বাধ্যায় জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ মোক্ষ শাস্ত্রানামধ্যয়নং তদর্থ জ্ঞানং প্রকাশক ক্রিয়া চ আচরতি ॥২৮॥

ব্যাখ্যা। দৃঢ়সঙ্কল্প প্রযত্নশীল সাধকগণ দ্রব্যৌষধি দ্বারা শরীরকে ব্যাধিশূন্যকরতঃ ব্রত নিয়মাদি কষ্টসাধ্য কঠিন তপস্যা দ্বারা দৃঢ় করিয়া যোগক্রিয়া দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধপূর্বক মোক্ষশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন দ্বারা জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত করেন ॥২৮॥

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাঽপরে।
প্রাণাপানগতি রুদ্ধ্বাঃ প্রাণায়াম পরায়ণাঃ ॥২৯॥
অপরে নিয়তাহারা প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িত কল্মষাঃ ॥৩০॥
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
নায়ং লোকঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥৩১॥

অপানে পুরক কালে প্রাণের হবন। রেচক কালে প্রাণে হোম করয়ে অপান ॥
কুম্ভকেতে প্রাণাপান গতি নিরোধিয়া। এ যজ্ঞ করে কেহ প্রাণায়াম করিয়া ॥২৯॥
অল্পাহারে জীর্ণ করি এ ইন্দ্রিয়গণ। কেহ কেহ করে প্রাণে তাহার হবন ॥
এ সকল যজ্ঞবেত্তা যজ্ঞের দ্বারায়। সর্ব্বপাপক্ষয় করি বিষ্ণুপদ পায় ॥৩০॥
যজ্ঞ করিয়া শেষ অমৃতান্ন খায়। সনাতন পরব্রহ্ম অনায়াসে পায় ॥
যে যজ্ঞ না করে এই লোক নাহি তার। শুন কুরুশ্রেষ্ঠ কি কহিব লোকে আর ॥৩১॥

তথা অপরে সাধকাঃ অপানে অধোবৃত্তৌ প্রাণং উর্দ্ধবৃত্তিং জুহ্বতি প্রক্ষিপন্তি (রেচকেন) প্রাণে অপানং জুহ্বতি (পুরকেন) একপ্রকারেণ কেবলী প্রাণায়াম ক্রিয়য়াঃ প্রাণাপানগতী প্রাণস্য অপানস্য চ গতী স্বয়মেব রুদ্ধা সাধকাঃ প্রাণায়াম পরায়ণাঃ ভবন্তি অপরে নিয়তা হারাঃ সংযতাহারাঃ সন্তঃ জীর্য্যমানেষু সর্ব্বেষু প্রাণেষু প্রাণান্ তত্তদ্ বৃত্তিন্ জুহ্বতি প্রবিলাপয়ন্তি। হে কুরুসত্তম এতে সর্ব্বে অপি যজ্ঞবিদঃ ক্রিয়াবন্তঃ সাধকাঃ যজ্ঞক্ষয়িত কল্মষাঃ যজ্ঞৈঃ বিনষ্ট পাপাঃ সন্তঃ যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজাঃ ক্রিয়াবশেষে অমৃতস্বরূপ স্থিতিপদং লব্ধা সনতনং নিত্যং ব্রহ্ম ব্রহ্মপদং যান্তি গচ্ছন্তি। ক্রিয়াহীনস্য জীবন কাল কষ্টকরং ভবতি এবঞ্চ বৃথা গচ্ছতি ইত্যান্তি প্রায়েনোক্তঃ অযজ্ঞস্য ক্রিয়াহীনস্য অয়ংলোকঃ অল্পসুখকর.মনুষ্যলোকঃ মানব জন্ম সম্ভূতান্ন সুখানুভব শক্তির্নাস্তি, অন্যঃ অনন্তসুখকর পরলোকঃ কৈবল্যাবস্থা সম্ভূত ব্রহ্মানন্দানুভবঃ কুতঃ ॥২৯॥৩০॥৩১॥

ব্যাখ্যা। অপরাপর সাধকগণ সুষুম্নাবর্ত্তে রেচক ক্রিয়া দ্বারা প্রাণবায়ুকে উর্দ্ধ হইতে নিম্নে গুহ্যদেশস্থিত অপান বায়ুতে আহুতি প্রদান করেন

এবং পুনরায় পূরক ক্রিয়া দ্বারা অপান বায়ুকে নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে আনয়নপূর্বক প্রাণবায়ুতে মিলিত করিয়া থাকেন। ইহাকে যোগশাস্ত্রে কেবলী প্রাণায়াম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ইহা দ্বারা প্রাণ ও অপানের গতি আপনা আপনি নিরোধ হইয়া মন এবং সমস্ত প্রাণের স্থিরতা সম্পাদন করিয়া নিত্য প্রসন্নতা স্থাপনপূর্বক জ্ঞানকে প্রদীপ্ত করে। এইরূপে মন ও প্রাণ স্থির হইলে বাহ্যবায়ু শ্বাস-প্রশ্বাসাদি, বাক্য, শরীর এবং দৃষ্টি এই সমস্ত স্থিরভাব অবলম্বন করে। এই সমস্ত বাহ্যলক্ষণ দ্বারা চিত্তের সংযতাবস্থা বুঝিতে পারা যায়। এ বিষয় যোগশাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে। যথা—

"যথা যথা সদাভ্যাসান্মনসঃ স্থিরতা ভবেৎ।
বায়ু বাক্কায় দৃষ্টীনাং স্থিরতাশ্চ তথা তথা॥"

এইরূপে অন্তর্বাহ্য সমস্ত চাঞ্চল্য বিনষ্ট হইয়া স্থিরভাব অবলম্বন করিলে ব্যাধিস্ত্যানাদি সমস্ত অন্তরায়ের অভাব হইয়া চিত্তের নিত্য প্রসন্নতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রত্যেক চেতনা প্রকাশ হইয়া বিবেকজ্ঞান উজ্জ্বলরূপে প্রদীপ্ত করে।

অপরাপর সাধকগণ আহারাদির নিয়মরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া তদ্দ্বারা সমস্ত প্রাণবৃত্তিগুলিকে আপনাতে আপনি বিলীন করেন। এই সমস্ত আহারের বিষয় যোগশাস্ত্রে বিশেষরূপে প্রকাশিত আছে। এস্থলে মহাভারতে ভীষ্মের সহিত কথোপকথনের যৎকিঞ্চিৎ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার ২।১টি নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যথা—

"কণানাং ভক্ষণেযুক্তঃ পিণ্যাকস্য চ ভারত।
স্নেহানাং বর্জ্জনেযুক্তো যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ॥
ভুঞ্জানোযাবকং রুক্ষং দীর্ঘকালমরিন্দম।
একাহারো বিশুদ্ধাত্মা যোগীবলমবাপ্নুয়াৎ॥
পঞ্চান্ মাসান্ ঋতুংশ্চৈব সংবৎসরানহস্তথা।
অপঃ পীত্বা পয়োমিশ্রং যোগীবলমবাপ্নুয়াৎ॥"

তৈলাদি স্নেহদ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া দিনান্তে একবার শুদ্ধান্তঃকরণে

যাবক ও পিণ্যাকাদি শস্যের কণা ভক্ষণ দ্বারা যোগিগণ যোগবল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। একপক্ষ, একমাস একটি ঋতু পরিমিত অর্থাৎ দুইমাস বা বৎসর পরিমিত কাল প্রতিদিন জলমিশ্রিত দুগ্ধপান করিয়াও যোগিগণ যোগবল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

যদিও সকলপ্রকার সাধকগণের উপরোক্তরূপ আহারাদির নিয়ম অবলম্বন করিবার প্রয়োজন নাই, তত্রাচ চৈতন্যপ্রকাশকর ক্রিয়া অবলম্বন করিতে হইলেই চিত্তের মালিন্য নষ্টকরণার্থে সকলেরই মিতাহারী হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। ইহাতে কিছুমাত্র অসাবধান হইলেই নানাপ্রকার রোগ উৎপন্ন হইয়া চিত্তে মালিন্য উৎপাদনপূর্ব্বক ক্রমশঃ চৈতন্যকে আচ্ছন্নকরতঃ ক্রিয়া হইতে ভ্রষ্ট করে। এ বিষয় যোগশাস্ত্রে বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

"মিতাহারং বিনা যস্তু যোগারম্ভঞ্চ কারয়েৎ।
নানারোগ ভবেত্তস্য কিঞ্চিদ্যোগো ন সিদ্ধতি"

যে যোগী মিতাহারী না হইয়া কোনপ্রকার যোগক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার নানাপ্রকার রোগ উৎপন্ন হয় এবং কোন কার্য্যই সুসিদ্ধ হয় না। এক্ষণে মিতাহারের বিষয় যোগশাস্ত্রে যেরূপ উপদেশ আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যথা—

"অন্নেন পূরয়েদর্দ্ধং তোয়েন তু তুরীয়কং।
উদরস্য তুরীয়াংং সংরক্ষয়েৎ বায়ুচালনে॥
শুদ্ধং সুমধুরং স্নিগ্ধং উদরাধ্মান বর্জ্জিতং।
ভুজ্যতে সুরসং প্রোক্তা মিতাহারমিমং বিদুঃ॥

উদরের অর্দ্ধাংশ হবিষ্যাদি (মেধ্য হবিষ্যামিত্যুক্তং প্রশস্তং সাত্ত্বিকং লঘু) অর্থাৎ মেধ্য প্রশস্ত সাত্ত্বিক এবং লঘু পদার্থ দ্বারা পূরণ করিয়া চতুর্থাংশ জলীয় পদার্থ দ্বারা পূরণ করিবে এবং উদরের চতুর্থাংশ বায়ু চালন জন্য শূন্য রাখা কর্ত্তব্য। আহারীয় পদার্থগুলিন শুদ্ধ, সুরস, সুমধুর, স্নিগ্ধ, যাহা দ্বারা উদরে বায়ু সঞ্চার না হয় এরূপ দ্রব্য হওয়া উচিত এবং তাহা সন্তোষের সহিত আহার করাকে মিতাহার বলে।

পূর্ব্বোক্ত সমস্ত প্রকার ক্রিয়াবান সাধকগণই আপন আপন গুরূপদেশমত পন্থানুযায়ী ক্রিয়া দ্বারা অনিষ্টকারক দুষ্প্রবৃত্তি সকল বিনষ্ট করিয়া ক্রিয়াবশেষে অমৃতস্বরূপ স্থিতিপদ লাভকরতঃ সেই নিত্য সনাতন ব্রহ্মপদে লীন হইয়া থাকেন। কিন্তু ক্রিয়াহীন ব্যক্তিগণ পরলোকের অর্থাৎ সেই পরম শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক অনন্ত সুখকর ব্রহ্মানন্দ অনুভব দূরে থাকুক এই অল্প সুখকর মনুষ্যলোকের অর্থাৎ দৈহিক ব্যাপারেরও অনুভব সুখলাভে সমর্থ নহে। পাতঞ্জল দর্শনশাস্ত্রে এ বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। যথা—

"যোগশ্চিত্ত বৃত্তি নিরোধঃ ॥২॥

তদাদ্রষ্টু স্বরূপেঽবস্থানং ॥৩॥

বৃত্তি স্বারূপ্যমিতরত্র ॥৪॥ — সাধনপাদঃ ॥

চিত্তবৃত্তির নিরোধকেই যোগ বলে। ইহা দ্বারা সাধকগণ স্থিরভাবাবলম্বন করিয়া জগতীয় সমস্ত পদার্থের ভাব স্পষ্টরূপে অনুভবপূর্ব্বক হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয় নচেৎ মানবগণকে নানাপ্রকার চাঞ্চল্য দ্বারা ঐ সমস্ত বৃত্তির অনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মহাব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। প্রারব্ধ ভোগ অর্থাৎ পূর্ববৃত্তানুরূপ অবস্থানুযায়ী কামনা দ্বারা উপস্থিত ভোগসকল অর্থাৎ তাৎকালি বৃত্তানুরূপ অবস্থার প্রতিকূলে হইলেই মহাবিষাদ উপস্থিত হইয়া ক্রন্দনাদি দ্বারা অস্থির হইতে হয়; এবং ঐ উপস্থিত ভোগসকল তাৎকালিক বৃত্তানুরূপ অবস্থার অনুকূল হইলেও মহাকর্ষ উপস্থিত হইয়া হাস্য ও নৃত্যাদি দ্বারা এতাদৃশ চঞ্চল করিয়া তুলে যে ঐ সমস্ত প্রারব্ধ কর্মফলসকল কিরূপে ভোগ হইয়া যায় তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারে না, এবং ঐ সমস্ত ভোগ দ্বারা আভ্যন্তরিক যে সমস্ত নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে তাহাও বুঝিতে সক্ষম হয় না, কেবলমাত্র পশ্বাদির ন্যায় প্রাকৃতিক ভোগেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে নিকৃষ্ট জীবগণের বুদ্ধিশক্তি না থাকায় তাহার স্বভাবের নিয়মানুসারে ক্রমশঃই উন্নত পথে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু ইহারা আপন বুদ্ধি পরিচালন দ্বারা কেহবা এই স্বভাবের নিয়ম অতিক্রম করিয়া উন্নত পথে কেহবা

অধঃপথে যাইয়া পুনঃ কীটপতঙ্গাদিতে পরিণত হইয়া থাকেন; ইহাদের কিছুই স্থির নাই ॥২৯।৩০।৩১॥

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥৩২॥

এইরূপে নানাবিধ যজ্ঞের বিধান। বাহুল্যরূপে সাক্ষাৎ বেদের ব্যাখান।
কর্ম্মজন্য যে সব যজ্ঞ জানহে বিজয়। এরূপ জানিলে মুক্ত হইবে নিশ্চয় ॥৩২॥

এবং পূর্ব্বোক্তঃ বহুবিধাঃ বহুপ্রকারাঃ যজ্ঞাঃ ক্রিয়াঃ ব্রহ্মণঃ মুখেবিততা বেদেন সাক্ষাদ্বিহিতাঃ তান্ সর্ব্বান্ যজ্ঞান্ কর্ম্মজান্ ক্রিয়াজনিতান্ বিদ্ধি জানিহি এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে জীবঃ সংসার বন্ধনাৎ বিমুক্তো ভবতি ॥৩২॥

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মবিদ্ জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক এইরূপ বহুবিধ ক্রিয়াজনিত যজ্ঞের বিষয় অর্থাৎ যোগক্রিয়ার বিষয় উক্ত হইয়াছে। এই সমস্ত জ্ঞাত হইয়া তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিলে জীব এই ভববন্ধন মুক্ত হইতে পারে ॥৩২॥

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদযজ্ঞাজ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বকর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥৩৩॥

দ্রব্যদানরূপ যজ্ঞ হইতে প্রধান। জ্ঞানরূপ যজ্ঞ হয় কুন্তীর সন্তান ॥
ফলের সহিত সব কর্ম্মের বিলয়। ব্রহ্মজ্ঞানে হয় শুন ওহে ধনঞ্জয় ॥৩৩॥

হে পরন্তপ! দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানশূন্যাৎ ক্রিয়ায়াঃ জ্ঞানযজ্ঞঃ আত্মক্রিয়া শ্রেয়ান্ প্রশস্ততরঃ। কর্ম্মদেবং যস্মাৎজ্ঞানে সর্ব্বকর্ম্ম সর্ব্বপ্রকারং কর্ম্ম অখিলং নিরবশেষং পরিসমাপ্যতে অন্তর্ভবতি ॥৩৩॥

ব্যাখ্যা। দ্রব্যৌষধি প্রভৃতি সর্বপ্রকার ক্রিয়াযোগ হইতে জ্ঞানযোগই সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্তই নানাপ্রকার ক্রিয়াযোগের প্রয়োজন হয়; এবং জ্ঞান প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশিত হইলে অর্থাৎ প্রজ্ঞা স্থির হইলে আর কোনপ্রকার ক্রিয়াযোগেরই আবশ্যক থাকে না। ঐ প্রজ্ঞাতে সমস্ত ক্রিয়াই সমাপ্ত হইয়া অমৃতস্বরূপ শান্তিপদ লাভ হইয়া থাকে ॥৩৩॥

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥৩৪॥

জ্ঞানির নিকটে পার্থ করিয়া গমন। প্রণিপাত প্রশ্ন কর হয়ে একমন॥
ব্রহ্মনিষ্ঠ হবে তবে এই উপদেশে। পরব্রহ্মজ্ঞান তুমি পাবে অনায়াসে॥৩৪॥

জ্ঞানিনঃ আত্মজ্ঞাঃ তত্ত্বদর্শিনঃ কৃতসাক্ষাৎকারাঃ তে তুভ্যং জ্ঞানং পরমাত্ম বিষয়ক জ্ঞানং উপদেশেন সম্পাদয়িষ্যন্তি। তেষাং প্রণিপাতেন দীর্ঘনমস্কারেণ, কোঽহং কথং বদ্ধোঽস্মি কেনোপায়েন মুচ্যেয়ং ইত্যাদি প্রশ্নেন, সেবয়া শুশ্রূষয়া তদাত্মক্রিয় বিষয়ং জ্ঞানং বিদ্ধি জানিহি॥৩৪॥

ব্যাখ্যা। আত্মতত্ত্বজ্ঞ এবং ব্রহ্মানুভূতিবিশিষ্ট জ্ঞানিগণের সেবা-শুশ্রূষা করিয়া তাহাদিগের নিকট প্রকৃষ্টরূপে নতশিরে আত্মবিষয়ক প্রশ্ন করিলে অর্থাৎ "আত্মা কাহাকে বলে, আমরা কিসে আবদ্ধ আছি, এবং কি প্রকারেই বা এই বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারি" এইরূপ আত্মবিষয়ক জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা মুক্তির উপায়স্বরূপ এই সমস্ত ক্রিয়াযোগের উপদেশ দিয়া থাকেন॥৩৪॥

যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥৩৫॥

অজ্ঞান পাইলে মোহ না পাইবে আর। আমাকে অভেদরূপে দেখিবে সংসার ৩৫॥

হে পাণ্ডব! সৎপরমাত্ম বিষয়ক জ্ঞানং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য পুনঃ এবং অজ্ঞানেন মোহং ন যাস্যসি প্রাপ্স্যসি। যেন জ্ঞানেন অশেষেণ ভূতাণি ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্তানি আত্মনি আত্ম সংস্থানি দ্রক্ষ্যসি, অথো অনন্তরং আত্মমপি ময়ি পরমাত্মনি দ্রক্ষ্যসি॥৩৫॥

ব্যাখ্যা। এই যোগক্রিয়া দ্বারা প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইলে আর অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইতে হয় না। এই প্রজ্ঞা দ্বারা আপনাতে জগৎ ব্রহ্মাণ্ডস্থিত সমস্ত পদার্থের অবস্থান অবলোকন করিয়া পরিশেষে আপনাকে সেই অনন্তচৈতন্য এই জগন্মণ্ডলের স্থিতিকর্ত্তারূপে অনুভূত হইয়া জীব ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে॥৩৫॥

অপিচেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥৩৬॥
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥৩৭॥

সর্ব্বপাপী হতে যদি হও পাপাচার। জ্ঞাননৌকা দ্বারায় তথাপি হবে পার॥৩৬॥
প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠ ভস্ম করে। জ্ঞান অগ্নি পাপদহে সেইত প্রকারে॥৩৭॥

সর্ব্বেভ্যঃ পাপিভ্যঃ পাপকৃদ্ভ্যঃ সর্ব্বেভ্যোঽপি পাপকৃত্তমঃ অতিশয়েন পাপকারী চেৎ অসি যদি ভবসি জ্ঞানপ্লবেন জ্ঞানরূপপোতেন সর্ব্বং বৃজিনং সর্ব্বপ্রকার পাপরূপ সমুদ্রমেব সন্তরিষ্যসি সম্যক্ প্রকারেণ অনায়াসেন তরিষ্যসি। অতিশয়েন পাপকারী জীবোঽপি ক্রিয়য়া জ্ঞানং প্রকাশ্য অনায়াসেন মুচ্যতে ইতি ভাবঃ॥৩৬॥

হে অর্জ্জুন বহ্নিভক্ত! যথা সমিদ্ধঃ প্রদীপ্ত অগ্নি এধাংসি কাষ্ঠানি ভস্মসাৎ কুরুতে ভস্মী করোতি, তথা জ্ঞানাগ্নি আত্মজ্ঞানরূপাগ্নি সর্ব্বকর্ম্মাণি সর্ব্বাণি জ্ঞানবতাং কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে ভস্মীভাবং প্রারব্ধরূপ ভবিষ্যৎ ফলশূন্যং নির্বীজং করোতি॥৩৭॥

ব্যাখ্যা। অতি অধমাধম পাপাত্মাগণও গুরূপদেশ মত যোগক্রিয়া দ্বারা প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে অনায়াসে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। কারণ যেমন প্রজ্বলিত হুতাশন ঐ সর্বপ্রকার কাষ্ঠকে ভস্মীভূত করে, তদ্রূপ জ্ঞান প্রকাশিত হইয়া এই জগৎব্রহ্মাণ্ড আপনাতে অনুভূত হইলে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকল পদার্থ ই করতলস্থিত আমলকীবৎ আয়ত্তাধীন হওয়ায় চিত্তের শান্তি ও নিষ্কামত্ব প্রাপ্তি হেতু তৎকৃত সমস্ত কর্মই দগ্ধবীজতুল্য অঙ্কুরশক্তি বিহীন হইয়া থাকে; সুতরাং ঐ সমস্ত কর্ম হইতে ভবিষ্যৎ ভোগের জন্য কোনপ্রকার ফলের উদয় না হওয়াতে জীবকে আরও পুনঃপুনঃ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া আবদ্ধ হইতে হয় না॥৩৬॥৩৭॥

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥৩৮॥

শুদ্ধি হেতু নহে কেহ জ্ঞানের প্রধান। কালে কালে লভে যোগ সিদ্ধি ভাগ্যবান॥৩৮॥

ইহ ইহলোকে অস্মিন্ দেহবস্থিতে সতি চৈতন্য প্রকাশয়িতুং জ্ঞানেন সদৃশং আত্মজ্ঞানতুল্যং পবিত্রং শুদ্ধিকরং হি নিশ্চিতং ন বিদ্যতে নাস্তি। তৎ আত্মজ্ঞানং, যোগ সংসিদ্ধঃ কর্ম্মযোগেন সংস্কৃতো যোগ্যতামাপন্নঃ কালেন স্বয়মেব আত্মনি বিন্দতি প্রকাশিতো ভবতীত্যর্থঃ॥৩৮॥

ব্যাখ্যা। এই দেহে অবস্থানপূর্বক চৈতন্য প্রকাশ করিতে হইলে জ্ঞানের তুল্য পরম শুদ্ধিকর পবিত্র বস্তু আর কিছুই নাই। এই জ্ঞান সদ্গুরূপদেশ মত ক্রিয়া দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইয়া স্বয়ং প্রকাশ হইয়া থাকে॥৩৮॥

শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥৩৯॥

জিতেন্দ্রিয় একান্ত হইবে যার মন। সে জন অবশ্য হয় জ্ঞানের ভাজন ॥৩৯॥

শ্রদ্ধাবান্ শ্রদ্ধালু তৎপরঃ তত্রৈব একানিষ্ঠঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ তদিতরবিষয়েভ্যো নিবর্ত্তিতানি যস্যেন্দ্রিয়ানি সজ্ঞানং ব্রহ্মাত্মজ্ঞানং লভতে। সাধকা এবম্প্রকারেণ জ্ঞানং আত্মজ্ঞানং লব্ধাপরাং শান্তিং মোক্ষপদং অচিরেণাধিগচ্ছতি ক্ষিপ্রমেব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥৩৯॥

ব্যাখ্যা। শ্রদ্ধাবান্, ক্রিয়াবান্, জিতেন্দ্রিয় সাধকগণই এই আত্মজ্ঞান লাভে সমর্থ হয়েন। এইরূপ আত্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইবামাত্রই জীব এই ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সেই পরম শান্তিপদ প্রাপ্ত হয়েন ॥৩৯॥

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥৪০॥

সন্দেহ যাহার মনে সেই বহির্ম্মুখ। দুইলোক ভ্রষ্ট তার কিছু নাই সুখ ॥৪০॥

অজ্ঞঃ সদ্‌গুরূপদিষ্টার্থানভিজ্ঞঃ অশ্রদ্দধানঃ কথঞ্চিজ্জ্ঞানে জাতেঽপি তত্রবিপর্য্যয় বুদ্ধিযুক্তশ্চ সংশয়াত্মা সংশয়াক্রান্তচিত্তশ্চ, বিনশ্যতি স্বার্থাদভ্রশ্যতি, এতেষু মধ্যে সংশয়াত্মনঃ সন্দেহাক্রান্তচিত্তস্য ন অয়ং লোকঃ দেহ ব্যাপারানুভবঃ; ন পরঃ শ্রেষ্ঠঃ আধ্যাত্ম ব্যাপারানুভবঃ, ন সুখং সাধারণ ব্যাপারা হারাদিজনিত সুখোঽপি অস্তিতীত্যাবঃ ॥৪০॥

ব্যাখ্যা। ক্রিয়াহীন ব্যক্তিগণ যাহারা দুরদৃষ্টক্রমে গুরূপদেশে বঞ্চিত আছেন, অথবা উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও তাহাতে শ্রদ্ধান্বিত নহে, কিংবা শ্রদ্ধান্বিত হইয়াও তদ্দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি সম্ভব কিনা তদ্বিষয়ে সংশয়াক্রান্ত, তাহাদের সমস্ত কার্য্য ভ্রষ্ট হইয়া যায়, কোন কার্য্যই সুসিদ্ধ হয় না। সন্দেহাক্রান্ত ব্যক্তিগণ পরমশ্রেষ্ঠ আভ্যন্তরিক ব্রহ্মানন্দানুভবে এই স্থূল-সূক্ষ্মাদি দৈহিক ব্যাপার অনুভবে সমর্থ নহে। এইরূপ সন্দেহপ্রযুক্ত তাঁহারা আহারাদি প্রভৃতি সাধারণ ব্যাপারজনিত সর্বপ্রকার সুখেতেই বঞ্চিত হইয়া থাকেন ॥৪০

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞান সংছিন্ন সংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥৪১॥

ঈশ্বরে অর্পিত কর্ম্ম হয়তো সন্ন্যাস। যে করে তাহার শীঘ্র খণ্ডে কর্ম্ম পাশ ॥
আত্মনিষ্ট মানব সন্দেহ নাহি যার ॥ তারে কি বান্ধিতে পারে সেই কর্ম্ম ছার ॥৪১॥

হে ধনঞ্জয়! জ্ঞান সংছিন্ন সংশয়ং গুরূপদিষ্ট কর্ম্মেন আত্মনিশ্চয় লক্ষণেন ছিন্নসংশয়ং, যোগসংন্যস্ত কর্ম্মাণং যোগক্রিয়য়া ত্যক্তানি কর্ম্মাণি যেন তং তুষ্ণীমবস্থিতং আত্মবন্তং আত্মচৈতন্যবন্তং অপ্রমাদিনং কর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি ॥৪১॥

ব্যাখ্যা। অতএব গুরূপদিষ্ট মোক্ষ শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা সমস্ত সংশয় ছিন্ন করিয়া নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধির সহিত যোগক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা সমস্ত কর্ম অর্থাৎ ইন্দ্রিয় এবং প্রাণাদির পর্য্যন্ত সর্বপ্রকার চাঞ্চল্য পরিত্যাগপূর্বক তুষ্ণীভাবে আত্মচৈতন্যে অবস্থান করিতে পারিলে দেহ বা ইন্দ্রিয়জনিত কোনপ্রকার কর্ম্মেতেই জীবকে আবদ্ধ হইতে হয় না ॥৪১॥

তস্মাদজ্ঞান সম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥৪২॥

অতএব জ্ঞানেতে যে হইবে সংশয়। দেহাত্ম বিবেক খড়্গে কাটিবে নিশ্চয় ॥
শুনহ ভারত কর্ম্ম কর অনুষ্ঠান। যুদ্ধে উঠ সম্প্রতি স্বধর্ম্ম বিদ্যমান ॥৪২॥

তস্মাৎ হৃৎস্থং হৃদিস্থিতং অজ্ঞানসম্ভূতং অবিদ্যাজনিতং এনং আত্মানঃ সংশয়ং দেহাত্ম বিবেক জ্ঞানরূপ খড়্গেন ছিত্বা যোগমাতিষ্ঠ যোগক্রিয়াং কুরু যোগক্রিয়াশ্রয়ং কর্ত্তব্যঃ ইত্যর্থঃ, হে ভারত উত্তিষ্ঠ আলস্যং ন কর্ত্তব্যং ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥৪২॥

ব্যাখ্যা। অতএব আলস্য পরিত্যাগপূর্বক সদ্‌গুরূপদেশ প্রাপ্ত জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা হৃদয়স্থিত সমস্ত সংশয় ছেদ করিয়া যোগক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য ॥৪২॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতায়াং পদবোধিনী বৃত্তৌ
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

পূর্ব্ব অধ্যায়ের উপদেশ মতে আত্মচৈতন্য অনুভব করিয়া ভক্তির সহিত তাহাতে চিত্তসংযম করিতে পারিলে এইরূপ বুঝিতে পারা যায় যে, এই মানবদেহ মধ্যে সেই সর্ব্বব্যাপী অনন্তচৈতন্য প্রথমতঃ চিৎসূর্য্যে, তাহা হইতে উহার চতুষ্পার্শ্বস্থিত মানবশরীর প্রকাশক জ্যোতিরূপে, উহা হইতে সুষুম্না-দ্বারস্বরূপ ভ্রূমধ্যস্থ আজ্ঞাচক্রে, এই আজ্ঞাচক্র হইতে সুষুম্নার মধ্যস্থিত অপরাপর চক্রগুলিতে এবং তথা হইতে দেহস্থ সমস্ত নাড়ীতে অতি সূক্ষ্ম-ভাবে সঞ্চারিত হইয়া দেহের সহিত মিশ্রিত থাকিয়া দেহকে প্রকাশভাবে বর্ত্তমান রাখিয়াছে। পরে বহিস্তত্ত্ব দ্বারা অনুভব হয় যে, ক্রিয়া দ্বারা সূর্য্য প্রকাশিত হইলে তদ্দ্বারা কূটস্থচৈতন্য অনুভব হইয়া থাকে। অতএব কূটস্থচৈতন্য দ্বারা সূর্য্যের অবস্থিতি, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তখন কূটস্থে অনুভব হয় যে, চৈতন্য জন্ম ও মৃত্যুরহিত এবং ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হইয়াও প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকা হেতু তত্ত্বগণের সহিত পুনঃপুনঃ দেহে প্রকাশ করিয়া থাকেন; সাধারণে তাহা অনুভব করিতে পারে না; কিন্তু কূটস্থচৈতন্য প্রতিষ্ঠিত হইলে সমস্তই অনুভূত হয়। চৈতন্য অজ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন হইলে প্রকৃতি বহির্ম্মুখ হইয়া অন্তরে জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়; প্রাণায়াম দ্বারা ঐ সমস্ত বৃত্তি বিনষ্টপূর্ব্বক ক্রমশঃ অবস্থার উন্নতি করিতে পারিলে অন্তরে অনন্ত চৈতন্য প্রকাশ হইয়া সেই ব্রহ্মপদে লীন হওয়া যায়; এই সংসারে আর পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যিনি যেরূপ কর্ম করেন তিনি তদনুরূপ ফল প্রাপ্ত হয়েন, সাধারণ লোকে ভবিষ্যৎ মহদনিষ্ট বুঝিতে না পারিয়া শীঘ্র সুখ প্রাপ্তির অভিলাষে ইন্দ্রিয় সেবায় নিযুক্ত হয়। কিন্তু সাধকগণ ব্রহ্মানন্দের নিত্যতা বুঝিতে পারিয়া রাগ ও দ্বেষ পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ভয় এবং একাগ্রচিত্তে তপস্যাদি দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মপদে লীন হইয়া থাকেন। চৈতন্য স্ফূর্ত্তির স্বল্পাধিক্য প্রযুক্তই এই ব্রাহ্মণাদি চারিপ্রকার বর্ণের সৃষ্টি হইয়া থাকে সত্য; কিন্তু চৈতন্য কোন

স্থানেই স্বল্প বা অধিক নাই, তিনি সর্ব্বত্র সমানভাবে বর্ত্তমান আছেন; এই সমস্ত স্বল্পাধিক্য চৈতন্য কর্ত্তৃক সঙ্ঘটিত হয় না, তদাবরক অবিদ্যা দ্বারা ঘটিয়া থাকে। এইরূপে সকল কর্ম্মই অবিদ্যাজাত এবং তাহা হইতে আত্মচৈতন্যকে নির্লীপ্ত বুঝিতে পারিয়াই পূর্ব্বকালে ঋষিগণ মুক্তিলাভ করিয়াছেন। অতএব নিষ্কামভাবে সর্বপ্রকার কর্ম্মেতেই নির্লীপ্ত থাকা কর্ত্তব্য। কর্ম্মের মধ্যে কোন-গুলিন করা কর্ত্তব্য ও কোনগুলিন করা অকর্ত্তব্য এবং কিরূপেই বা সর্বকর্ম পরিত্যাগপূর্বক তুষ্ণীভাবে অবস্থান করা যায়, এ সকলের নিগূঢ়তত্ত্ব অতি দুর্জ্ঞেয়; মহা মহা জ্ঞানিগণও ইহা বুঝিতে অক্ষম। অতএব সাধারণ বুদ্ধির উপর নির্ভর না করিয়া সংযতচিত্তে বিশেষরূপে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যিনি শীতোষ্ণাদি এবং সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমান জ্ঞান করতঃ, কোন দেহেন্দ্রিয়াদির অধীন না হইয়া, সর্ব্বপ্রকার লালসা পরিত্যাগপূর্বক অনায়াসলব্ধ ভোগে সন্তুষ্ট থাকিয়া, সংযতচিত্তে এবং নিষ্কামভাবে মনে কোনপ্রকার সঙ্কল্প না করিয়া কেবলমাত্র শরীরযাত্রা নির্বাহার্থে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহার ঐ সমস্ত কার্য্য সংসার বন্ধনকারক ভবিষ্যৎ ফলভোগশূন্য হইয়া, অকর্মরূপে পরিগণিত হয়; এবং অকর্ম্ম অর্থাৎ কর্মসকলকে ভবিষ্যৎ ফলশূন্য করণার্থেই যিনি কূটস্থে চিত্তসংযমপূর্বক যোগক্রিয়ার আচরণ করেন; তিনিই মধ্যে বুদ্ধি-মান এবং সর্বপ্রকার কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিয়াও স্বচৈতন্যে সমাধিস্থ থাকিতে পারেন। সম্যগ্‌দর্শিগণ এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই ব্রহ্মময় বুঝিতে পারিয়া সর্ব্বপ্রকার কার্য্যেই তাঁহাকে অনুভব করিতে অভ্যাস করেন। হট্‌যোগিগণ কৌশল দ্বারা ইন্দ্রিয় দমনের অভ্যাস করেন। জ্ঞানযোগিগণ সর্বকর্ম কূটস্থ-চৈতন্যে অর্পণপূর্ব্বক তুষ্ণীভাবে অবস্থান করিতে চেষ্টা করেন। ব্রহ্মচারিগণ প্রত্যাহারাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ভোগ দ্বারা শান্ত করিতে চেষ্টা করেন; ধ্যাননিষ্ঠগণ কূটস্থচৈতন্যে সমস্ত ইন্দ্রিয়কর্ম এবং প্রাণবৃত্তি পর্য্যন্ত অর্পণ করিতে অভ্যাস করেন। তীক্ষ্নব্রতী যতিগণ ঔষধি ও কষ্টসাধ্য তপস্যা দ্বারা শরীরকে দৃঢ় করিয়া যোগক্রিয়া ও মোক্ষশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন দ্বারা জ্ঞান উদ্দীপিত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। অপরাপর যোগিগণ রেচক ও পূরকক্রিয়া

প্রাণ ও অপানের গতিরোধপূর্বক প্রাণায়াম-পরায়ণ হইয়া জ্ঞান স্থির করিতে অভ্যাস করেন, এবং কেহবা নিয়মপূর্বক আহারাদি দ্বারা প্রবৃত্তিগুলিকে বিলীন করিতে চেষ্টা করেন। এই সর্বপ্রকার যোগাভ্যাসই ক্রিয়া দ্বারা সুসিদ্ধ হয়, এবং ইহা দ্বারা জ্ঞান উদ্দীপিত হইলে সকল ক্রিয়াই সমাপ্ত হইয়া থাকে। আত্মদর্শী তত্ত্বজ্ঞদিগকে সেবাশুশ্রূষা করিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রশ্নচ্ছলে ইহা জ্ঞাত হইয়া অনুষ্ঠান করিলে আর মায়াতে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। সাধকগণ ইহা দ্বারা সমস্ত অনিষ্ট বিনাশপূর্বক নিষ্পাপ হওতঃ এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমস্ত পদার্থ আপনাতে অবলোকন করিয়া অবশেষে আপনাকে এই অনন্ত চৈতন্যময় বুঝিতে পারিয়া নিত্যানন্দ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু ক্রিয়াহীন আধ্যাত্মিকী ব্রহ্মানন্দ দূরে থাকুক বাহ্য দৈহিক ব্যাপারের অনুভব সুখলাভেও যাবজ্জীবন অসমর্থ থাকেন। ইহজগতে জ্ঞানের ন্যায় শুদ্ধিকর পদার্থ আর নাই, এই জ্ঞান যোগক্রিয়া দ্বারা স্বয়ং প্রকাশ হইয়া থাকে। যেরূপ প্রজ্বলিত অগ্নি শুষ্ক কাষ্ঠসকলকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে, তদ্রূপ এই জ্ঞান অতি অধমাধম পাপকারীগণেরও সর্ব্বপ্রকার কর্ম দগ্ধবীজতুল্য ভবিষ্যৎ ফলভাগবিহীন করিয়া এই সংসারসমুদ্র হইতে তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করে। যোগক্রিয়াতে শ্রদ্ধাবান্ একনিষ্ঠ সংযত সাধকগণ জ্ঞানলাভ করিয়া মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এবং যোগক্রিয়াতে শ্রদ্ধাহীন বা সন্দেহাক্রান্ত অজ্ঞগণের সকল কার্য্যই ভ্রষ্ট হয়। সংশয়াত্মাগণকে সন্দেহ প্রযুক্ত দৈহিক, আধ্যাত্মিক এবং অপর সাধারণ সকলপ্রকার সুখেই বঞ্চিত থাকিতে হয়। সদ্গুরূপদিষ্ট জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা হৃদয়স্থ সমস্ত সংশয় ছেদ করিয়া যোগক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা তুষ্ণীভাবে আত্মচৈতন্যে অবস্থান করিতে পারিলে সকলপ্রকার কর্ম হইতেই জীবগণ মুক্তিলাভ করিতে পারে। অতএব আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক নিঃশংসয়চিত্তে এই যোগক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

ইতি যোগশাস্ত্রোপনিষৎ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার
চতুর্থ অধ্যায়ে পাশ্চাত্য ও এতদ্দেশীয়
বিবিধ শাস্ত্রসঙ্গত মীমাংসার সহিত
আধ্যাত্মিকী ব্যাখ্যা
সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

সন্ন্যাসযোগঃ।

অর্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ॥১॥

অর্জুন কহেন কৃষ্ণ করি নিবেদন। পূর্ব্বেতে কহিলা সন্ন্যাসের বিবরণ ॥
কর্ম্মযোগ পুনঃ কহ এখন যজিতে। তোমার বচন ভঙ্গি না পারি বুঝিতে ॥
নিশ্চয় করিয়া মোরে কহ একবার। যাহ আচরিয়া আমি হয়ে যাই পার ॥১॥

অর্জ্জুন উবাচ বহ্নিতত্ত্বেন অনুভূয়তে।

হে কৃষ্ণ কূটস্থচৈতন্য! কর্ম্মণাং সন্ন্যাসং কর্ম্ম পরিত্যাগং শংসসি পুনঃ যোগঞ্চ তেষাং অনুষ্ঠানং অবশ্যং কর্ত্তব্যং কথয়সি, এতয়োরুভয়োর্মধ্যে যৎ শ্রেয় প্রশস্ততরং তদেকং সুনিশ্চিতং মে ব্রূহি ॥১॥

ব্যাখ্যা। কূটস্থচৈতন্য দ্বারা পূর্ব্বাধ্যায়োক্ত সমস্ত অনুভূত হইলে বহ্নিতত্ত্ব তেজে এইরূপ প্রশ্নের উদয় হয় যে, হে কূটস্থচৈতন্য! একবার দেখিতে পাই যে, কর্মসকলের সম্যক প্রকারে নাশ হওয়াই প্রয়োজন; আবার দেখিতে পাই যে, চিত্তবৃত্তি নিরোধকরণার্থে ক্রিয়ানুষ্ঠানই নিতান্ত কর্ত্তব্য। অতএব এই দুইটির মধ্যে কোনটি শ্রেয়স্কর তাহা নিশ্চয় করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিন ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে ॥২॥

গোবিন্দ কহেন পার্থ শুন দিয়া মন। কর্মসন্ন্যাস আর কর্ম্ম আচরণ ॥
মোক্ষের কারণ দুই নাহিক সংশয়। সন্ন্যাস হইতে পুনঃ কর্ম শ্রেষ্ঠ হয় ॥
নিষ্কাম কর্মেতে আছে ভক্তির সম্বন্ধ। চিত্তশুদ্ধি হেতু সেই শাস্ত্রের নির্ব্বন্ধ ॥
অতএব জ্ঞান হৈতে কর্ম শ্রেষ্ঠ হয়। চিত্তশুদ্ধি বিনা জ্ঞান কদাচ না হয় ॥২॥

শ্রীভগবানুবাচ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী কূটস্থচৈতন্যোনানুভূয়তে।

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মপরিত্যাগঃ কর্ম্মযোগশ্চ কর্ম্মানুষ্ঠানঞ্চ উভৌ বস্তুপি নিঃশ্রেয়স্করৌ মোক্ষদায়কৌ তথাপি তয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মপরিত্যাগাৎ সকাশাৎ কর্ম্মযোগঃ কর্ম্মানুষ্ঠানং বিশিষ্যতে বিশিষ্টো ভবতি ॥২॥

ব্যাখ্যা। কূটস্থে চিত্ত সংযত হইলে এইরূপ অনুভব হয় যে, সম্যক প্রকারে কর্মের নাশ করা, আর চিত্তবৃত্তি নিরোধকারক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা উভয়ই শ্রেয়স্কর এবং মুক্তিদায়ক। তন্মধ্যে চিত্তবৃত্তি নিরোধকারক ক্রিয়া-যোগরূপ কর্মের অনুষ্ঠানই শ্রেষ্ঠ ॥২॥

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥৩॥

দ্বেষ নাহি করে আর নাহিক বাসনা। শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ সমান ভাবনা ॥
সেইত সন্ন্যাসী নিত্য বেদের বচন। অনায়াসে জন্ম বন্ধ করে বিমোচন ॥৩॥

হে মহাবাহো! যঃ কিমপি ন দ্বেষ্টি কিঞ্চনাপি ন কাঙ্ক্ষতি স সাধকঃ নিত্যসন্ন্যাসী কর্ম্মানুষ্ঠানকালেঽপি সন্ন্যাসীত্যেব জ্ঞেয়ঃ। নির্দ্বন্দ্বঃ রাগদ্বেষাদিশূন্যঃ মানবঃ সুখং অনায়াসেন বন্ধাৎ সংসারাৎ হি নিশ্চিতং প্রমুচ্যতে মুক্তো ভবতি ॥৩॥

ব্যাখ্যা। যিনি স্বয়ং তুষ্ণীভাবে অবস্থানপূর্বক দ্বেষ ও কামনাশূন্য-চিত্তে সুখদুঃখাদি সকলপ্রকার দ্বন্দ্বের অতীত হইয়া বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা শরীর-যাত্রা নির্বাহোপযোগী কর্মসকলের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তিনিই নিত্য সন্ন্যাসী, অর্থাৎ সকলপ্রকার কর্মত্যাগী; এবং তিনি অনায়াসে পরমসুখে ভববন্ধন মুক্ত হইতে পারেন ॥৩॥

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্ব্বিন্দতে ফলম্ ॥৪॥

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥৫॥

সন্ন্যাস কর্ম্মযোগ ভিন্ন অজ্ঞ লোকে কয়। এক অনুষ্ঠানে উভয়ের ফল পায় ॥
কর্মফলে চিত্তশুদ্ধি হয়ত কুমতি। প্রবৃত্তি ভেদেতে হয় তাহার যুকতি ॥৪॥
সন্ন্যাসী যে পদ লভে যোগীর সে গতি। সাংখ্যযোগ এক তত্ত্ব জানে মহামতি ॥৫॥

সাংখ্যযোগৌ সংন্যাসযোগ কর্ম্মযোগৌ পৃথক স্বতন্ত্রৌ ভিন্নফলৌ ইতি বালাঃ অজ্ঞাঃ প্রবদন্তি ন তু পণ্ডিতাঃ জ্ঞানিনঃ। তয়োর্মধ্যে একমপি সম্যক্‌প্রকারেণ আস্থিতঃ অনুষ্ঠিতঃ সন্ উভয়োঃ ফলং কৈবল্যমেব বিন্দতে ইত্যর্থঃ ॥৪॥

সাংখ্যৈঃ জ্ঞানযোগিভিঃ সংন্যাসযোগৈঃ যৎ স্থানং কৈবল্যপদং প্রাপ্যতে যোগৈঃ কর্ম্মযোগিভিরপি ক্রিয়াযোগৈশ্চ তৎ কৈবল্যপদং গম্যতে প্রাপ্যতে। অতঃ যঃ তদেব সাংখ্যং সন্ন্যাসযোগং যোগং কর্ম্ম-যোগঞ্চ একং পশ্যতি (ফলৈকত্বাৎ) সঃ সম্যক্ পশ্যতি সঃ পণ্ডিতঃ ইতি ভাবঃ ॥৫॥

ব্যাখ্যা। জ্ঞাননিষ্ঠদিগের সন্ন্যাসযোগ অর্থাৎ নৈষ্কর্ম্মযোগ এবং ক্রিয়াবানদিগের ক্রিয়াযোগ এবং দুইটির মধ্যে একটির সম্যক প্রকারে অনুষ্ঠান করিতে পারিলেই শান্তিলাভকরতঃ কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। জ্ঞানিগণ এই উভয়কে সমতুল্য বিবেচনা করেন। অজ্ঞ বালকেই এই দুইটিকে পৃথক ভাবিয়া থাকে। কারণ চিত্তবৃত্তি নিরোধকারক ক্রিয়া-যোগের অনুষ্ঠান অথবা সর্বকর্ম পরিত্যাগপূর্বক তুষ্ণীভাবে অবস্থান এতদু-ভয়ের দ্বারাই পূর্ণ চৈতন্য অনুভূত হইয়া ভববন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। এইরূপে চরমে ফলের একত্বহেতু এই দুইটি একই পদার্থ; ইহা যিনি বুঝিতে পারিয়াছেন তিনিই যথার্থ জ্ঞানী এবং বিবেচক ॥৪॥৫॥

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম নচিরেণাধিগচ্ছতি ॥৬॥

কর্ম নাহি করিয়া যে করয়ে সন্ন্যাস। দুঃখমাত্র ভোগ তার হয় সর্ব্বনাশ ॥
ঈশ্বরে অর্পিত কর্ম যোগীজন করে। জ্ঞানী হয়ে সেই শীঘ্র সংসারেতে তরে ॥৬॥

হে মহাবাহো! অযোগতঃ ক্রিয়াযোগং বিনা সংন্যাসং কর্ম্মত্যাগং দুঃখমাপ্তুমেব ভবতি। যোগযুক্তঃ ক্রিয়াবান্ মুনিঃ মননশীলঃ সাধকঃ ন চিরেণ শীঘ্রমেব ব্রহ্মাধিগচ্ছতি কৈবল্যং প্রাপ্নোতি ॥৬॥

ব্যাখ্যা। চিত্তবৃত্তি নিরোধকারক ক্রিয়া দ্বারা চিত্ত পরিশুদ্ধ না

হইলে সম্যকপ্রকারে কর্মত্যাগ করিয়া তুষ্ণীভাবে অবস্থান করিবার চেষ্টা করা কেবলমাত্র দুঃখের কারণ হয়। কিন্তু যোগক্রিয়া দ্বারা চিত্ত পরিশুদ্ধ হইয়া মন স্থিতিপদ লাভ করিলে সহজেই কর্মাদি সমস্ত চাঞ্চল্য বিনষ্ট হইয়া অচিরে পূর্ণ-চৈতন্যের অপরোক্ষানুভূতি লাভকরতঃ কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥৬॥

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্ম ভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥৭॥

কর্ম্ম আচরিয়া চিত্ত শুদ্ধ হয় ধীর। তবে তার বশে রহে ইন্দ্রিয় শরীর ॥
কর্ম অন্তর্যামী আত্মা করত তাহার। স্বাভাবিক কর্ম হৈতে বন্ধ নাহি তার ॥৭॥

বিজিতাত্মা আত্মসংযতঃ জিতেন্দ্রিয়ঃ যোগযুক্তঃ ক্রিয়াবান্ সাধকঃ বিশুদ্ধাত্মা বিশুদ্ধরজস্তমোভ্যামকলুষিত আত্মা যস্য সর্ব্বভূতাত্মা ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তা সর্ব্বভূতানাং আত্মাভূত আত্মা যস্য স কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ অপি ন লিপ্যতে ন নিবধ্যতে ॥৭॥

ব্যাখ্যা। যাহারা যোগক্রিয়া দ্বারা আত্মশুদ্ধিপূর্বক দেহ ও ইন্দ্রিয়গণ প্রভৃতিকে বশীভূতকরতঃ স্বয়ং পৃথকভাবে অবস্থান করেন, এবং ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ ব্রহ্মাণ্ডস্থ চৈতন্যের সহিত স্বীয় আত্মচৈতন্যের অভেদত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন; তাঁহারা শরীরযাত্রা নির্ব্বাহার্থে সকলপ্রকার কর্মের অনুষ্ঠান করিলেও, তৎফলেতে অনাসক্তপ্রযুক্ত, তাহাতে তাঁহাদিগকে লিপ্ত হইতে হয় না ॥৭॥

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তোমন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥৮॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ উন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥৯॥

করিয়াও তত্ত্ববেত্তা বলে কর্ত্তা নাই। ইন্দ্রিয় বিষয় হতে আমি ভিন্ন হই ॥৮॥
রাগেন্দ্রিয় আদি করি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ। আপন বিষয়ে তারা করয়ে যতন ॥
কোন কর্ম্মে আসক্ত না হইবে কখন। এইরূপ বিবেচনা করিয়া যেজন ॥৯॥

যুক্তঃ তত্ত্ববিৎ সাধকঃ যোগক্রিয়য়া চিত্তবৃত্তিনিরুধ্য স্থিরপ্রজ্ঞালব্ধা চক্ষুরাদিজ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ পশ্যন্ শৃণ্বন্, স্পৃশন্, জিঘ্রন্, অশ্নন্, বাক্‌পাণ্যাদিকর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ প্রলপন্, গৃহ্ণন্, গচ্ছন্, মলমূত্রাদি বিসৃজন্,

প্রাণৈঃ শ্বসন্, অন্তরিন্দ্রিয়েনমনসা নিমিষন্, উন্মিষন্; বুদ্ধ্যা স্বপন্, অপি ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়াণ্যেব ইন্দ্রিয়ার্থেষু স্ব স্ব বিষয়েষু বর্ত্তন্তে ন তু অহং ইতি ধারয়ন্, ইত্যনুভূয় নাহং কিঞ্চিদেব করোমীতি মন্যতে ॥৮।৯॥

ব্যাখ্যা। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণন, এবং ভোজনাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য; কথোপকথন, গ্রহণ, গমন এবং মলমূত্রাদি পরিত্যাগ করণাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য; নিশাস প্রশ্বাস প্রভৃতি প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর কার্য্য; নিমেষণ, উন্মেষণ প্রভৃতি অন্তরেন্দ্রিয় মনের কার্য্য; এবং স্বপ্নাদি বুদ্ধির কার্য্য। ক্রিয়াবান সাধকগণ দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথকভাবে অবস্থান করা হেতু, উপরোক্ত সমস্ত কার্য্যই দশবিধ বাহ্যেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি সূক্ষ্মদেহের সপ্তদশ অঙ্গ দ্বারা নিষ্পন্ন হইতেছে, স্বয়ং ইহার কোন ব্যাপারেই লিপ্ত নহেন; এইরূপ অনুভব করিয়া থাকেন ॥৮।৯॥

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥১০॥

কর্ম্ম করি ব্রহ্মেতে করিয়া সমর্পণ। পাপপুণ্যে লিপ্ত নহে এ সত্য বচন ॥
পদ্মপত্রে যেন কভু নাহি লাগে জল। সেইমত পাপ তারে না লাগে সকল ॥১০॥

যঃ ব্রহ্মণি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি আধায় নিক্ষিপ্য ঈশ্বরে সমর্প্য, সঙ্গং তৎকর্মফলে আসক্তিং ত্যক্ত্বা কর্ম্মাণি করোতি; যদ্বৎ পদ্মপত্রং অম্ভসি স্থিতমপি তেনাম্ভসা ন লিপ্যতে তদ্বৎ সঃ সাধকঃ দেহেন্দ্রিয়াদি কৃতকর্মজপাপপুণ্যেন ন লিপ্যতে ন নিবধ্যতে ॥১০॥

ব্যাখ্যা। ইহ সংসারে সমস্ত কার্য্যই সেই অনন্তচৈতন্যের নিয়মানুসারে সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে; ইচ্ছা করিয়া নিজে না লইলে কেহই ইহার ফলভোগী হয়েন না। জ্ঞানিগণ ইহা বুঝিতে পারিয়া সর্বপ্রকার ফলভোগেচ্ছা পরিত্যাগপূর্বক নিষ্কামভাবে কার্য্য করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত তাঁহারা পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় ঐ সমস্ত মোক্ষপ্রতিবন্ধক অনিষ্টকর দেহেন্দ্রিয়াদিকৃত কর্মের কোনপ্রকার পাপপুণ্যাদি ফলাফলে লিপ্ত হয়েন না ॥১০॥

কায়েন মনসাবুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥১১॥

স্নান শৌচ আদি কর্ম শরীরের সাধ্য। মনে করে তার ধ্যান যে মূর্ত্তি আরাধ্য ॥
নিত্য নৈমিত্তিক ত্যজিয়া আবেশ। চিত্তশুদ্ধ হয় শীঘ্র দূরে যায় ক্লেশ ॥১১॥

যোগিনঃ ক্রিয়াবন্তঃ সাধকাঃ, সঙ্গং স্বর্গাদি ফলকামনাং ত্যক্ত্বা আত্মশুদ্ধয়ে আত্মগতিপ্রারব্ধ-কর্ম্মবন্ধনং বিনাশায়, কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈঃ কায়েন মনসাবুদ্ধ্যাপি উপস্থিতমাত্রং কায়মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াধ্যং কর্ম্মং কুর্ব্বন্তি ॥১১॥

ব্যাখ্যা। ক্রিয়াবান্ সাধকগণ প্রারব্ধভোগক্ষয় দ্বারা আত্মচৈতন্যের পরিশুদ্ধির নিমিত্ত পূর্বোক্ত প্রকারে ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া কেবলমাত্র শরীর, মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা উপস্থিত কর্মসকল সম্পন্ন করিয়া থাকেন ॥১১॥

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥১২॥

ঈশ্বরে একান্তে ভক্তি ফল তেয়াগিয়া। ভাব ভক্তি দূরে যায় সংসার তরিয়া ॥
বহির্ম্মুখ ফলভোগ যথা তথা ধায়। ভোগক্ষয়ে পুনঃ পুনঃ অধঃপাতে যায় ॥১২॥

যুক্তঃ সাধকঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা ফলাসক্তিং পরিত্যজ্য কেবলমাত্রাত্মশুদ্ধয়ে ক্রিয়ানুষ্ঠানেন নৈষ্ঠিকীং শান্তিমাপ্নোতি মোক্ষং প্রাপ্নোতি। অযুক্তঃ ক্রিয়াহীনঃ মানবঃ ফলে সক্তঃ সন্ কামকারেণ কামতঃ প্রবৃত্ত্যা কর্ম্মণা নিবধ্যতে সংসারবন্ধং প্রাপ্নোতি ॥১২॥

ব্যাখ্যা। ক্রিয়াবান্ সাধকগণ নিষ্কামভাবে ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা প্রারব্ধ-ক্ষয়করতঃ আত্মশুদ্ধি করিয়া শান্তিপদ প্রাপ্ত হয়েন; এবং অযুক্ত অর্থাৎ ক্রিয়াহীন মানবগণ মন, বুদ্ধি, এবং দেহেন্দ্রিয়াদিকৃত কর্মসকলকে আপনার কৃত বিবেচনা করিয়া, তাহার ফলভোগের কল্পনাতে আবদ্ধ হইয়া পুনরায় এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন ॥১২॥

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্ ॥১৩

জিতেন্দ্রিয় সর্ব্ব কর্ম্ম করিলে সন্ন্যাস। নবদ্বার পুরে দেহে সুখে করে বাস ॥
অন্তর্য্যামী তুল্যরূপে থাকয়ে সদাই। আমি করি আমি করাই অভিমান নাই ॥১৩॥

বশী দেহী সংযতচিত্তঃ নরঃ মনসা বিবেকযুক্তেন সর্ব্বকর্ম্মাণি সর্ব্বাণি দেহেন্দ্রিয়াদিকৃতানি কর্ম্মাণি সংন্যস্য সম্যক্ প্রকারেণ পরিত্যজ্য কিঞ্চিদপি ন কুর্ব্বন্ নৈব কারয়ন্ (অহঙ্কারশূন্যত্বেন কর্ত্তৃত্বাভাবাৎ কারয়িতৃত্বাভাবাচ্চ) সুখং আস্তে ॥১২॥

ব্যাখ্যা। জিতেন্দ্রিয়গণ পূর্বোক্ত প্রকারে দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে আপনাকে পৃথক বুঝিতে পারিয়া, মন দ্বারা সমস্ত কর্ম সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগ-পূর্বক মুখ, নাসিকারন্ধ্রদ্বয়, চক্ষুদ্বয়, কর্ণদ্বয়, পায়ু এবং উপস্থ; এই নবদ্বার-বিশিষ্ট দেহপুর মধ্যে সুখে অবস্থান করেন। তিনি স্বয়ং কোন কর্মে প্রবৃত্ত হয়েন না, এবং দেহাদি ইন্দ্রিয়গণ কাহাকেও কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত করেন না ॥১৩॥

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥১৪॥

জীবের কর্ত্তৃত্ব আর পাপপুণ্য কর্ম। সুখদুঃখ যোগ এই সবাকার ধর্ম ॥
ঈশ্বর কদাচ ইহা না করে সৃজন। অনাদি অবিদ্যা হৈতে এসব রচন ॥১৪॥

প্রভু আত্মা চৈতন্যঃ, লোকস্য স্থাবরতির্য্যঙ্মনুষ্যাত্মনা বর্ত্তমানস্য জীবস্য কর্ম্মণি কর্ত্তৃত্বং ন সৃজতি কারয়িতা ন ভবতি ন চ কর্ম্মাণি স্বয়ং করোতি, ন চ ফলসংযোগং তত্তৎ ফলসম্বন্ধং ভোজয়িতা ভোক্তা বা ন ভবতি, তু কিন্তু জীবস্য স্বভাবঃ অজ্ঞানাত্মিকা দৈবীমায়া প্রকৃতিঃ কামবশাৎ কর্ত্তৃত্বাদি-রূপেণ প্রবর্ত্ততে ॥১৪॥

ব্যাখ্যা। এই ক্ষুদ্র জগৎরূপ শরীরের প্রভু আত্মচৈতন্য স্বয়ং কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করেন না; অথবা শরীর, মন, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি কাহাকেও কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত করেন না; কিম্বা কোন কর্মের ফলভোগেরও আশা করেন না। প্রকৃতি বিকার অবিদ্যা নিজভাবে সমস্ত কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥১৪॥

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥১৫॥

যেরূপ যাহার কর্ম সেই অনুসারে। সর্ব্বকর্ত্তা ভগবান ফল দেন তারে ॥
অজ্ঞানে আবৃত হয়ে না করে ভকতি। সংসারে ভ্রময়ে লোক নাহি পায় গতি ॥১৫॥

বিভুঃ আত্মা চৈতন্যঃ, কস্যচিৎ জীবস্য পাপং দুষ্কৃতং ন আদত্তে গৃহ্লাতি, ন চ এব সুকৃতং গৃহ্লাতি। জীবানাং জ্ঞানং অজ্ঞানেন মায়য়া আবৃতং, তেন হেতুনা জন্তবঃ সংসারিনো জীবাঃ মুহ্যন্তি করোমি কারয়ামি ভোক্ষ্যে ভোজয়ামি ইত্যেবং মোহং গচ্ছন্তি ॥১৫॥

ব্যাখ্যা। সৃষ্টিতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে দেবাদি স্থাবর জঙ্গম পর্য্যন্ত জগতীয় সমস্ত পদার্থ-ই আপন আপন প্রকৃতি অনুসারে নানাপ্রকার নূতন নূতন আকার প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্ট হইতেছে ; এবং ঐ প্রকৃতিরই বশবর্ত্তী হইয়া ঐ আকার পরিত্যাগপূর্বক পুনরায় নূতনরূপে সৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু আত্মচৈতন্য নিত্য, নির্বিকার এবং সর্ব্বত্র সমানভাবে বর্ত্তমান আছেন। এই গ্রন্থের পূর্ব পূর্ব শ্লোকে ইহা স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

এক্ষণে এই শ্লোকটিতে প্রকাশিত হইতেছে যে, প্রকৃতিবিকারজাত শরীর মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়াদিকৃত সৎ বা অসৎকার্য্যে জীবগণের প্রকৃতিরই নানাপ্রকার বৈলক্ষণ ঘটিয়া থাকে, ইহা দ্বারা আত্মচৈতন্যের কোন ক্ষতি বা বৃদ্ধি হয় না, তিনি নিত্য এবং নির্বিকার। অজ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি চৈতন্যস্থ না হইয়া বহির্ম্মুখত্ব প্রাপ্ত হওয়া প্রযুক্ত, তদ্বিকারজাত নানাপ্রকার পদার্থের উদয় হইয়া জীবগণের জ্ঞানস্বরূপ চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সেই নিমিত্ত জীবগণ মোহপ্রাপ্ত হইয়া ইহা অনুভব করিতে না পারিয়াই সংসারে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ॥১৫॥

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ॥১৬॥
তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎ পরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূত কল্মষাঃ ॥১৭॥

এই জ্ঞানে যাহার অজ্ঞান হয় নাশ। তাঁহার ঈশ্বরতত্ত্ব হয়ত প্রকাশ ॥
সূর্য্য যেন উদয় হইয়া তমো হরে। সেইমত তাহাদের বন্ধনাশ করে ॥১৬॥
তাতে মন বুদ্ধি যে করে নিয়োজিত। নিষ্ঠাবুদ্ধি হয়ে হয় একান্ত আশ্রিত ॥
জ্ঞান দ্বারা সব পাপ করিয়া ক্ষালন। জন্মমৃত্যু শূন্য পদে করয়ে গমন ॥১৭॥

তু কিন্তু যেষাং জীবানাং আত্মনঃ জ্ঞানেন আত্মচৈতন্যানুভবেন তৎ অজ্ঞানং মায়াবরণং নাশিতং, তেষাং তৎ জ্ঞানং আদিত্যবৎ সর্ব্বপ্রকাশকসূর্য্যজ্যোতিষবৎ তৎ পরং অনন্তচৈতন্যং প্রকাশয়তি ॥১৬॥

তদ্বুদ্ধয়ঃ তৎ পরং অনন্তচৈতন্যং অনুভূয়, তদাত্মনঃ তস্মিন্নেব সংস্থিতাঃ, তন্নিষ্ঠাঃ তদভিনিবেশাঃ, তৎপরায়ণাঃ তচ্চৈতন্যমেব পরং অয়নং আশ্রয়ং যেষাং তে তথাবিধাঃ, এবম্প্রকারেণ জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ আত্মজ্ঞানেন নির্ধূতকল্মষাঃ বিগতপাপাঃ সন্তঃ, অপুনরাবৃত্তিং গচ্ছন্তি পুনর্দ্দেহসম্বন্ধং ন গৃহ্নন্তি মুক্তিং যান্তি ইত্যর্থঃ ॥১৭॥

ব্যাখ্যা। ভোগ এবং অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষ কি প্রকার, তাহা স্পষ্টরূপে প্রকাশ না করিলে এই অধ্যায়ের বক্রী কয়েকটি শ্লোকই বুঝিতে বিশেষ গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা। অতএব উক্ত ভোগ ও অপবর্গের বিষয় পাতঞ্জলদর্শনে যেরূপ লিখিত আছে তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে।

পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মা নির্বিকার চৈতন্য পদার্থ। প্রকৃতি এই চৈতন্যের সন্নিধানবশতঃ তাহার প্রতিবিম্ব প্রাপ্ত হইয়া, অয়স্কান্ত সন্নিহিত লৌহের গতিশক্তিবিশিষ্ট একটি নূতন প্রকার পদার্থরূপে পরিণতির ন্যায় নানাপ্রকার ভৌতিক ও ইন্দ্রিয়াত্মক বিষয়াকারে পরিণত হইয়া থাকে। এই সমস্ত ভৌতিক ও অন্তর্বাহ্য সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়াত্মক আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থ-ই প্রকাশস্বভাব সত্ত্ব, ক্রিয়াশীল রজ এবং আচ্ছন্নভাবাপন্ন তম, এই ত্রিগুণান্বিত। ইহাদিগকে দৃশ্য বলে। প্রকৃতি এইরূপে চৈতন্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানাপ্রকার বিষয়াকারে পরিণত হইলে জীবচৈতন্যে তাহা অনুভূত হইয়া থাকে ; তন্নিমিত্ত এই জীবচৈতন্যকে ব্যবহারক্রমে দ্রষ্টা বলিয়া থাকে। এই দৃশ্য পদার্থ সমূহের দর্শনার্থে জীবচৈতন্য প্রকৃতিশক্তিতে সংযুক্ত হইলে, শব্দ-স্পর্শ রূপ-রস-গন্ধ সুখ ও দুঃখাদি নানাপ্রকার বিষয়াদিতে পরিণত হইয়া জীবের উপলব্ধি হয় ; ইহাকেই জীবের ভোগ বলে।

এইরূপে এই সমস্ত দৃশ্যপদার্থ বা ভোগের বিষয় সকল প্রকৃতি শক্তি সংযোগে বিকারপ্রাপ্ত সেই চৈতন্যমাত্র ; সুতরাং এই চৈতন্য দৃশ্যপদার্থসমূহের আত্মাস্বরূপ। মদ্যপান দ্বারা উৎপন্ন মনোবিকার যেরূপ মদ্যপায়ীর নিকট সুখ বলিয়া প্রতীত হয়, তদ্রূপ বিষয়েন্দ্রিয়ের সংযোগজাত ভোগ দ্বারা উৎপন্ন অবিবেকীর নিকট সুখ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। কিন্তু একটু মনোনিবেশপূর্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই ভোগবশতঃই জীবগণ শান্তিলাভে অসমর্থ হইয়া আছে। যেরূপ

ঘৃতাহুতি দ্বারা অগ্নি নির্বাণ না হইয়া পরিবর্দ্ধনই হইয়া থাকে তদ্রূপ এই ভোগ দ্বারা জীবগণের শান্তির পরিবর্ত্তে কামনার অধিকতর বৃদ্ধি হইয়া তত্তৎ কামনাপোষোগী ভোগপ্রাপ্তির নিমিত্ত জীবগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া মহাকষ্ট পায়। ("ন জাতু কামঃ কামনামুপভোগেন সাম্যতি। হবিষাকৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে"॥) অতএব দুঃখই সর্ব্বপ্রকার ভোগের পরিণাম। এই ভোগের সময়ে ও তত্তৎ ভোগোপযোগী বিষয়গুলিন রক্ষা করিতে সর্ব্বদাই চিন্তান্বিত হইয়া মহাকষ্ট পাইতে হয়। অতএব এই ভোগের সঙ্গে সঙ্গেও দুঃখ বা তাপ। এই ভোগের দ্বারা যে সংস্কার জন্মায় তাহাও দুঃখময়। যথা—উত্তম সুগন্ধিযুক্ত স্থানে মখমলের গদিতে উপবেশনাদি ভোগের সংস্কার জন্মিলে, এই জগৎমণ্ডলে কোথাও আর বসিবার স্থান থাকে না। এক মুহূর্ত্তকাল কোথাও অবস্থান করিতে হইলেই মহাকষ্ট পাইতে হয়। এই ক্ষণকাল স্থায়ী ভোগসকল সত্ত্ব, রজ এবং তমগুণান্বিত হওয়াপ্রযুক্ত পরস্পর বিরোধী হইয়াও জীবগণের বড়ই কষ্টদায়ক হয়। এই সমস্ত কারণবশতঃ বিবেকিগণ সকলপ্রকার ভোগকেই দুঃখময় জানিয়া, ঐ বিষয়েন্দ্রিয়ের সংযোগজাত ভোগসকলের পরিত্যাগের নিমিত্ত যত্নবান হইয়া থাকেন।

ভ্রমজ্ঞান, অবিদ্যা বা অজ্ঞানের দ্বারা জীবগণের দৃশ্য পদার্থ প্রতি অনুরাগ বিদ্বেষাদি পঞ্চ ক্লেশ উৎপন্ন হওয়াতে, জীবচৈতন্য তদুপযোগী ভোগ উপলব্ধির নিমিত্ত, প্রাকৃতিক শক্তিতে সংযুক্ত হইয়া বিকৃতি হইয়া থাকে। যোগক্রিয়া দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া দ্রষ্টাস্বরূপে অবস্থানপূর্ব্বক এই পঞ্চ ক্লেশের আকর অর্থাৎ ক্ষেত্রস্বরূপ অবিদ্যা, ভ্রমজ্ঞান, বা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন ভোগসকলের নিগূঢ়তত্ত্ব অর্থাৎ ইহাদের আত্মস্বরূপ সেই চৈতন্যের উপলব্ধি হইলেই জীবগণ আর ভোগার্থে প্রকৃতিতে সংযুক্ত হয় না। এইরূপে অবিদ্যার প্রভাব বিনষ্ট হইয়া সংযোগের অভাব হইলে, সর্ব্বপ্রকার বিকারশূন্য হইয়া, এই বিশ্বমণ্ডলের সর্বত্রই জীবচৈতন্যস্বরূপ অবস্থায় প্রকাশিত হয়েন। ইহাকেই দর্শনশাস্ত্রে অপবর্গ বা মোক্ষ বলে।

অতএব এই দৃশ্যপদার্থসমূহ, অবিবেকিগণের ভোগ প্রদানার্থ, এবং

ইহার নিগূঢ়তত্ত্ব যাঁহারা বুঝিতে পারেন সেই বিবেকিগণ মোক্ষপ্রদানার্থ প্রস্তুত আছে। এইরূপে জীবগণ আপনাকে, জগৎ ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমস্ত বস্তুর আত্মাস্বরূপে সেই অনন্তচৈতন্যময় অনুভব করিয়া, এই বিশ্বমণ্ডলের সর্বত্র ব্যাপ্তরূপে অনুভব করেন। সুতরাং এই বিশ্বমণ্ডলে আপনি ভিন্ন অপর দ্বিতীয় কোন বস্তুর অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না। এইরূপ অবস্থাকে পুরুষের বা জীবের কেবলত্ব বা কৈবল্য অবস্থা বলিয়া থাকে। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে সর্ব্বপ্রকার ভোগ কামনার অভাবপ্রযুক্ত জীবগণকে আর পুনরায় সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

"প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্ ॥২।১৮॥"
"দ্রষ্টাদৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ ॥২॥২০॥"
"স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ ॥২॥২৩॥"
"তদর্থ এব দৃশ্যস্যাত্মা ॥২॥২১॥"
"পরিণাম তাপসংস্কার দুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ সর্ব্বমেব দুঃখং বিবেকিনঃ ॥২॥১৫"
"তস্য হেতুরবিদ্যা ॥২॥২৪॥
"যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ ॥১॥২॥
"তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানং ॥১॥৩॥"
"অবিদ্যাক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণাম্ ॥২॥৪॥"
"অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচি সুখাত্ম খ্যাতিরবিদ্যা ॥২॥৫॥"
"তদভাবাৎ সংযোগাভাবোহানং তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্ ॥২॥২৫॥

এক্ষণে এই দুইটি শ্লোকের ব্যাখ্যাতে স্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে যে, জীবগণ সদ্গুরূপদেশ মত ক্রিয়া দ্বারা ক্রমশঃ আত্মচৈতন্য অনুভব করিয়া এই মহৎ অনিষ্টকর অজ্ঞান অর্থাৎ অবিদ্যার প্রভাব নষ্ট করিতে পারিলেই, সেই সর্ব্বপ্রকাশক সূর্য্যতুল্য জ্ঞান দ্বারা এই অনন্তকোটি জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডবিশিষ্ট সমস্ত বিশ্বমণ্ডল প্রকাশিত হইয়া ক্রমশঃ সেই পরম পদার্থ অনন্তচৈতন্য অনুভূত হয়েন। এইপ্রকারে অবিদ্যার প্রভাব বিনষ্ট হইয়া, সংশয়রহিত নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা সেই অনন্তচৈতন্য অনুভূত হইলে বিবেকী সাধকগণ

আত্মসংযত এবং আত্মাভিনিবিষ্টচিত্তে সমস্ত ভোগ হইতে পৃথক থাকিয়া, সেই অনন্তচৈতন্যে আশ্রয়গ্রহণপূর্বক, এই ভয়ানক অনিষ্টকর সংসার-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। এইরূপ জীবন্মুক্ত সাধকগণকে আর পুনরায় সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া আবদ্ধ হইতে হয় না ॥১৬।১৭।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥১৮॥

বিনয় সম্পন্ন বিপ্র জানে চারিবেদ। তাহাতে চণ্ডালে যার দিতে নাহি ভেদ॥
হস্তি গো কুক্কুরাদি দেখে সমভাব। সেই ত পণ্ডিত জ্ঞানী নির্ম্মল স্বভাব ॥১৮॥

পণ্ডিতাঃ জ্ঞানিনঃ বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে চ বিদ্বান্ বিনীতশ্চ যো ব্রাহ্মণঃ তস্মিন্ সর্ব্বোত্তমে ব্রাহ্মণে, সর্ব্বাধমে শ্বপাকে চ, এতদত্যন্তকর্ম্মবৈষম্যে ; গবি, হস্তিনি, শুনি, এতজ্জাতিবৈষম্যে চৈব ; সমদর্শিনঃ সর্ব্বত্র আত্মা সমং (একাকারতয়া) বিষমাকারস্তু প্রকৃতেঃ ন আত্মনঃ ইতি পশ্যন্ত ॥১৮॥

ব্যাখ্যা। বিবেকিগণ, গো, হস্তী, কুক্কুরাদিতে স্বাভাবিক জাতিপ্রযুক্ত এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিদ্যা ও বিনয়াদিসম্পন্ন যোগক্রিয়াবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ এবং নীচ-ক্রিয়াবিশিষ্ট চণ্ডালাদির ন্যায় এক জাতি মধ্যেও বৃত্তির ভেদপ্রযুক্ত অত্যন্ত বিভিন্নতা থাকাতেও, তৎসমুদায়কে প্রকৃতির বৈলক্ষণমাত্র বুঝিতে পারিয়া এবং ঐ সমুদায় দৃশ্যবস্তুর আত্মাস্বরূপ সেই সর্বব্যাপী চৈতন্যকে সর্বত্র সমান-ভাবে অনুভব করিয়া, তৎসমুদায়কে সমতুল্য বিবেচনা করেন ॥১৮॥

ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ স্বর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥১৯॥

জীয়ন্ত দেহেতে সেই জিনিল সংসার। সর্ব্বত্র সমান ভাব যার ব্যবহার ॥
নির্দ্দোষ সমান ব্রহ্ম সর্ব্বত্র বিস্তার। ব্রহ্মের স্বরূপ সেই সমবুদ্ধি যার ॥১৯॥

যেষাং সাধকানাং মনঃ পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ সাম্যে সমত্বে স্থিতং তৈঃ সমদর্শিভিঃ ইহৈব অস্মিন্নেব দেহে জীবদ্ভিরেব, (সর্গঃ সৃজ্যত ইতি সর্গঃ) জন্ম মৃত্যুঃ জিতঃ বশীকৃতঃ। হি যস্মাৎ ব্রহ্ম নির্দ্দোষং জন্মমৃত্যুাদিবিকারদোষশূন্যং, সমং সর্ব্বত্র সমভাবেঽবস্থিতং, তস্মাৎ তে সমদর্শিনঃ সাধকাঃ ব্রহ্মণি স্থিতাঃ ব্রহ্মভাবং প্রাপ্তাঃ ইত্যর্থঃ ॥১৯॥

ব্যাখ্যা। মনে প্রকৃতিজাত বিকার উদয় না হইয়া, অর্থাৎ চৈতন্য

প্রকৃতিশক্তিতে সংযুক্ত হইয়া বিকৃত না হইলে, জীবগণ বিশ্বমণ্ডলস্থ সমস্ত বস্তুই এইরূপ সমতুল্যভাবে অনুভব করিয়া, সেই নির্বিকার সমভাবাপন্ন পরম ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া, এই দেহে অবস্থান করিয়াই জন্মমৃত্যুকে জয় করিতে পারে ; অর্থাৎ জন্মমৃত্যু তাঁহাদিগের বশীভূত হইয়া ইচ্ছার অধীন হয়। ইহাকে জীবন্মুক্তাবস্থা বলে ॥১৯॥

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥২০॥

প্রিয়বস্তু লাভ হলে নাহিক সন্তোষ। আপ্রিয় হইবে কিছু নাহি দুঃখ বোধ ॥
স্থির চিত্ত মোহশূন্য জানে ব্রহ্মতত্ত্ব ॥ যে যোগী পরম ব্রহ্ম তাঁহার মহত্ত্ব ॥২০॥

ব্রহ্মবিদ্ অসংমূঢ়ঃ সংমোহ বর্জ্জিতঃ ব্রহ্মজ্ঞঃ সাধকঃ স্থিরবুদ্ধিঃ আত্মনি স্থিরা বুদ্ধি যস্য ব্রহ্মণি স্থিতঃ ব্রহ্মভাবং প্রাপ্তঃ সন্ প্রিয়ং ইষ্টং লব্ধা ন প্রহৃষ্যেৎ ন প্রকৃষ্টং হর্ষং কুর্য্যাৎ, অপ্রিয়ং অনিষ্টং চ প্রাপ্য ন উদ্বিজেৎ ন উদ্বেগং কুর্য্যাৎ ॥২০॥

ব্যাখ্যা। উপরোক্ত প্রকারে বুদ্ধি স্থির হইয়া বিশ্বমণ্ডলের সর্বত্র চৈতন্যকে সমান এবং নির্বিকারভাবে অনুভব করতঃ যাঁহারা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন ; তাঁহারা অবিদ্যাজাত অনুরাগ বিদ্বেষাদি নানাপ্রকার ক্লেশোদ্ভূত মোহ হইতে মুক্ত হয়েন। এইরূপ জীবন্মুক্ত সাধকগণ কোনপ্রকার প্রিয়-বস্তু প্রাপ্ত হইয়া হর্ষযুক্ত হয়েন না, অথবা কোনপ্রকার অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইয়াও বিষাদিত হয়েন না ॥২০॥

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥২১॥

বাহ্য বিষয়েতে সদা অনাসক্ত মান। অন্তরে পরম সুখ করে আস্বাদন ॥
ব্রহ্ম ভাবনায় মতি করিয়া একান্ত ॥ অক্ষয় পরম সুখ ভুঞ্জয়ে নিতান্ত ॥২১॥

স্পৃশন্ত ইতি স্পর্শাঃ বিষয়াঃ বাহ্যস্পর্শেষু বাহ্যবিষয়েষু অসক্তাত্মা অনাসক্তচিত্তঃ সাধকঃ আত্মনি যৎ সুখং শান্তিং বিন্দতি লভতে। স সাধকঃ এবমভ্যাসেন ব্রহ্মযোগ যুক্তাত্মা সন্ আত্মানং ব্রহ্মণি সংযুজ্য, অক্ষয়ং সুখং কৈবল্যং অশ্নুতে প্রাপ্নোতি ॥২১॥

ব্যাখ্যা। যাঁহারা আত্মচৈতন্যকে, বাহ্যবিষয়ে আসক্তি দ্বারা বিকৃত

না করিয়া, স্বরূপাবস্থায় বর্ত্তমান রাখিয়াছেন ; তাঁহারা সেই শান্তিময় আত্ম-সুখ অনুভব করিয়া পরিশেষে তদ্‌ব্রহ্মপরমপদে বিলীন হওতঃ সেই অক্ষয়-শান্তিজনক পরম সুখবিশিষ্ট কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হয়েন ॥২১॥

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥২২॥

বিষয় সম্ভোগ সুখ দুঃখের কারণ। রাগ দ্বেষ হিংসা সুয়া একত্র মিলন ॥
হয় যায় কদাচিৎ নাহি অবস্থিতি। অতএব পণ্ডিত না করে তাতে রতি ॥২২॥

হে কৌন্তেয়! যে ভোগাঃ সংস্পর্শজাঃ বিষয়াজাতাঃ তে সর্ব্বে এব হি নিশ্চিতং দুঃখহেতবঃ এবঞ্চ আদ্যন্তবন্তঃ ক্ষণিকাঃ। তস্মাৎ বুধঃ অধ্যাত্মবিৎ সাধকঃ তেষু বাহ্যবিষয়ভোগেষু ন রমতে ॥২২॥

ব্যাখ্যা। বিষয়েন্দ্রিয়ের সংযোগ দ্বারা যে সমস্ত ভোগজনিত সুখ উৎপন্ন হয়, তাহা সর্বপ্রকার দুঃখের আকরস্বরূপ। ইহার পরিণামে দুঃখ, ভোগের সময়েও দুঃখ এবং তাপ, এমনকি ইহার সংস্কার পর্য্যন্ত দুঃখময় ; এবং ক্ষণপরিণামি সত্ত্ব, রজ, ও তমগুণজনিত রুচির পরস্পর বিরোধ হেতু এই সুখ ক্ষণকাল মাত্র স্থায়ী। তন্নিমিত্ত বিবেকিগণ ইহাতে কখনই অনুরক্ত হয়েন না। পাতঞ্জলদর্শনশাস্ত্রে এ বিষয়ের এইরূপ উল্লেখ আছে। যথা—

"পরিণামতাপ সংস্কার দুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব-
সর্ব্ববিবেকিনঃ ॥ সাধন পদ ॥১৫॥"

ইহা এই অধ্যায়ের ॥১৬॥১৭॥ সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যাতে স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে ; এস্থলে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন ; সুতরাং কেবল সূত্রটি মাত্র উদ্ধৃত হইল ॥২২॥

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢুং প্রাক্ শরীর বিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্ত স সুখী নরঃ ॥২৩॥

নামেতে ক্রোধেতে হয় যে বেগ উদ্ভব। সে বেগ সহিতে শক্ত হয় যে মানব ॥
শরীর ত্যজিয়া সেই যোগী অন্তকালে। অনায়াসে মোক্ষপদ পায় জ্ঞান বলে ॥২৩॥

জীবন্নেব শরীরং পৃথক্ কৃত্য যঃ শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্ কামক্রোধোদ্ভবং হর্ষক্ষোভাদিনাং

বেগং সোঢুং শক্নোতি সহিতুং শক্তঃ ভবতি ইহ লোকে জীবমধ্যেঃ স এব সাধকঃ যুক্তঃ আত্মসংযতঃ সুখী চ ॥২৩॥

ব্যাখ্যা। যিনি শরীর ত্যাগের পর অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বেই মৃতশরীরের ন্যায়, অর্থাৎ মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়যুক্ত দেহ হইতে পৃথকভাবে অবস্থানপূর্বক কাম ক্রোধাদির বেগজনিত কোনপ্রকার সুখে বা দুঃখে বিচলিত হয়েন না ; তাঁহাকেই আত্মসংযত বলে, এবং তিনিই সেই অক্ষয়শান্তিজনক পরম সুখ-বিশিষ্ট কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হয়েন। মহর্ষি বশিষ্ঠদেবও এ বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"প্রাণে গতে যথা দেহঃ সুখ দুঃখং ন বিন্দতি।
তথ চেৎ প্রাণযুক্তেঽপি স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ ॥"

মৃত দেহের ন্যায় জীবিত অবস্থাতেই যাঁহাদিগের মন, বুদ্ধি, দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি কোনপ্রকার সুখে বা দুঃখে বিচলিত হয় না ; তাঁহাদিগকেই কৈবল্যধামে অবস্থিত বলে ॥২৩॥

যোঽন্তঃ সুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥২৪॥

অন্তরাত্মা দরশন করয়ে যে জন। অন্তরেতে সুখী হয় অন্তরে যতন ॥
বাহ্য বস্তু ত্যাগ করি সেই যোগিবর। ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে পায় ব্রহ্মপরাৎপর ॥২৪॥

যঃ সর্ব্বং বাহ্যবিষয়ং বিহায় সুখং যস্য, অন্তরারামঃ অন্তর্মুখয়াত্ম ক্রিয়ায়াং রতঃ, অন্তঃসুখঃ তদাত্মানুভবৈব তথা অন্তর্জ্যোতিঃ যস্য অন্তরাত্মা জ্যোতি স্বরূপে নিত্যপ্রকাশ স ব্রহ্মভূতঃ যোগী ক্রিয়াবান্ সাধকঃ, ব্রহ্মণি স্থিতঃ ব্রহ্মনির্ব্বাণং অধিগচ্ছতি কৈবল্যং প্রাপ্নোত ইত্যর্থঃ ॥২৪॥

ব্যাখ্যা। যাঁহারা সদ্‌গুরূপদেশ প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত বাহ্যবিষয়ভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্তরে আত্মচৈতন্যকে জ্যোতিস্বরূপ অনুভব করতঃ পরম আত্মসুখের সহিত ক্রিয়ানুষ্ঠানে রত হইয়া ক্রিয়া শেষে বিরাম অভ্যাস করেন; সেই ক্রিয়াবান্ সাধকগণ এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা সমস্ত সংস্কারাদি বিনষ্ট করিয়া অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন। সাধকগণ এইরূপে সমাধির উচ্চতম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে তদ্‌ব্রহ্মপরমপদে বিলীন হওতঃ কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই বিষয় পাতঞ্জল দর্শনে এইরূপ

লিখিত আছে। যথা—

"বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ ॥"

সমাধিপাদঃ ॥১৮॥

বুদ্ধির বিরাম অভ্যাস করিতে করিলে সমস্ত সংস্কার বিনষ্ট হইয়া সমাধির উচ্চতম অসম্প্রজ্ঞাতাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥২৪॥

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥২৫॥

ব্রহ্মরূপ ধরে অন্তে লভয়ে মুকতি। দ্বৈততাজি সর্বভূত হিতে হয় রতি ॥২৫॥

ক্ষীণকল্মষাঃ নির্দ্ধৌতাঃ, ছিন্নদ্বৈধাঃ ছিন্নসংশয়াঃ, যতাত্মানঃ আত্মসংযতাঃ, সর্ব্বভূতহিতেরতাঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং হিতেষেব রতাঃ অহিংসকাঃ, ঋষয়ঃ তত্ত্বদর্শিনঃ ব্রহ্মনির্ব্বাণং কৈবল্যং লভন্তে ॥২৫॥

ব্যাখ্যা। যে সকল সাধকগণ সর্বপ্রকার সংশয়চ্ছেদপূর্বক পূর্বোক্ত প্রকার যোগক্রিয়ার দ্বারা অবিদ্যা বা অজ্ঞানকে বিনষ্ট করণানন্তর আত্মচৈতন্যের স্বরূপ উপলব্ধি দ্বারা আত্মসংযত হইয়া আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকল পদার্থের সহিত একাত্মতা অনুভব করিয়া জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের হিতানুষ্ঠানে সর্বদাই প্রস্তুত আছেন; তাঁহারাই তদ্‌ব্রহ্মপরমপদে বিলীন হইয়া থাকেন ॥২৫॥

কামক্রোধ বিযুক্তানাং যতীনাং যত চেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥২৬॥

কামক্রোধ রহিত নির্ম্মল বুদ্ধি যার ॥ পরলোকে তার মুক্তি কে করে বিচার ॥
জীবন থাকিতে খণ্ডে অবিদ্যা সম্বন্ধ। ব্রহ্মরূপ জীবন্মুক্ত নাই কর্ম্মবন্ধ ॥২৬॥

কামক্রোধবিমুক্তানাং জিতরিপুনাং, যতচেতসাং জিতেন্দ্রিয়ানাং, বিদিতাত্মনাং আত্মজ্ঞানাং যতীনাং প্রযত্নশীলানাং সাধকানাং, ব্রহ্মনির্ব্বাণং কৈবল্যং, অভিতঃ সর্ব্ব-ত্রৈব বর্ত্ততে করস্থমিব কৈবল্যং ইত্যর্থঃ ॥২৬॥

ব্যাখ্যা। পূর্বোক্ত প্রকারে কামক্রোধাদির বেগজনিত সুখ দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলে, সাধকগণ সর্বকালেই অর্থাৎ এই জীবিত অবস্থাতেও কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হয়েন। ইহাকেই জীবন্মুক্ত অবস্থা বলে ॥২৬॥

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।

প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥২৭॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি র্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥২৮॥

বাহ্য বিষয়েতে মন কভু না রাখিবে। অর্দ্ধেক মুদিয়া চক্ষু একেরে দেখিবে ॥
প্রাণাপান ঊর্দ্ধ অধঃ দুইতে সঞ্চার। সংস্থাপন করিয়া থোবে মধ্যে নাসিকার ॥২৭॥
নিজ বশ করিবে ইন্দ্রিয় বুদ্ধি মন। স্বর্গভোগ ছাড়ি হবে মোক্ষ পরায়ণ ॥
ইচ্ছা ভয় ক্রোধহীন যে হয় নিতান্ত। সে জনা সর্বদা মুক্ত জানিবে সিদ্ধান্ত ॥২৮॥

যঃ মোক্ষপরায়ণঃ মোক্ষৈকপ্রয়োজনঃ মুনিঃ সাধকঃ, বাহ্যান্ স্পর্শান্ বাহ্যবিষয়ান্ বহিঃ কৃত্বা উপসংহৃত্য, চক্ষুশ্চৈব ভ্রুবোঃ অন্তরে বিন্যস্য, নাসাভ্যন্তরচারিণৌ প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা ক্রিয়য়া একত্রীভূতং কৃত্বা, যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিশ্চ সংযম্য বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ ইচ্ছাভয়-ক্রোধশূন্যঃ ভবতি। সঃ এব সাধকঃ সদা সর্ব্বকালে অস্মিন্ দেহেঽবস্থানেঽপি মুক্তঃ জীবন্মুক্তঃ ইত্যর্থঃ ॥২৭॥২৮॥

ব্যাখ্যা। যে সকল মোক্ষপথাবলম্বী সাধকগণ শব্দ, স্পর্শাদি বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগরূপ ভোগসকল পরিত্যাগপূর্বক ভ্রুযুগলের দৃষ্টি সংস্থাপনান্তর, প্রাণ ও অপানকে নাসিকার অভ্যন্তরচারী এবং সমভাবাপন্ন করিয়া, ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিকে আত্মাতে সংযমপূর্বক, ইচ্ছা ভয় ও ক্রোধাদি সমস্ত চৈতন্যবিকার শূন্য হয়েন; তাঁহারা সকল সময়ে এই জীবিতাবস্থাতেই মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন। সাধকগণের ঐরূপ অবস্থাকে জীবন্মুক্ত অবস্থা বলে ॥২৭॥২৮॥

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥২৯॥

যজ্ঞতপ ভোক্তা হিতকারী সর্ব্বেশ্বর। আমাকে পাইয়া মুক্তি পায় শীঘ্র নর ॥২৯॥

সাধকঃ উক্ত প্রকারেণ ক্রিয়য়া, মাং আত্মচৈতন্যং, যজ্ঞতপসাং সর্ব্ব-ক্রিয়ানাং ভোক্তারং কর্ত্তারং, সর্ব্বলোকমহেশ্বরং সর্ব্বেষাং লোকানাং মহান্তং ঈশ্বরং সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাদিস্তম্ব-পর্য্যন্তসর্ব্বেষাং ভূতানাং উপকারিণং, জ্ঞাত্বা অনুভূয়, শান্তিমৃচ্ছতি কৈবল্যপদং প্রাপ্নোতি ॥২৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং পদবোধিনীবৃত্তৌ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাখ্যা। সাধকগণ উপরোক্ত ক্রিয়া দ্বারা অনন্তচৈতন্যকে আব্রহ্ম-

স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থের মধ্যে, যজ্ঞ ও তপস্যাদি সর্বপ্রকার আত্মক্রিয়ার ভোক্তা এবং কর্ত্তাস্বরূপ মুক্তিদায়ক পরমাত্মীয়রূপে অবস্থিত, অবগত হইলে, এই বিশ্বমণ্ডলেস্থ সমস্ত পদার্থ-ই আপনাতে অনুভব করিয়া থাকেন। সুতরাং এই বিশ্বমধ্যে আত্মচৈতন্য ব্যতীত অপর কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব না দেখিয়া এই বিশ্বব্যাপ্ত অনুভব করিয়া থাকেন। মহর্ষিগণ ইহাকেই কেবলত্ব বা কৈবল্যপদ বলিয়া থাকেন ॥২৯॥

সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

সাধকগণের কূটস্থে চিত্তসংযত অবস্থায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়োক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান সর্ব্বকর্ম পরিত্যাগ এই উভয়েই নানাপ্রকার প্রশংসা অনুভূত হইলে, রজোগুণের তেজে এই উভয়ের মধ্যে কোনটি শ্রেয়স্কর তাহা জানিতে ইচ্ছা হয়। তাহাতে কূটস্থচৈতন্য দ্বারা অনুভব হয় যে, যোগক্রিয়ার অনুষ্ঠান এবং সর্বকর্ম পরিত্যাগপূর্বক নৈষ্কর্মভাবে অবস্থান, এই দুইটির মধ্যে যে কোন একটি সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হইলেই কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। জ্ঞানিগণ এই উভয়কেই সমতুল্য বিবেচনা করেন, অজ্ঞ বালকেই এই দুই-টিকে পৃথক মনে করিয়া থাকে। জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণন এবং আস্বাদনাদি কার্য্যে কর্মেন্দ্রিয়গণ কথোপকথন, গ্রহণ গমন এবং মল মূত্রাদি বিসর্জনে, প্রাণাদি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতিতে, অন্তরেন্দ্রিয়গণ মন নিমেষণ, উন্মেষণাদিতে, এবং বুদ্ধি স্বপ্নাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেও ক্রিয়াবান্ সাধকগণ আত্মচৈতন্যস্থ হইয়া দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথকরূপে তুষ্ণীভাবে অবস্থান করেন। কারণ অনুরাগ বা বিদ্বেষাদি সর্বপ্রকার দ্বন্দ্বের অভাব প্রযুক্ত তাঁহাদিগকে ঐ সমস্ত কার্য্যে লিপ্ত হইতে হয় না। সুতরাং তাঁহারা কার্য্য সত্ত্বেও সর্ব কর্মত্যাগী নিত্য সন্ন্যাসী। এইরূপে যোগক্রিয়া দ্বারা স্বচ্ছন্দেই সন্ন্যাসাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু যোগক্রিয়া ব্যতীত এই অবস্থা প্রাপ্তির চেষ্টা করিলে কেবলমাত্র দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। অতএব ক্রিয়ানুষ্ঠান বা সর্বপ্রকার ক্রিয়া পরিত্যাগ এতদুভয়ই মুক্তিদায়ক হইলেও

ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়। এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড শরীরের প্রভু আত্মচৈতন্য কোন কার্য্যেই স্বয়ং লিপ্ত হয়েন না, বা অপরকে লিপ্ত করেন না, কিম্বা কোন কর্মজাত ভোগের লালসাও তাঁহার নাই; সুতরাং দেহাদিকৃত সদসদাদি কার্য্যে আত্মচৈতন্যের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না, জীবের প্রকৃতিরই বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে মাত্র; তিনি নিত্যনিরঞ্জন এবং নিত্য নির্বিকার। জগতীয় সমস্ত কার্য্যই তাঁহার নিয়মানুসারে মায়া দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে, ইচ্ছা করিয়া নিজে গ্রহণ না করিলে কেহই ইহার ফলভাগী হয়েন না। অবিদ্যা বা অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকা প্রযুক্ত জীবগণ তাহাতে মুগ্ধ হইয়া ইহা বুঝিতে পারে না। যোগক্রিয়া দ্বারা এই অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া সর্বপ্রকাশক সূর্য্যের ন্যায় জ্ঞানস্বরূপ আত্মচৈতন্য প্রকাশিত হইলে এই সমস্ত বিষয় বোধগম্য হয়। তখন সাধকগণ, প্রারব্ধক্ষয় দ্বারা আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার ভোগেচ্ছা পরিত্যাগপূর্বক, আত্মচৈতন্যে সংযত এবং অভিনিবিষ্ট হইয়া পরম-সুখে নবদ্বারবিশিষ্ট দেহপুরমধ্যে অবস্থান করতঃ, জগতীয় সমস্ত কর্ম্মে স্বয়ং লিপ্ত না হইয়া বা কাহাকেও লিপ্ত না করিয়া, সর্ব কর্ম সন্ন্যাসপূর্বক পদ্মপত্র-স্থিত জলের ন্যায় নির্লিপ্তভাবে কেবলমাত্র শরীর, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা উপস্থিত কর্ম্মসকল সম্পন্ন করিয়া এই সংসারযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু ক্রিয়াহীন জীবগণ অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকা প্রযুক্ত দেহাদি-কৃত কর্মসকলকে আপনারকৃত বিবেচনাপূর্ব্বক তত্তৎ ফলভোগের কামনাতে এই সংসারেতেই আবদ্ধ হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞান প্রকাশিত হইলে, গো; হস্তি, কুক্কুরাদিতে জাতীয় বিভিন্নতা এবং উৎকৃষ্ট বিদ্যা ও বিনয়াদিসম্পন্ন ক্রিয়াবান্ ব্রাহ্মণ নীচক্রিয়াযুক্ত চণ্ডাল প্রভৃতির ন্যায় একজাতীয় মধ্যেও বৃত্তির বিভিন্নতারূপ প্রকৃতির নানাপ্রকার বৈলক্ষণ্য বর্ত্তমানেও সাধকগণ ঐ সমস্ত পদার্থের আত্মাস্বরূপে নির্বিকার ব্রহ্মচৈতন্যকে সর্ব্বত্র সমানভাবে অনুভব করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহারা প্রিয়বস্তু প্রাপ্তে হর্ষান্বিত বা অপ্রিয়বস্তু প্রাপ্তে বিষাদিত হয়েন না। এইরূপে মনের সর্ব্বপ্রকার বিকার ও বৈষম্য বিনষ্ট হইলে সাধকগণ স্থিরবুদ্ধির সহিত সংসারকে সর্বপ্রকার

মোহ হইতে বিমুক্ত হইয়া এই জন্মমৃত্যুবিনষ্ট জয়করতঃ সেই নির্বিকার ও সর্বত্র সমভাবাপন্ন ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বিবেকিগণ এই সমস্ত ক্ষণস্থায়ী বিষয়েন্দ্রিয়ের সংযোগজাত ভোগসুখগুলিকে সমস্ত দুঃখের উৎপাদক জানিয়া তাহাতে অনুরক্ত হয়েন না। এই সমস্ত কাম ক্রোধোদ্ভূত ভোগেচ্ছার বেগ সম্বরণপূর্বক তৎপ্রতি আসক্তিশূন্য হইতে পারিলে, জীবগণ আত্মসুখ লাভকরতঃ আত্মচৈতন্যে সংযত হওনানন্তর পরিশেষে সেই অনন্তচৈতন্যে মিলিত হইয়া অক্ষয়সুখজনক শান্তিপদ লাভ করেন। ক্রিয়াবান্ এবং আত্মজ্ঞ সাধকগণ, এই সমস্ত বুঝিতে পারিয়াই সংশয়শূন্যান্তঃকরণে বিষয়েন্দ্রিয়ের সংস্পর্শজাত ভোগসকল পরিত্যাগ করিয়া, মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি সংযমপূর্বক মোক্ষপদ অবলম্বনপূর্ব্বক কাম ক্রোধাদির বেগ হইতে বিমুক্ত হইয়া, ইচ্ছা ভয় ও ক্রোধাদিশূন্যচিত্তে ভ্রুযুগলের অন্তরে চক্ষুদ্বয় সংস্থাপনান্তর তথায় জ্যোতিস্বরূপে চৈতন্য প্রকাশকরতঃ নাসিকার অভ্যন্তরে প্রাণ ও অপানকে সমানভাবে স্থির রাখিয়া, অন্তরে স্থিতিপদ লাভ করিয়া সমাধির উচ্চতম অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, মহা অনিষ্টকর অবিদ্যাজাত সমস্ত সংস্কার বিনষ্টপূর্ব্বক, আপনাকে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতের অন্তরে মহান ও আত্মাস্বরূপ সর্বপ্রকার আত্মক্রিয়ার ভোক্তা সেই অনন্তচৈতন্যকে, অনুভব করতঃ, সর্ব্বভূতের সহিত একাত্মভাবে বিশ্বমণ্ডলের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া অক্ষয় সুখজনক শান্তিধাম কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হয়েন ॥

ইতি যোগশাস্ত্রোপনিষৎ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার
পঞ্চম অধ্যায়ে পাশ্চাত্য ও এতদ্দেশীয়
বিবিধ শাস্ত্রসঙ্গত মীমাংসার
সহিত আধ্যাত্মিক
ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ধ্যানযোগঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নি র্নচাক্রিয়ঃ ॥১॥

করয়ে কর্ত্তব্য কর্ম্ম ফল নাহি মানে। সেইত সন্ন্যাসী যোগী সব তত্ত্ব জানে ॥
সর্ব্ব যজ্ঞ ফল তার সেই ক্রিয়াবান। ন্যাস কর্ম্ম যোগ তার একই সমান ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী কূটস্থচৈতন্যেনানুভূয়তে ॥
যঃ কশ্চিৎ কর্ম্মফলং অনাশ্রিতঃ অনাসক্তঃ সন্ কার্য্যং কর্ত্তব্যং কর্ম্ম কর্ম্মমাত্রং করোতি অনুতিষ্ঠতি, স এব সন্ন্যাসী চ যোগী চ চৈতন্যেতর কর্ম্মত্যাগী যোগক্রিয়ানিষ্ঠশ্চ, ন নিরগ্নি অগ্নিসাধ্য কর্ম্মত্যাগী ন চ অক্রিয়ঃ ক্রিয়াসাধ্য কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসী বা যোগী ভবতি ইত্যর্থঃ ॥১॥

ব্যাখ্যা। কূটস্থচৈতন্যে চিত্ত সংযত থাকিলে আরও অনুভব হয় যে, যিনি সর্বপ্রকার ফলের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপূর্ব্বক উপস্থিত কর্মসকলের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; তিনি যথার্থ সন্ন্যাসী এবং তিনিই যথার্থ যোগী। অগ্নিসাধ্য যজ্ঞ বা অপরাপর ক্রিয়াদি পরিত্যাগপূর্বক নিষ্কর্মা হইয়া বৃক্ষতলে বসিয়া থাকিলেই সন্ন্যাসী বা যোগী হয় না ॥১॥

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডবঃ।
ন হ্যসংন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥২॥

এই বাক্যে স্থির জান পাণ্ডুর নন্দন। ফল না ত্যজিলেযোগী হয় কোন জন ॥২॥

হে পাণ্ডব বুদ্ধিমন্! আত্মজ্ঞানবিদঃ যং সন্ন্যাসং চৈতন্যেতর সর্ব্বসঙ্কল্পাদিরূপ কর্ম্মত্যাগং ইতি প্রাহুঃ তং সর্ব্বসঙ্কল্পাদি কর্ম্মত্যাগমেব যোগং চিত্তবৃত্তি নিরোধক্রিয়াং বিদ্ধি জানিহি। হি যস্মাৎ অসংন্যস্ত সঙ্কল্পঃ কশ্চন জীবঃ যোগী ন ভবতি চৈতন্যপ্রকাশয়িতুং ন শক্নোতি ॥২॥

ব্যাখ্যা। দৈহিক মানসিকাদি সকলপ্রকার কর্ম এবং তাহার ফলের আকাঙ্ক্ষা সম্যকরূপে পরিত্যাগ করিলে মনে আর কোনপ্রকার চিন্তার উদয় হয় না, সুতরাং সর্বপ্রকার চিত্তবিক্ষেপের অভাব হয়। তাহাকেই চিত্তবৃত্তি-নিরোধ বা যোগ কহে। যথা—

শ্লোকার্দ্ধন্তু প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং তত্ত্বদর্শিভিঃ।
সর্ব্বচিন্তা পরিত্যাগে নিশ্চিন্তো যোগ উচ্যতে ॥
জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র ॥৬১॥

"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥"
পাতঞ্জলদর্শনে সমাধিপাদঃ ॥২॥

যোগশাস্ত্র মধ্যে হরগৌরী-সংবাদে দেবী ভগবতী কর্তৃক "যোগ কিরূপ" ইহা জিজ্ঞাসিত হওয়ায় ভগবান মহাদেব বলিয়াছেন যে, সমস্ত তত্ত্বদর্শিগণ এই যোগবিষয়ে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা আমি অর্দ্ধশ্লোক-মাত্র বলিতেছি শ্রবণ কর। সর্বদা চিন্তা পরিত্যাগপূর্বক নিশ্চিন্তভাবে অবস্থানকেই যোগ বলিয়া থাকে। পাতঞ্জলদর্শনেও সর্বপ্রকার চিত্তবৃত্তির নিরোধ অবস্থাকে যোগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

অতএব সর্বপ্রকার কর্ম পরিত্যাগ এবং যোগ বা চিত্তবৃত্তিনিরোধ এতদুভয় একই পদার্থ। সর্বপ্রকার ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত কর্ম পরিত্যাগ না করিয়া নানাপ্রকার সঙ্কল্পের সহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, কোনমতেই চিত্তবৃত্তি নিরোধ করা যায় না; সুতরাং এরূপ সন্ন্যাসশূন্য সাধকগণের যোগ যুক্ত বা সমাধিস্থ হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই ॥২॥

আরুরুক্ষো মুনের্যোগং কর্ম্মকারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥৩॥

যোগপদ আরোহিতে যার মনে হয়। বাসনারহিত কর্ম্ম তাহার উপায় ॥
আরোহণ করিলে তাহার মুক্তি হেতু। কেবল ঈশ্বরনিষ্ঠ শান্তি মহা সেতু ॥৩॥

যোগং আরুরুক্ষঃ স্বপ্রকাশচৈতন্যাবস্থাং প্রাপ্তুমিচ্ছো মুনেঃ সাধকস্য কর্ম্ম গুরূপদেশমত-ক্রিয়ামেব কারণং সাধনং উচ্যতে, যোগারূঢ়স্য স্বপ্রকাশচৈতন্যাবস্থাপ্রাপ্তস্য প্রতিষ্ঠিতাত্মচৈতন্যস্য সাধকস্য শমঃ উপশমঃ সন্ন্যাসঃ সর্ব্বকর্ম্মেভ্যো নিবৃত্তিরেব কারণং সাধনং উচ্যতে ॥৩॥

ব্যাখ্যা। চিত্তবৃত্তিনিরোধেচ্ছু সাধকগণের সদ্‌গুরূপদেশমতে যোগ-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু চিত্তবৃত্তিনিরোধ নীতি আয়ত্তাধীন হইলে, ঐ সমস্ত চিত্তবৃত্তির পুনরুত্থান নিবারণার্থে সর্ব্বোচ্চতম অজ্ঞাত সমাধিতে অবস্থিতির নিমিত্ত বৈরাগ্যের পুনঃপুনঃ অভ্যাস দ্বারা দৈহিক মানসিকাদি সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের উপশম করা কর্ত্তব্য। যথা—

"বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ ॥"
পাতঞ্জলদর্শনে সমাধিপাদঃ ॥১৮॥

বিরামের কারণস্বরূপ পরমবৈরাগ্যের পুনঃপুনঃ অভ্যাস দ্বারা সমস্ত সংস্কারের শেষ হইলে সেই সর্বোত্তম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে ।৩।

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥৪॥

অনাসক্ত বিষয়ে বাসনা শূন্য মন। যবে হয় যোগারূঢ় কহিবে তখন ॥৪॥

যদা সাধকঃ ন ইন্দ্রিয়ার্থেষু শব্দস্পর্শাদি বিষয়েষু ন কর্ম্মসু নিত্যনৈমিত্তিকাদি কাম্য কর্ম্মসু অনুষজ্জতে অনুসঙ্গ করোতি। তদা স সাধকঃ হি নিশ্চিতং সর্ব্বসঙ্কল্প সন্ন্যাসী যোগারূঢ়শ্চ উচ্যতে ॥৪॥

ব্যাখ্যা। যে সকল সাধকগণ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে এবং ইন্দ্রিয়কার্য্যে আসক্ত হয়েন না; তাহারাই সর্ব্বপ্রকার সঙ্কল্প পরিত্যাগী তুষ্ণীভাবে অবস্থিত সন্ন্যাসী এবং তিনিই অর্থাৎ তাঁহারই চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইয়াছে ॥৪॥

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥৫॥

আপন উদ্ধার জীব আপনি করিবে। মিছে মোহে বিনাশে হেতু না হইবে ॥৫॥

জন্মমৃত্যুবিশিষ্ট সংসারসমুদ্রেনিমগ্নঃ জীবঃ ততঃ সংসারাৎ আত্মনা আত্মচৈতন্যেন আত্মানং উদ্ধরেৎ উর্দ্ধং হরেৎ নতু আত্মানং অবসাদয়েৎ অধোনয়েৎ সংসারসমুদ্রে মজ্জয়েৎ, হি যথা আত্মা আত্মচৈতন্যঃ এব আত্মনঃ বন্ধুঃ উপকারকঃ (সংসারবন্ধনোন্মোচন হেতুঃ) আত্মচৈতন্যঃ এব আত্মনঃ রিপুঃ অপকারকঃ (সংসারবন্ধন হেতুর্ভবতি) নতু অন্যঃ কাশ্চনপি ॥৫॥

ব্যাখ্যা। এই ব্রহ্মাণ্ডে আপনিই আপনার বন্ধু অর্থাৎ উপকারক

এবং আপনিই আপনার শত্রু অর্থাৎ অপকারক। স্বয়ং চেষ্টা না করিলে কেহই কাহার উপকার বা অপকার করিতে সক্ষম হয় না। অতএব এই অশেষ যন্ত্রণাবিশিষ্ট সংসারদুঃখ হইতে আপনার উদ্ধারের নিমিত্ত আপনারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, আত্মচৈতন্যকে কোনপ্রকারে অবসন্ন করা উচিৎ নহে ॥৫॥

এই বিষয়টি বাউল সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদিগের একটি গানে বড় পরিষ্কার রূপে প্রকাশিত আছে, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যথা—

"(এস ভাই) আপনার রূপ আপনি নেহারি ॥
আপনাকেই পার করতে হবে আপনি হয়ে কাণ্ডারী ॥
আপনি হর্ত্তা, আপনি কর্ত্তা আপনি বুদ্ধি বল ॥
আপনিই চল, আপনি অচল, আপনি সে সকল ॥
(পার ত) আপনিই চল, (না হলে) আপনিই অচল,
(ওরে ভাই) আপনি সে সকল ॥
(দেখ ভাই) আপনি ব্রহ্মা, আপনি শম্ভু, আপনি শ্রীহরি ॥
(এস ভাই) আপনার রূপ আপনি নেহারি ॥"

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥৬॥

যে জন করিতে পারে আত্ম পরাজয় ॥ সে জনার আত্মা বন্ধু জানহ নিশ্চয় ॥
জয় না করিতে পারে আত্মাকে যে জন ॥ তার শত্রু হয় আত্মা পাণ্ডুর নন্দন ॥৬॥

যেন আত্মনা (কেনচিৎ সাধনকৌশলবিশেষেণ) আত্মা আত্মচৈতন্যঃ জিতঃ বশীকৃতঃ, তস্য আত্মনঃ আত্মচৈতন্য সাধকস্য এব আত্মা বন্ধুঃ উপকারকঃ সংসারবন্ধনোন্মোচন হেতুর্ভবতি। তু অনাত্মনঃ অবশীকৃতাত্ম চৈতন্যস্য জীবস্য আত্মা স্বয়মেব অবিদ্যাবশাৎ অপ্রভাবাৎ অবশঃ সন্ (মনোবুদ্ধিহঙ্কারেন্দ্রিয়াদিভি) শত্রুবৎ আত্মন শত্রুত্বে অপকারিত্বে বর্ত্তেত ॥৬॥

ব্যাখ্যা। যিনি মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির অধীনত্ব হইতে উদ্ধার করিয়া আপনাকে স্বাধীনভাবে আত্মচৈতন্যস্থ অর্থাৎ আপনার বশীভূত রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন তিনিই আপনার পরমোপকারক আত্মবন্ধু এবং যিনি আত্মচৈতন্য হইতে চ্যুত হইয়া নানাপ্রকার কামনাবিশিষ্ট মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির অধীনে তত্তৎ বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকেন, এইরূপে

আত্মচৈতন্যের অবসন্নকারকগণ স্বয়ংই আপনার অপকারক ও পরমশত্রু ॥৬॥

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥৭॥

বিষয়ে বৈরাগ্য সদা বশে রহে চিত্ত। পরমাত্মা চিন্তন আহরে যার নিত্য ॥
শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, মান, অপমান। পাইলে না জন্মে ক্ষোভ উভয় সমান ॥৭॥

জিতাত্মনঃ বশীকৃতাত্মনঃ আত্মচৈতন্যস্থ, প্রশান্তস্য রাগদ্বেষাদি রহিতস্য সাধকস্য, পরং কেবলং আত্মা, শীতোষ্ণ সুখ দুঃখেষু তথামানাপমানয়োঃ বিকারশূন্যঃ সন সমাহিতঃ সমাগাহিতঃ স্বরূপেনাবস্থিতো ভবতি ॥৭॥

ব্যাখ্যা। শীত, উষ্ণ, সুখ দুঃখ ও মান অপমান প্রভৃতি নানাপ্রকার জগতীয় কষ্টকর ব্যাপার উপস্থিত হইলে কেবলমাত্র যাঁহারা আপনাকে বশীভূত রাখিয়া আত্মচৈতন্যস্থ হইয়াছেন সেই অনুরাগ-বিরাগাদিশূন্য প্রশান্তচিত্ত সাধকগণই তদ্দ্বারা কোনপ্রকার বিকারপ্রাপ্ত না হইয়া সাক্ষাৎ নির্বিকার পরমাত্মাভাবে অবস্থান করিতে সক্ষম হয়েন ॥৭॥

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চন ॥৮॥

জ্ঞান বিজ্ঞান তুষ্ট করিয়া নিশ্চয়। তৃপ্তচিত্ত নির্বিকার ইন্দ্রিয় আশয় ॥
মুক্তযোগী বলিয়া যাহার অভিমান। মৃত্তিকা পাথর স্বর্ণ তাহার সমান ॥৮॥

জ্ঞানং শাস্ত্রপদার্থানামৌপদেশিকং জ্ঞানং, বিজ্ঞানং তদপ্রামানাশঙ্কানিরাকরণফলেন বিচারেন তথৈব তেষাং স্বানুভবেন অপরোক্ষীকরণং বিজ্ঞানং, তাভ্যাং তৃপ্তঃ যঃ আত্মা, কূটস্থঃ কূটবন্নির্ব্বিকারেণ স্থিত ইতি কূটস্থঃ বিকারশূন্যঃ, বিজিতেন্দ্রিয়ঃ বিজিতানি একাদশেন্দ্রিয়াণি যেন, অতএব সর্ব্ববিষয়েষু রাগদ্বেষশূন্যত্বাৎ সমানি লোষ্টাশ্মকাঞ্চনানি যস্য মৃৎ খণ্ড পাষাণ সুবর্ণেষু হেয়োপাদেয় বুদ্ধিশূন্যঃ যঃ স যোগী সাধকঃ যুক্তঃ যোগারূঢ় ইতি উচ্যতে ॥৮॥

ব্যাখ্যা। জ্ঞান অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত প্রমাণাদি দ্বারা পদার্থের পরোক্ষজ্ঞান, এবং বিজ্ঞান অর্থাৎ ঐ সমস্ত প্রমাণাদির আয়ত্তের অতীত স্বীয় অনুভবসিদ্ধ অপরোক্ষ জ্ঞান প্রভৃতির দ্বারা যিনি পরিতৃপ্ত, যিনি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন এই সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে আপনার বশীভূত

করিয়াছেন এবং সুবর্ণ মৃত্তিকা প্রস্তরাদি যাবতীয় সমস্ত পদার্থই যাঁহার বুদ্ধিতে সমান অর্থাৎ কেবল চৈতন্যবিকারমাত্র বলিয়া বিবেচনা হয়, সুতরাং জগতীয় নানাপ্রকার ব্যাপার বর্ত্তমানেও যাঁহার চৈতন্য কিঞ্চিৎমাত্রও বিকৃত হয় না, সেই সাধকগণেরই চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইয়াছে ॥৮॥

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু ।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥৯॥

সুহৃদ মিত্র উদাসীন বন্ধুবর্গগণ । মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, আর শত্রু যেই জন ॥
সাধু আপনার ধর্মে রহে সর্ব্বক্ষণ । মহাপাপী ধর্মপথ করিয়া বর্জ্জন ॥
এ সকলে সমভাব যাহার আশয় । পরম বিশিষ্ট যোগী সেই মহাশয় ॥৯॥

সুহৃদ স্নেহ সম্বন্ধং বিনা প্রত্যুপকারাকাঙ্ক্ষানপেক্ষ্য উপচিকীর্ষুঃ, মিত্রং স্নেহেন উপচিকীর্ষুঃ, অরিঃ অপচিকীর্ষুঃ, উদাসীনঃ উভয়োরপি উপেক্ষকঃ ন উপচিকীর্ষুঃ, নতু অপচিকীর্ষুঃ মধ্যস্থঃ উভয়ত্র সমুক্তঃ উপচিকীর্ষুঃ অপচিকীর্ষুশ্চ দ্বেষ্যঃ স্বভাব ক্রোধেন অনিষ্টেচ্ছুঃ, বন্ধু সম্বন্ধেন উপচিকীর্ষুঃ, সাধুষু শাস্ত্রবিহিতক্রিয়াবৎসু চ, পাপেষু শাস্ত্রপ্রতিসিদ্ধকারিষু অপি, এতেষু সর্ব্বেষু সমবুদ্ধিঃ রাগদ্বেষশূন্যাঃ বুদ্ধির্যস্য সঃ সর্ব্বতঃ উৎকৃষ্টে ভবতি ॥৯॥

ব্যাখ্যা। সুহৃদ অর্থাৎ স্বভাবতঃ হিতেচ্ছু, মিত্র অর্থাৎ স্নেহবশতঃ হিতেচ্ছু, অরি অর্থাৎ শত্রু, উদাসীন অর্থাৎ যিনি হিত বা অহিত কিছুতেই নাই, মধ্যস্থ অর্থাৎ যিনি ভাল মন্দ উভয়েই আছেন, দ্বেষ্য অর্থাৎ স্বভাবতঃ অপকারেচ্ছু, বন্ধু অর্থাৎ সম্বন্ধ প্রযুক্ত উপকারেচ্ছু, সাধু অর্থাৎ সদাচারী শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াবান্, ও পাপী অর্থাৎ দুরাচারী এইরূপ নানাপ্রকার মানব-সকলকে যাহার সমান জ্ঞান হয় অর্থাৎ এই সকলেতে যাহার কিছুমাত্র অনুরাগের বা বিদ্বেষের উদয় হয় না তিনি পরম শ্রেষ্ঠ যোগিবর ॥৯॥

উপরোক্ত শ্লোক তিনটির লিখিত বিষয়গুলিকে বৈষ্ণবগণ সংসারের কুহকজাল বলিয়া বর্ণনা করেন, এবং বলিয়া থাকেন যে গভীর ও স্থিরবুদ্ধিযুক্ত আত্মজ্ঞগণ যাঁহারা আপনাতে আপনি নিমগ্ন হইয়া সেই অগাধ অনন্তচৈতন্যে বিচরণ করিতেছেন এই কুহকজাল তাঁহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারে না। কিন্তু যে অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট মানবগণ অনুরাগ বিদ্বেষাদি প্রযুক্ত লোভের বশবর্ত্তী

হইয়া ভোগসাগরে নিমগ্ন রহিয়াছেন তাঁহারা এই মায়াজালের কাঁটাতে আবদ্ধ হইয়া সংসারের এই অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে। এই বিষয়টি বাউল সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ কিরূপে প্রকাশ করেন তাহা দেখাইবার নিমিত্ত নিম্নে তাহাদিগের একটি গানের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

"ভবে কুহকজালের বড় ভয়।
ও ভাই, বাইকাটা দাঁত আছেরে যার,
তার কেবলই নয় ॥
ভবে কুহকজালের বড় ভয় ॥
ও ভাই, অগাধ জলে যে মাছ চলে,
তার কি মরণ হয়।
পেলে চিংড়ি পুঁটি, মারার কাঁটি,
অমনি বেঁধে লয় ॥
ভবে কুহক জালের বড় ভয় ॥
ও ভাই, ভোগ সাগরে লোভের চারে,
যার লোভানি হয়।
ও সে, বঁড়শী ফোঁড়ে, বাঁধা পড়ে—
নাকাল গাঁথা রয় ॥
ভবে কুহকজালের বড় ভয় ॥"

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥১০॥

অভীষ্টদেবের চিন্তা সর্ব্বদা করিবে । একাকী নির্জ্জন স্থানে সর্ব্বদা রহিবে ॥
আত্মাবল করিয়া রাখিবে চিত্ত মন । বাসনা ত্যজিবে না লইবে কার ধন ॥১০॥

যোগী ক্রিয়াবান্ সাধকঃ, সততং নিরন্তরং, একাকী, রহসি নিঃশব্দদেশেস্থিতঃ সন্ যতচিত্তাত্মা চিত্তং আত্মাচ সংযমং কৃত্বা, নিরাশীঃ বৈরাগ্যদার্ঢ্যেন বিগততৃষ্ণঃ, অতএব অপরিগ্রহঃ পরিগ্রহশূন্যঃ ভূত্বা, আত্মানং যুঞ্জীত সমাহিতং কুর্য্যাৎ ॥১০॥

ব্যাখ্যা। ক্রিয়াবান সাধকগণ পরিগ্রহশূন্য হইয়া বৈরাগ্যের সহিত একাকী নিঃশব্দ স্থানে আত্মা ও চিত্ত সংযমপূর্ব্বক নিরন্তর আত্মক্রিয়াতে নিযুক্ত থাকেন ॥১০॥

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্ ॥১১॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥১২॥
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥১৩॥
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারীব্রতে স্থিতঃ ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥১৪॥

একা লাভে করিবেক দেহ নির্ব্বাহন । পবিত্রমান স্থানে করিবে আসন ॥
চর্ম্মের তলেতে বিছাইবে কুশাসন । উপরে বিছাবে তায় নির্ম্মল বসন ॥
একাগ্র করিয়া মন ইন্দ্রিয় রাখিবে । বসিয়া আসন পরে আত্মাকে চিন্তিবে ॥
দেহ গ্রীবা মস্তকাদি কিছু না নাড়িবে । নাসিকাগ্রে দৃষ্টি রাখি দিক না দেখিবে ॥
ব্রহ্মচারী ব্রতী হৈয়া সুশান্তে রহিবে । মন চিত্ত উভয়েরে আমাকে সঁপিবে ॥১১-১৪॥

স্থিরং অচলং, নাত্যুচ্ছ্রিতং ন অত্যুচ্চং, নাতিনীচং নাপি অতিনীচ চেলাজিনকুশোত্তরং (কুশানামুপরি অজিনং চর্ম্ম তদুপরি চেলং বস্ত্রমাস্তীর্য্যেতীর্থঃ) আত্মনঃ স্বস্য আসনং, শুচৌদেশে শুদ্ধস্থানে, প্রতিষ্ঠাপ্য স্থাপয়িত্বা, একাগ্রং বিক্ষেপশূন্যং মনঃ কৃত্বা, তত্র তস্মিন্ আসনে উপবিশ্য, যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ চিত্তস্য ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ ক্রিয়াঃ সংযম্য, আত্মবিশুদ্ধয়ে আত্মনঃ বিশুদ্ধয়ে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার যোগ্যতার্থং যোগং যুঞ্জ্যাৎ যোগক্রিয়াং কুর্য্যাৎ ॥১১॥১২॥

কায়শিরোগ্রীবং কায়ঃ শরীরমধ্যং শিরশ্চ গ্রীবা চ মূলাধারাৎ মূর্দ্ধান্তপর্য্যন্তং সমং অবক্রং অচলং নিষ্কম্পং ধারয়ন্, স্থিরঃ অঙ্গমেজয়ত্বাভাবং সম্পাদয়ন্, দিশশ্চানবলোকয়ন্ ইতস্ততঃ দিশশ্চ অবলোকনমকুর্ব্বন্, স্বং স্বকীয়ং নাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষ্য নাসাগ্রে দৃষ্টিং স্থাপয়িত্বা, প্রশান্তাত্মা প্রকর্ষেণ শান্তঃ রাগাদিদোষরহিতঃ আত্মা যস্য সঃ, বিগতভীঃ বিগতভয়ঃ ব্রহ্মচারীব্রতে স্থিতঃ ব্রহ্মচর্য্যোস্থিতঃ সাধকঃ, এবম্প্রকারেণ যোগকৌশলেন মনঃ সংযম্য (ধারণাধ্যানসমাধিভিঃ) মচ্চিত্তঃ ময়ি আত্মনি এব চিত্তং সংস্থাপ্য, মৎপরঃ অহং আত্মা এব পরমপুরুষার্থঃ ইতি জ্ঞাত্বা, তস্মিন্ আত্মনি যুক্তঃ সন্, আসীত তিষ্ঠেৎ ॥১৩॥১৪॥

ব্যাখ্যা। এই চারিটি শ্লোকে ক্রিয়াযোগের অঙ্গ কি কি ? তাহা কিরূপে সাধন করিতে হয় এবং তাহার প্রতিবন্ধ হইতে সাবধান থাকিবারই বা উপায় কি ? এইগুলি আভাসে প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব যোগ

কাহাকে বলে কোনগুলিই বা তাহার অঙ্গরূপে পরিচিত ও কোনগুলিই বা তাহার প্রতিবন্ধ এবং কি প্রকারেই বা ঐ প্রতিবন্ধগুলি হইতে রক্ষা পাওয়া যায় এই সকল বুঝিলে ঐ শ্লোকগুলি পরিকাররূপে বুঝিবার সুবিধা হয় ; তন্নিমিত্ত এই শ্লোকগুলি ব্যাখ্যা করিবার পূর্বে সর্ব্বোৎকৃষ্ট যোগশাস্ত্র পাতঞ্জল যোগসূত্র এবং অপরাপর প্রধান প্রধান শাস্ত্রে ঐ সকল বিষয় যেরূপ লিখিত আছে তাহা নিম্নে সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি।

শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ এই ছয়টি বেদাঙ্গ অধ্যয়নপূর্ব্বক বেদপাঠের উপযুক্ত হইয়া তদুক্ত "তত্ত্বমসি" "সোঽহং" "একমেবাদ্বিতীয়ং" "সর্ব্বখল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি মহাবাক্যগুলির অর্থ বিচার করিতে পারিলে জানিতে পারা যায় যে,—যেমন সৃষ্টি মধ্যে একমাত্র স্থূলভূত অপ্ অর্থাৎ জলীয় পদার্থ স্নেহগুণ প্রযুক্ত বিকৃত হইয়া তৈলাদি নানাপ্রকার পদার্থরূপে পরিণত হইয়াছে, তদ্রূপ একমাত্র ব্রহ্মচৈতন্য অর্থাৎ পরমাত্মাই মায়াপ্রযুক্ত বিকৃত হইয়া এই চরাচর ভূচর, খেচর, জলচরাদির সহিত নদনদী, সাগর, গিরি প্রভৃতি বিশিষ্ট এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হইয়াছে এবং ঐ সমস্ত তৈলাদি পদার্থ যেরূপ জলের সহিত একত্র করিলে, কোনমতে মিশ্রিত হওত তাহাতে ব্যাপ্ত না হইয়া বরং পৃথকভাবে বিচরণ করে, তদ্রূপ মায়াপ্রযুক্ত এই সৃষ্ট পদার্থসমূহ সেই অনন্ত ব্রহ্মচৈতন্য মধ্যে সর্বক্ষণ অবস্থান করিয়া ও তাহাতে মিশ্রিত হইয়া বিশ্বমণ্ডলের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইতে সক্ষম না হইয়া আপনাকে সৃষ্টির এক ক্ষুদ্র অঙ্গরূপে বিবেচনা করিয়া সৃষ্টি মধ্যে পৃথকভাবে বিচরণ করিয়া থাকে। যেরূপ লাইকার পটাস্ (Liquor Potass) প্রভৃতি ঔষধ বা অপর কোনপ্রকার স্নেহত্বনাশক কৌশলাদি দ্বারা ঐ সমস্ত অপ্ হইতে উদ্ভূত তৈলাদি পদার্থের স্নেহত্ব নষ্ট করিতে পারিলেই তাহা উত্তমরূপে মিশ্রিত হইয়া ঐ জলের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডস্থিত সৃষ্ট পদার্থমাত্রই কোনপ্রকার কৌশলাদি দ্বারা চিত্তের বৃত্তিসকল নিরোধ করিয়া মায়ার প্রভাব নষ্ট করিতে পারিলে এই অনন্তচৈতন্য মিশ্রিত হওত বিশ্বমণ্ডলের সর্বত্র ব্যাপ্ত

হইয়া সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমানরূপে কৈবল্য বা ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে চিত্তের মায়িকবৃত্তি অর্থাৎ স্বাভাবিক ক্রিয়ার নিরোধই, এই অপ্-বিকার তৈলাদির সহিত জলের সম্মিলনের কারণস্বরূপ লাইকার পটাসাদির (Liquor Potass) ন্যায়, ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমস্ত পদার্থের সহিত সেই অনন্ত চৈতন্যের সম্মিলনের অর্থাৎ যোগের কারণ বলিয়া এই চিত্তবৃত্তির নিরোধকে শাস্ত্রকার মহাত্মাগণ যোগ বলেন এবং যে সকল কৌশল অবলম্বন করিয়া ঐ চিত্তবৃত্তিগুলিকে নিরোধ করিতে হয় সেই কৌশলগুলিকে যোগের অঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করেন। যথা—

যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ ॥ সমাধিপাদঃ ॥২॥

উপরোক্ত যোগের অঙ্গরূপে পরিচিত চিত্তবৃত্তি নিরোধকারক অভ্যাস-গুলি নানাপ্রকার হইলেও পাতঞ্জল দর্শনশাস্ত্রে ঐগুলিকে আট ভাগে ভাগ করিয়া, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই আটটি নামে উল্লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শেষোক্ত ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটির সাধনে বহিরঙ্গের কোন সহায়তা না থাকায় এইগুলিকে অন্তরঙ্গ বলিয়া থাকেন। যথা—

"যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি ॥"
সাধনপাদঃ ॥২৯॥

এক্ষণে উপরোক্ত যোগাঙ্গ কয়েকটির বিবরণ মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত যোগ-সূত্র নামক গ্রন্থে যেরূপ উল্লিখিত হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।—

"অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ ॥" সাধনপাদঃ ॥৩০॥
"শৌচসন্তোষতপস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥" সাধনপাদঃ ॥৩২॥
"স্থিরসুখমাসনম্ ॥৪৬॥
ততঃ দ্বন্দ্বানবঘাত ॥৪৮॥ সাধনপাদঃ ॥
স্বস্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়ানাং প্রত্যাহারঃ ॥"
সাধনপাদ ॥৫৪॥
"তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ ॥৪৯॥

ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্ ॥৫২॥
ধারণাসু যোগ্যতা মনসঃ ॥৫৩॥" সাধনপাদঃ ॥
"দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা ॥১॥
তত্রপ্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানং ॥২॥
তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিবসমাধিঃ ॥৩॥
ত্রয়মেকত্র সংযমঃ ॥৪॥
অয়মন্তরঙ্গ পূর্ব্বেভ্যঃ ॥৭॥ বিভূতিপাদঃ ॥

হিংসা লোভ পরিগ্রহাদি মনের চাঞ্চল্যকারক বৃত্তিসমূহ পরিত্যাগ-পূর্বক সত্যপথে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্যাদি অবলম্বন দ্বারা চিত্তের চাঞ্চল্য বিনাশ করাকে "যম" বলে। এই কৌশল দ্বারা সর্বপ্রকার অনিষ্ট নষ্ট হয়, সে বিষয় এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যাতে প্রকাশিত হইয়াছে।

বাহ্যশুদ্ধির নিমিত্ত শৌচ, অন্তঃশুদ্ধি দ্বারা সুখে অবস্থানের নিমিত্ত সন্তোষ, ইন্দ্রিয়শুদ্ধির নিমিত্ত তপ, অভীষ্ট জ্ঞান লাভার্থে অধ্যয়ন ও মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কারাদিকে চৈতন্যপরায়ণ করণার্থ ঈশ্বরপ্রণিধান ইত্যাদি অব-লম্বন করাকে 'নিয়ম' বলে। ইহা অত্যন্ত মঙ্গলময় কৌশল।

যাহাতে শারীরিক চাঞ্চল্য বিনষ্ট হইয়া স্থিরভাবে সুখে অবস্থান করা যায় এইরূপ কৌশল অবলম্বনপূর্ব্বক তত্তদুপযোগী দ্রব্যে অবস্থান করাকে "আসন" বলে। ইহা দ্বারা দৈবশরীর ক্রমশঃ সতেজ হইয়া থাকে। এই-রূপে দৈবশরীর তেজবিশিষ্ট হইলে শীত, গ্রীষ্ম, রাগদ্বেষ, সুখদুঃখ প্রভৃতি কোনপ্রকার দ্বন্দ্বাদিতে আর বিচলিত করিতে পারে না।

ইন্দ্রিয়সমূহকে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদি বিষয়ের অনুবর্ত্তী না করিয়া তাহা হইতে প্রত্যাহরণপূর্বক চিত্তের স্বরূপ অনুভবে নিয়োগ করাকে "প্রত্যাহার" বলে। বিষ্ণুপুরাণে এ বিষয়টি এরূপ লিখিত আছে যে, যোগজ্ঞ সাধকগণ শব্দাদি বিষয়াসক্ত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে নিগ্রহ করিয়া চিত্তের অনুকারী করিয়া প্রত্যাহার-পরায়ণ হইয়া থাকেন। যথা—

"শব্দাদিষ্বনুরক্তানি নিগৃহ্যাক্ষাণি যোগবিৎ।

কুর্য্যাচ্চিত্তানুকারীনি প্রত্যাহারপরায়ণঃ ॥”

ইতি বিষ্ণুপুরাণম্ ॥

এই আটটি যোগাঙ্গই পরস্পর এরূপভাবে আবদ্ধ হইয়া আছে যে, ইহার কোন একটিকে তাচ্ছিল্য করিলে অপরগুলি দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। সুতরাং একটির সাধন সমাধা করিয়া পরে অপরটির সাধন করিব এরূপ মনে করিলে কোনমতে একটিরও ফললাভ করিবার উপায় নাই। এক-কালেই উপরোক্ত আটটি যোগাঙ্গেরই একসঙ্গে সাধন প্রয়োজন। কিন্তু চিরসংস্কার-প্রযুক্ত চিত্তবিক্ষিপ্ত থাকাহেতু এইসকল যোগাঙ্গের সাধনে নানা-প্রকার বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। এই সমস্ত বিঘ্ন কি? তাহা কি কারণেই বা উপস্থিত হয়? এবং কি প্রকারেই বা তাহা হইতে সাবধান থাকিয়া সাধন কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হয়? এ বিষয় মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত যোগসূত্র নামক গ্রন্থে যেরূপ লিখিত আছে তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে।

চিত্ত, আত্মচৈতন্য অনুভব করিয়া আত্মানন্দ লাভ করিতে অক্ষম হইলে, বিষয়ানন্দ ভোগার্থ বিক্ষিপ্ত হইয়া নানাপ্রকার বৃত্তি অবলম্বন করে। তৎ-প্রযুক্ত শারীরিক ব্যাধি, স্ত্যান অর্থাৎ মানসিক ব্যাধি, সংশয় অর্থাৎ ভালমন্দ বিবেচনায় অক্ষমতা, প্রমাদ অর্থাৎ চিত্তের ঔদাসীন্য বা উদ্যমরাহিত্য, আলস্য অর্থাৎ প্রবৃত্তিহীনতা, অবিরতি অর্থাৎ ইহা হউক উহা হউক ইত্যাকার অনন্ত আকাঙ্ক্ষা, ভ্রান্তিদর্শন অর্থাৎ ভ্রম, অলব্ধভূমিকত্ব অর্থাৎ কি যেন আবশ্যক সেটি যেন প্রাপ্ত হইতেছি না এইরূপ একপ্রকার কষ্টকর অবস্থা অনবস্থিতত্ব অর্থাৎ অস্থিরতা, এইরূপ নানাপ্রকার যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত যোগসূত্র নামক গ্রন্থে এইগুলিকে অন্তরায় অর্থাৎ বিঘ্ন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। উপরোক্ত গ্রন্থে আরও লিখিত আছে যে, ত্রিবিধ দুঃখ অর্থাৎ কোন জীবজন্তু বা অপরাপর ভৌতিক পদার্থ দ্বারা আঘাতাদি প্রাপ্তজনিত আধিভৌতিক দুঃখ ও কোনপ্রকার নিয়মাদি লঙ্ঘন দ্বারা দৈবশরীরের বিকারজনিত আধিদৈবিক দুঃখ, এবং আত্মানন্দ অননু-ভূতিজনিত আধ্যাত্মিক দুঃখ, দৌর্মনস্য অর্থাৎ ইচ্ছার ব্যাঘাতজনিত ক্ষোভ,

অঙ্গমেজয়ত্ব অর্থাৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির কম্পন, শ্বাস ও প্রশ্বাস এইগুলির সঙ্গে সঙ্গেই চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। অতএব এইগুলি নিবারণার্থে একতত্ত্ব অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। যথা—

ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ ॥৩০॥

দুঃখদৌর্মনস্যাঙ্গমেজয়ত্বশ্বাসপ্রশ্বাসা বিক্ষেপসহভুবঃ ॥৩১॥

তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ ॥৩২॥ সমাধিপাদঃ ॥

এক্ষণে এই একতত্ত্ব কাহাকে বলে এবং কিরূপে তাহা অভ্যাস করা যায়, তাহা প্রকাশিত হইতেছে। এইটি বলিতে হইলে পূর্ব্বে মনের প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাব কিরূপ তাহা বলা প্রয়োজন। মনটি স্বভাবতঃ কোন একটি বিষয় না লইয়া কেবলমাত্র শূন্য অবস্থায় অবস্থান করিতে পারে না; এবং এতদূর আনন্দপ্রিয় যে একটি আনন্দ না পাইলে কোন বিষয় গ্রহণই করে না, যদিও কোন কারণবশতঃ গ্রহণ করিতে হয়, তাহা ক্ষণকালের নিমিত্ত মাত্র, যত শীঘ্র পারে তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক অপর আনন্দজনক বিষয়ের নিমিত্ত ধাবমান হয়। মনের এই দুইটি স্বভাব জানিতে পারিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, মনকে কোনপ্রকারে প্রসন্ন রাখিয়া, যে অবস্থাতে কোনমতে অপ্রসন্ন হইবার আশঙ্কা নাই, এমনভাবে অবস্থিত করিতে পারি-লেই আনন্দের সহিত তথায় অবস্থান করে, আর বিষয়ান্তর অন্বেষণের চেষ্টা করে না। এইরূপে মন একটি বিষয় হইতে অপর বিষয়ের অন্বেষণার্থ চঞ্চল না হইয়া স্থিরভাবে একটি বিষয় লইয়া প্রসন্নভাবে অবস্থান করিতে পারি-লেই একতত্ত্ব অভ্যাস হইল। এই একতত্ত্ব অভ্যাসের নিমিত্ত পাতঞ্জলদর্শনে মনকে প্রসন্ন রাখিবার সম্বন্ধে দুইটি এবং মনের স্থিতি নিবন্ধন সম্বন্ধে পাঁচটি এই সাতটি সূত্র লিখিত আছে। যথা—

মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়ানাংভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনং ॥৩৩॥

প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য ॥৩৪॥ সমাধিপাদঃ ॥

জীবের সুখেতে মৈত্রী অর্থাৎ আনন্দ করা, দুঃখেতে করুণা করা, পুণ্য

কার্য্যে উৎসাহিত হওয়া এবং অন্যায় কার্য্যে উপেক্ষা করাতে চিত্ত প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ইহা বাহ্য প্রসন্নতা অতি অল্পকাল মাত্র স্থায়ী। কারণ চিত্ত পূর্বসংস্কার প্রযুক্ত পরক্ষণ হইতেই পুনরায় ক্রমে ক্রমে মলিন হইয়া পড়ে। অতএব উক্ত প্রসন্নতা দীর্ঘকাল স্থায়ী করণার্থ সংস্কার শুদ্ধিকর ক্রিয়া দ্বারা অন্তর প্রসন্ন করা প্রয়োজন। সদ্‌গুরূপদেশ মতে প্রাণবায়ুর প্রচ্ছর্দ্দন অর্থাৎ বিক্ষেপণ এবং পুনরায় তাহার বিধারণ অর্থাৎ আকর্ষণ এই রেচক ও পূরক উভয়বিধ ক্রিয়া দ্বারা সংস্কার শুদ্ধ হইলে প্রসন্নতা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। এ বিষয় চতুর্থ অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকের ব্যাখ্যাতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই দুইটি সূত্রে মনকে প্রসন্ন রাখিবার উপায় নির্দেশ করিয়া পরের পাঁচটি শ্লোকের দ্বারায় ঐ মন যাহাতে বিষয়ান্তর অন্বেষণ না করিয়া চঞ্চলত্ব পরিত্যাগপূর্বক স্থিরভাবে অবস্থান করিতে পারে তাহা নির্দেশ করিতেছে। যথা—

বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতি নিবন্ধিনী ॥৩৪॥

বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী ॥৩৬॥

বীতরাগ বিষয়ং বা চিত্তস্য ॥৩৭॥

স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা ॥৩৮॥

যথাভিমতধ্যানাৎ বা ॥৩৯॥ সমাধিপাদঃ ॥

উপরোক্ত প্রকার কৌশল দ্বারায় মনকে প্রসন্ন রাখিয়া, সর্বব্যাপী আকাশের শব্দ, আভ্যন্তরিক প্রাণবায়ুর স্পর্শ, অক্ষ জ্যোতির রূপ, সহস্রার-নিঃসৃত অমৃতের রস, আভ্যন্তরিক দিব্যগন্ধাদি প্রভৃতি যেকোন প্রকার আভ্যন্তরিক বিষয়ের প্রবৃত্তি চিত্তে উৎপন্ন করিতে পারিলে, মন বিষয়ান্তর অন্বেষণ না করিয়া তাহাতেই স্থিরভাবে অবস্থান করে। তন্মধ্যে উৎকৃষ্টতম উপায় এই যে, সদ্‌গুরূপদেশক্রমে সুষুম্নাদ্বার দিয়া প্রবেশপূর্বক অহঙ্কার স্থানে আসিতে পারিলে, তথায় সূর্য্যালোক অপেক্ষা অত্যন্ত তেজস্কর এবং চন্দ্রালোক অপেক্ষা অত্যন্ত স্নিগ্ধ একটি যে অতি উৎকৃষ্ট সুন্দর জ্যোতি অনুভূত হয়, যাহা অনুভূত হইলে মন হইতে সর্বপ্রকার দুঃখ ও শোক বিদূরিত হইয়া যায়, যাহাকে শাস্ত্রকার মহাত্মাগণ তন্নিমিত্ত বিশোকাজ্যোতি বলিয়া

থাকেন, সেই বিশোকাজ্যোতি প্রকাশ করিয়া তাহাতে চিত্ত সমর্পণ করিতে পারিলে মন একেবারে দৃঢ়রূপে স্থিরভাবে অবস্থান করে। এই দুইটি সূত্র দ্বারা চিত্তকে বিষয়েতে আবদ্ধ রাখিয়াই তাহার স্থৈর্য্য সম্পাদনের উপায় উল্লেখ করতঃ পরের দুইটি সূত্র দ্বারা বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া চিত্তকে কিরূপে স্থিরভাবে রাখিতে পারা যায়, তাহা নির্দেশ করিতেছেন।—নিত্যা-নিত্য বস্তু বিচার দ্বারা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধাদি বিষয়সমূহ বৈরাগ্য উৎপন্ন করিয়া চিত্তকে ঐ সমস্ত বিষয় হইতে নিবৃত্ত রাখিতে পারিলে মন স্বতঃই স্থিরভাব অবলম্বন করে। এই ভাবটি দৃঢ়তর করিবার উপায় এই যে, উপরোক্ত প্রকারে সদ্‌গুরুলব্ধ কৌশল দ্বারা মনকে প্রসন্ন রাখিয়া বিবেক প্রতিষ্ঠিত করতঃ "এই জগৎব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অনন্তচৈতন্য ব্যতীত বস্তুতঃ অপর কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব নাই. কিন্তু জীবগণ অবিদ্যাচ্ছন্ন হইয়া নিদ্রিতভাবে থাকাহেতু স্বপ্নের ন্যায় নানাপ্রকার বস্তুর অস্তিত্ব ও তজ্জনিত ভোগের কল্পনা করিতেছে" ইহা নিশ্চয়রূপে অনুভব করিতে পারিলে মন দৃঢ়রূপে স্থৈর্য্যাবলম্বন করে। সদ্‌গুরু কৃপালব্ধ সাধকগণের পক্ষে এই চারটি সূত্র নির্দেশ করিয়া পঞ্চম সূত্রটি দ্বারা সদ্‌গুরু কৃপায় বঞ্চিত ও উপ-রোক্ত প্রকার উপায় অবলম্বনে অক্ষম; সাধনের পক্ষে মনস্থৈর্য্যের উপায় কি তাহা নির্দেশ করিতেছেন। উপরোক্ত কোনপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতে অক্ষম হইলে আপনার মনের অভিমত দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া যেকোন একটি পদার্থের ধ্যানেতে চিত্তকে নিয়োগ করিতে পারিলেও মন স্থিরভাব অবলম্বন করে। এইরূপে কোনপ্রকারে চিত্তের স্থৈর্য্যতা সম্পাদনপূর্বক মনকে একভাবে রাখিতে অভ্যাস করাকে যোগশাস্ত্রে একতত্ত্ব অভ্যাস বলিয়া থাকে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে ইহাকে মনের একাগ্রতা সাধন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

এক্ষণে এই চারটি শ্লোক মনযোগপূর্বক পাঠ করিলে স্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে যে, ইহাতে উপরোক্ত সমস্ত যোগাঙ্গগুলি একত্রে এককালে, যোগ-বিঘ্নের প্রতিষেধক একতত্ত্বের সহিত অভ্যাস করিবার উপদেশ দিয়াছেন।

উপরোক্ত শ্লোক চতুষ্টয়ের ব্যাখ্যাটি নিম্নে লিখিত হইতেছে।

ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়াদি যোগবিঘ্নকর চিত্তবিক্ষেপগুলির প্রতিষেধক একতত্ত্ব অভ্যাস দ্বারা মনের একাগ্রতা সম্পাদন করিয়া হিংসা ভয়াদি পরিত্যাগপূর্বক ব্রহ্মচর্য্যাদি দ্বারা মনের চাঞ্চল্য বিনাশকরতঃ প্রশান্তচিত্তে ঈশ্বর প্রণিধানাদি দ্বারা চৈতন্যপরায়ণ হইয়া, শৌচাদি আচার নিয়ম পালনের সহিত পরিশুদ্ধ স্থানে প্রথমে কুশাসন তদুপরি মৃগাদি চর্ম্ম ও তদুপরি উত্তম বস্ত্রাদি দ্বারা অধিক উচ্চ বা অধিক নীচ কিম্বা চঞ্চল না হয় এইরূপে আপনার আসন প্রস্তুত করিয়া, তদুপরি উপবেশনকরতঃ যাহাতে স্থিরভাবে সুখে অবস্থান করা যায় এরূপ কৌশল দ্বারা শরীর ও মস্তক এবং গ্রীবা সমান স্থির নিষ্কম্পভাবে ধারণ করিয়া দৃষ্টিকে সকলদিক হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া আপন নাসিকার অগ্রভাগে সংস্থাপনানন্তর ইন্দ্রিয়সমূহের চাঞ্চল্য বিনাশপূর্বক, আত্মশুদ্ধির দ্বারা মনকে ধারণার উপযোগী করিবার নিমিত্ত চৈতন্যের আবরণস্বরূপ অজ্ঞানের বিনাশকারক যোগ কৌশল প্রাণায়াম অভ্যাসকালে মনকে কূটস্থচৈতন্যে ধারণা করিয়া মনোযোগপূর্ব্বক তাহার ধ্যানে নিযুক্ত থাকিতে থাকিতে চিত্ত সমাহিত হয়। এইরূপ সংযম দ্বারা বিবেক প্রতিষ্ঠিত হইলে সাধকগণ আত্মচৈতন্যকে পরমপুরুষার্থরূপে অনুভব করণানন্তর, সেই আত্মচৈতন্যে যুক্ত হইয়া স্বচৈতন্যভাবে অবস্থান করিতে পারেন ॥১১॥১২॥১৩॥১৪॥

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥১৫॥

আমাতে রাখিবে মন এই ভক্তি সার। অনায়াসে সেই যোগী তরিবে সংসার ॥১৫॥

যোগী যোগাভ্যাসপরঃ সাধকঃ এবমুক্তপ্রকারেণ সদা সর্ব্বদা আত্মানং যুঞ্জন্ সমাধানং কুর্ব্বন্ নিয়তমানসঃ সংযতমানসঃ সন্ নির্ব্বাণপরমাং নির্ব্বাণকাষ্ঠারূপাং মৎসংস্থাম্ মদ্রূপেণ অবস্থিতামপি শান্তিং মোক্ষপদং অধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥১৫॥

ব্যাখ্যা। সাধকগণ এইরূপ প্রকারে উপরোক্ত যোগাঙ্গগুলির সহিত সংযম অভ্যাস দ্বারা সর্ব্বদা আত্মচৈতন্যে যুক্ত থাকিতে থাকিতে সেই অনন্তব্রহ্মচৈতন্যে ব্যাপ্ত হইয়া পরম নির্বাণরূপ শান্তিধাম কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥১৫॥

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥১৬॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥১৭॥

অধিক আহার কিম্বা অনাহার। অতি নিদ্রা জাগরণ যোগ নহে তার ॥১৬॥
আহার বিহার কিম্বা নিদ্রা জাগরণ। অন্য অন্য চেষ্টা কিম্বা গমনাগমন ॥
নিয়মেতে করয়ে এসব অনুষ্ঠান। সে জনার যোগ সিদ্ধি পরম নির্ব্বাণ ॥১৭॥

অত্যশ্নতঃ অধিকং ভুঞ্জানস্য যোগঃ ন অস্তি সমাধির্নভবতি, ন তু একান্তং অনশ্নতঃ অভুঞ্জানস্য চ সমাধির্ভবতি, অতিস্বপ্নশীলস্য অতিনিদ্রাশীলস্য চ যোগঃ ন অস্তি ন চৈব অতি জাগ্রত সাধকস্য সমাধির্ভবতি। অতএব যুক্তাহারবিহারস্য মিতাহার বিহারস্য, যুক্তস্বপ্নাববোধস্য মিতনিদ্রা-জাগরণস্য আধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাদি সর্ব্বেষু উপস্থিত কর্ম্মসু যুক্তচেষ্টস্য নিয়তা চেষ্টা যস্য তস্য সাধকস্য অয়ং দুঃখহদুঃখ নিবর্ত্তকো যোগঃ সমাধিঃ ভবতি ॥১৬॥১৭॥

ব্যাখ্যা। অধিক ভোজনশীল বা নিতান্ত উপবাসী তথাচ অতিশয় নিদ্রাযুক্ত বা নিতান্ত নিদ্রাহীন ব্যক্তিগণ চৈতন্যপ্রকাশে সক্ষম হয়েন না; অতএব চৈতন্যযুক্ত হইতে হইলে আহার, বিহার, নিদ্রা, জাগরণ এবং উপস্থিত সমস্ত কার্য্য নিয়মিতরূপে সমাধা করিতে হয়। এইরূপ নিয়মিতরূপে অবস্থানপূর্ব্বক আত্মক্রিয়ায় থাকিতে পারিলে সমস্ত দুঃখ বিনষ্ট হইয়া চিত্ত আত্মচৈতন্যে সমাহিত হইয়া থাকে ॥১৬॥১৭॥

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥১৮॥

যায় চিত্ত স্থির হয়ে থাকয়ে আত্মাতে। কামস্পৃহাশূন্য যোগী কহেতো শাস্ত্রেতে ॥১৮॥

যদা যস্মিন্ সময়ে চিত্তং সর্ব্বকামেভ্যঃ সর্ব্বপ্রকারকাম্যবিষয়েভ্যঃ নিস্পৃহঃ সন্ আত্মনি এব বিনিয়তং বিশেষেণ নিরুদ্ধং নিশ্চলং অবতিষ্ঠতে তদা তস্মিন্ সময়ে স সাধকঃ যুক্তঃ যোগারূঢ়ঃ প্রাপ্তযোগ ইত্যুচ্যতে ॥১৮॥

ব্যাখ্যা। চিত্ত সর্বপ্রকার কাম্যবিষয়ে স্পৃহাশূন্য হইয়া আত্মচৈতন্যে সংযত অবস্থায় স্থিরভাবে অবস্থান করাকেই মহাত্মাগণ যোগারূঢ়াবস্থা বলিয়া থাকেন ॥১৮

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥১৯॥

বায়ুশূন্য স্থানে দীপ যেইমত জ্বলে। স্থিরশিখ হয়ে রহে কদাচ না হেলে ॥
সেইমত স্থির হয়ে মন রহে যার। তাহার যোগেতে তাহে করিবে উদ্ধার ॥১৯॥

নিবাতস্থঃ বাতশূন্যস্থানে স্থিতঃ দীপঃ যথা স ঈঙ্গতে ন চঞ্চলো ভবতি সা এষ আত্মনঃ যোগং যুঞ্জতঃ আত্মনঃ সমাধিমনুতিষ্ঠতঃ যোগিনো সাধকস্য যত চিত্তস্য সংযতান্তঃকরণস্য উপমা ইতি যোগজ্ঞৈঃ স্মৃতা চিন্তিতা ॥১৯॥

ব্যাখ্যা। যোগজ্ঞ মহাত্মাগণ বায়ুশূন্যস্থানস্থিত দীপের সহিত যোগারূঢ় সাধকগণের চিত্তের তুলনা করিয়া থাকেন ; অর্থাৎ বায়ুশূন্যস্থানস্থিত দীপ যেরূপ চাঞ্চল্যশূন্য হইয়া স্থিরভাবে অবস্থান করে, আত্মচৈতন্যযুক্ত যোগারূঢ় সাধকগণের সংযত চিত্তও সর্বদা সেইরূপ নিশ্চল স্থিরভাবে অবস্থান করিয়া থাকে ॥১৯॥

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া ।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥২০॥
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্ ।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥২১॥
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥২২॥
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্ ।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিন্নচেতসা ॥২৩॥

যেইস্থানে স্থিরচিত্তে যোগ সেবা করে। সেইস্থানে অনায়াসে দেখয়ে আত্মারে ॥২০
আত্যন্তিক সুখ ইচ্ছা নাহি যার হয়। ইন্দ্রিয়গণেতে তার বশ হয়ে রয় ॥
মন বুদ্ধি আত্মাতে করি সমর্পণ। আত্মার স্বরূপ নিত্য দেখে সেইজন ॥২১॥
আত্মার স্বরূপ লাভ যেইজন করে। অন্য লাভ শীত উষ্ণ না লাগে তাহারে ॥
সুখ দুঃখ উভয়ের না হয় সম্বন্ধ। যোগের লক্ষণ এই জানহ নির্বন্ধ ॥২২॥
যাহাতে দুঃখের নাহি হয়ত সংযোগ। নিবৃত্ত চিত্তের হয় নিশ্চয় সে যোগ ॥২৩॥

যত্র যস্মিন্ অবস্থায়াং যোগসেবয়া যোগক্রিয়য়া চিত্তং নিরুদ্ধং সৎ উপরমতে উপরতং ভবতি, যত্র চ যস্মিংশ্চ অবস্থায়াং সাধকঃ আত্মনা আত্মানং পশ্যন্ অনুভবন্ আত্মনি এব তুষ্যতি তুষ্টিং ভবতি ॥২০॥

যৎ অতীন্দ্রিয়ং ইন্দ্রিয়সম্বন্ধাতীতং বুদ্ধিগ্রাহ্যং কেবলং বুদ্ধ্যৈব গ্রাহ্যং আত্যন্তিকং অনন্তং নিত্যং সুখং, যত্রস্থিতঃ সাধকঃ তৎ নিরতিশয়ং নিত্যং সুখং বেত্তি, যস্মিংশ্চ অবস্থায়াং অয়ং নিত্য সুখজ্ঞঃ তত্ত্বতঃ তত্ত্বাৎ ন চলতি ॥২১॥

যং অবস্থাঞ্চ লব্ধা প্রাপ্য অপরং লাভং অন্যলাভান্তরং তদবস্থায়াঃ অধিকং ন মন্যতে। যস্মিংশ্চ অবস্থায়াং স্থিতঃ সন্ সাধকাঃ গুরুনা মহতাপি দুঃখেন ন বিচাল্যতে নাভিভূয়তে ॥২২॥

তং এবম্ভূতমবস্থাং দুঃখসংযোগবিয়োগং সর্বপ্রকারদুঃখসংযোগাভাবং যোগসঞ্জিতং যোগশব্দবাচ্যং বিদ্যাৎ জানীয়াৎ। অতএব স যোগ অনির্বিন্নচেতসা নির্বেদরহিতেন চেতসা (দুঃখবুদ্ধ্যা প্রযত্ন শৈথিল্যং নির্বেদঃ, তন্নির্বেদরহিতেন চেতসা) নিশ্চয়েন অধ্যবসায়েন যোক্তব্য ॥২৩॥

ব্যাখ্যা। যে অবস্থায় চিত্ত যোগক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা আপন বৃত্তি নিরোধ করিয়া সমস্ত বিষয় হইতে উপরত হয়। যে অবস্থাতে সাধকগণ আপন আত্মচৈতন্য অনুভব করতঃ তাহাতেই পরিতৃপ্ত থাকিয়া সেই ইন্দ্রিয়াতীত বুদ্ধিমাত্রগ্রাহ্য চিরস্থায়ী ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া থাকে। যাহার নিকট কোনপ্রকার উৎকৃষ্ট বিষয়ানন্দও কিছুমাত্র আনন্দ বলিয়া পরিগণিত হয় না। যে অবস্থা প্রাপ্ত হইলে উপস্থিত মহাগুরুতর দুঃখেও চিত্তকে বিচলিত করিতে পারে না, এবং অপর কোনপ্রকার দুঃখ উপস্থিতও হইতে পারে না ; এইরূপ অবস্থারই নাম যোগ। এই অবস্থা প্রাপ্তির নিমিত্ত নিশ্চয় বুদ্ধি দ্বারা অবিরত চিত্তে সদ্গুরূপদেশ মত ক্রিয়ার অভ্যাস করা কর্ত্তব্য ॥২০॥২১॥২২॥২৩॥

সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ ।
মনসৈবেন্দ্রিয় গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥২৪॥
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া ।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥২৫॥

সেই যোগ সাধিবেক না হবে বিফল। বৈরাগ্য করিয়া কাম ছাড়িবে সকল ॥২৪॥
মনেতে ইন্দ্রিয় সব দমন করিবে। বিষয় সম্বন্ধ অল্প অল্পেতে ছাড়িবে ॥
আত্মাতে রাখিবে মন কিছু না চিন্তিবে। একান্তে নিস্পৃহ হয়ে সর্ব্বদা থাকিবে ॥২৫

সঙ্কল্পপ্রভবান্ সঙ্কল্পজাতান্ সর্ব্বান্ কামান্ অশেষতঃ ত্যক্ত্বা নির্বেদেন পরিত্যজ্য,

মনসা ইন্দ্রিয়গ্রামং চক্ষুরাদিকরণসমূহঞ্চ সমন্ততঃ সম্যকপ্রকারেণ বিনিয়ম্য সংযমং কৃত্বা, ধৃতিগৃহীতয়া ধৈর্য্যেন যুক্তয়া বুদ্ধ্যা শনৈঃ শনৈঃ (নতু সহসা) ক্রমেণ উপরমেৎ বিষয়ভোগিকামেষু উপরতিং কুর্য্যাৎ। এবঞ্চ মনঃ আত্মসংস্থং কৃত্বা আত্মচৈতন্যে মনঃ স্থাপয়িত্বা ন কিঞ্চিদপি বিষয়ান্তরং চিন্তয়েৎ। ২৪।২৫॥

ব্যাখ্যা। সঙ্কল্প সমুদ্ভূত কামনা সকল নিঃশেষিতরূপে পরিত্যাগ করতঃ অন্তঃকরণ দ্বারা বাহ্যেন্দ্রিয়সমূহ সম্যক্‌প্রকারে সংযম করিয়া, ধৈর্য্য-যুক্ত অর্থাৎ ধীর এবং স্থিরবুদ্ধি দ্বারা অল্পে অল্পে সমস্ত বিষয় হইতে বিরত হইয়া, মনকে আত্মচৈতন্যে সংস্থাপন করণানন্তর সর্বপ্রকার চিন্তা পরিত্যাগ-পূর্বক নিশ্চিন্তভাবে অবস্থান করিবে ॥২৪।২৫॥

যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরং।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্ম্যেবং বশং নয়েৎ ॥২৬॥

অস্থির চঞ্চল মন যে যে স্থানে ধায়। আনিয়া আত্মাতে বশ করিবে নিশ্চয় ॥২৬॥

চঞ্চলং তৎস্বভাবতয়া অস্থিরং মনঃ, যতো যতো যস্মাৎ যস্মাৎ বিষয়হেতোঃ নিশ্চলতি নির্গচ্ছতি, ততোস্ততো তস্মাৎ তস্মাৎ বিষয়াৎ এতৎ মনঃ নিয়ম্য প্রত্যাহৃত্য, আত্মনি আত্মচৈতন্যে এব বশং নয়েৎ স্থিরং কুর্য্যাৎ ॥২৬॥

ব্যাখ্যা। মন স্বাভাবিক চাঞ্চল্যপ্রযুক্ত রজোগুণান্বিত হইলে অস্থির হইয়া যে যে বিষয়াভিমুখে বিক্ষিপ্ত হইবে, তাহাকে সেই সেই বিষয় হইতে সদ্‌গুরূপদেশমত ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা প্রত্যাহরণ করিয়া আত্মবশে আনয়ন করা উচিত ॥২৬॥

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥২৭॥

রজগুণে পাপক্ষয় শান্ত হয় চিত্ত। সে যোগেতে পাইবে পরম সুখ নিত্য ॥২৭॥

এনং প্রশান্তমনসং প্রকর্ষেণ শান্তং মনো যস্য তং, শান্তরজসং বিক্ষেপশূন্যং, অকল্মষং লয়-হেতুস্তমোশূন্যং অতএব লয়শূন্যং, ব্রহ্মভূতং ব্রহ্মৈব সর্ব্বমিদং ইতি নিশ্চয়েন সর্ব্ববিষয়ে সমবুদ্ধি-বিশিষ্টং যোগিনং হি নিশ্চিতং উত্তমং নিরতিশয়ং সুখং উপৈতি উপগচ্ছতি ॥২৭॥

ব্যাখ্যা। এবম্প্রকারে প্রত্যাহরণাদি অভ্যাস দ্বারা মন প্রশান্তভাব অবলম্বনপূর্ব্বক রজগুণোৎপন্ন বিক্ষেপাদি এবং তমোগুণোৎপন্ন নিদ্রা তন্দ্রা-

আলস্যাদিশূন্য হইয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব অবলম্বন করিলে, সাধকগণ পরম আনন্দে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়েন ॥২৭॥

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥২৮॥

বশীভূত মন করি নিষ্পাপ হইয়া। জীবন্মুক্ত হয়ে যোগী যাইবে তরিয়া ॥২৮॥

যোগী সাধকঃ এবম্প্রকারেণ সদা সর্ব্বদা আত্মানং যুঞ্জন্, আত্মনি সমাদধন্, বিগতকল্মষঃ ধর্ম্মাধর্ম্মাদিরহিতঃ সন্, সুখেন অনায়াসেন ব্রহ্মসংস্পর্শং ব্রহ্মানুভবরূপং অত্যন্তং নিরতিশয়ং সুখং অশ্নুতে প্রাপ্নোতি ॥২৮

ব্যাখ্যা। সদ্‌গুরূপদেশপ্রাপ্ত সাধকগণ উপরোক্ত প্রকারে সদা সর্বদা ক্রমে ক্রমে বিরাম অভ্যাস দ্বারা আত্মচৈতন্যে সমাহিত থাকিতে পারিলে, এই আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদায় সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডকে সেই অনন্ত ব্রহ্ম-চৈতন্যরূপে অনুভব করিয়া অনায়াসেই নিরতিশয় ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে পারেন ॥২৮॥

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ববভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ববত্র সমদর্শনঃ ॥২৯॥

সর্ব্বভূতেতে আত্মা আত্মাতে ভূতগণ। সমান ভাবেতে যোগী করে দরশন ॥২৯॥

যোগযুক্তাত্মা যোগারূঢ়ঃ সমাহিতঃ সাধকঃ, সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ব্রহ্মাদ্বৈকবিষয়নির্ব্বিশেষদর্শনঃ সন্, সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু স্থিতং স্বং আত্মানং, এবঞ্চ আত্মনি সর্ব্ব-ভূতানি ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত সর্ব্বভূতাত্মাত্বেনৈকত্বং গতানি ঈক্ষতে পশ্যতি ॥২৯॥

ব্যাখ্যা। এইরূপ আত্মচৈতন্যস্থ সাধকগণ, এই বিশ্বমণ্ডলের সর্ব্ব-স্থলে সেই একমাত্র অনন্তচৈতন্যে পরিপূর্ণ অনুভব করিয়া, এই ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্ত জগতীয় সমস্ত পদার্থেই সেই আত্মচৈতন্যের এবং আত্মচৈতন্যেতে জগতীয় সমস্ত পদার্থের অস্তিত্ব অনুভব করিয়া থাকেন ॥২৯॥

যো মাং পশ্যতি সর্ববত্র সর্ববঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥৩০॥

সর্বত্রে আছি হে আমি সকল আমাতে। যে দেখে তাহার আমি থাকি সাক্ষাতেতে ॥৩০॥

যঃ সাধকঃ ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তসর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্ব স্যাত্মারূপেন মাং চৈতন্যং পশ্যতি, সর্ব্বং ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তসর্ব্বঞ্চ ময়ি আত্মনি পশ্যতি, তস্য অহং ন প্রণশ্যামি তস্য সাধকস্য চৈতন্যং ন পরোক্ষতাং গমিষ্যতি প্রত্যক্ষোভবতীত্যর্থঃ, স সাধকশ্চ মে মম চৈতন্যস্য ন প্রণশ্যতি ন পরোক্ষো ভবতি (একাত্মকত্বাৎ) ॥৩০॥

ব্যাখ্যা। যাঁহারা এইরূপে জগতীয় সমস্ত সৃষ্ট পদার্থে আত্মচৈতন্যের এবং আত্মচৈতন্যেতে সমস্ত জগতীয় পদার্থের অস্তিত্ব অনুভব করিয়া থাকেন; সেই নিত্য সমাহিত সাধকগণের চৈতন্য সর্বদাই জাগরিতভাবে অনুভূত হইয়া থাকে; তাঁহারা কখনই চৈতন্যের বাহির হয়েন না অর্থাৎ অচৈতন্যভাব প্রাপ্ত হয়েন না, সর্ব্বদাই জাগ্রতভাবে অবস্থান করিতে পারেন ॥৩০॥

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥৩১॥

সকল ভূতেতে আমি থাকি সর্ব্বক্ষণ এরূপে আমাকে ভজে সর্ব্বদা যে জন ॥
অন্য সব কর্ম্ম যদি করে পরিত্যাগ। তথাপি আমাতে তার হয় অনুরাগ ॥৩১॥

যঃ সাধকঃ সর্ব্বভূতস্থিতং ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তসর্ব্বভূতেষু স্থিতং মাং চৈতন্যং একত্বমাস্থিতঃ অভেদরূপেণ আশ্রিত সন্ ভজতি; স সাধকঃ সর্ব্বথা যেন কেনাপিরূপে যথা তথা বর্ত্তমানোঽপি ময়ি আত্মনি চৈতন্যে বর্ত্ততে ন তু চৈতন্যাৎ ভ্রশ্যতীত্যর্থঃ ॥৩১॥

ব্যাখ্যা। যাঁহারা সদ্‌গুরূপদেশমতে, ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সর্ব্বভূতে অবস্থিত এই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন, তাঁহারা যে কোন স্থানে যেরূপ অবস্থায় অবস্থান করুন না কেন, সর্বদা সচৈতন্যভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন; সৃষ্টিস্থিত কোন পদার্থ-ই তাঁহাদিগকে অচৈতন্য করিতে সমর্থ হয় না ॥৩১॥

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥৩২॥

আপনার সুখ দুঃখ যেমন প্রকার। পর সুখ দুঃখ সেইমত ব্যবহার ॥
সমভাবে করিয়া যে জানে ধনঞ্জয়। সেইত পরম যোগী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয় ॥৩২॥

হে অর্জ্জুন বহ্নিতত্ত্ব! যঃ সাধকঃ অত্মৌপমোন আত্মানামসঙ্কুচিতজ্ঞানৈককারত্বয়া, সর্ব্বত্র

বর্ত্তমানেঽপি সুখং বা যদি বা দুঃখং জন্মমরণাদি সুখদুঃখ সমং পশ্যতি॥ সঃ সাধকঃ পরমঃ সর্ব্বযোগিনাং মধ্যে শ্রেষ্ঠঃ ইতি তত্ত্বদর্শিনাং অভিপ্রেতঃ ইত্যর্থঃ ॥৩২॥

ব্যাখ্যা। যাঁহারা এইরূপে জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডকে চৈতন্যময় অনুভব করিয়া, সৃষ্টির সর্ব্বত্র বর্ত্তমান জন্মমরণাদিজনিত নানাপ্রকার সুখ বা দুঃখেতে বিচলিত না হইয়া, সমুদয় সৃষ্ট পদার্থকে সমানভাবে অবলোকন করেন; তত্ত্ববিদ্‌গণের মতে সেই সকল সাধকগণই পরম শ্রেষ্ঠ মধ্যে পরিগণিত ॥৩২॥

অর্জুন উবাচ।

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥৩৩॥
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥৩৪॥

অর্জুন বলেন শুন শ্রীমধুসূদন। সাম্যভাবে যেই যোগ কহিলে এখন ॥
চঞ্চলতা হেতু ধৈর্য্য না দেখি ইহার। এমত যোগ অনুষ্ঠানে সাধ্য আছে কার ॥৩৩॥
দেহ আর ইন্দ্রিয়ের ক্ষোভের কারণ। কার সাধ্য আছে জয় করে দৃঢ় মন ॥
যেমন কুম্ভকে বায়ু না পারে রাখিতে। সেইরূপ মন বলে না পারে রাখিতে ॥৩৪॥

অর্জ্জুন উবাচ, বহ্নিতত্ত্বেন অনুভূয়তে। মধুসূদন হে কূটস্থচৈতন্য; সাম্যেন কেবলাত্মাকারাবস্থানেন যোঽয়ং যোগঃ ত্বয়া প্রোক্তঃ অনুভূতঃ অহংরজগুণহেতুচঞ্চলত্বাৎ এতস্য যোগস্য স্থিতিং দীর্ঘকালাচলাং স্থিতিং ন পশ্যামি ॥৩৩॥

হে কৃষ্ণ কূটস্থচৈতন্য! হি যস্মাৎ মনঃ স্বভাবেনৈব চঞ্চলং চপলং প্রমাথি প্রমথনশীলং দেহেন্দ্রিয়ক্ষোভকরং বলবৎ ন কেনচিন্নিয়ন্তুং শক্যং দৃঢ়ং দুর্ভেদ্যং তস্মাৎ তস্য মনসঃ নিগ্রহং নিরোধং বায়োরিব শ্বাসপ্রশ্বাসরোধবৎ সুদুষ্করং সর্ব্বথা কর্ত্তুমশক্যং অহং মন্যে ॥৩৪॥

ব্যাখ্যা। কূটস্থচৈতন্যে এই সমস্ত অনুভূত হইলে বহ্নিতত্ত্ব তেজে এইরূপ অনুভব হয় যে,—যদিও সদ্‌গুরূপদেশমতে নানাপ্রকার ক্রিয়ার পর অবস্থায় ক্ষণকালের নিমিত্ত স্থিতিপদ লাভ হইলে, এই জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডকে সেই অনন্তচৈতন্যময়রূপে অনুভব হয় বটে; কিন্তু স্বাভাবিক চাঞ্চল্যপ্রযুক্ত চিত্ত কিছুক্ষণ একভাবে স্থির থাকিতে না পারাতে, তাহার দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব কখন দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব হে চৈতন্য! এই ইন্দ্রিয়গণের

ক্ষোভকর স্বাভাবিক চঞ্চল দুর্দ্দমনীয় কঠিন মনকে দীর্ঘকালের নিমিত্ত সংযত রাখা, আমি শ্বাস প্রশ্বাসের নিরোধের ন্যায় দুষ্কর বলিয়া বিবেচনা করি ॥ ৩৩।৩৪॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহচলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে ॥৩৫॥

গোবিন্দ কহেন কথা শুন ধনঞ্জয়। যে তুমি কহিছ সেই সব সত্য হয়॥
অবশ দুর্ব্বার মন বড়ই চঞ্চল। নিগ্রহ করিতে তার কার আছে বল॥
সত্য মিথ্যা যে যে স্থানে মন করে গতি। ত হতে আমাতে আনি কর অবস্থিতি॥
করিবে বৈরাগ্য দ্বারা বিষয়ে বিরক্তি। মনের নিগ্রহ এই দুই রাখে শক্তি ॥৩৫॥

হে মহাবাহো! মনঃ চলং দুর্নিগ্রহং চঞ্চলস্বভাবত্বাৎ নিগ্রহিতুমশক্যং ইতি অসংশয়ং অত্র ন সংশয়ং সত্যমেবৈতৎ। তথাপি তু হে কৌন্তেয়! বৈরাগ্যেন শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাদিবিষয়ভোগ-কামনাপরিত্যাগেন এবঞ্চ অভ্যাসেন আত্মচৈতন্যে অবস্থিতৌ প্রযত্নেন গৃহ্যতে সর্ব্ববৃত্তিশূন্যং ভবতি তন্মন ইত্যর্থঃ ॥৩৫॥

ব্যাখ্যা। এই শ্লোকোক্ত অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের বিষয় কিছু পরিষ্কাররূপে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য; কারণ এই দুইটিই যোগকৌশলের প্রধান অঙ্গ, অথবা সমস্ত যোগকৌশলই এই দুইটির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাত্র। অতএব প্রধান প্রধান ঋষিগণ এই দুইটির বিষয় যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহার যৎকিঞ্চিৎ নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে।

মহর্ষি পতঞ্জলি যোগসূত্র নামক গ্রন্থে এ বিষয় এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন যে, যেরূপ কোন একটি পদার্থ অপর জাতীয় কোন পদার্থের সহিত মিলিত হইলেই তাহার প্রকৃত অবস্থার বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়; তদ্রূপ চিত্তও শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধাদি বাহ্য বিষয়গুলির সহিত মিলিত হইলে তত্তদাকারযুক্ত হইয়া আপন প্রকৃত অবস্থার বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ সমস্ত বিষয়াদি হইতে বিরত থাকিতে না পারিলে চিত্ত কখনই প্রকৃত অবস্থায় অবস্থান করিতে পারে না।

চিত্তকে প্রকৃত অবস্থায় রাখিবার নিমিত্ত বিষয়াদি হইতে বিরত করিতে

হইলে, চিত্তে ক্রমশঃ পরে পরে চারিটি অবস্থার উদ্ভব হইয়া থাকে। প্রথমতঃ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক দ্বারা বিকৃতাবস্থা অনুভূত হইলেই প্রকৃত অবস্থা প্রাপ্তির নিমিত্ত চিত্তে একটি চেষ্টার উদয় হয়। শাস্ত্রকার মহাত্মাগণ এই চেষ্টাযুক্ত অবস্থাকে চিত্তের "যতমান অবস্থা" বলিয়া থাকেন। ইহার পরে চিত্ত আপন বিকারের কারণগুলি ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিতে থাকে; শাস্ত্রে চিত্তের এইরূপ অবস্থাকে "ব্যতিরেক অবস্থা" বলিয়া উল্লেখ করেন। পরে সমস্ত কারণগুলি বিনষ্ট হইলেও সময়ে সময়ে পূর্ব সংস্কারপ্রযুক্ত যে এক একবার চিত্ত পূর্ববিকৃতভাব প্রাপ্ত হয়; তাহা অনুভব করিয়া তাহার শান্তির নিমিত্ত চিত্ত যে অবস্থা অবলম্বন করে, তাহাকে শাস্ত্রে চিত্তের "একেন্দ্রিয়াবস্থা" বলিয়া থাকেন। পরে সকলপ্রকার বিকৃতি ও তাহার সংস্কারাদি পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইলে চিত্ত এরূপ শান্তভাব অবলম্বন করে যে, তাহাতে ঐহিক দৃষ্ট বা পারলৌকিক শ্রুত কোনপ্রকার বিষয়েরই ইচ্ছার উদয় হইতে পারে না, সর্বদাই আপন প্রকৃত অবস্থায় অবস্থিত থাকে; শাস্ত্রকার মহাত্মাগণ এই অবস্থাকেই চিত্তের "বশীকার অবস্থা" বলিয়া থাকেন। মহর্ষি পতঞ্জলি চিত্তের এই বশীকার অবস্থাকেই যথার্থ বৈরাগ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা:—

"দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্" ॥১৫॥
পাতঞ্জল যোগসূত্রে সমাধিপাদঃ ॥

যেরূপ অনেকগুলি বালক একত্রে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিলে তন্মধ্যে যাহাদের স্বর স্থূল তাহাদের পাঠগুলিন শ্রুতিগোচর হয়, এবং যাহাদের স্বর সূক্ষ্ম অর্থাৎ মিহি তাহাদের পাঠগুলিন কিছুমাত্র শুনিতে পাওয়া যায় না। তদ্রূপ চিত্ত নানাপ্রকার বাহ্য স্থূল অনুভূতিজনিত ক্ষণস্থায়ী সামান্য সুখে নিযুক্ত থাকাহেতু সেই অতি সূক্ষ্ম আভ্যন্তরিক নিত্যজ্ঞান ও আনন্দ অনুভব করিতে সক্ষম হয় না। সুতরাং চিত্ত সম্পূর্ণরূপে সর্বপ্রকার স্থূল বাহ্যবিষয় সুখের অনুভূতি হইতে নির্মলত্ব প্রাপ্ত না হইলে সেই অত্যন্ত সূক্ষ্ম অনন্ত জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ আত্মচৈতন্য অনুভূত হয় না। অতএব চিত্ত আপন বিকারজনক বাহ্যবিষয় সমূহে লিপ্ত না হইয়া প্রকৃতাবস্থায় অবস্থান করিতে

পারিলেই, সেই অনন্ত এবং নিত্য জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ আত্মচৈতন্য অনুভব করিতে সক্ষম হয়। এইরূপে সেই নিত্য ও অনন্ত জ্ঞানানন্দস্বরূপ আত্মচৈতন্যে অবস্থান করিতে অভ্যাস করাকেই পাতঞ্জল যোগসূত্রে "অভ্যাস" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

"তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ" ॥১৩॥ সমাধিপাদঃ ॥

এইরূপে আত্মচৈতন্য অনুভূত হইয়া আত্মজ্ঞানানন্দে অবস্থানের অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমশঃ বাহ্যবিষয়ভোগজনিত সুখস্পৃহার অভাব হইয়া বশীকারাবস্থায় অবস্থানপূর্ব্বক চিত্তে যথার্থ বৈরাগ্যের উদয় হয়; এবং বাহ্যবিষয়ভোগজনিত সুখসমূহে স্পৃহাশূন্য হইতে পারিলে, অর্থাৎ উপরোক্ত প্রকার বশীকারাবস্থা বা যথার্থ বৈরাগ্যের উদয় হইলে, তবে সেই অনন্তচৈতন্য অনুভূত হয়। অতএব আত্মচৈতন্যানুভূতির কিছুকাল অভ্যাস ব্যতীত বৈরাগ্যের উদয় হওয়া অসম্ভব; এবং যথার্থ বৈরাগ্য ব্যতীতও আত্মচৈতন্যানুভূতি অসম্ভব; সুতরাং উভয়ই দুঃসাধ্য। এই দুঃসাধ্য বিষয় সুসিদ্ধ করিবার নিমিত্তই সদ্‌গুরুপাদপদ্মে স্মরণ লওয়া আবশ্যক। তাঁহাদের উপদেশমত নিয়মাদি পালনপূর্ব্বক, এই অধ্যায়ের ১০ম হইতে ১৪শ শ্লোকের উপদেশমত, যোগক্রিয়ার অনুষ্ঠানে নিযুক্ত হইতে পারিলে ক্রিয়াবশেষে অবস্থার তারতম্যানুসারে অল্পে অল্পে ক্ষণকালের নিমিত্ত আত্মচৈতন্য অনুভূত হইয়া থাকে। এইরূপে আত্মচৈতন্য অনুভূত হইলে চিত্ত আত্মজ্ঞানানন্দে স্থিরভাব অবলম্বন করে। চিত্ত এই প্রকার ক্ষণকাল জন্য আত্মানন্দময় হইলে বাহ্যবিষয়জনিত ক্ষণিক ভোগসুখসমূহ অতি তুচ্ছ জ্ঞান হয়। দীর্ঘকাল নিরন্তর তপ ব্রহ্মচর্য্য অধ্যয়ন শ্রদ্ধা ভক্তি এবং বৈরাগ্যাদি সৎকারের সহিত এইরূপ আত্মচৈতন্যানুভূতি অভ্যাস করিতে পারিলে এই আত্মজ্ঞানানন্দময়াবস্থা নিত্যস্থায়ী হইয়া থাকে। মহর্ষি পতঞ্জলিও এ বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ" ॥১৪॥

পাতঞ্জল যোগসূত্রে সমাধিপাদঃ ॥

উপরোক্ত সদ্‌গুরুকৃপালব্ধ যোগক্রিয়াবশেষে আত্মানন্দময় অবস্থার স্থায়িত্বের সহিত চিত্তে, বাহ্যবিষয়ভোগজনিত সুখসমূহ হইতে বিরত হইবার একটি যত্নের উদয় হইয়া, "যতমানাবস্থা" আনয়নপূর্ব্বক বৈরাগ্যের সূত্রপাত করে; শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাদি বিষয়চিন্তা প্রভৃতি নানাপ্রকার কুসংসর্গ দ্বারা চিত্তকে পুনরায় মলিন করিবার চেষ্টা না করিলে, এইরূপ অভ্যাস দ্বারা ক্রমশঃ চিত্তে বৈরাগ্যের দ্বিতীয় সোপানস্বরূপ "ব্যতিরেকাবস্থার" উদয় হয়, এবং ক্রমে ক্রমে তৃতীয় সোপানস্বরূপ "একেন্দ্রিয়াবস্থার" উদয় হইয়া, চিত্ত বৈরাগ্যের চরম সীমা "বশীকারাবস্থা" প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পাতঞ্জল যোগসূত্রে লিখিত আছে যে, বৈরাগ্যের চরমসীমা এই বশীকারাবস্থাতেই জীবের পুরুষ জ্ঞান অর্থাৎ পুরুষপ্রকৃতির ভেদ দর্শন জন্মায় এবং ঐরূপ প্রকৃতিপুরুষ বিবেক হইতে ব্যক্ত অব্যক্তাদি অর্থাৎ সৃষ্টি প্রলয়াদির বা দেহধারণাদির ইচ্ছা পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া জীব সেই নিত্য জ্ঞানানন্দময় ব্রহ্মত্বপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যথা—

"তৎ পরং পুরুষখ্যাতের্গুণবৈতৃষ্ণ্যম্" ॥১৬॥ সমাধিপাদঃ ॥

এক্ষণে এই শ্লোকের অভিপ্রায় এই যে, যোগক্রিয়া দ্বারা ক্ষণকালের নিমিত্ত মনের স্থিতিনিবন্ধন হইলেও বিষয়প্রবণ মনের চিরচাঞ্চল্য প্রযুক্ত চিত্ত পুনরায় আপনার পূর্বভাব ধারণ করে; অতএব মনের নিগ্রহ করা অর্থাৎ মনের এই স্বভাবচাঞ্চল্য বিনষ্ট করিয়া স্থৈর্য্য সম্পাদনপূর্বক পূর্ণব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিত্ব অনুভব করা যে অত্যন্ত দুষ্কর তাহাতে আর সংশয় নাই। কিন্তু সদ্‌গুরুকৃপালব্ধ যোগক্রিয়াবশেষে স্থিতিপদ লাভ করিয়া শ্রদ্ধাদি সৎকারের সহিত আত্মচৈতন্যানুভূতির অভ্যাস করিতে করিতে আত্মজ্ঞানানন্দময়াবস্থা প্রাপ্তে এই বাহ্যবিষয়ভোগসুখসমূহ অতি তুচ্ছ বোধ হইয়া মন বৈরাগ্যের চরমসীমা বশীকারাবস্থায় অবস্থিত হইলে, এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র যে পূর্ণব্রহ্মচৈতন্যময়, তাহা অনায়াসেই বোধগম্য হইয়া থাকে ॥৩৫॥

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥৩৬॥

মন বশ বিনা যোগ কভু নহে সিদ্ধি। মন বশ হৈলে হয় এইমত বুদ্ধি ॥
মন বশ করিয়া যে করয়ে যতন। উপায় দ্বারায় যোগ পায় সেই জন ॥৩৬॥

অসংযতাত্মনা অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং ন সংযতঃ আত্মা যস্য তেন যোগঃ দুষ্প্রাপঃ স্বপ্রকাশচৈতন্যাবস্থা ন প্রাপ্যেতি, ইতি মে মতিঃ চৈতন্যযুক্তবুদ্ধ্যা ইত্যনুভূয়তে। তু বশ্যাত্মনা অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং বশ্যঃ সংযতঃ আত্মা যস্য তেন যততা প্রযত্নশীলেন উপায়তঃ পূর্ব্বোক্তযোগকৌশলেন অবাপ্তুং শক্যঃ স প্রযত্নশীলঃ সংযতাত্মা অয়ং স্বপ্রকাশচৈতন্যাবস্থা প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ ॥৩৬॥

ব্যাখ্যা। পূর্ব শ্লোকের ব্যাখ্যাতে ইহা স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আত্মসংযম চেষ্টা করিতে হইলে চিত্তে ক্রমশঃ যতমান, ব্যতিরেক, একেন্দ্রিয় ও বশীকার নামক চারিটি অবস্থার উদয় হইয়া থাকে; মহর্ষি পতঞ্জলি উক্ত অবস্থা কয়েকটির মধ্যে বশীকার নামক অবস্থাকেই যথার্থ বৈরাগ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এক্ষণে এই শ্লোকে উপরোক্ত প্রকার বশীকারাবস্থান্বিতচিত্তযুক্ত সাধকদিগকেই বশ্যাত্মা বা সংযতাত্মা বলিয়া তদ্বিষয়ে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে।

স্বপ্রকাশচৈতন্যাবস্থায় জ্ঞাত হওয়া যায় যে, যাঁহারা বৈরাগ্যযুক্ত অর্থাৎ যাঁহাদের চিত্ত বশীকারাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে তাঁহারা যত্নশীল হইয়া সদ্গুরুদত্ত উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক যোগক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে স্বপ্রকাশচৈতন্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া নিত্যজ্ঞানানন্দময়রূপে অবস্থান করিতে সক্ষম হইতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা বৈরাগ্যযুক্ত নহেন অর্থাৎ যাঁহাদের চিত্ত বিষয়প্রবণ, তাঁহাদের পক্ষে উপরোক্ত অবস্থা নিতান্তই দুষ্প্রাপ্য ॥৩৬॥

অর্জুন উবাচ।

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥৩৭॥
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥৩৮॥

অর্জুন বলেন নিবেদন যদুপতি। জিতেন্দ্রিয় নয় শ্রদ্ধাযুক্ত মহামতি ॥
দৈবে যদি যোগমার্গে ভ্রষ্ট হয়ে যায়। তার সিদ্ধি নয় তবে কোন গতি পায় ॥৩৭॥
ইহলোক পরলোক রহিত হইয়া। কিবা দুঃখ ভোগ করে নরকে পড়িয়া ॥

বায়ুবেগে মেঘ যেন নানাদিকে ধায়। হেন মতে সংসারেতে ঘুরিয়া বেড়ায় ॥৩৮॥

অর্জ্জুন উবাচ বহ্নিতত্ত্বেনানুভূয়তে। হে কৃষ্ণ কূটস্থচৈতন্য! অযতিঃ অভ্যাস যত্নশূন্যঃ, যোগাচ্চলিতমানসঃ বিষয়প্রবণচেতাঃ বৈরাগ্যশূন্যঃ সাধকঃ, শ্রদ্ধয়োপেতঃ কেবলমাত্রশ্রদ্ধাবশাৎ যোগক্রিয়াযুক্তঃ সন্ অভ্যাসবৈরাগ্যশূন্যত্বাৎ যোগসংসিদ্ধিং স্বপ্রকাশচৈতন্যাবস্থা অপ্রাপ্য কাং গতিং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥৩৭॥

হে মহাবাহো! ব্রহ্মণঃ পথি চৈতন্যমার্গে বিমূঢ়ঃ বিচ্যুতঃ স সাধকঃ উভয়বিভ্রষ্টঃ ভোগাপবর্গাভ্যাং বিভ্রষ্টঃ সন্ অপ্রতিষ্ঠঃ নিরাশ্রয়ঃ ভূত্বা ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি, কচ্চিৎ ন কিং বা নশ্যতি ইত্যর্থঃ ॥৩৮॥

ব্যাখ্যা। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৭০ শ্লোকে ইহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, জীব কামনাপরায়ণ হইয়া আপনার কাম্যবিষয় ভোগজন্য পুনঃপুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে; এবং এই অধ্যায়ে এরূপ ভাব প্রকাশ করিতেছেন যে, শ্রদ্ধার সহিত সদ্গুরূপদেশমত যোগক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মচৈতন্য অনুভূত হইলে, চিত্ত আত্মজ্ঞানানন্দময় হইয়া বাহ্যবিষয়জনিত ভোগসুখ হইতে বিরত হইবার ইচ্ছা করে। ইহাতে বহ্নিতত্ত্বে এইরূপ সংশয় উদয় হয় যে, যাঁহারা আত্মচৈতন্যে শ্রদ্ধাপ্রযুক্ত সদ্গুরুকৃপালব্ধ যোগক্রিয়া দ্বারা আত্মানন্দ লাভ করিয়া বাহ্যবিষয়ভোগজনিত সামান্য ক্ষণিক সুখ হইতে বিরত হইবার ইচ্ছা করিয়াছে; কিন্তু চিত্তের বৈরাগ্যভাবে মুহুর্মুহু আত্মচৈতন্য হইতে বিচলিত হওয়াতে যত্নের ত্রুটি হইয়া তদভ্যাসের শৈথিল্যপ্রযুক্ত অন্তকালেও সেই নিত্যজ্ঞানানন্দময় অবস্থায় অবস্থান করিতে সক্ষম হয়েন নাই, হে কূটস্থচৈতন্য! তাহাদের কি গতি হইবে? এইরূপ সাধকগণ কি তদ্ব্রহ্ম পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিয়া এবং ভোগ হইতে বিরত থাকার কামনাপ্রযুক্ত সৃষ্টি মধ্যেও জন্মগ্রহণ অভাবে চিরকাল মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় ছিন্ন মেঘের ন্যায় শূন্যমার্গে অবস্থানপূর্ব্বক প্রলয়কালে বিনষ্ট হইয়া যাইবে ॥৩৭॥৩৮॥

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়াস্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥৩৯॥

ব্রহ্মপথে অস্থির বিমূঢ় মতি যার। সে পুনঃ সংসার হতে পায় কি নিস্তার ॥
চিত্তের সংশয় এই বিনাশ আমার। তোমা পর সংশয়ের ছেত্তা কেবা আর ॥৩৯॥

হে কৃষ্ণ কূটস্থচৈতন্য ! হি যস্মাৎ অস্য মম সংশয়স্য ছেত্তা নিবারকঃ ত্বদন্যঃ ত্বত্তো অন্যঃ কশ্চিদপি ন উপপদ্যতে সম্ভবতি ; অতএব ত্বমেব এতৎ মে মম সংশয়ং অশেষতঃ সর্ব্বতোভাবে ছেত্তুং নিবারয়িতুং অর্হসি যোগ্যোঽসি ॥৩৯॥

ব্যাখ্যা। হে কূটস্থচৈতন্য ! আপনি ব্যতীত এই সংশয় নিবারণের কোন উপায় নাই, অতএব আপনিই আমার এই সংশয় সর্বতোপ্রকারে নিবারণ করিবার যোগ্য ; অর্থাৎ বখিতত্ত্বে এইরূপ সংশয় উত্থিত হইলে, সাধকগণ ইহার নিরাকরণ জন্য কূটস্থচৈতন্যে এইরূপে নির্ভর করিয়া থাকেন ॥৩৯॥

শ্রীভগবানুবাচ।

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥৪০॥

গোবিন্দ বলেন পার্থ শুন তত্ত্ব সার। ইহলোকে পরলোকে নাশ নাহি তার ॥
যে করে সন্ন্যাস ধর্ম তার কি বিনাশ। কদাচিৎ হতে পারে কে করে বিশ্বাস ॥৪০॥

শ্রীভগবানুবাচ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী কূটস্থচৈতন্যেনানুভূয়তে। হে পার্থ বক্তিত্ব ! হি যস্মাৎ কশ্চিদপি কল্যাণকৃৎ আত্মশুভকৃৎ চৈতন্যপ্রকাশেচ্ছুঃ সাধকঃ দুর্গতিং কুৎসিতাং গতিং ন গচ্ছতি প্রাপ্নোতি, তস্মাৎ হে তাত ! তস্য যোগভ্রষ্টস্য সাধকস্য ন ইহ অস্মিন দেহে ন চ অমুত্র জন্মান্তরে বা বিনাশঃ বিদ্যতে ॥৪০॥

ব্যাখ্যা। কূটস্থচৈতন্যে নির্ভর করিলে এইরূপ অনুভূত হয় যে, যাঁহারা আপন কল্যাণ অর্থাৎ আত্মচৈতন্যের প্রকাশের নিমিত্ত সদ্গুরুদত্ত যোগক্রিয়াতে নিযুক্ত হইয়া যৎকিঞ্চিৎ চৈতন্যানুভবে সক্ষম হইয়াছেন ; তাঁহাদের কখনই দুর্গতি হয় না। তাঁহাদের সেই চৈতন্যানুভূতিটি এই দেহে কিম্বা দেহান্তে কিছুতেই বিনষ্ট হইবার নহে ॥৪০॥

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥৪১॥
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥৪২॥

সম্যক্‌প্রকারে এই যোগ অনুষ্ঠান। করিতে না পারিলেও অন্তের প্রধান ॥
চিরকাল দেবপুরে বসতি করিয়া। পবিত্র শ্রীমন্ত গৃহে জন্মরে আসিয়া ॥৪১॥

প্রবৃত্তি যোগীর হয় এইমত গতি ॥ মধ্যম যে কথা কহি শুনহ সম্প্রতি ॥
স্বর্গবাস পরে জন্ম হয় যোগিঘরে। এইত দুর্লভ জন্ম সংসার ভিতরে ॥৪২॥

স যোগভ্রষ্টঃ সাধকঃ পুণ্যকৃতাং লোকং তজ্জাতীয়াতিকল্যাণাবস্থাং প্রাপ্য শাশ্বতীঃ সমাঃ উষিত্বা তত্র দীর্ঘকালাবস্থিত্বা শুচিনাং সদাচারিণাং শ্রীমতাং যাগোপক্রমযোগ্যানাং ধনিনাং গেহে গৃহে অভিজায়তে জন্ম প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ ॥৪১॥

যোগিনাং যোগক্রিয়াবান্ সাধকানাং অথবা ধীমতাং জ্ঞানিনাং এব কুলে স যোগভ্রষ্টঃ সাধকঃ ভবতি জায়তে। যদীদৃশং জন্মঃ লোকে অস্মিন্ স্থূলজগতে, হি নিশ্চিতং এতৎদুর্লভতরং ভবতি ॥৪২॥

ব্যাখ্যা। তাঁহারা দীর্ঘকাল আপন আত্মানন্দে অবস্থান করণানন্তর অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের পূর্ণত্ব না হওয়ায়, অর্থাৎ তাহাদের চিত্ত এককালে সমস্ত বিষয়প্রবণতার সংস্কার পরিত্যাগপূর্বক বশীকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া নিত্য অনন্ত জ্ঞানানন্দময় ব্রহ্মচৈতন্য অনুভব করিতে না পারায়, তাঁহারা আপন আপন চৈতন্যানুভূতির তারতম্যানুসারে, কেহবা পরিশুদ্ধ চিত্তযুক্ত ও অভাব নিবারণে সক্ষম এবং চৈতন্যযোগের উপযোগী শ্রীমানগণের গৃহে কেহবা সদ্গুরুকৃপালব্ধ ক্রিয়াবান্ সাধকগণের গৃহে কেহবা চৈতন্যযোগে আরূঢ় নিত্যানন্দময় জ্ঞানিগণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। এইরূপ যে জন্ম ইহা এই স্থূলজগতে অত্যন্ত দুর্লভ ॥৪১॥৪২॥

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥৪৩॥
পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥৪৪॥

পূর্ব্বদেহগত বুদ্ধি তাহাতে লভিয়া। পূর্ব্বাভ্যাসে যোগ করে অবশ হইয়া ॥৪৩॥
যোগমার্গ জিজ্ঞাসিতে চিত্ত আছে যার। কর্ম্মযোগে কিছু তার নাহি অধিকার ॥
যতনপূর্ব্বক ভজে করিয়া নিবন্ধ। তার দেহে নাহি রহে পাপের সম্বন্ধ ॥৪৪॥

হে কুরুনন্দন ! স যোগভ্রষ্টঃ সাধকঃ তত্র তস্মিন্ জন্মনি পৌর্ব্বদেহিকং পূর্ব্বস্মিন্ দেহে উদ্ভবং তমেব বুদ্ধিসংযোগং লভতে। ততস্তদনন্তরং ভূয়ঃ পুনরপি সংসিদ্ধৌ স প্রকাশচৈতন্যাবস্থা প্রাপ্ত্যর্থং যততে যত্নং করোতি ॥৪৩॥

সঃ যোগভ্রষ্টঃ সাধকঃ অবশোঽপি অনিচ্ছন্নপি অবশঃ সন্ তেন পূর্ব্বাভ্যাসেন তে পূর্ব্বদেহকৃতাভ্যাসেন এব যোগস্য জিজ্ঞাসুঃ স্বরূপং জ্ঞাতুমিচ্ছন্, যোগক্রিয়াং ক্রিয়তে। অপিতু শব্দব্রহ্ম বৈদিক-

কর্ম্মানুষ্ঠানলক্ষণং অতিবর্ত্ততে অতিক্রামতি ॥৪৪॥

ব্যাখ্যা। তাঁহারা এইরূপ স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া আপন পূর্ব্বদেহ জাত সংস্কৃত চৈতন্যযুক্ত বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় চৈতন্যযোগে আরোহণের নিমিত্ত যত্নশীল হয়েন ; এবং কাহার বিনা চেষ্টায় স্বতঃই বৈদিক ক্রিয়াকলাপ অতিক্রমপূর্ব্বক সেই নিত্যজ্ঞানানন্দময় ব্রহ্মচৈতন্যে যুক্ত হইবার নিমিত্ত যোগ কৌশলের জিজ্ঞাসু হইয়া স্বতঃই সেই পূর্ব্বদেহের অভ্যস্ত যোগক্রিয়াতেই নিযুক্ত হইয়া থাকেন ॥৪৩॥৪৪॥

প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥৪৫॥

যে বহু চেষ্টাতে যোগে যত্ন করে যোগী। পবিত্র হইয়া পাপ হইতে বিয়োগী ॥
অনেক জন্মেতে সিদ্ধ হইয়া সে নর। তারপরে গতি পায় সর্ব্ব পরাৎপর ॥৪৫॥

প্রযত্নাৎ যতমানঃ আত্মচৈতন্যপ্রকাশে উত্তরোত্তরং অধিকতরং যত্নাভ্যাসং কুর্ব্বন্ সংশুদ্ধ কিল্বিষঃ সংশুদ্ধজ্ঞানপ্রতিবন্ধকপাপঃ যোগী সাধকঃ অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ অনেকজন্মসু সম্যগ্ ব্রহ্মজ্ঞানানন্দলব্ধঃ সন্ ততস্তদনন্তরং পরাং গতিং যাতি কৈবল্যপদং প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ ॥৪৫॥

ব্যাখ্যা। এই প্রকারে যোগিগণ অনেক জন্মে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর অধিক যত্নের সহিত আত্মসংযম অভ্যাস করিতে করিতে চিত্তের সমস্ত মালিন্য বিনষ্ট হইয়া বৈরাগ্যের চরমসীমা বশীকারাবস্থায় অবস্থানপূর্ব্বক সেই পরমাগতি অর্থাৎ নিত্যজ্ঞানানন্দময়স্বরূপ ব্রহ্মপদ লাভ করেন ॥৪৫॥

তপস্বিভ্যোঽধিকোযোগী জ্ঞানিভ্যোপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকোযোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন ॥৪৬॥

কায় ক্লেশ করিয়া যে তপ করে দৃঢ়। সেইত তপস্বী যোগী তাহা হৈতে বড় ॥
কর্ম্মি জ্ঞানী হতে যোগী হয় অতিশয়। অতএব যোগী তুমি হও ধনঞ্জয় ॥৪৬॥

যতঃ যস্মাৎ তপস্বিভ্যঃ কঠোরব্রততপোনিষ্ঠেভ্যঃ শাস্ত্রবিজ্ঞানাদিপরোক্ষজ্ঞানবদ্ভ্যঃ কর্ম্মিভ্যঃ বৈদিকাদগ্নিহোত্রপ্রভৃতিকর্ম্মকারিভ্যশ্চাপি যোগী অধিকঃ শ্রেষ্ঠঃ তস্মাৎ হে অর্জ্জুন! ত্বং যোগী ভব তদ্ধেতোঃ বহ্নিতত্ত্বাশ্রয়েন যোগক্রিয়া কর্ত্তব্যা ইতিভাবঃ ॥৪৬॥

ব্যাখ্যা। অতএব যখন যোগিগণ, কঠোর ব্রত তপস্বিগণ কিম্বা

শাস্ত্রজ্ঞ পরোক্ষজ্ঞানিগণ অথবা অগ্নিহোত্রাদিবৈদিককাম্যকর্ম্মিগণ এ সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; তখন সদ্‌গুরুপাদপদ্মে শরণ লইয়া বহ্নিতত্ত্ব সাহায্যে যোগক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য ॥৪৬॥

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥৪৭॥

অন্য দেবভক্ত যোগী আছে যত জন। তাহা হতে আমাতে করিয়া দৃঢ় মন ॥
শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে ভজে সদা যে আমারে। ত্রিভুবনে শ্রেষ্ঠ যোগী কহিত তাহারে ॥৪৭॥

সর্ব্বেষাং যোগিনাং যোগক্রিয়াবতামপি মধ্যে যঃ ক্রিয়াবান্ সাধকঃ মদ্গতেনান্তরাত্মনা সমাহিতেনান্তঃকরণেন শ্রদ্ধাবান্ শ্রদ্দধানঃ সন্ মাং ভজতে আত্মনি অবতিষ্ঠতি স যুক্ততমঃ সর্ব্বেভ্যঃ যুক্তেভ্যঃ শ্রেষ্ঠঃ ইতি মে মম মতঃ সম্মতঃ ॥৪৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু পদবোধিনীবৃত্তৌ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাখ্যা। যাঁহারা মন বুদ্ধি আদি অন্তরিন্দ্রিয়সমূহ আত্মাতে সমর্পণপূর্ব্বক শ্রদ্ধার সহিত আত্মচৈতন্যে অবস্থান করিতে অভ্যাস করেন, তাঁহারা অর্থাৎ অতি শীঘ্রই সেই অনন্ত জ্ঞানানন্দময় ব্রহ্মপদ লাভ করেন। সর্বশ্রেষ্ঠ কূটস্থচৈতন্যে ইহাই অনুভূত হইয়া থাকে ॥৪৭॥

সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

পূর্বোক্ত প্রকারে কূটস্থচৈতন্যে চিত্ত সংযত থাকিলে আরও অনুভব হয় যে, যোগক্রিয়ার অভ্যাস দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধটি অনুভূত হইলে তাহার পুনরুত্থান নিবারণার্থ বিরাম অভ্যাসই যোগিগণের কর্ত্তব্য। এমতে যোগ এবং সন্ন্যাস পৃথক নহে। যাঁহারা শব্দস্পর্শাদি ইন্দ্রিয় বিষয়ে বা ইন্দ্রিয় কার্য্যে আসক্ত না হইয়া ফলের আশা পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ত্তব্যকর্ম্মমাত্র সমাধা করিয়া থাকেন, যাঁহারা সমস্ত কায়ের, মনের, ও বাক্যের পর্য্যন্ত সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাই যোগী এবং তাঁহারাই সন্ন্যাসী বা ত্যাগী। এইরূপ ত্যাগ ব্যতীত কেবল বৈদিক বা সাংসারিকাদি ক্রিয়াত্যাগ দ্বারা যোগী বা সন্ন্যাসী হয় না ॥১-৪॥ এ জগতে আপনিই আপনার

বন্ধু এবং আপনি আপনার শত্রু। কূটস্থচৈতন্যে সংযত থাকিতে পারিলেই বন্ধুর ন্যায় আপনাকে সমস্ত সংসারদুঃখ হইতে উদ্ধার করা যায়, ইহাই জীবের কর্ত্তব্য ; নচেৎ চৈতন্যচ্যুত হইয়া সংসার দুঃখে অবসন্ন হওয়া কর্ত্তব্য নহে ॥৫-৬॥ জিতেন্দ্রিয় কূটস্থচৈতন্য সাধকগণ এইরূপে শাস্ত্রজ্ঞানের অতীত বস্তু অনুভব দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া প্রশান্তভাবে পরমতত্ত্বে সমাহিত থাকিয়া সুবর্ণ, মৃত্তিকা, প্রস্তরাদিতে অভিন্ন চৈতন্য জ্ঞানে বন্ধু, শত্রু, সাধু, অসাধু, শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, মান, অপমান, ইত্যাদি দ্বারা বিচলিত হয়েন না ॥ ৭-৯॥ সাধকগণ একাগ্রমনে একাকী নির্জনে অস্তেয় অপরিগ্রহ ব্রহ্মচর্য্যাদি, যম ও শৌচাদি নিয়ম পালনপূর্বক কুশ, চর্ম, বস্ত্রাবৃত আসনে উপবেশন করতঃ শরীর, গ্রীবা ও মস্তক স্থির ও দৃঢ়রূপে ধারণ করণানন্তর নাসাগ্রদৃষ্টি আদি কৌশল দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহ প্রত্যাহরণ করিয়া প্রাণায়াম দ্বারা চিত্তকে কূটস্থচৈতন্যে ধারণানন্তর তাহার ধ্যানে সর্বদা নিযুক্ত থাকিতে সেই পরম নির্বাণস্বরূপে শান্তিধামে অনন্তচৈতন্যে সমাহিত হইয়া থাকেন ॥১০-১৫॥ এইরূপ যোগক্রিয়া অত্যাহারী বা উপবাসী অথবা অতি নিদ্রাশীল কিম্বা একেবারে নিদ্রাহীনের দ্বারা সাধ্য নহে ; আহার, বিহার, নিদ্রা, জাগরণ কর্ম, চেষ্টাদি যথানিয়মে সম্পন্ন করিয়া, ইহার অনুষ্ঠান করিতে পারিলে ইহার দ্বারা সমস্ত দুঃখ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥১৬-১৭॥ যাঁহার চিত্ত সমস্ত ভোগ-লালসা পরিত্যাগপূর্বক বায়ুশূন্যস্থানস্থিত দীপের ন্যায় আত্মচৈতন্যে অবিচলিতভাবে অবস্থান করে তাহাকেই যোগী বলে ॥১৮-১৯॥ যে অবস্থায় অবস্থিত হইলে অতি গুরুতর দুঃখেও চিত্তকে বিচলিত করিতে পারে না, যে অবস্থায় আত্মতৃপ্ত হইয়া সেই বুদ্ধিমাত্র গ্রাহ্য ইন্দ্রিয়াতীত ব্রহ্মানন্দানুভব করতঃ অন্যান্য বিষয়ানন্দসমূহ অতি তুচ্ছ জ্ঞানে চিত্ত সমস্ত বিষয় হইতে উপরত হয়, তাহাকে যোগ বলে ; সেই সর্বদুঃখনিবারক যোগাবস্থা প্রাপ্তির নিমিত্ত নিশ্চয়বুদ্ধির সহিত যোগক্রিয়া অবলম্বন করা কর্ত্তব্য ॥২০-২৩॥ মন দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত রাখিয়া, ঐ মনকে যে সমস্ত বিষয়জনিত বিষয় বিচলিত করে, সেই সমস্ত বিষয় হইতে ধৈর্য্যযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা ক্রমে ক্রমে

উপরত করতঃ সঙ্কল্পযুক্ত সমস্ত কামাবিষয় পরিত্যাগপূর্বক, আত্মচৈতন্যে অবস্থান করিয়া সর্বদা শান্তভাবে নিশ্চিন্ত থাকিতে থাকিতে সাধকগণ সমস্ত চাঞ্চল্যপাপশূন্য হইয়া সেই ব্রহ্মচৈতন্যানুভূতিজনিত পরমানন্দ ব্রহ্মচৈতন্যকে এই জগৎব্রহ্মাণ্ডের আধাররূপে সমুদায় সৃষ্টি মধ্যে সমভাবে অবস্থিত দর্শন করিয়া থাকেন ॥২৪-২৯॥ অতএব যাঁহারা জগৎব্রহ্মাণ্ডকে সেই একমাত্র ব্রহ্মচৈতন্যস্বরূপ অনুভব করিয়া এই সৃষ্টি সংসারকে সেই ব্রহ্মচৈতন্য হইতে অভিন্নজ্ঞানে সর্ব্বাবস্থায় সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব সমস্ত সমানভাবে বিবেচনা করেন ; তাঁহারা যে অবস্থাতেই থাকুন সেই ব্রহ্মচৈতন্যে অবস্থিত পরম যোগিরূপে অবস্থান করিয়া থাকেন ॥৩০-৩২॥ এই সমস্ত অনুভব হইলে রজোগুণে এইরূপ সংশয় হয় যে, এই দুর্দ্দমনীয় বলবান ইন্দ্রিয়োন্মত্তকারক মনের নিরোধ, বায়ু নিরোধের ন্যায় দুষ্কর ; সুতরাং চিত্তবৃত্তি নিরোধ দ্বারা উপরোক্ত প্রকার সৃষ্টি সংসারকে ব্রহ্মময় অনুভব করা নিতান্তই অসম্ভব ॥৩৩-৩৪॥ এইরূপ অবস্থায় কূটস্থচৈতন্যে নির্ভর করিলে অনুভব হয় যে, ধ্যান-ধারণা সমধ্যাত্মক সংযম অভ্যাস দ্বারা আত্মানন্দময় হইয়া বাহ্যবিষয় ভোগে বৈরাগ্য জন্মিলে এই দুঃসাধ্য চিত্তবৃত্তিনিরোধও সুন্দররূপে সিদ্ধ হইয়া থাকে ; কিন্তু সংযম অভ্যাস ব্যতীত এ অবস্থা দুষ্প্রাপ্য ॥৩৫-৩৬॥ ইহাতে রজগুণে এইরূপ প্রশ্নের উদয় হয় যে, শ্রদ্ধাযুক্ত সাধকগণ যোগক্রিয়াতে নিযুক্ত হইয়া চরমপদ লাভ করিবার পূর্বেই দেহত্যাগ করিলে তাঁহাদের কি গতি হয় ? তাহারা কি ভোগ কামনা হইতে বিরামের ইচ্ছাপ্রযুক্ত সৃষ্টি মধ্যেও জন্মগ্রহণ করিতে না পারায় ভোগ ও অপবর্গ উভয়ে বঞ্চিত হইয়া ছিন্ন মেঘের ন্যায় শূন্যমার্গে অবস্থান করে। কূটস্থচৈতন্য তোমার আশ্রয় ব্যতীত এ সংশয় নিরাকরণের উপায় নাই ॥৩৭-৩৯॥ এইরূপ বিবেচনা-পূর্ব্বক কূটস্থচৈতন্যে নির্ভর করিলে অনুভব হয় যে, দেহান্তে বা ইহজন্মে ক্রিয়াবান্ সাধকগণের কখনই দুর্গতি হয় না। তাঁহারা দেহান্তে আপন আপন চৈতন্যানুভূতির তারতম্যানুসারে দীর্ঘকাল আত্মানন্দে অবস্থানপূর্বক আপন অভীষ্ট সিদ্ধ্যার্থে সংসারের দুর্লভতর স্থানে অর্থাৎ কেহবা পরিশুদ্ধ

শ্রীমান যোগাপক্রমীদিগের গৃহে কেহবা যোগীদিগের গৃহে কেহবা যোগারূঢ় জ্ঞানিগণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন ॥৪০-৪২॥ তথায় আপন আপন পৌর্ব্বদৈহিক সংশুদ্ধ বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বৈদিক ক্রিয়াকলাপ অতিক্রমপূর্ব্বক সদ্গুরু আশ্রয়ে যোগক্রিয়ায় নিযুক্ত হয়েন ॥৪৩-৪৪॥ এই প্রকারে যোগিগণ জন্মজন্মান্তরে উত্তরোত্তর অধিক যত্নশীল হইয়া পরিশেষে সেই কৈবল্যপদ লাভ করিয়া থাকেন ॥৪৫॥ কঠোর তপ শাস্ত্রজ্ঞান বা বৈদিক ক্রিয়াকলাপ অপেক্ষা এই যোগক্রিয়া শ্রেষ্ঠ অতএব কূটস্থচৈতন্যে মনপ্রাণ সমর্পণপূর্বক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এই যোগক্রিয়ার সাধন কর্ত্তব্য ও ইহাই সর্বতোপ্রকারে উৎকৃষ্ট ॥৪৬-৪৭॥

ইতি যোগশাস্ত্রোপনিষৎ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার
ষষ্ঠাধ্যায়ে পাশ্চাত্য ও এতদ্দেশীয়
বিবিধশাস্ত্রসঙ্গত মীমাংসার
সহিত আধ্যাত্মিক
ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

বিজ্ঞানযোগঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥১॥

আমাতে আসক্ত চিত্ত সতত হইয়া। যোগ করে আমাকেও আশ্রয় করিয়া ॥
সন্দেহ নাহিক কিছু শুন উপদেশ। তাহাতে জানিবে তুমি সকল বিশেষ ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী কূটস্থচৈতন্যেনানুভূয়তে। হে পার্থ! ময়ি আত্মনি আসক্তমনাঃ অভিনিবিষ্টমনাঃ মদাশ্রয়ঃ আত্মনি অবতিষ্ঠন্ যোগং যুঞ্জন্ যোগক্রিয়াচরণ্ সন যথা যেন প্রকারেণ অসংশয়ং বিভূতিবলসমগ্রং শক্ত্যৈশ্বর্য্যাদিগুণসহিতং মাং চৈতন্যং জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু তদনুভূয় ॥১॥

ব্যাখ্যা। পূর্বোক্ত প্রকারে কূটস্থচৈতন্যে চিত্ত সংযত থাকিলে আরও অনুভব হয় যে, এইরূপে আত্মচৈতন্যে অবস্থানপূর্বক আত্মাভিনিবিষ্ট মনে যোগক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে পারিলে বিভূতি বল শক্তি ঐশ্বর্য্যাদি গুণসহ সেই সর্ব্বব্যাপী অনন্তচৈতন্য নিঃসংশয়ে অনুভূত হয়েন ॥১॥

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥২॥

শাস্ত্রতত্ত্ব জ্ঞান কহি সকলের সার। যা বুঝিলে জগতে বুঝিতে নাহি আর ॥৩॥

অহং কূটস্থচৈতন্য ইদং জ্ঞানং শাস্ত্রোক্তং সবিজ্ঞানং অনুভবসহিতং তে তুভ্যং অশেষতঃ সাকল্যেন বক্ষ্যামি অনুভবয়ামি। যৎ জ্ঞানং জ্ঞাত্বা ইহ সৃষ্টি মধ্যে ভূয়ঃ পুনঃ অন্যৎ জ্ঞাতব্যং পুরুষার্থসাধনং ন অবশিষ্যতে সর্ব্বজ্ঞো ভবতীত্যর্থঃ ॥২॥

ব্যাখ্যা। এইরূপে শাস্ত্রোক্ত জ্ঞেয় অনন্তচৈতন্যকে সাফল্যে অনুভব

করিতে পারিলে, সৃষ্টিমধ্যে কোন বস্তুই আর জানিবার অবশিষ্ট থাকে না; বিশ্বমণ্ডল করতলস্থ আমলকীবৎ আয়ত্ত হয় ॥২॥

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥৩॥

সহস্র সহস্র লোকে কোন ভাগ্যবান। ব্রহ্মজ্ঞানে যুক্তি পায় হয়ে সাবধান ॥
তার সহস্রেতে কেহ আমাকে জানয়। সর্ব্ব কর্ত্তা পরম ঈশ্বর সর্ব্বাশ্রয় ॥৩॥

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু অনেকেষু মধ্যে কশ্চিৎ সিদ্ধয়ে আত্মজ্ঞানার্থং যততি প্রযত্নং করোতি, যততাং তেষাং প্রযত্নশীলানাং সিদ্ধানাং শাস্ত্রার্থবিচারেণ আত্মজ্ঞানাং অপি মধ্যে কশ্চিৎ মাং অনন্ত-চৈতন্যং তত্ত্বতঃ যথাবৎ বেত্তি ॥৩॥

ব্যাখ্যা। সহস্র সহস্র মনুষ্যগণ মধ্যে কদাচিৎ একজন চৈতন্যবিষয় সিদ্ধান্তে প্রযত্নশীল হয়, এবং এইরূপ যত্নশীল বহু মনুষ্যগণ চৈতন্যপদার্থকে সিদ্ধান্ত দ্বারা জানিয়াও কদাচিৎ কেহ এই সর্ব্বপ্রকাশক কূটস্থচৈতন্যকে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অনুভব করিতে সক্ষম হয় ॥৩॥

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥৪॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥৫॥

পৃথিবী সলিল অগ্নি পবন গগন। মন বুদ্ধি অহঙ্কার এই অষ্ট জন ॥৪॥
ইহাকে প্রকৃতি বলি কহে সর্ব্ববেদ। ইহার পর বলি শুন প্রকৃতির ভেদ ॥
পরা প্রকৃতি বলি জানিও ইহাকে। আশ্রয় করিয়া আছে সংসার যাহাকে ॥৫॥

মে মম ইয়ং এব প্রকৃতিঃ জড়শক্তিঃ ভূমিঃ আপঃ অনলো বায়ুঃ খং ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোমাদি পঞ্চ, সূক্ষ্মভূতানি মনঃ বুদ্ধিঃ অহঙ্কারঃ চ এব ইতি অষ্টধা ভিন্না ভেদমাগতা ॥৪॥

ইয়ং প্রকৃতিঃ অপরা নিকৃষ্টা (জড়ত্বাৎ) কিন্তু ইতঃ অন্যাং মে মম পরাং প্রকৃষ্টাং জীবভূতাং প্রাণধারণনিমিত্তভূতাং প্রকৃতিং চৈতন্যপ্রকৃতিং বিদ্ধি জানিহি। যেন চৈতন্যপ্রকৃত্যা ইদম্ অচেতনং জগৎ ধার্য্যতে ॥৫॥

ব্যাখ্যা। যে দুইটি মূল প্রকৃতি দ্বারা এই বিশ্বমণ্ডল বিরচিত হইয়া

অবস্থান করিতেছে এই শ্লোকদ্বয়ে তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে।

এক্ষণে দর্শনশাস্ত্র এ বিষয়ের কিরূপ মীমাংসা করিয়াছে তাহা আলোচনা করিলে এইস্থান পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইতে পারে, এই নিমিত্ত সেই মীমাংসাগুলিন সংক্ষেপে নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে।

এতদ্দেশীয় ও পাশ্চাত্য দর্শন এবং বিজ্ঞানাদি সমস্ত শাস্ত্র দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, এই অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডবিশিষ্ট বিশ্বমণ্ডল দুই প্রকার মূল পদার্থ দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। একটি জড়পদার্থ (Matter) ও অপরটি চৈতন্যপদার্থ (Spirit)। ব্রহ্মচৈতন্য (God The Father) বা ব্রহ্ম-চৈতন্যাংশ ("Son") অথবা তাঁহার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকাশকভাব কূটস্থচৈতন্য (The Holy Ghost) সৃষ্টির অতীত (everexisting) নিত্যবস্তু। ব্রহ্ম-চৈতন্য বা তাঁহার অংশ জীব কিংবা তাঁহারই প্রকাশভাব মাত্র কূটস্থচৈতন্য (God, son, and Holy Ghost) এই তিনটি বস্তুতঃ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ নহে, একই পদার্থমাত্র; এবং (creation) সৃষ্টির মূল কারণ জড় ও চৈতন্য (Matter and Spirit) এই দুইটিও উহা হইতে পৃথক পদার্থ নহে, উহা-রই দুইটি প্রকৃতি বা শক্তিমাত্র।

এই জড়প্রকৃতি (Matter) স্বয়ং সৃষ্টিকার্য্যে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম হইয়াও পরমপুরুষ সন্নিধানে থাকাপ্রযুক্ত অয়স্কান্তমণি (চুম্বক) সন্নিহিত লৌহের ন্যায় চৈতন্যযুক্তা (spirited) হইয়া একটি নূতন পদার্থরূপে পরিণত হয়। এই নূতন পদার্থটিই সৃষ্টির প্রধান কারণ বা মহৎ তত্ত্ব। এই নিমিত্ত শাস্ত্র-কার মহাত্মগণ ইহাকে মহত্তত্ত্ব বলিয়া উল্লেখ করেন। যথা সাঙ্খ্যদর্শনে—

"সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থাং প্রকৃতিপ্রকৃতের্মহান্" ইত্যাদি ॥৫২॥
"তৎ সন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ" ॥৯৪॥ ইতি বিষয়াধ্যায়ঃ ॥

জড়প্রকৃতি এইরূপে চৈতন্যযুক্তা হইয়া মহত্তত্ত্বরূপে পরিণত হইলে, তাহাতে স্বতঃই অয়স্কান্তমণি (চুম্বক) সন্নিহিত লৌহের ন্যায় চৈতন্যাভি-মুখে গমন করিয়া চৈতন্যরূপে পরিণত হইবার একটি অধ্যবসায় বা উদ্যম উৎপন্ন হয়। শাস্ত্রকার মহাত্মগণ এই অধ্যবসায়যুক্ত মহত্তত্ত্বাংশকে "বুদ্ধি"

বলেন। ইহারই কার্য্য ধর্ম। চৈতন্যস্বরূপে স্বপ্রকাশাবস্থায় অবস্থানকে ধর্ম্ম বলে তাহা এই গ্রন্থে চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকের ব্যাখ্যাতে প্রকাশিত হইয়াছে। জীব এই অধ্যবসায়যুক্ত মহত্তত্ত্বাংশ বা বুদ্ধির ক্রিয়া সাহায্যেই চৈতন্যের স্বরূপত্ব অর্থাৎ কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই মহত্তত্ত্বেরই পূর্ব সংস্কার জড়ভাব দ্বারা উপরঞ্জিত অপরাংশের কার্য্য বিপরীত অর্থাৎ অধর্ম বা নানাপ্রকার সৃষ্টরস্তুরূপে পরিণতি। শাস্ত্রকার মহাত্মগণ মহত্তত্ত্বের এই বিপরীত ক্রিয়াযুক্ত অংশকেই "মন" বলিয়া থাকেন। এইরূপে একমাত্র চৈতন্যযুক্ত জড়প্রকৃতি বা মহত্তত্ত্বই অধ্যবসায়যুক্ত ধর্ম্মাত্মিকা রূপে "বুদ্ধি" ও জড়ভাবোপরঞ্জিত অধর্মাত্মিকা বা সৃষ্ট্যাত্মিকারূপে "মন" এই দুই নামে উক্ত হইয়া থাকে। যথা সাঙ্খ্যদর্শনে—

"অধ্যবসায়ো বুদ্ধিঃ ॥১৩॥" "তৎকার্য্যং ধর্ম্মঃ ॥১৪॥"
"মহদুপরাগাদ্বিপরীতং ॥১৫॥" ইতি প্রধান কার্য্যাধ্যায়ঃ ॥
"মহদাদ্যং কার্য্যং তন্মনঃ ॥৬৯॥" ইতি বিষয়াধ্যায়ঃ ॥

জড়প্রকৃতি চৈতন্যযুক্ত হইয়া এইরূপে উভয়াত্মক মহত্তত্ত্বরূপে পরিণত হইলে তাহাতে "আমি একটি পৃথক বস্তু" এইরূপ অভিমানের উদয় হয়। শাস্ত্রকার মহাত্মগণ জড়প্রকৃতির এই আভিমানিক চরম বা পরিণতিকে "অহঙ্কার" বলেন। যথা সাঙ্খ্যদর্শনে—

"চরমোঽহঙ্কারঃ ॥১০॥" ইতি বিষয়াধ্যায়ঃ ॥
"অভিমানোঽহঙ্কারঃ ॥১৬॥" ইতি প্রধান কার্য্যাধ্যায়ঃ ॥

এইরূপে গুণত্রয়ের (Neutralized) সাম্যাবস্থাপন্ন প্রকৃতি (Polarized) ধর্মাধর্মাত্মক অহঙ্কাররূপে পরিণত হওয়াতে তাহাতে সত্ত্ব (Neuter) রজ (Positive) এবং তমঃ (Negetive) এই ত্রিবিধ গুণের উদয় হয়; এবং এই রজোগুণটি ক্রিয়াশীলতাপ্রযুক্ত সত্ত্ব ও তম গুণের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। এইরূপে একমাত্র (Polarized) ধর্মাধর্মাত্মক অহঙ্কাররূপে পরিণত প্রকৃতি, সত্ত্ব, রাজসিক সত্ত্ব, রজ, রাজসিকতম এবং তমঃ এই পাঁচ প্রকার গুণযুক্ত হওয়াতে শাস্ত্রকার মহাত্মগণ এই প্রত্যেক গুণযুক্ত

অংশকে এক একটি পৃথক পৃথক নামে উল্লেখ করেন, অর্থাৎ তমগুণযুক্ত অংশকে "ক্ষিতি বা ভূমি", রাজসিক তমগুণযুক্ত অংশকে "অপ", রজগুণযুক্ত অংশকে "তেজ বা অনল", রাজসিক সত্ত্বগুণযুক্ত অংশকে "মরুৎ" এবং সত্ত্বগুণযুক্ত অংশকে "ব্যোম, আকাশ বা খ", এই পঞ্চ নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন। বেদান্তদর্শনে এইগুলিকে পঞ্চতত্ত্ব বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

এই অহঙ্কারবিকার বা পঞ্চতত্ত্বই পঞ্চ সূক্ষ্মভূতরূপে পরিণত হইয়া জগৎব্রহ্মাণ্ড গঠিত হইয়াছে। এই পঞ্চ সূক্ষ্মভূতগুলির পঞ্চ সাত্ত্বিকাংশের সমষ্টিতে একাদশেন্দ্রিয় মন; ও প্রত্যেকের পঞ্চ সত্ত্বগুণাংশে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ রজোগুণাংশে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় সৃষ্ট হইয়াছে; এবং প্রত্যেকের পঞ্চ তমগুণাংশ পঞ্চবিষয় বা পঞ্চতন্মাত্র পরস্পর পঞ্চীকরণ দ্বারা স্থূল ভূতরূপে উপরোক্ত একাদশেন্দ্রিয়ের ভোগের নিমিত্ত ভোগ্যস্বরূপে সৃষ্ট হইয়া এই বিশ্বমণ্ডলকে নানাপ্রকার আকারে সংগঠিত করিয়াছে। যথা—

"তৎকার্য্যত্বমন্যেষাম্ ॥৭১॥" ইতি সাঙ্খ্যদর্শনে বিষয়াধ্যায়ঃ ॥
"একাদশং পঞ্চতন্মাত্রং তৎকার্য্যম্ ॥১৭॥"
সাত্ত্বিকমেকাদশকং প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ ॥১৮॥
ইতি সাঙ্খ্যদর্শনে প্রধান কার্য্যাধ্যায়ঃ ॥
"গুণভাবাদ্যজামানো মহান প্রাদুর্বভূব হ ॥" ইতি বায়ুপুরাণে ॥
"সত্ত্বাংশৈঃ পঞ্চভিস্তেষাং ক্রমাদ্বৈন্দ্রিয়পঞ্চকং।
শ্রোত্রত্বগক্ষিরসন ঘ্রাণাখ্যমুপজায়তে ॥১৯॥
রজোঽংশৈঃ পঞ্চভিস্তেষাং ক্রমাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি তু।
বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থাভিধানানি জজ্ঞিরে ॥২১॥
তদ্ভোগায় পুনর্ভোগ্য ভোগায়তনজন্মনে।
পঞ্চীকরোতি ভগবান্ প্রত্যেকং বিষয়াদিকং ॥২৬॥"
ইতি পঞ্চদশ্যাং তত্ত্ববিবেকঃ ॥

এইরূপে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাপন্ন একমাত্র জড়প্রকৃতিই চৈতন্যযুক্ত হইয়া, অধ্যবসায়যুক্ত ধর্ম্মাত্মিকা "বুদ্ধি" তদ্বিপরীত সৃষ্ট্যাত্মক "মন" ও ধর্মাধর্ম উভয়াত্মক "অহঙ্কার" এবং উক্ত গুণত্রয়ের বৈষম্যপ্রযুক্ত ও ক্রিয়াশীল

রজোগুণতেজে "ক্ষিতি" "অপ্" "তেজ" "মরুৎ" ও "ব্যোম" এই আট প্রকার গুণযুক্ত হওয়ায় তদ্দ্বারা কার্য্য সম্পাদিত এই জগৎব্রহ্মাণ্ডের গঠন হইয়াছে। কিন্তু উপরোক্ত চৈতন্যশক্তির বর্ত্তমানতা হেতুই সৃষ্টির সমস্ত পরমাণুগুলি পর্য্যন্ত জীবন্তভাবে এই বিশ্বমণ্ডলকে নানাপ্রকারে সুগঠিত করিয়া রাখিয়াছে। ক্ষণকালমাত্র এই চৈতন্যশক্তির অভাব হইলেই জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমস্ত পরমাণু শক্তিহীন হয়, এবং এই অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড নির্মীলিত হইয়া বিশ্বমণ্ডল একেবারে শূন্যময় হইয়া যায়। অতএব এই অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডবিশিষ্ট বিশ্বমণ্ডল পূর্বোক্ত অষ্টগুণযুক্ত জড়শক্তির বিকারজনিত পদার্থে সংগঠিত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু এই চৈতন্যশক্তিকে অবলম্বন করিয়াই জীবন্তভাবে অবস্থান করিতেছে। মহর্ষি ব্যাসদেব উপরোক্ত ভাবটি এই দুইটী শ্লোকে যেরূপে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে ব্যাখ্যাত হইতেছে।

ভূমি, আপ, তেজ, বায়ু ও আকাশ এবং মন, বুদ্ধি, ও অহঙ্কার এই অষ্টপ্রকার ভাবযুক্ত জড়প্রকৃতি, যাহার বিকারজনিত পদার্থে এই জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড সংগঠিত হইয়াছে, তাহা অনন্তচৈতন্যের একটি সামান্য জড়শক্তিমাত্র; কিন্তু অপর একটি চৈতন্যশক্তি যাহা অবলম্বন করিয়া এই বিশ্বমণ্ডল জীবন্তভাবে অবস্থান করিতেছে, তাহাই সেই বিশ্বব্যাপী অনন্তচৈতন্যের পরমোৎকৃষ্ট শক্তি বলিয়া পরিচিত ॥৪॥৫॥

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥৬॥
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥৭॥

ইহা হতে জন্মে শুন যত ভূতগণ। আমাতেই লয় পায় এ তিন ভুবন ॥৬॥
আমা হতে শ্রেষ্ঠতর অন্য কিছু নয়। নিশ্চয় করিয়া ইহা জান ধনঞ্জয় ॥
আমাতে গ্রথিত হয়ে আছে ত্রিভুবন। সূত্রে গ্রথিত যেমন থাকে মণিগণ ॥৭॥

এতদ্‌যোনীনি এতে জড়চৈতন্যে প্রকৃতি যোনি কারণভূতে যেষাং তানি এতদ্‌যোনীনি প্রকৃতিদ্বয় যোনীনি সর্ব্বাণি ভূতানি ইতি উপধারয় জানীহি। এতে জড়চৈতন্যে প্রকৃতি অনন্ত-

চৈতন্যস্য শক্তিমাত্রাৎ অহং চৈতন্যং কৃৎস্নস্য সমস্তজগতঃ প্রভবঃ উৎপত্তিঃ তথা প্রলয়ঃ অপি ॥৬॥
হে ধনঞ্জয়! মত্তঃ চৈতন্যাৎ পরতরং জগতঃ সৃষ্টিসংহারয়োঃ কারণান্তরং অন্যৎ কিঞ্চিদপি ন অস্তি ইদং সর্ব্বং কৃৎস্নং জগৎ সূত্রে মণিগণা ইব ময়ি আত্মনি প্রোতং আশ্রিতম্ ॥৭॥

ব্যাখ্যা। যে জড়প্রকৃতির বিকারে এই জগৎব্রহ্মাণ্ডস্থ সমস্ত পদার্থ উদ্ভব হইয়াছে, এবং যে চৈতন্যপ্রকৃতি অবলম্বনপূর্বক প্রাণধারণ করিয়া অবস্থিত আছে, তদুভয়ই সেই সর্ব্বব্যাপী অনন্তচৈতন্যের শক্তিমাত্র; সুতরাং সেই অনন্তচৈতন্যই এই জগৎব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিস্থল এবং কালক্রমে বা কোনপ্রকারে এই প্রকৃতি বিকার নষ্ট হইলে এই জগৎব্রহ্মাণ্ড সেই অনন্তচৈতন্যেই বিলীন হইয়া থাকে; সুতরাং এই সর্ব্বব্যাপী অনন্তচৈতন্যেই এই অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়স্থানও হয়েন। অতএব এই বিশ্বমণ্ডলে কোন পদার্থই এই সর্ব্বব্যাপী অনন্তচৈতন্য হইতে শ্রেষ্ঠ নহে। সূত্রে গ্রথিত মণিগণের ন্যায় এ অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডবিশিষ্ট বিশ্বমণ্ডল সেই সর্ব্বব্যাপী অনন্তচৈতন্য অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে ॥৬॥৭॥

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥৮॥
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥৯॥
বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥১০॥

রস রূপে জলে থাকি চন্দ্রসূর্য্যে প্রভা। শুন হে পাণ্ডব আমি মনুষ্যেতে আভা ॥
চতুর্ব্বেদ মধ্যে থাকি প্রণব রূপেতে। শব্দ রূপে থাকি আমি গগন মধ্যেতে ॥৮॥
তপস্বীর তপস্যা সুখ যে পৃথিবীতে। অনলের তেজ আমি জীব সর্ব্বভূতে ॥৯॥
বুদ্ধিমানের বুদ্ধি হই সকল কারণ। তেজস্বীর তেজ আমি নিত্য সনাতন ॥১০॥

কেন প্রকারেণ আত্মনি ইদং সর্ব্বং জগৎ প্রোতং তদেব দর্শয়তি। হে কৌন্তেয় বহ্নিতত্ত্বম্! অহং কূটস্থচৈতন্যং সর্ব্বপ্রকাশকত্বাৎ অপ্সু তৎপ্রকাশকং রসতন্মাত্রং, শশিসূর্য্যয়োঃ তৎপ্রকাশিকা প্রভা, সর্ব্ববেদেষু তৎপ্রকাশকঃ প্রণবঃ খে আকাশে তৎপ্রকাশকং শব্দতন্মাত্রং নৃষু, তৎপ্রকাশকং পৌরুষং অস্মি এতদ্রূপেণ স্থিতঃ ইত্যর্থঃ ॥৮॥

পৃথিব্যাং চ তৎপ্রকাশকং পুণ্যং অবিকৃতং গন্ধতন্মাত্রং, বিভাবসৌ অগ্নৌ তৎপ্রকাশকং তেজঃ সর্ব্বভূতেষু সর্বেষু প্রাণিষু জীবনং প্রাণধারণমায়ুঃ, তপস্বিষু তপঃ দ্বন্দ্বসহনরূপং তপঃ অস্মি এতদ্রূপেণ স্থিতোঽহং কূটস্থচৈতন্যঃ ইতি ভাবঃ ॥৯॥

হে পার্থ বহ্নিতত্ত্ব ! বুদ্ধিমতাং তৎপ্রকাশিকা বুদ্ধিঃ বিবেকশক্তিরূপেন, তেজস্বিনাং তেজঃ তৎপ্রকাশকতেজরূপেন অহমস্মি কূটস্থচৈতন্যঃ অবস্থিত ইতিভাবঃ ; অতএব মাং কূটস্থচৈতন্যং সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বেষাং স্থাবরজঙ্গমানাং সনাতনং নিত্যবীজং কারণং বিদ্ধি জানিহি ॥১০॥

ব্যাখ্যা। উপরোক্ত বৃহৎব্রহ্মাণ্ড বিশ্বমণ্ডল হইতে তাহার সামান্যাংশ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ দেহের আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক সমস্ত পদার্থ ও সমস্ত ভাবগুলি পর্য্যন্ত এই সর্ব্বপ্রকাশক কূটস্থচৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত হইয়া বিরাজিত রহিয়াছে। এই কূটস্থচৈতন্য সর্ব্বব্যাপী আত্মজ্ঞানের প্রকাশক প্রণবের ন্যায়, সৃষ্ট জীব নরসমূহ মধ্যে তৎপ্রকাশক পৌরুষের ন্যায় এবং সূক্ষ্ম জগতের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাস্বরূপ চন্দ্রসূর্য্যাদির প্রকাশক প্রভার ন্যায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই কূটস্থচৈতন্য স্থূল সৃষ্টি মধ্যে অতি সূক্ষ্ম (Rarified) সর্ব্বব্যাপী আকাশের প্রকাশক শব্দতন্মাত্রের ন্যায়, ও তৈজসভূতসমূহের প্রকাশক তত্তত্তন্মাত্রগণের ন্যায়, এবং কঠিন (Solid) পৃথিবীর প্রকাশক বিশুদ্ধগন্ধ তন্মাত্রের ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে। এই কূটস্থচৈতন্য সমস্ত প্রাণীগণের প্রাণধারণ আয়ুর ন্যায়, তপস্বীদিগের শীত উষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহনরূপ তপের ন্যায়, বুদ্ধিমানগণের বিবেকশক্তির ন্যায়, তেজস্বীদিগের তেজের ন্যায়; এমনকি প্রলয়ান্তে এই বিশ্বমণ্ডলের পুনরুৎপত্তির কারণের ন্যায় তাহাতেও বিরাজিত রহিয়াছে ॥৮॥৯॥১০॥

বলং বলমতামস্মি কামরাগবিবর্জ্জিতম্ ।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥১১॥
যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে ।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥১২॥

বলবানের বল যে করে উপকার । সেই কাম আমি যাতে নাহি পরদার ॥১১॥
সাত্ত্বিক রাজস আর তামস যে ভাব । আমা হতে সে সবার হয় প্রাদুর্ভাব ॥
আমি সে সকলে নাই হই গুণাতীত । আমা হতে সর্ব বস্তু হয় প্রবর্ত্তিত ॥১২॥

হে ভরতর্ষভ বহ্নিতত্ত্ব ! অহং কূটস্থচৈতন্যঃ বলবতাং কামরাগবিবর্জ্জিতং বলং বিশুদ্ধবলমাত্রং এবং সর্ব্বেষু ভূতেষু ধর্ম্মাবিরুদ্ধঃ প্রকৃতিধর্ম্মদেহধারণমাত্রার্থোঽশনাদিবিষয়ঃ কামঃ অস্মি এতদ্রূপেণ স্থিতঃ ॥১১॥

সাত্ত্বিকাঃ রাজসাঃ চ তামসাশ্চ যে ভাবাঃ বুদ্ধিপরিণামাঃ তান্ সর্ব্বান্ এব মত্তঃ কূটস্থচৈতন্যাদেব জাতান্ (তৎপ্রকৃতিগুণত্রয়কার্য্যত্বাৎ) ইতি বিদ্ধি জানিহি ; তে সর্ব্বে ময়ি আত্মনি বর্ত্ততে, ন তু অহং কূটস্থচৈতন্যঃ তেষু তদ্বিকারঃ ভবতি ইত্যর্থঃ ॥১২॥

ব্যাখ্যা। বলবানগণের কামনা ও অনুরাগাদিশূন্য বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক বল ও সমস্ত জীবগণের প্রাকৃতিকধর্ম দেহধারণমাত্রোপযোগী আহারাদির ইচ্ছা এমনকি যে সমস্ত সাত্ত্বিক ও রাজসিক এবং তামসিকভাব দ্বারা এই জগৎব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হইতেছে তৎসমুদয়ই এই কূটস্থচৈতন্য অবলম্বনপূর্বক প্রকাশিত হইয়া অবস্থান করিতেছে ; কিন্তু কূটস্থচৈতন্য কাহারও বিনা অবলম্বনে নিত্য স্বতঃই বিরাজিত আছেন ॥১১॥১২॥

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥১৩॥

ত্রিগুণ স্বভাবে সব ভুলিয়া সংসার । আমারে না জানে আমি ত্রিগুণের পার ॥১৩॥

এভিঃ পূর্ব্বোক্তত্রিভিঃ ত্রিবিধৈঃ গুণময়ৈঃ সত্ত্বরজস্তমগুণবিকারৈর্ভাবৈঃ ইদং সর্ব্বং জগৎ জীবমাত্রং মোহিতং অবিবেকতামাপাদিতং সৎ এভ্যঃ গুণেভ্যঃ পরং অব্যয়ং নির্ব্বিকারং মাং চৈতন্যং ন অভিজানাতি ॥১৩॥

ব্যাখ্যা। জগৎব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবসকল পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ সত্ত্বরজতমোগুণের ভাব দ্বারা মোহাচ্ছন্ন থাকা হেতু এই সমস্ত গুণের অতীত সেই নির্ব্বিকার নিত্য চৈতন্যপদার্থ অনুভবে সমর্থ হয় না ॥১৩॥

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥১৪॥
ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥১৫॥

গুণময় মোর মায়া কে তরিতে পারে । সে তরে একান্তভাবে যে ভজে আমারে ॥১৪॥
মহাপাপী নরাধম মূঢ় যতজন । আমাকে স্মরণ করি না করে ভজন ॥

মায়াতে হরিয়া লয় তাহার চেতন। অসুর স্বভাবে তবে করয়ে ভ্রমণ ॥১৫।

এষা গুণময়ী সত্ত্বরজস্তমগুণাত্মিকা মম চৈতন্যস্য দৈবী অলৌকিকী মায়া হি নিশ্চিতং দুরত্যয়া দুস্তরা, তথাপি যে সাধকাঃ মামেব অব্যভিচারিণ্যা ভক্ত্যা প্রপদ্যন্তে ভজন্তি তে সাধকাঃ এতাং মায়াং তরন্তি এভ্যঃ পরং চৈতন্যমভিজানাতি ইত্যর্থঃ ॥১৪॥

মূঢ়াঃ বিবেকশূন্যাঃ দুষ্কৃতিনঃ পাপশীলাঃ নরাধমাঃ মায়য়া অপহৃতজ্ঞানঃ অপহৃতং প্রতিবন্ধং জ্ঞানং বিবেকসামর্থ্যং যেষাং তে আসুরং ভাবং দম্ভাদ্যাসুরস্বভাবং আশ্রিতাঃ প্রাপ্তাঃ সন্তঃ মাং চৈতন্যং ন প্রপদ্যন্তে ভজন্তি ॥১৫॥

ব্যাখ্যা। অজ্ঞান বিবেকশূন্য দুরাচারী পাপশীল অধম মানবগণ এই সত্ত্বরজতমোগুণময়ী দৈবশক্তিসম্পন্ন মায়া দ্বারা বিমুগ্ধ হওনানন্তর দম্ভাদি নানাপ্রকার আসুরিকভাব প্রাপ্ত হইয়া আত্মচৈতন্যানুভূতিতে বঞ্চিত হইয়া থাকে। যদিও এই ত্রিগুণময়ী দৈবশক্তিসম্পন্ন মায়া অতিক্রম করা অত্যন্তই দুষ্কর, কিন্তু যাঁহারা চৈতন্যপথ অবলম্বনপূর্ব্বক সদ্‌গুরুদত্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই মায়া অনায়াসে অতিক্রম করিয়া সেই নিত্যজ্ঞানানন্দস্বরূপ আত্মচৈতন্য অনুভবে সক্ষম হয়েন ॥১৪॥১৫॥

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥১৬॥

জগতে যে পুণ্যবন্ত লোক সদাচার। আমার ভজনা করে সে চারি প্রকার ॥
আর্ত্ত ভক্ত এক জিজ্ঞাসু হয় অন্য। অর্থকামী আর জ্ঞানী অতি বড় ধন্য ॥১৬॥

হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন তত্ত্বপ্রধান বহ্নিতত্ত্ব! আর্ত্তঃ আপন্নঃ জিজ্ঞাসুঃ আত্মজ্ঞানেচ্ছুঃ অর্থার্থী ভোগসাধনভূতার্থপ্রেপ্সুঃ জ্ঞানী আত্মতত্ত্ববিৎ এতে চতুর্ব্বিধাঃ সুকৃতিনঃ পুণ্যকর্ম্মাণঃ জনাঃ মাং অনন্তচৈতন্যং ভজন্তে তদর্থং ক্রিয়াং কুর্ব্বন্তি ॥১৬॥

ব্যাখ্যা। রোগে সন্তপ্ত, ভোগে আসক্ত, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, এবং জ্ঞানী, মানব মধ্যে এই চতুর্ব্বিধ পুণ্যবান চৈতন্যপথ অবলম্বন করিয়া থাকেন ॥১৬॥

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥১৭॥
উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥১৮॥

দুঃখ শান্তি লাগি যেবা করয়ে ভজন। আত্মভক্ত মধ্যে তারে করিয়ে গণন ॥
ইহাতে প্রসিদ্ধ ভক্ত আছেন ভজেন্দ্র। জিজ্ঞাসু মোক্ষার্থ সনক প্রভৃতি মুনীন্দ্র ॥
অর্থার্থী বিষয় লোভে যে করে আশয়। তাহাতে প্রধান ভক্ত ধ্রুব মহাশয় ॥
আমাতে সতত মনোযোগ থাকে যার। সেই এক মোক্ষজ্ঞান ভক্ত নাম তার ॥
ভকত জনার প্রিয় আমি বড় হই। আমার অধিক প্রিয় নাহি তাহা বই ॥
আমার সকল ভক্ত হয়ত উত্তম। জ্ঞানী ভক্ত নিষ্কাম কেবল আত্মসম ॥১৭॥১৮॥

তেষাং চতুর্ণাং মধ্যে নিত্যযুক্তঃ সদা চৈতন্যযুক্তঃ একভক্তিঃ একস্মিন্ আত্মনি এব ভক্তিঃ যস্য সঃ জ্ঞানী আত্মতত্ত্ববিৎ বিশিষ্যতে বিশিষ্টঃ উত্তমঃ ভবতি। হি যস্মাৎ আত্মতত্ত্ববিদঃ সকাশে অহং চৈতন্যম্ অত্যর্থম্ অত্যন্তং প্রিয় সদা প্রকাশমানং, সঃ আত্মতত্ত্ববিচ্চ মম চৈতন্যস্য প্রিয়ঃ সদা আত্মনি অবতিষ্ঠতে ইতিভাবঃ ॥১৭॥

এতে সর্ব্বে চতুর্ব্বিধাঃ সাধকাঃ এব উদারাঃ উৎকৃষ্টাঃ, তু কিন্তু এতেষাং মধ্যে জ্ঞানী আত্মচৈতন্যজ্ঞঃ সাধকঃ আত্মৈব আত্মচৈতন্যম্ এব ভবতি ইতি মে মতং নিশ্চয়ং হি যস্মাৎ স যুক্তাত্মা আত্মনি সমাহিতঃ সাধকঃ অনুত্তমাং সর্ব্বোৎকৃষ্টাং গতিং মাং অনন্তচৈতন্যং আস্থিতঃ আশ্রিতবান্ ॥১৮॥

ব্যাখ্যা। জীবনের সারপদার্থ চৈতন্যপথ অবলম্বন করা হেতু এই চতুর্ব্বিধ সাধকই উৎকৃষ্ট। কিন্তু তন্মধ্যে যিনি শাস্ত্রাদিতে এবং সদ্‌গুরুবাক্যে আত্মবিষয় শ্রবণ, মনন, এবং নিদিধ্যাসন দ্বারা পরোক্ষে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া এই চৈতন্যপথ অবলম্বন করেন, তিনি আত্মচৈতন্যকে একমাত্র ভক্তির পদার্থ ও পরমগতি জানিয়া অত্যন্ত ভালবাসার ন্যায় তাহাতেই সমস্ত প্রীতি সমর্পণ করিয়া সদাসর্ব্বদা তদাশ্রয়পূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে অবস্থানানন্তর সেই অনন্তচৈতন্যের স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়েন ॥১৭॥১৮॥

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥১৯॥

বহু জন্ম পরে জ্ঞানী হয়ে পায় মোরে। সর্ব্বময় হয়ে আমি আছি চরাচরে ॥
হেন মহাবুদ্ধি ভক্ত দুর্লভ সংসারে। বিষয়েতে মুগ্ধ লোক কে বুঝিতে পারে ॥১৯॥

বহূনাং জন্মনাং কিঞ্চিৎ চৈতন্যপ্রকাশেন অন্তে চরমে বাসুদেবঃ সর্ব্বং ইতি জ্ঞানবান্ সর্ব্বমিদং তদনন্তচৈতন্যরূপেনানুভূয় যঃ মাং প্রপদ্যতে আত্মচৈতন্যে সমাহিতঃ ভবতি স মহাত্মা এবমত্যন্তশুদ্ধান্তঃকরণযুক্তঃ জীবন্মুক্তঃ সাধকঃ সুদুর্লভঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টঃ তৎ সমঃ অন্যঃ নাস্তি ইত্যর্থঃ ॥১৯॥

ব্যাখ্যা। জীবগণ পূর্ব পূর্ব বহুজন্মের সাধনবলে উপরোক্ত প্রকারে

পরোক্ষে এই চরাচর জগৎব্রহ্মাণ্ডকে একমাত্র ব্রহ্মচৈতন্যময় বুঝিতে পারিয়া সদ্‌গুরুকৃপালব্ধ চৈতন্যপথ অবলম্বন করিয়া থাকেন। এরূপ মহাত্মা সংসারে বড়ই তুর্লভ ॥১৯॥

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥২০॥

ধন পুত্র লোভে নষ্ট হইয়া চেতন । অন্য দেব ভজে জীব করিয়া যতন ॥
বলি পূজা উপবাস যার যে যে বিধি । পূর্ব্ব ধর্ম্ম বশে করে জীবন অবধি ॥২০॥

জীবাঃ স্বয়া প্রকৃত্যা স্বীয়য়া পূর্ব্বাভ্যাসজনিতসংস্কারেণ নিয়তাঃ বশীভূতাঃ সন্তঃ তৈঃ তৈঃ ত্রিভিগুণময়ীভিঃ বাসনাভিঃ হৃতজ্ঞানাঃ অপহৃতবিবেকাঃ সন্তঃ তং তং নিয়মং তত্তদ্বাসনাপূরণে প্রসিদ্ধং নিয়মং আস্থায় আশ্রিত্য অন্যদেবতা অনন্তচৈতন্যাৎ অন্যা দেহাধিষ্ঠাতৃক্ষুদ্রদেব চৈতন্য মধ্যে কেচিৎ কাঞ্চিদেব প্রপদ্যন্তে ভজন্তে ॥২০॥

ব্যাখ্যা। জীবগণ আপন সংস্কারজনিত প্রকৃতির বশীভূত থাকা-প্রযুক্ত, তৎপ্রকৃতিসমুদ্ভূত নানাপ্রকার কামনাতে হতবুদ্ধি হইয়া ঐ সমস্ত বাসনা পূরণার্থ নানাপ্রকার নিয়মাদি অবলম্বনপূর্ব্বক শরীরস্থ কোন ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত বা অপর ক্ষুদ্র চৈতন্যাংশের স্ফূর্ত্তি সম্পাদনে যত্নশীল হইয়া থাকে ॥২০

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধার্চ্চিতুমিচ্ছতি ।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥২১॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে ।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥২২॥

যে যে তনু আমারে ভজিতে যে যে ভক্ত । বাসনা করয়ে সদা হয়ে অনুরক্ত ॥
তার দৃঢ় মন শ্রদ্ধা জন্মাইত তথন । সেই শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে করে আরাধন ॥৩১॥
সে সব দেবের আমি হই অন্তর্য্যামী । অতএব সবাকার ফলদাতা আমি ॥২২॥

যো যঃ কামী শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ পূর্ব্বাভ্যাসজনিতবাসনাবলেন ভক্ত্যা যুক্তঃ সন্ যাং যাং তনুং দেহাধিষ্ঠাতৃ ক্ষুদ্রচৈতন্যং অর্চ্চিতুং ইচ্ছতি সেবিতুং প্রবর্ত্ততে তস্য তস্য কামিনাং তাং অচলাং স্থিরাং মত্তনুবিষয়াং চৈতন্যাংশ বিষয়াং শ্রদ্ধাং এব অহংসংবিদধামি সা শ্রদ্ধা এব তদনন্তচৈতন্যাৎ প্রকাশিতা ভবতি ॥২১॥

স কামী তয়া দৃঢ়য়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ সন্ তস্য অনন্তচৈতন্যাংশ দেহাধিষ্ঠিত ক্ষুদ্রদেবচৈতনাস্য

আরাধনং ঈহতে চেষ্টতে ; ততশ্চ তস্মিনকালে চ হি নিশ্চিতং ময়া অনন্তচৈতন্য নৈব অন্তর্যামিত্বেন তান্ বিহিতান্ নির্ম্মিতান্ কামান লভতে ॥২২॥

ব্যাখ্যা। এই প্রকারে জীবগণের মন, আপন বাসনানুযায়ী ফল-লাভার্থে শরীরস্থ কোন ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ বা অপরাপর চৈতন্যাংশের প্রতি ভক্তিযুক্ত হইয়া তৎস্ফূর্ত্তি সম্পাদনে ইচ্ছাযুক্ত হইলে, অর্থাৎ মনের সত্ত্বময় অবস্থা (Neutralized state) পরিবর্ত্তিত হইলে রজো আদি গুণ দ্বারা বেগযুক্ত (Polarized) হইলে, কূটস্থচৈতন্য দ্বারা জীবের মনে তদুপযোগী শ্রদ্ধা প্রকাশিত হইয়া তৎক্ষুদ্রাংশ চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি সম্পাদনে জীবগণকে ক্ষমতা প্রদান করে। এইরূপে কূটস্থচৈতন্য দ্বারা ক্ষমতাপন্ন হইয়া তত্তৎ কার্য্য সম্পাদনানন্তর জীবগণ যে সকল অভিলষিত ফলপ্রাপ্ত হয়েন, তাহাও জীবের মনের তৃপ্তিসাধনার্থ, অর্থাৎ পুনরায় প্রকৃত অবস্থায় স্থাপনার্থ, কূটস্থ-চৈতন্য কর্ত্তৃকই প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৭০ শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে প্রকাশিত হইয়াছে ॥২১॥২২॥

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্ ।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্ত্যা যান্তি মামপি ॥২৩॥

আমারে না ভজে যে যে দুর্ম্মতি সকল । তাহারা সকলে পায় অনিত্য ক্ষুদ্রফল ॥
যেজন যে দেব ভজে সেই তাঁরে পায় । যে ভজে আমাকে সেই মম ধামে যায় ॥২৩॥

তেষাং অল্পমেধসাং অল্পবুদ্ধীনাং তৎফলং দেবতারাধনফলং ময়া বিহিতমপি অন্তবৎ বিনাশী ভবতি ন তু মদ্ভক্তানাং বিবেকিনামিব অনন্তং ভবতি ইত্যর্থঃ। যতঃ দেবযজঃ ইন্দ্রিয়াদ্যধিষ্ঠাতৃ দেবারাধনপরাঃ দেবান্ যান্তি তত্তদিন্দ্রিয়ভোগজনিতসুখং প্রাপ্নুবন্তি, অপিতু মদ্ভক্তা কূটস্থচৈতন্যস্থ-সাধকাঃ মাং যান্তি নিত্যমন জ্ঞানানন্দং প্রাপ্নুবন্তি ॥২৩॥

ব্যাখ্যা। এই সকল কামনাপরায়ণ জীবগণ আপন আপন অভি-লষিত দেবলোক প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ শরীরস্থ কোন ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ বা অপর কোন অংশ চৈতন্যে অবস্থানপূর্ব্বক তাহার আত্যন্তিক স্ফূর্ত্তি সম্পাদন দ্বারা অভিলষিত ভোগসুখে সুখী হইলে, ক্ষণকাল পরেই শরীরস্থ সমস্ত অধিষ্ঠানের বা দৈবশক্তির সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া পুনরায় দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকে। কিন্তু নিষ্কাম আত্মচৈতন্যস্থ সাধকগণ নিত্যজ্ঞানানন্দময় অনন্তচৈতন্যের

প্রকাশ দ্বারা শরীরস্থ সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি এবং অপরাপর স্থানে অধিষ্ঠিত দেবচৈতন্যের সামঞ্জস্য ও সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি সম্পাদনপূর্বক অনন্তকাল নিত্যানন্দে অবস্থান করেন ; এইরূপ আনন্দ নষ্ট হইবার আর কোন সম্ভাবনাই থাকে না ॥ ২৩॥

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥২৪॥

অব্যক্ত আমারে সব অল্প বুদ্ধি জানে । অবতাররূপে মোরে ব্যক্ত করি মানে ॥
ইহার কারণ এই শুন দিয়া মন । আমার পরমতত্ত্ব না জানে কখন ॥২৪॥

অবুদ্ধয়ঃ অবিবেকিনঃ মম চৈতন্যস্য অব্যয়ং নিত্যং অনুত্তমং (ন বিদ্যতে উত্তমো যস্মাৎ) সর্ব্বোৎকৃষ্টং পরং ভাবং পরমাত্মস্বরূপমজানন্তঃ মাং অব্যক্তং অপ্রকাশং ব্যক্তিং ইদানীং দেহাবচ্ছেদেন প্রকাশং গতং ইতি মন্যতে ॥২৪॥

ব্যাখ্যা। অজ্ঞ মানবগণ অনন্তচৈতন্যের সর্বোৎকৃষ্ট অব্যয়ভাব অনুভব করিতে না পারিয়া চৈতন্যকে কখন প্রকাশ ও কখন বা অপ্রকাশ বিবেচনা করে ॥২৪॥

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥২৫॥

প্রকাশ রূপেতে থাকি ভক্তের নিকটে । অন্যের সাক্ষাতে আমি থাকি অকপটে ॥
জন্মাদি হ্রাসবৃদ্ধি রহিত আমারে । যোগমায়া বলে মূঢ় না জানিতে পারে ॥২৫॥

তদজ্ঞানস্য হেতুমাহ । অহং অনন্তচৈতন্যঃ যোগমায়াসমাবৃতত্বাৎ সর্ব্বস্য লোকস্য সকাশে ন প্রকাশঃ । তস্মাৎ অয়ং মূঢ়ঃ অবিবেকী লোকঃ মাং অনন্তচৈতন্য অজং অব্যয়ং অনাদ্যনন্তং ন অভিজানাতি ॥২৫॥

ব্যাখ্যা। এই মায়াযোগে উৎপন্ন নানাপ্রকার সৃষ্টপদার্থের দ্বারা সেই অনন্তচৈতন্য আবৃত থাকা হেতু অজ্ঞলোকে তাঁহার উৎপত্তি বিনাশশূন্য অব্যয়ভাব অনুভবে সক্ষম হয় না ॥২৫॥

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন ।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন ॥২৬॥

আমি জানি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান । আমারে না জানে কেহ শুন বলরাম ॥২৬॥

হে অর্জ্জুন বহ্নিতত্ত্ব ! অহং অনন্তচৈতন্যং সমতীতানি সম্যাগ্ বিনষ্টানি বর্ত্তমানানি চ ভবিষ্যাণি চ অতএব ত্রিকালবর্ত্তীনি ভূতানি স্থাবরজঙ্গমানি সর্ব্বাণি বেদঃ, তু কিন্তু কশ্চন মদ্ভক্তং বিনা কোঽপি মাং চৈতন্যং ন বেদ মায়ামোহিতত্বাৎ ॥২৬॥

ব্যাখ্যা। সেই অনন্তচৈতন্যেই এই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্ত ভূতগণের উৎপত্তি ও বিলয় কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে ; তথাপি তাহারা কেহই এই অনন্তচৈতন্যকে অনুভব করিতে পারে না ॥২৬॥

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত ।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥২৭॥

স্থূলদেহে জন্মিল তাহার সুখ লাগি । সব জীব ইচ্ছা করে হয়ে অনুরাগী ॥
দুঃখহেতু তাহার বিষয়ে জন্মে দ্বেষ । স্বচেষ্টাতে জ্ঞান নাশে সুখ দুঃখ ক্লেশ ॥
আমি সুখী দুঃখী হই এই মোহজালে । পড়িয়া ভ্রময়ে জীব গ্রস্ত হয়ে কালে ॥২৭॥

হে পরন্তপ ভারত শত্রুতাপন ইন্দ্রিয়বিজয়ী বহ্নিতত্ত্ব ! সর্গে সৃষ্টিমধ্যে স্থূলদেহোৎপত্তৌ ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন তদানুকূলে ইচ্ছা তৎপ্রতিকূলে দ্বেষ ইত্যাদিভ্যাং সমুত্থঃ সমুদ্ভূতঃ তেন শীতোষ্ণসুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বনিমিত্তেন মোহেন সর্ব্বভূতানি সর্ব্বাণি এব ভূতানি সম্মোহং যান্তি অহং সুখী দুঃখী ইত্যাদি গাঢ়তরমভিনিবেশং প্রাপ্নুবন্তি ॥২৭॥

ব্যাখ্যা। জীবগণ সৃষ্টি মধ্যে স্থূলশরীরবিশিষ্ট হইয়া তত্তৎ দেহের অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ এবং প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষাদি দ্বারা নানাপ্রকার শীতোষ্ণসুখদুঃখে বিমোহিত হইয়া আছে ॥২৭॥

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥২৮॥

যেই পুণ্যবন্ত লোক যার নাই পাপ । শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ নাহি তার পাপ ॥
দৃঢ়ভক্তি রূপে মোরে করয়ে ভজন । অনায়াসে যায় সেই বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥২৮॥

যেষাং পুণ্যকর্ম্মণাং (সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং আত্মচৈতন্যপ্রকাশকক্রিয়াচরণশীলানাং) জনানাং সাধকানাং পাপং চৈতন্যাবরণং অন্তগতং বিনষ্টং তে সাধকাঃ দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তাঃ রাগদ্বেষাদিদ্বন্দ্বনিমিত্তেন মোহেন বিনির্ম্মুক্তাঃ দৃঢ়ব্রতাঃ একান্তিনঃ সন্তঃ মাং চৈতন্যং ভজন্তি ॥২৮॥

ব্যাখ্যা। সদ্গুরূপদিষ্ট ক্রিয়াবান সাধকগণ মধ্যে যাঁহারা আপন

চৈতন্যাবরণ বিনষ্ট করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই উপরোক্ত শীতোষ্ণ সুখ-দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বসমূহ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া একান্তচিত্তে সেই অনন্তচৈতন্যে অবস্থান করিতে সক্ষম হয়েন ॥২৮॥

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে ।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্মচাখিলম্ ॥২৯॥

জন্ম আর জরা মৃত্যু জিনিবার লাগিয়া । সর্ব্বদা ভজন করে আমাকে ভাবিয়া ॥
পরে পরে পরব্রহ্ম তাঁহারে জানিয়া । অনায়াসে সব জিনে আত্মজ্ঞানী হৈয়া ॥২৯॥

জরামরণমোক্ষায় জরামরণাদিবিবিধদুঃসহসংসারদুঃখনিরাসায় যে সাধকাঃ মাং চৈতন্যং আশ্রিতাঃ (চৈতন্যে সমাহিতচিত্তাঃ সন্তঃ) যতন্তি ক্রিয়াং কুর্ব্বন্তি তে, ক্রমেণ শুদ্ধান্তঃকরণাঃ সন্তঃ শুদ্ধং পরং ব্রহ্ম তথা তৎকূটরং অধ্যাত্মং জগৎকারণমায়াধিষ্ঠিতং আত্মানম্ অখিলং কর্ম্ম চ তৎসাধনভূতরহস্যক্রিয়া চ বিদুঃ জানন্তি ॥২৯॥

ব্যাখ্যা। যাঁহারা জরামরণাদি নানাপ্রকার দুঃসহ সংসারযন্ত্রণা হইতে মুক্তিপ্রাপ্তির নিমিত্ত, সেই নিত্যজ্ঞানানন্দময় অনন্তচৈতন্যে আশ্রয়-পূর্ব্বক তাঁহাতেই অবস্থান করেন, তাঁহারা ক্রমশঃ শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া ব্রহ্ম-চৈতন্যকে এই সমস্ত জগৎব্রহ্মাণ্ডের আত্মাস্বরূপে অনুভব করিয়া তৎসাধন-ভূত সমস্ত ক্রিয়া অবগত হয়েন ॥২৯॥

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥৩০॥

দৈবে আর যজ্ঞে এবং সর্ব্ব ভূতগণে। বিশেষ রূপেতে যে যে আমাকেই জানে ॥
তাহাদের মৃত্যুকালে কিছু নাহি দায়। অনায়াসে তারা সবে আমাকেই পায় ॥৩০॥

যে সাধকাঃ সাধিভূতাধিদৈবং সাধিযজ্ঞঞ্চ সর্ব্বভৌতিকদেহং অধিকৃত্য প্রকাশমানং তদন্তর্ভূত-সূক্ষ্মদৈবতেজোপাধিকৃত্য প্রকাশমানং সর্ব্বসদ্গুরূপদিষ্টক্রিয়ায়াং প্রকাশমানঞ্চ যং চৈতন্যং তেন সহ মাং কূটস্থচৈতন্যং বিদুঃ জানন্তি তে যুক্তচেতসাঃ চৈতন্যবৃত্তাঃ সমাহিতচিত্তাঃ সাধকোত্তমাঃ প্রয়াণ-কালে দেহত্যাগসময়েঽপি মাং অনন্তচৈতন্যং বিদুঃ অনুভবন্তি ॥৩০॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং পদবোধিনীবৃত্তৌ সপ্তমোধ্যায়ঃ ।

ব্যাখ্যা। এইরূপে যাঁহারা পাঞ্চভৌতিক স্থূল এবং সূক্ষ্মাদি দেহা-

ধিষ্ঠিত ও সর্বক্রিয়াধিষ্ঠিত সেই নিত্য জ্ঞানানন্দময় অনন্তচৈতন্য অনুভবে সক্ষম হয়েন ; তাঁহারাই সর্বদা আত্মচৈতন্যে অবস্থিত থাকাহেতু শরীরত্যাগ-কালে সেই অনন্তচৈতন্যকে অনুভব করিয়া নিত্যানন্দময় হইয়া থাকেন ॥৩০॥

সংক্ষিপ্ত বিবরণ ।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কূটস্থে চিত্তসংযত থাকিলে অনুভূত হয় যে, জগতে অতি অল্প লোকেই আত্মচৈতন্যপ্রকাশে যত্নবান হয়েন কদাচিৎ একজন তাহাতে সক্ষম হইতে পারেন। তিনি যে প্রকার সেই অনন্তচৈতন্যকে ঐশ্বর্য্যাদিসহ জ্ঞাত হইয়া জগৎব্রহ্মাণ্ডস্থ সমস্ত বিষয় অবগত হয়েন তাহা বিবৃত হইতেছে ॥১-৩॥ সৃষ্টি সংসার সমস্ত সেই অনন্তচৈতন্যের একটি সামান্য জড়প্রকৃতির ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম ও মন বুদ্ধি এবং অহ-ঙ্কার এই আট প্রকার ভাব দ্বারা সংগঠিত হইয়া তাহারাই অপর একটি উৎকৃষ্ট চৈতন্যপ্রকৃতি অবলম্বনপূর্ব্বক জীবন্তভাবে অবস্থান করিতেছে। এই উভয় প্রকৃতিই সেই অনন্তচৈতন্য হইতে উদ্ভব হইয়াছে এবং তাঁহাতেই বিলীন হইয়া থাকে ; তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিশ্বমণ্ডলে আর কিছুই নাই, সূত্রে গ্রথিত মণিগণের ন্যায় এই বিশ্বমণ্ডল তাঁহাতেই অবস্থান করিতেছে ॥৪-৭॥ এই কূটস্থচৈতন্য সৃষ্টিমধ্যে স্থূল ভূতসকলের প্রকাশক তত্তৎ শব্দাদি তন্মাত্রের ন্যায় ও সূক্ষ্মভূতের অধিষ্ঠাতৃদেবতাস্বরূপ চন্দ্রসূর্য্যাদির প্রকাশক প্রভার ন্যায়, প্রাণিগণের প্রাণ, বলবানের বল, জীবগণের দেহপ্রকাশক ইচ্ছা অর্থাৎ আয়ু এবং নরগণের পৌরুষ ও আত্মজ্ঞানের প্রকাশক প্রণবের ন্যায় সর্বপ্রকাশকরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, এমনকি প্রলয়ান্তেও এই বিশ্বমণ্ডলের পুনঃপ্রকাশক বীজস্বরূপে তিনিই অবস্থান করেন। এই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কারক সত্ত্ব রজ ও তমগুণসমূহ পর্য্যন্ত সেই কূটস্থচৈতন্য হইতে প্রকাশিত হইতেছে কিন্তু তিনি নিত্য নির্ব্বিকারভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন ॥৮-১২॥ অজ্ঞ মানবগণ এই মায়িক গুণত্রয়ে বিমুগ্ধ হইয়া আসুরিকভাবে আত্ম-চৈতন্যানুভূতিতে বঞ্চিত হইয়া থাকে। এই ত্রিগুণময়ী মায়া দুস্তরণীয় হইলেও সদ্গুরূপদেশমত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা অনায়াসে ইহাকে অতিক্রম

করা যায় ॥১৩-১৫॥ রোগী, ভোগাকাঙ্ক্ষী, তত্ত্বজিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী এই চতুর্ব্বিধ মানবগণ উৎকৃষ্ট, ইহারা চৈতন্যপথ অবলম্বন করে ; তন্মধ্যে জ্ঞানিগণ সর্বোৎকৃষ্ট এইরূপ জন্ম সংসারদুর্লভ, বহুজন্মের সংস্কারপ্রযুক্ত তাঁহারা আত্মচৈতন্যে সমস্ত প্রীতি ও ভক্তির সহিত সর্বদা সমাহিত থাকায় অনায়াসে অনন্তচৈতন্যের স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়েন ॥১৬-১৯॥ জীবগণ আপন আপন সংস্কারজনিত কামনা দ্বারা বিমোহিত হইয়া তাহার পূরণার্থ আত্মচৈতন্য দ্বারা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া, শরীরস্থ কোন ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত বা অপর কোন ক্ষুদ্রচৈতন্যাংশের অত্যন্ত স্ফূর্ত্তি সম্পাদনানন্তর আত্মচৈতন্যে তজ্জনিত আনন্দভোগ করে। তাহাতে শরীরস্থ দৈবশক্তির সামঞ্জস্য বিনষ্ট হইয়া শীঘ্রই দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইতে হয় ; কিন্তু আত্মচৈতন্যের প্রকাশে শরীরস্থ ইন্দ্রিয়াদি সমস্ত অংশ চৈতন্যের সামঞ্জস্যভাবে স্ফূর্ত্তি হইয়া জ্ঞানানন্দ নিত্য ও অনন্ত হয় ॥২০-২৩॥ মানবগণ মায়াযোগে সৃষ্টপদার্থ দ্বারা শরীরবিশিষ্ট হইয়া তদ্দেহের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে রাগ এবং দ্বেষাদি দ্বারা বিমুগ্ধ থাকাহেতু এই বর্ত্তমান, অতীত ও অনাগত ভূতসকলের উৎপত্তি বিলয়স্থান সেই নির্ব্বিকার অনন্তচৈতন্য অনুভব করিতে না পারিয়া তাঁহার অভাব ও ভাব বিবেচনা করে ॥২৪-২৭॥ ক্রিয়াবান সাধকগণ যাঁহাদের চৈতন্যাবরণ বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা জরামরণাদি সংসারযন্ত্রণা হইতে মুক্তির নিমিত্ত একান্ত সমাহিতচিত্তে আত্মচৈতন্যে আশ্রয়পূর্ব্বক অধিভূত অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত সেই ব্রহ্মচৈতন্য ও সমস্ত অধ্যাত্ম এবং তৎসাধনভূত ক্রিয়াসকল অবগত হইয়া নিত্যজ্ঞানানন্দময়ভাবে দেহপরিত্যাগ করেন ॥২৮-৩০॥

ইতি যোগশাস্ত্রোপনিষৎ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার
সপ্তম অধ্যায়ে পাশ্চাত্য ও এতদ্দেশীয়
বিবিধশাস্ত্রসঙ্গত মীমাংসার
সহিত আধ্যাত্মিক
ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

তারকব্রহ্মযোগঃ।

অর্জুন উবাচ।

কিং তদ্ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥১॥
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥২॥

ব্রহ্ম সে কেমন বস্তু অধ্যাত্ম কিরূপ। কর্ম্ম কিবা অধিভূত কেমন স্বরূপ ॥
অধিদৈব কার নাম ওহে দয়াময়। কৃপা করি উপদেশ কর মহাশয় ॥১॥
মৃত্যুকালে স্থির বুদ্ধে জানিতে তোমারে। কেমনে সামর্থ্য হয় কহিবা আমারে ॥২॥

অর্জ্জুন উবাচ বহ্নিতত্ত্বেনানুভূয়তে। হে পুরুষোত্তমচৈতন্যশ্রেষ্ঠ! তদব্রহ্ম তৎপরং অনন্তচৈতন্যং কিম্, অধ্যাত্মং কৃৎস্নজগৎকারণমায়াধিষ্ঠানং চৈতন্যং কিম্, কর্ম্ম তৎসাধনভূতকর্ম্ম কিম্ প্রোক্তং, আদিভূতং স্থূলভূতাধিষ্ঠাতৃচৈতন্যং কিম্, অধিদৈবঞ্চ তদন্তর্ভূতসূক্ষ্মদৈবতেজোঽপাধিষ্ঠাতৃচৈতন্যং কিম্ উচ্যতে তত্ত্বদর্শিভিঃ ইতিভাবঃ ॥১॥

অত্র বিশ্বমণ্ডলে অধিযজ্ঞঃ কঃ, সদ্গুরুদত্তক্রিয়ায়াং অধিষ্ঠিতঃ চৈতন্যঃ কঃ, অস্মিনদেহে কথং কেন ভাবেন স্থিতঃ। হে মধুসূদন! কথং কেন প্রকারেণ চ নিয়তাত্মভিঃ সমাহিতসাধকৈঃ প্রয়াণকালে দেহত্যাগসময়ে অপি জ্ঞেয়োঽসি তন্নিষ্ঠাজ্ঞানানন্দোঽনুভূতঃ ভবতি ॥২॥

ব্যাখ্যা। কূটস্থচৈতন্যে অবস্থানপূর্বক পূর্ব্বোক্ত বিষয়সমূহ অনুভূত হইলে বহ্নিতত্ত্বতেজে এইরূপ প্রশ্নের উদয় হয় যে, এই সর্বব্যাপী অনন্তচৈতন্যের মধ্যে ব্রহ্ম কাহাকে বলে, এই জগৎব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাতা অধ্যাত্মই বা কি, এই স্থূলভূতসমূহের অধিষ্ঠাতৃদেবতা বা তদন্তর্ভূত সূক্ষ্মদৈবতেজেরই বা অধিষ্ঠাতৃদেবতা কে। এই সমস্ত অবগত হইবারই বা সাধন কিরূপ ও

ঐ সমস্ত সাধনক্রিয়ার প্রবর্ত্তক কে, বা ফলদাতা কে; এই দেহমধ্যেই বা তিনি কিভাবে অবস্থান করেন এবং কি প্রকারেই বা সংযতচিত্ত সমাহিত সাধকগণ নিত্য জ্ঞানানন্দময় হইয়া দেহপরিত্যাগ করিয়া থাকেন ॥১।২॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে ।
ভূতভাবোদ্ভবকরোবিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥৩॥
অধিভূতং ক্ষরোভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্ ।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বরঃ ॥৪॥

এত শুনি ভগবান কহিলা বচন । ক্রমে কহি সর্ব পার্থ শুন দিয়া মন ॥
অক্ষর পরমব্রহ্ম যার নাহি নাশ । বিশ্বাধার সর্ব্বব্যাপী স্বয়ং স্বপ্রকাশ ॥
সর্ব্ব দেহ তাঁর অংশ অগ্নির সমান । অধ্যাত্ম করিয়া বলি তার অভিধান ॥
প্রাণী মাত্রে ঈশ্বরের যে যে অধিষ্ঠান । অধিভূত বলি তারে করে অভিধান ॥৩॥
সর্বদেব অধিপতি আদিত্য মণ্ডলে । যে ইহ থাকেন তাঁকে অধিদৈব বলে ॥
সর্বদেহ অন্তর্য্যামী দাতা যজ্ঞ ফলে অতএব আমাকেই অধিযজ্ঞ বলে ॥৪॥

শ্রীভগবানুবাচ ষড়ৈশ্বর্য্যশালীকূটস্থচৈতন্যেনানুভূয়তে । অক্ষরং ব্যয়রহিতং নিত্যবিরাজিতং পরমং সৃষ্টেরতীতং সর্ব্বশ্রেষ্ঠং সমস্তজগতাধারং যৎ অনন্তচৈতন্যং তৎব্রহ্মশব্দেন উক্তম্, স্বস্য ব্রহ্মণ এব অংশতয়া জীবরূপেণ ভবনং স্বভাবঃ প্রত্যগাত্মতয়া জগদধিকৃত্য বর্ত্তমানোঽধ্যাত্মশব্দেন উক্তম্, ভূতভাবোদ্ভবকরঃ ভূতেষু ভাবঃ চৈতন্যভাবঃ উদ্ভবকরঃ উৎপাদকঃ বিসর্গঃ নাদঃ প্রণবঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ কর্ম্মশব্দেন উক্তঃ ॥৩॥

ক্ষরঃ ভাবঃ ক্ষণবিনাশিস্থূলভূতাধিষ্ঠাতৃচৈতন্যম্ অধিভূতং পুরুষঃ (পুরি শয়ানাং তদন্তর্ভূতসূক্ষ্মদৈবতেজোঽপ্যধিষ্ঠাতৃচৈতন্যং অধিদৈবতম্ ! অত্র বিশ্বমণ্ডলে অহম্ অনন্তকূটস্থচৈতন্যম্ এব অধিযজ্ঞঃ যজ্ঞস্য সদ্গুরুদত্তক্রিয়ায়াঃ অধিষ্ঠাতা তৎক্রিয়াপ্রবর্ত্তকঃ তৎফলদাতা চ দেহভৃতাং জীবানাং দেহে শরীরমধ্যে বরঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টঃ ভাবেনবস্থিতঃ ॥৪॥

ব্যাখ্যা। বহ্নিতত্ত্বতেজে এইরূপ প্রশ্নের উদয়কালে কূটস্থচৈতন্যে চিত্তসংযত থাকিলে যেরূপ অনুভূত হয় তাহাই এই শ্লোকগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা বোধগম্য হইবার নিমিত্ত প্রণবটি কি তাহা প্রকাশ করা আবশ্যক, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে।

ওঁ এই শব্দটিকে প্রণব বলে। অ+উ+ম্ এই তিনটি শব্দের

একত্বাবস্থায় এই শব্দটি সম্পাদিত হয়। অ অর্থে ব্রহ্মা, উ অর্থে বিষ্ণু, ম অর্থে মহেশ্বর। অ+উ=ও এবং ম্ স্থানে অনুনাসিকার্থে ঁ চন্দ্রবিন্দু হইয়া থাকে ; যথা—বংশ স্থলে বাঁশ, হংস স্থলে হাঁস, ইত্যাদি। অতএব বিষ্ণু ও ব্রহ্মা এবং মহেশ্বরের একত্বাবস্থাই এই ওঁ শব্দের বাচ্য। এক্ষণে এই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর কি এবং তাহাদের একত্বাবস্থাই বা কিরূপ, তাহা একটু বিস্তারিতরূপে বলা আবশ্যক।

এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে যে, এই সৃষ্টি মধ্যে চৈতন্য (spirit) বিশ্ব, বিরাট, তৈজস, হিরণ্যগর্ভ, প্রাজ্ঞ, ও ঈশ্বর এবং চিদাভাস ও কূটস্থচৈতন্য এই আট প্রকার নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে প্রথমোক্ত ছয় প্রকার কার্য্যরূপে এবং শেষোক্ত দুই প্রকার তৎপ্রকাশরূপে অবস্থান করিতেছে। চৈতন্যের প্রথমোক্ত ছয় প্রকার অবস্থার মধ্যে বিশ্ব ও বিরাট অর্থাৎ তমোপ্রধান স্থূলরূপে অধিষ্ঠিত চৈতন্য, যাহা প্রতিনিয়তই আপন ভাবের সংহরণ দ্বারা আকারের পরিবর্ত্তন করিতেছে, যাহাকে চতুর্থ অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকের ব্যাখ্যাতে সংহারকর্ত্তা বা মহেশ্বর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, সেই ক্ষরভাবাপন্ন চৈতন্যকে অধিভূত বলে ; তৈজস ও হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ রজোপ্রধান সমস্ত স্থূলভূতের অন্তরস্থিত সূক্ষ্মরূপে অধিষ্ঠিত চৈতন্য, যাহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বা ব্রহ্মা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহাকেই স্থূলসৃষ্টিরূপ পুরী মধ্যে অবস্থানহেতু পুরুষ এবং সৃষ্টিকারক দৈবতেজ বিশিষ্টতাপ্রযুক্ত অধিদৈব বলে, এবং প্রাজ্ঞ ও ঈশ্বর অর্থাৎ সত্ত্বপ্রধান কারণরূপে অধিষ্ঠিত চৈতন্য যাহা এই জগতের আধারস্বরূপ বিষ্ণু নামে উল্লিখিত হইয়াছে, আপন নিজভাবে প্রকাশমান থাকাহেতু অধ্যাত্ম তাঁহাকেই বলিয়া থাকে।

সাধকগণ সদ্গুরূপদেশমত ক্রিয়া এবং আত্মবিষয় অধ্যয়নাদি দ্বারা চিত্তসংযমপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে আপন স্থূলশরীররূপ বিশ্বের সমষ্টিভাব বিরাট অর্থাৎ অধিভূত মহেশ্বরকে অবগত হইয়া উহার অন্তরস্থিত সূক্ষ্মশরীররূপ তৈজসের সমষ্টিভাব হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ ব্রহ্মা যাহাতে এই সৃষ্টির সমস্ত স্থূলভাব

প্রকাশিত হইতেছে সেই অধিদৈব পুরুষ অনুভূত হইলে, পরে ইহার আধারস্বরূপ কারণ শরীরের সমষ্টিভাব ঈশ্বরচৈতন্য অনুভব করিয়া থাকেন। সেই ঈশ্বরচৈতন্যে এই সৃষ্টির সূক্ষ্ম বা স্থূল সমস্ত ভাবই সর্ব্বদা প্রকাশিত রহিয়াছে। এই অবস্থায় সাধকগণ উপরোক্ত প্রণবটিকে পরিষ্কাররূপে অনুভব করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত শাস্ত্রে ইহাকে ঈশ্বরবাচক বলে। ইহাই প্রকাশার্থ শাস্ত্রকার মহাত্মগণ এইরূপে সমুদ্ভূত ওঁ শব্দ প্রণবটিকে কৌশলক্রমে উপরোক্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর জ্ঞাপক অ, উ, ম, এই তিন বর্ণের একত্রাবস্থারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রণবের অর্থ উত্তমরূপে অনুভবানন্তর তাহাতে চিত্ত সন্নিহিত করাকে ঈশ্বরপ্রণিধান বলে। ইহা দ্বারা প্রত্যক্‌চৈতন্যের উদ্ভব হইয়া সমস্ত বিঘ্ন বিনষ্ট হইয়া চিত্ত অনায়াসে সমাহিত হয়। এই নিমিত্ত শাস্ত্রকার মহাত্মগণ ভূতসমূহে প্রত্যক্‌চৈতন্যের উদ্ভবকর এই ওঁকার নাদ বা প্রণবকেই আত্মধর্ম বলেন। এই অবস্থাই সর্বোৎকৃষ্ট। এই অবস্থায় অবস্থিত হইতে পারিলে স্থূল সূক্ষ্মাদি সৃষ্টি মধ্যে কিছুই অবিদিত থাকে না এবং কালে ব্রহ্মাদি সমুদায় বস্তু বিনষ্ট হইলেও এ অবস্থার কখনই ছেদ হয় না। যথা পাতঞ্জলে :—

ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা ॥২৩॥ তস্য বাচকঃ প্রণবঃ ॥২৭॥
তজ্জপস্তদর্থভাবনম্ ॥২৮॥ ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ ॥২৯॥ তত্রনিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজম্ ॥২৫॥
স এষ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥২৬॥

ইতি সমাধিপাদঃ ॥

এইরূপে আধিভৌতিক, আধিদৈব এবং আধ্যাত্মিকরূপে এই সমুদায় সৃষ্টি অবস্থান করিতেছে এবং একমাত্র আত্মক্রিয়া প্রণব দ্বারা ভূতসমূহে চৈতন্যভাবের উদয় হইয়া থাকে। কিন্তু সৃষ্টি মধ্যে উপরোক্ত কোন পদার্থই স্বপ্রকাশ নহে, সুতরাং প্রণবও স্বয়ংপ্রকাশ হইতে পারে না বা তদ্দ্বারা ভূতসমূহে চৈতন্যভাবেরও উদয় হয় না। চিদাভাস ও কূটস্থচৈতন্য এই সমুদয়ের প্রকাশকরূপে সৃষ্টিমধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা পূর্বেই উক্ত

হইয়াছে। তন্মধ্যে আভাসচৈতন্যটি কূটস্থচৈতন্যের (Reflection) প্রতিবিম্ব মাত্র ইহা প্রথম অধ্যায়ের ১ম শ্লোকের ব্যাখ্যাতে প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব একমাত্র কূটস্থচৈতন্যই এই সমুদায় সৃষ্টির সুতরাং আত্মক্রিয়া প্রণবেরও প্রকাশক। সাধকগণ সদ্‌গুরুকৃপালব্ধ কৌশল দ্বারা এই কূটস্থচৈতন্য অবলম্বন করিয়াই ক্রমে ক্রমে পরিশুদ্ধ হওনানন্তর প্রণব উদ্ভবকরতঃ আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক সমুদয় সৃষ্টি অনুভব করিয়া থাকেন। এই কূটস্থচৈতন্যই সমস্ত যজ্ঞ অর্থাৎ চৈতন্যপ্রকাশক ক্রিয়ার অধিষ্ঠাতৃদেবতা, ইহা অবলম্বন করিয়াই সাধকগণ ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হইয়া ইহারই দ্বারা আত্ম মধ্যে সমুদয় সৃষ্টি প্রকাশভাবে অনুভব করেন। এই কূটস্থচৈতন্যই সৃষ্টি মধ্যে সুতরাং দেহবানগণের শরীরেও সর্বপ্রধানভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

এই সৃষ্টির অতীত যে অসীম অনন্তচৈতন্য পরমভাবে অক্ষয়রূপে নিত্য বিরাজিত রহিয়াছেন তাহাই ব্রহ্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥৩॥৪॥

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্‌মুক্ত্বা কলেবরম্ ।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥৫॥
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥৬॥

মৃত্যুকালে আমাকে যে করিয়ে স্মরণ । শরীর ছাড়য়ে যেই পুণ্যবন্ত জন ॥
ভক্তি বাঞ্ছা থাকিলে নির্ব্বাণ মুক্তি পায় । ভক্ত হলে অবশ্য আমার ধাম যায় ॥৫॥
মরণ কালেতে যে যে ভাব মনে হয় । সেই ভাব পায় তার অন্যথা না হয় ॥৬॥

যঃ সাধকঃ অন্তকালে দেহত্যাগকালে চ মাং অনন্তচৈতন্যমেব স্মরন্, কলেবরং মুক্ত্বা প্রয়াতি প্রকর্ষেণ দেহং ত্যজতি, স মদ্ভাবং যাতি চৈতন্যভাবং প্রাপ্নোতি ; অত্র অস্মিন্নর্থে সংশয়ং নাস্তি ন বিদ্যতে ॥৫॥

হে কৌন্তেয় ! অপিতু অন্তে অন্তকালে যং যং ভাবং স্মরন্, কলেবরং দেহং ত্যজতি, সদা সর্ব্বদা তদ্ভাবভাবিতঃ তস্য ভাবানুচিন্তনেন তং তমেব ভাবং ভাবরূপং এতি প্রাপ্নোতি ॥৬॥

ব্যাখ্যা। এই উপস্থিত স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিবার সময় নানাপ্রকার চিত্তবৃত্তি সমূহের (Resultant force) একত্রীভূত শক্তির দ্বারা তৎকালে

জীবগণের চিত্তে যে ভাবের উদয় হয়, সেই ভাব তৎকালে অবস্থায় শক্তি-হীনতা ভোগের অভাবপ্রযুক্ত দৃঢ়ীভূত হইয়া সেই জীব আপনাকে তদবস্থা-পন্ন বিবেচনা করে ; সুতরাং তদুপযোগী দেহাদিও ধারণ করিয়া থাকে। এ বিষয় দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৭০ শ্লোকের ব্যাখ্যাতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই নিমিত্ত যিনি চিত্তের সমস্ত বৃত্তি নিরোধানন্তর আত্মচৈতন্যে অবস্থান করেন, তিনি অনাস্থাবশতঃ কলেবর পরিত্যাগ করিলেও কোনপ্রকার সৃষ্টবস্তুরূপে পরিণতির কারণ না থাকতে নিশ্চয়ই সেই সর্বব্যাপী অনন্তচৈতন্যময়ত্ব প্রাপ্ত হয়েন। তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই ॥৫॥৬॥

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ॥৭॥

অতএব সদা কর আমার স্মরণ। যুদ্ধ কর ইথে নাই কাল নিরূপণ ॥
মন বুদ্ধি আমাতে করিয়া সমর্পণ। আমাকে পাইবে কিছু নাহি বিঘটন ॥৭॥

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু সর্ব্বদা মাং কূটস্থচৈতন্যম্ অনুস্মর অনুচিন্তয় যুধ্য চ আত্মধর্ম্মানুতিষ্ঠ আত্মচৈতন্যপ্রকাশয় চ, ময়ি কূটস্থচৈতন্যে মনোবুদ্ধিঃ অর্পিতাঃ সমাহিতাঃ সন্ মাং অনন্তচৈতন্যং এব অসংশয়ং সাধকঃ প্রাপ্নোতি ইতিভাবঃ ; অসংশয়ঃ অত্র সংশয় নাস্তি ॥৭॥

ব্যাখ্যা। অতএব সর্বদা কূটস্থচৈতন্য স্মরণপূর্বক আত্মধর্ম অর্থাৎ সদ্‌গুরুদত্ত ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য ; ইহা দ্বারা সংশয়াত্মক মন ও ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি আত্মচৈতন্যে সমাহিত হইয়া নিঃসন্দেহে আত্মচৈতন্যস্থ হইতে পারা যায় ॥৭॥

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥৮॥

মনের বিষয় যত সকল ছাড়িয়া। চিন্তা কর মুক্তি পাবে একান্ত হইয়া ॥৮॥

হে পার্থ! সাধকঃ অভ্যাসযোগযুক্তেন নান্যগামিনা চেতসা যোগকৌশলেন সমাহিতচিত্তঃ সন্ পরমং পুরুষম্ অনন্তচৈতন্যম্ অনুস্মরন্ অনুচিন্তয়ন্ দিব্যং যাতি জ্যোতিস্বরূপং নির্ব্বাণং প্রাপ্নোতি ॥৮॥

ব্যাখ্যা। বহ্নিতত্ত্ব তেজে সদ্‌গুরুদত্ত কৌশল দ্বারা একান্তচিত্তে কূটস্থ চৈতন্যধ্যানে অবস্থান করিতে পারিলে, ক্রমে ক্রমে চিত্ত পরিশুদ্ধ হইয়া

পরিশেষে সেই পরম জ্যোতির্ময় অনন্তধাম প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥৮॥

কবিং পুরাণমনুশাসিতার-
মণোরণীয়াং সমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপ-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥৯॥
প্রয়াণকালে মনসাচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥১০॥

সকলের আদি দেব পুরুষপ্রবর। সর্ব্ব কর্ত্তা সূক্ষ্ম হতে অতি সূক্ষ্মতর ॥
বিশ্বের বিধাতা তিনি অগোচর রূপ। প্রকৃতির পরব্রহ্ম তেজের স্বরূপ ॥৯॥
মৃত্যুকালে স্থিরচিত্তে করিয়ে ভাবনা। ভ্রূমধ্যেতে প্রাণবায়ু করিবে যোজনা ॥
এইরূপ ভক্তিযোগ মনেতে রাখিয়া। পরম পুরুষ পায় সংসার ত্যজিয়া ॥১০॥

যঃ সাধকঃ প্রয়াণকালে দেহত্যাগসময়ে ভক্ত্যা যুক্তঃ শ্রদ্ধাযুক্তঃ সন্ অচলেন মনসা একান্ত-চিত্তেন সহ যোগবলেন সদ্‌গুরুদত্তকৌশলেন চ ভ্রূবোর্মধ্যে প্রাণং সুষুম্নামার্গেন সম্যক্ আবেশ্য, কবিং সর্ব্বজ্ঞং পুরাণং অনাদিসিদ্ধং অনুশাসিতারং নিয়ন্তারং অণোরণীয়াংসং সূক্ষ্মাদপি অতিসূক্ষ্মং সর্ব্বস্য ধাতারং স্রষ্টারং অচিন্তারূপং বুদ্ধেরতীতং তমসঃ পরস্তাৎ প্রকৃতেরতীতং আদিত্যবর্ণং স্বপ্রকাশং তদনন্তচৈতন্যং অনুস্মরেৎ অনুচিন্তয়েৎ ; সঃ সাধকশ্রেষ্ঠঃ তং দিব্যং সৃষ্টেরতীতং পরং পুরুষং অনন্ত-ব্রহ্মচৈতন্যমেব উপৈতি প্রাপ্নোতি ॥৯।১০॥

ব্যাখ্যা। যিনি অচলচিত্তে ভক্তিযুক্ত হইয়া সদ্‌গুরুদত্তযোগকৌশলা-বলম্বনপূর্ব্বক ভ্রূমধ্যে প্রাণকে সমাবেশ করিয়া সেই সর্বজ্ঞ, অনাদিসিদ্ধ, বিশ্বনিয়ন্তা, সূক্ষ্ম হইতে পরমসূক্ষ্ম, সকলের বিধাতা, মনবুদ্ধির অগোচর, স্বয়ম্প্রকাশ, প্রকৃতির অতীত, পরম অনন্তচৈতন্যে অবস্থান করেন ; তিনি সেই জ্যোতির্ম্ময় অনন্তচৈতন্যময়ত্ব প্রাপ্ত হয়েন ॥৯॥১০॥

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি

তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥১১॥

পরব্রহ্ম যারে কহে বেদবেত্তাগণ। যাহাতে প্রবেশ করে সব যত জন ॥
যাহার নিমিত্ত লোকে করে ব্রহ্মচর্য্য। সে পদ তোমাকে কহি শুন কুরুবীর্য্য ॥১১॥

বেদবিদঃ বেদজ্ঞাঃ বীতরাগাঃ রাগদ্বেষাদিশূন্যাঃ যতয়ঃ ব্রহ্মচারিণঃ যৎ পদং অক্ষরং অব্যয়ং নিত্যং ইতি বদন্তি, যৎ পদং জ্ঞাতুং ইচ্ছন্তঃ ব্রহ্মচর্য্যং গুরুকুলে বাসাদিতপশ্চরন্তি, দেহং পরিত্যজ্য যৎ অনাময়ং পদং বিশন্তি প্রবিশন্তি, তৎ পদং নিত্যপদং প্রাপ্ত্যুপায়ং তে প্রবক্ষ্যে কূটস্থচৈতন্যে-নানুভূয়তে ইতি ভাবঃ ॥১১॥

ব্যাখ্যা। রাগদ্বেষাদিশূন্য প্রযত্নশীল বেদজ্ঞ সাধকগণ যাহাকে অব্যয়পদ বিবেচনাপূর্ব্বক তল্লাভার্থ গুরুকুলে বাস প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্রতাদির সহিত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনানন্তর দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়েন; সেই নির্ব্বাণপদ প্রাপ্তির বিষয় সংক্ষেপে প্রকাশিত হইতেছে ॥১১॥

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধ্যায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥১২॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥১৩॥

ভ্রূমধ্যেতে প্রাণবায়ু স্থাপন করিয়া। যোগ করি ধৈর্য্য ধরি থাকিবে বসিয়া ॥১২॥
ব্রহ্মস্বরূপ প্রণব উচ্চারণ করি। আমার স্মরণ করি আর বলে হরি ॥
এইরূপেতে শরীর ত্যজে যে মনুষ্য। পরব্রহ্ম বাস তার হয় ত অবশ্য ॥১৩॥

যঃ সাধকঃ সর্ব্বদ্বারাণি ইন্দ্রিয়াণি সংযম্য প্রত্যাহৃত্য মনঃ মনোবৃত্তিং চ হৃদি হৃদয়পুণ্ডরীকে নিরুধ্য নিরোধং কৃত্বা, আত্মনঃ প্রাণান্, সুষুম্নামার্গেন মূর্দ্ধি ভ্রূবোর্মধ্যে আধায়, যোগধারণাং স্থৈর্য্যং আস্থিতঃ আশ্রিতবান্ সন্ ওঁ ইতি একাক্ষরং ব্রহ্ম স্থূলসূক্ষ্মকারণাদিসমগ্রসৃষ্টিমণ্ডলব্যাপীশ্বরবাচকং শব্দং ব্যাহরন্, প্রজপন্, তদর্থং মাং অনন্তচৈতন্যঞ্চ অনুচিন্তয়ন্ দেহং ত্যজন্ প্রযাতি সঃ পরমাং গতিং তৎ পরং ব্রহ্মপদং প্রাপ্নোতি ॥১২।১৩॥

ব্যাখ্যা। সদ্গুরুদত্ত যোগকৌশল দ্বারা অন্তরে মনোবৃত্তিনিরোধানন্তর ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করতঃ ভ্রূমধ্যে প্রাণবায়ুকে সমাবেশপূর্ব্বক স্থিরভাবে ওঁকার জপ করিতে করিতে তদর্থ এই স্থূলসূক্ষ্মকারণ পর্য্যন্ত সমগ্র বিশ্বমণ্ডলব্যাপী অনন্তচৈতন্য ধ্যান করিতে করিতে যিনি

দেহপরিত্যাগ করেন তিনি সেই পরম নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হয়েন ॥১২॥১৩॥

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥১৪॥

অন্য চিন্তা ত্যাগ করি যে জন আমারে। স্মরণ করয়ে প্রতিদিন নিরন্তরে ॥
সেই নিত্য যোগযুক্ত শুন ধনঞ্জয়। অনায়াসে সুখে ত আমারে প্রাপ্ত হয় ॥১৪॥

যঃ সাধকঃ অনন্যচেতাঃ একনিষ্ঠঃ সন্ নিত্যশঃ প্রতিদিনং সততং নিরন্তরং মাং অনন্তচৈতন্যং স্মরতি, হে পার্থ বহ্নিতত্ত্ব! তস্য নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ সমাহিতচিত্তস্য সাধকস্য অহম্ অনন্তচৈতন্যং সুলভং ভবতি ইত্যর্থঃ ॥১৪॥

ব্যাখ্যা। যিনি অনন্যমনে নিরন্তর সর্বদা আত্মচৈতন্যধ্যানে রত থাকেন, সেই নিত্য সমাহিত যোগী অনায়াসে চৈতন্যলাভে সমর্থ হয়েন ॥১৪॥

মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥১৫॥

আমাকে পাইলে পুনর্ব্বার না জন্মায়। অনায়াসে সে জনা পরম সিদ্ধি পায় ॥১৫॥

মহাত্মানঃ এবম্প্রকারেণ পরমাং সংসিদ্ধিং শ্রেষ্ঠাং নির্ব্বাণগতিং গতাঃ প্রাপ্তাঃ সন্তঃমাং অনন্তচৈতন্যং দুঃখস্থানং পুনর্জ্জন্ম ন আপ্নুবন্তি সৃষ্টিমধ্যে ন আগচ্ছন্তি ॥১৫॥

ব্যাখ্যা। এইরূপ মহাত্মগণ চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া পরম সিদ্ধিরূপ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহাদিগকে এই অনিত্য দুঃখের আলয়স্বরূপ সংসারে আর পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ॥১৫॥

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥১৬॥

ব্রহ্মলোক পাইলেও ফিরে পুনর্ব্বার। আমাকে পাইলে পুনঃ জন্ম নাহি আর ॥১৬॥

হে অর্জ্জুন! বহ্নিতত্ত্ব! আব্রহ্মভুবনাৎ ব্রহ্মলোকাদপি লোকাঃ জীবাঃ পুনরাবর্ত্তিনঃ পুনরাবর্ত্তনশীলাঃ ভবন্তি (বিনাশিত্বাৎ), তু কিন্তু হে কৌন্তেয়! মাং অনন্তচৈতন্যম্ উপেত্য প্রাপ্য পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ পুনঃ সংসারাগমনং ন বর্ত্ততে ॥১৬॥

ব্যাখ্যা। প্রাণিগণ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেও কাম্যবিষয়ভোগের পরিতৃপ্তির অভাবপ্রযুক্ত তাহাদিগকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়; কিন্তু

একবার সেই নিত্যচৈতন্যময়ত্ব লাভ করিতে পারিলে আর পুনরায় তাহাদিগকে সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ॥১৬॥

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ব্রহ্মণোবিদুঃ ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥১৭॥

চারি সহস্র যুগ ব্রহ্মার একদিন । রাত্রি ততকাল জানে শাস্ত্রেতে প্রবীণ ॥১৭॥

যে সাধকাঃ সদ্গুরুদত্তক্রিয়য়াঃ সহস্রযুগপর্য্যন্তং ব্রহ্মণঃ যৎ অহঃ সৃষ্টিপ্রলয়পর্য্যন্তকালং সহস্রযুগান্তাং রাত্রিং প্রলয়াৎ সৃষ্টিপর্য্যন্তকালং বিদুঃ অনুবভূব, তেঽসা সাধকঃ অহোরাত্রবিদঃ সৃষ্টি-প্রলয়কালজ্ঞাঃ ভবন্তি ॥১৭॥

ব্যাখ্যা। সদ্গুরুদত্ত ক্রিয়াবলম্বনপূর্বক মায়াচক্র অতিক্রম করিতে পারিলে যে প্রকারে আপন ভৌতিকদেহে এই পার্থিব দ্বাদশসহস্রবার্ষিক অর্থাৎ একটি দৈবযুগের উন্নতি সম্পন্ন করিয়া অল্পকাল মধ্যে একটি দিনের কার্য্য অর্থাৎ মন বুদ্ধি চিত্ত ও অহঙ্কার পর্য্যন্ত বিলীন করা যায় তাহা চতুর্থ অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকের ব্যাখ্যাতে স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা উপরোক্ত প্রকারে সদ্গুরুকৃপায় মায়াচক্র অতিক্রম করিয়া একটি কল্পের অর্থাৎ ব্রাহ্মদিনের ক্রিয়া আপন ভৌতিকদেহে সম্পন্ন করিয়া আপন মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহঙ্কারের বিলয় অনুভব করিয়াছেন, এবং ব্যুৎক্রমে পুনরায় দেহবানরূপে বর্ত্তমান হইতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেই শাস্ত্রবিদ্ মহাত্মা অহোরাত্রজ্ঞ বলিয়া থাকেন ॥১৭॥

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে ।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥১৮॥

বিশেষ প্রকৃতি হতে সর্ব্ব সৃষ্ট হয় । রাত্রি হলে পুনর্বার প্রকৃতিতে লয় ॥১৮॥

অহরাগমে সৃষ্টিকালাগমে সতি সর্ব্বাঃ ভূতাদয়ঃ অব্যক্তাৎ আবরণরূপপ্রকৃতেঃ অব্যক্তাৎ কারণরূপপ্রকৃতেঃ ব্যক্তয়ঃ প্রভবন্তি প্রকাশাঃ ভবন্তি রাত্র্যাগমে প্রলয়কালাগমে সতি ভূতাদয়ঃ তত্র অব্যক্তসংজ্ঞকে কারণরূপপ্রকৃত্যামেব প্রলীয়ন্তে প্রলয়ং গচ্ছন্তি ॥১৮॥

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মার দিবস আগত হইলে অর্থাৎ সমাধিভঙ্গে ভূতগ্রাম জাগরিত হইলে প্রকৃতি হইতে ভৌতিকদেহ প্রকাশ পায় এবং রাত্রি আগত

হইলে অর্থাৎ সমাধিস্থ হইলে সেই অব্যক্ত কারণদেহে সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি ভৌতিকদেহে বিলীন হইয়া যায় ॥১৮॥

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে ।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥১৯॥

রজনী হইলে লয় পায় পুনর্বার । অদৃষ্টবশতঃ এইরূপ বারংবার ॥১৯॥

হে পার্থ ! স এব অয়ং ভূতগ্রামঃ ভূতাদিসৃষ্টপদার্থসমূহঃ ভূত্বা ভূত্বা পুনঃপুনঃ সৃষ্টরূপেণ পরিণম্য রাত্র্যাগমে প্রলয়কালাগমে সতি প্রলীয়তে প্রলয়ং গচ্ছতি অহরাগমে কামনাবশাৎ অবশঃ সন্ প্রভবতি সৃষ্টরূপেণ পরিণতঃ ভবতি ॥১৯॥

ব্যাখ্যা। এই ভূতগ্রাম দিবসাগমে অর্থাৎ সমাধিভঙ্গে কর্মপরতন্ত্র হয়; এবং রাত্রি আগত হইলে অর্থাৎ সমাধি অবস্থায় পুনরায় প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত হয়। এইরূপে পুনঃপুনঃ আবৃত্ত হইয়া কিছুতেই একেবারে নিবৃত্ত হইতে পারে না ॥১৯॥

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ ।
যঃ সঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥২০॥

চরাচরের কারণ অব্যক্ত হইতে । পরাৎপর সনাতন করেন তাহাতে ॥
সে নিত্য পরমেশ্বর চরাচর নাশে । কখন না নষ্ট হন সর্ব্বদা প্রকাশে ॥২০॥

তু কিন্তু তস্মাৎ অব্যক্তাৎ কারণপ্রকৃতেঃ পরঃ শ্রেষ্ঠঃ যঃ অন্যঃ অব্যক্তঃ বুদ্ধেরগোচরঃ সনাতনঃ চিরন্তনঃ ভাবঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু অপি প্রলয়ং গতেঽপি ন বিনশ্যতি ॥২০॥

ব্যাখ্যা। এই চরাচরে কারণস্বরূপ অব্যক্ত প্রকৃতি অপেক্ষাও বিশ্বমণ্ডলের পরমশ্রেষ্ঠ মনবুদ্ধির অতীত অপর একটি সনাতনভাব বর্ত্তমান আছে; এই ভূতগ্রামসমূহ বিনষ্ট হইলেও তাঁহার বিনাশ হয় না ॥২০॥

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তঃ তমাহুঃ পরমাং গতিম্ ।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥২১॥

অব্যক্ত স্বরূপ ব্রহ্ম অখিলের পতি । সর্ব্ববেদে কহে সেই অগতির গতি ॥
তাঁহাকে পাইলে জন্ম নহে পুনর্ব্বার । সেইত জানহ তুমি স্বরূপ আমার ॥২১

যঃ অব্যক্তঃ বুদ্ধেরতীতঃ অক্ষরঃ অব্যয়ঃ ইতি উক্তঃ তত্ত্বদর্শিভিঃ যং প্রাপ্যজীবাঃ ন নিবর্ত্তন্তে ন পুনঃ সংসারে জায়ন্তে তং জীবানাং পরমাং শ্রেষ্ঠাং গতিম্ আহুঃ তত্ত্বদর্শিভিঃ তদেব মম চৈতন্যস্য পরমং ধামপদম্ ॥২১॥

ব্যাখ্যা। সেই মন বুদ্ধির অতীত অব্যক্ত অব্যয় ভাবটিই সেই নিত্য অনন্তচৈতন্যের পরম নির্বাণপদ ; জীবের তাহাই পরম গতি, তাহা প্রাপ্ত হইলে আর সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ॥২১॥

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥২২॥

ব্যাপিয়া আছেন যিনি সব চরাচর। যাহাতে বিশ্বতরূপে আছয়ে সংসার ॥
পরম পুরুষ তিনি অতি দয়াময়। অনন্য ভক্তিতে তাঁকে পায় ধনঞ্জয় ॥২২॥

হে পার্থ! যস্য অনন্তচৈতন্যস্য অবস্থানি মধ্যস্থানি সর্ব্বাণি ভূতানি, যেন ব্রহ্মচৈতন্যেন ইদং সর্ব্বং বিশ্বমণ্ডলং ততং ব্যাপ্তং স পরঃ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠঃ প্রকৃতেরতীতঃ পুরুষঃ (পূর্ণাহং) ব্রহ্মচৈতন্যং অনন্যয়া ভক্ত্যা একান্তশ্রদ্ধাযুক্তেন লভ্যঃ ভবতি ।২২॥

ব্যাখ্যা। যিনি এই চরাচর বিশ্বমণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন, যাহাকে অবলম্বন করিয়া আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত ভূতসমূহ অবস্থান করিতেছে ; সেই পূর্ণ অনন্তচৈতন্যকে কেবলমাত্র একান্ত ভক্তি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় ; অপর কোনপ্রকারেই অনুভব করিবার উপায় নাই ॥২২॥

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তৎকালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥২৩॥

যে কালে মরিলে যোগী নাহি জন্মে আর। যাহাতে মরিলে জন্ম হয় পুনর্বার ॥
তার ভেদ কহি শুন ভারত প্রধান। আমার স্মরণে মৃত্যু সর্ব্বদা সমান ॥২৩॥

হে ভরতর্ষভ নরশ্রেষ্ঠ! যত্র কালে যস্মিন্ মার্গে প্রযাতাঃ যোগিনঃ আবৃত্তিম্ অনাবৃত্তিং অনাবৃত্তিঞ্চ যান্তি প্রাপ্নুবন্তি তৎকালং তন্মার্গং বক্ষ্যামি কূটস্থচৈতন্যেন অনুভূয়তে ॥২৩॥

ব্যাখ্যা। যোগিগণ যে প্রকার গতি দ্বারা সংসার হইতে একেবারে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়েন এবং যে প্রকার গতি দ্বারা পুনরায় তাহাদিগকে সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয়; তাহা সংক্ষেপে প্রকাশিত হইতেছে ॥২৩॥

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্রপ্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদোজনাঃ ॥২৪॥
ধূমোরাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
অত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥২৫॥

শুক্লপক্ষে দিবাভাগে উত্তরায়ণেতে। অগ্নির নিকটে আর সূর্য্য সমীপেতে ॥
যোগেতে করয়ে যে যে প্রাণ পরিত্যাগ। ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্ম পায় মহাভাগ ॥২৪॥
কৃষ্ণপক্ষে রাত্রিকালে অন্ধকার স্থান। দক্ষিণায়নে যদি কর্ম্মী ছাড়ে প্রাণ ॥
চন্দ্রলোক আদি স্বর্গভোগ অনন্তরে। আসি পুনর্বার জন্ম পায় এই সংসারে ॥২৫॥

যস্মিন্ সময়ে অগ্নির্জ্যোতিরহঃ অগ্নিতেজবিশিষ্টজ্যোতির্ম্ময়রূপেণ প্রকাশিতাত্মচৈতন্যং ষণ্মাসং উত্তরায়ণং ষট্চক্রে উর্দ্ধগামী ভবতি ইতিভাবঃ তদেব শুক্ল উৎকৃষ্টঃ তত্র তস্মিন্মার্গে প্রযাতা ব্রহ্মবিদোজনাঃ আত্মচৈতন্যজ্ঞাঃ সাধকাঃ ব্রহ্ম গচ্ছন্তি ব্রহ্মময়ত্বং প্রাপ্নুবন্তি ইত্যর্থঃ ॥২৪॥

যস্মিন্ সময়ে ধূমোরাত্রিঃ মোহান্ধকারাচ্ছন্নঃ অপ্রকাশাত্মচৈতন্যং ষণ্মাসান্ দক্ষিণায়নং জাগরিতকাম্যভৌতিকবিষয়ভোগার্থং অধোগামি ভবতি ইতিভাবঃ তদেব কৃষ্ণঃ অপকৃষ্টঃ যোগী যোগাভ্রষ্টী সাধকঃ তত্র তস্মিন্মার্গে চন্দ্রমসং জ্যোতিঃ প্রাপ্য সুখকামনাযুক্তঃ সন নিবর্ত্ততে পুনঃ সংসারং আগচ্ছতি ইতি ভাবঃ ॥২৫॥

ব্যাখ্যা। ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যাখ্যাতে প্রকাশিত হইয়াছে যে, সাধকগণ এই শরীরের উর্দ্ধভাগকে উত্তর এবং অধোভাগকে দক্ষিণ বলিয়া থাকেন ; এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬৯ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে ভৌতিকজগতের জাগরণকালে অর্থাৎ ব্রহ্মার দিবাভাগে আত্মচৈতন্য মলিনতাভাবাপন্ন হওয়াতে আত্মজ্ঞ সাধকগণ সেই সময়কে রাত্রি বিবেচনা করেন; এবং ব্রহ্মার নিশাভাগে যে সময় ভৌতিকজগৎ বিলীন হয় সেই সময়ে আত্মচৈতন্য সম্পূর্ণভাবে প্রকাশভাবাপন্ন হওয়ায় আত্মজ্ঞসাধকগণ সেই সময়কে দিবা বিবেচনা করেন। এক্ষণে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, যে সময়ে ভূতগ্রাম বিলীন হইয়া আত্মচৈতন্য অগ্নিতেজময় জ্যোতিবিশিষ্ট হইয়া ষটচক্র ভেদপূর্ব্বক ঊর্দ্ধে আগমন করেন সেই সময়ই অতি উৎকৃষ্ট। ব্রহ্মজ্ঞ সাধকগণ সেই সময়েই দেহপরিত্যাগপূর্ব্বক অনন্তচৈতন্যময়ত্ব হয়েন। যে সকল সাধকগণ ভোগেচ্ছাপ্রযুক্ত ভূতগ্রামসমূহ বিলীন করতঃ আত্মচৈতন্য প্রকাশ

করিতে সক্ষম হয়েন নাই, তাঁহারা মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া দেহ পরিত্যাগকালে অচৈতন্যভাবে ষটচক্রমধ্য দিয়া অধোমার্গে গমন করা হেতু বিষয়কল্পনা উদ্দীপ্ত হইয়া পুনরায় সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন ॥২৪॥২৫॥

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে ।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥২৬॥

পাপী যেই সর্ব্বকালে নরকেতে যায়। ভক্তজনা আমাকে সকল কালে পায় ॥
শুক্ল কৃষ্ণ গতি এই জগতে সদাই। এক পথে মুক্তি হয় অন্য পথে নাই ॥২৬॥

একয়া শুক্লগত্যা সাধকাঃ অনাবৃত্তিং যান্তি নির্ব্বাণমাপ্নোতি, অন্যয়া কৃষ্ণগত্যা পুনঃ আবর্ত্ততে সংসারে আগচ্ছন্তি জগতঃ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তসর্ব্বভূতানাং এতে শুক্লকৃষ্ণে শুভাশুভে গতী শাশ্বতে অনাদিসংজ্ঞিতে ॥২৬॥

ব্যাখ্যা। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত জগতীয় সর্বভূতেরই এই শুক্ল অর্থাৎ উৎকৃষ্ট এবং কৃষ্ণ অর্থাৎ অপকৃষ্ট দুই প্রকার গতি চিরকাল বর্ত্তমান আছে। ইহার একটি মার্গে গমন করিতে পারিলে সাধকগণ একেবারে নির্বাণপদ প্রাপ্ত হয়েন; এবং অপর মার্গে গমন করিলে পুনরায় সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় ॥২৬॥

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥২৭॥

এই দুই পথ পার্থ জানয়ে যেজনে। সেই যোগী মুগ্ধ নাহি হয় কদাচনে ॥
অন্য সব কর্ম ছাড়ি সকল কালেতে। যোগাবলম্বন কর মুক্তি হবে তাতে ॥২৭॥

হে পার্থ! এতে শুক্লকৃষ্ণে সৃতী গতী জানন্ কশ্চন যোগী সাধকাঃ ন মুহ্যতি মোহং গচ্ছতি তস্মাৎ হে অর্জ্জুন! সর্ব্বেষু কালেষু সর্ব্বদা যোগযুক্তঃ ভব আত্মচৈতন্যে অবতিষ্ঠ ॥২৭॥

ব্যাখ্যা। সাধকগণ আত্মচৈতন্যস্থ হইয়া এই শুক্ল এবং কৃষ্ণ উভয়বিধ মার্গের বিষয় অবগত হইতে পারিলে আর তাঁহাদিগকে কিছুতেই সংসারে বিমোহিত করিতে পারে না, অতএব এই সংসারযন্ত্রণা হইতে মুক্তি প্রাপ্তির জন্য সর্বদা আত্মচৈতন্যে অবস্থান করা কর্ত্তব্য ॥২৭॥

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্ ।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥২৮॥

বেদপাঠ তপ যজ্ঞ দানে যে যে ফল। ইহাত জানিলে যোগী জিনিয়া সকল ॥
সর্ব আদি নিত্য যে উত্তম মম স্থান। অনায়াসে পায় তবে না হয় পয়াণ ॥২৮॥

বেদেষু সম্যগধীতেষু যজ্ঞেষু তদোক্তক্রিয়ানুষ্ঠানেষু তপঃসু মনোবুদ্ধ্যাদ্যেকাগ্রেণ সুতপ্তেষু দানেষু সম্যগদত্তেষু ত্যাগেষু চ যৎ পুণ্যফলং পুণ্যানন্দং প্রদিষ্টং শাস্ত্রেষু উপদিষ্টং যোগী আত্মচৈতন্যস্থঃ সাধকঃ ইদং মুক্ত্যপায়ং বিদিত্বা তৎ সর্ব্বং তৎ সর্ব্বানন্দম্ আত্মচৈতন্যং প্রাপ্নোতি এবঞ্চ আদ্যং পরং স্থানং প্রকৃতেরপি পরমং ব্রহ্মময়ং গচ্ছতি ॥২৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং পদবোধিনীবৃত্তৌ অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ।

ব্যাখ্যা। সমস্ত বেদাধ্যয়নে; সমস্ত যজ্ঞাদিতে সর্ব্বপ্রকার কঠোর তপস্যাতে, সম্যক্ প্রকার ত্যাগেতে যে সকল পুণ্যানন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়; আত্মচৈতন্যস্থ সাধকগণ তদপেক্ষা পরমোৎকৃষ্ট আত্মানন্দে তৎসমস্তই অনুভব করিয়া, পরিশেষে সেই প্রকৃতি অপেক্ষাও পরমশ্রেষ্ঠ নির্ব্বাণপদ ব্রহ্মময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥২৮॥

সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

কূটস্থচৈতন্যে পূর্বোক্ত প্রকার অনুভূত হইলে বহ্নিতত্ত্ব তেজে এইরূপ প্রশ্নের উদয় হয় যে, ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, অধিদৈব, অধিভূতকর্ম ও অধিযজ্ঞ, কাহাকে বলে ও এই দেহমধ্যে কিরূপেই বা অবস্থান করিতেছে এবং সংযতচিত্ত সাধকগণ কি প্রকারে ব্রহ্মানুভূতিপূর্ণ হইয়া দেহ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ॥১-২॥ তদুত্তরে সাধকগণের কূটস্থচৈতন্যে এইরূপ অনুভূত হয় যে, এই সৃষ্টির অতীত অব্যয় অনন্তচৈতন্যই ব্রহ্ম নামে অভিহিত হয়েন, ও সৃষ্টিমধ্যে কারণশরীরস্থ জীবভূত তাঁহারই অবিকৃত নিজভাবকে অধ্যাত্ম, নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল এই বিশ্বমণ্ডলরূপী তাঁহার ভৌতিকভাবকে অধিভূত, এবং ইহার অন্তরস্থিত সৃষ্টিকর্ত্তারূপী সূক্ষ্মভাবকে অধিদৈব বলে; এই ভূতসমূহে

চৈতন্যভাবোৎপাদক ওঁকার নাদেই একমাত্র আত্মক্রিয়া ; এবং যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সেই ওঁকার নাদের উদ্ভব হয় সেই কূটস্থচৈতন্যই অধিযজ্ঞ, তিনি এই বিশ্বমণ্ডলে সর্ব শ্রেষ্ঠরূপে অবস্থান করিতেছেন ॥৩-৪॥ দেহত্যাগ-কালে নানাপ্রকার সংস্কারের একত্রীভূত শক্তি দ্বারা জীবের মনে যে ভাব দৃঢ়ীভূত হয় সেই ভাবাপন্ন হইয়া সংসারে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং তৎ-কালে ব্রহ্মভাব দৃঢ়ীভূত হইলে ব্রহ্মময়ত্বই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; ইহা ত কিছু-মাত্র সন্দেহ নাই। অতএব সর্বদা কূটস্থচৈতন্যে চিত্তার্পণপূর্ব্বক ক্রিয়াতে থাকা কর্ত্তব্য ॥৫-৭॥ যিনি অভ্যাসযোগ দ্বারা অটলমনে ভক্তিযুক্ত চিত্তে সদ্‌গুরুদত্ত কৌশল দ্বারা ভ্রূমধ্যে প্রাণকে ধারণপূর্ব্বক সেই সর্বজ্ঞ সর্বনিয়ন্তা বিধাতা বুদ্ধির অতীত পরসূক্ষ্ম প্রকৃতি হইতেও পরম অনাদি সিদ্ধ স্বপ্রকাশ অনন্তচৈতন্যস্থ হইয়া দেহত্যাগ করেন তিনি ব্রহ্মময় হয়েন ॥৮ ১০॥ রাগাদি-শূন্য প্রযত্নশীলগণ ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহরণপূর্ব্বক মনোবৃত্তি নিরোধনানন্তর ধারণাকৌশলে প্রাণকে ব্রহ্মরন্ধ্রে সমাবেশকরতঃ স্থূলসূক্ষ্মকারণাদি সমগ্র বিশ্বমণ্ডলব্যাপী ঈশ্বর চৈতন্যবাচক ওঁ শব্দ ধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া তত্ত্বজ্ঞগণের অক্ষয় পদবাচ্য সেই কৈবল্যধাম প্রাপ্ত হয়েন ॥১১-১৩॥ জীবগণ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেও পরমতৃপ্তির অভাবপ্রযুক্ত পুনঃপুনঃ সৃষ্টি-মধ্যে জন্মগ্রহণ করে কিন্তু যে সাধকগণ অনন্যচিত্তে আত্মচৈতন্যধ্যানে যুক্ত থাকিয়া সেই নিত্যচৈতন্যময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদিগকে আর এই দুঃখের আলয়স্বরূপ সংসারে আসিতে হয় না ॥১৪-১৬॥ সহস্রযুগ পরিমিত ব্রহ্মার দিবাকালে এই বিশ্বমণ্ডল প্রকাশ করিয়া সহস্রযুগ পরিমিত ব্রহ্মার নিশা-কালে অব্যক্ত প্রকৃতিতে প্রলীন হইয়া থাকে। যে সাধকগণ সদ্‌গুরুপ্রসাদে মায়াচক্র অতিক্রম করিয়া এই ভূতগ্রামের পুনঃপুনঃ সৃষ্টি ও প্রলয়ে নির্বিকার ও সমগ্র বিশ্বমণ্ডলের আধারস্বরূপ সেই সর্ব্বব্যাপী আত্মচৈতন্যের পরমপদ একান্ত ভক্তি সাহায্যে অনুভব করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আর সৃষ্টির অধীন হইতে হয় না ॥১৭-২২॥ অপকৃষ্ট জীবগণ ভোগেচ্ছায় মোহপ্রাপ্ত হইয়া অচৈতন্য থাকা হেতু ভোগ্যবিষয়ে অনুরক্ত হইয়া সংসার মধ্যে আগমন করে,

এবং উৎকৃষ্ট সাধকগণ অগ্নিতেজবিশিষ্ট জ্যোতির্ময় স্বপ্রকাশ আত্মচৈতন্যস্থ থাকা হেতু সর্বভোগের পরিতৃপ্ততাপ্রযুক্ত সংসার মধ্যে আর আগমনের প্রয়োজন না থাকায় অক্ষয় শান্তিপদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। জগতের এই দুই প্রকার শুভাশুভ গতি চিরকাল বর্ত্তমান আছে ॥২৩-২৬॥ বেদাধ্যয়নে, যজ্ঞ, কঠোর তপস্যায় এবং দানাদিতে যে কিঞ্চিৎ আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সাধকগণ সদ্‌গুরুকৃপালব্ধ কৌশলক্রমে সেই সমগ্র আনন্দের পরম স্থান অনন্তচৈতন্যে অবস্থান হেতু কিছুতেই তাহাদিগকে বিমোহিত করিতে পারে না ॥২৭-২৮॥

ইতি যোগশাস্ত্রোপনিষৎ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার
অষ্টম অধ্যায়ে পাশ্চাত্য ও এতদ্দেশীয়
বিবিধ শাস্ত্রসঙ্গত মীমাংসার
সহিত আধ্যাত্মিকী ব্যাখ্যা
সমাপ্ত ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নবমোঽধ্যায়ঃ।

রাজগুহ্যযোগঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষসেঽশুভাৎ ॥১॥

কহি দোষদৃষ্টিশূন্য তব বিদ্যমান। উপাসনার সহিত আত্মতত্ত্ব জ্ঞান ॥
গোবিন্দ বলেন এই গুহ্যতমসার। জানিয়া হইবে পার অশুভ সংসার ॥১॥

ইদং গুহ্যতমং পরমং গোপ্যং বিজ্ঞানসহিতং অপরোক্ষানুভবযুক্তং জ্ঞানং শাস্ত্রোক্তং পরোক্ষজ্ঞানং অনুসূয়বে গুণেষু দোষাবিষ্করণং রহিতায় তেভ্যঃ প্রবক্ষ্যামি অনুভাবয়ামি যজ্‌জ্ঞাত্বা অনুভূত্বা অশুভাৎ সংসার বন্ধনাৎ মোক্ষ্যসে মুক্তো ভবিষ্যসি ॥১॥

ব্যাখ্যা। সাধকগণ কূটস্থে চিত্তসংযমপূর্ব্বক দ্বেষনিন্দাদি কুপ্রবৃত্তিশূন্য হইলে সেই অনন্ত দুর্জ্ঞেয় শাস্ত্রোক্ত পরম চৈতন্য পদার্থ অপরোক্ষানুভূতিতে প্রকাশ পাইয়া থাকে, এই অপরোক্ষজ্ঞান প্রকাশ হইলে, জন্মমৃত্যুবিশিষ্ট যন্ত্রণাময় সংসার হইতে মুক্ত হওয়া যায় ॥১॥

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্ ॥২॥

উপাসনার সহিত আত্মতত্ত্ব জ্ঞান। সর্ব্বগুহ্য হৈতে শ্রেষ্ঠ বিদ্যার প্রধান ॥
স্পষ্টরূপে বোধ হয় সুখে অনুষ্ঠান। ক্ষয়শূন্য ফল দেয় ধর্ম্মের প্রধান ॥২॥

ইদং রাজগুহ্যং অত্যন্তগোপনীয়ং রাজবিদ্যা বিদ্যাশ্রেষ্ঠং স্বানুভূতিজ্ঞানং উত্তমং পবিত্রং উৎকৃষ্টং পাপাপহং শুভকরং প্রত্যক্ষাবগমং প্রত্যক্ষফলং ধর্ম্ম্যং আত্মচৈতন্যং সম্বন্ধীয়ং অব্যয়ং অক্ষয়ং কর্ত্তুং সুসুখং সুখসাধ্যং ভবতি ইতি শেষঃ ।২॥

ব্যাখ্যা। এই অনন্ত দুর্জ্ঞেয় আত্মচৈতন্যানুভূতি সর্ববিদ্যাশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট আনন্দপ্রদ, ইহা অনায়াসে সাধ্য, ইহার ফল প্রত্যক্ষ এবং চিরস্থায়ী ॥২॥

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥৩॥

এই অনুপম ধর্ম্মে শ্রদ্ধা নাহি যার। আমাকে না পেয়ে পায় অসার সংসার ॥৩॥

হে পরন্তপ শত্রুতাপন! অস্য ধর্ম্মস্য আত্মচৈতন্যস্য অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ মানবাঃ মাং অনন্তচৈতন্যং অপ্রাপ্য মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি জন্মমৃত্যুবিশিষ্টসংসারমার্গে নিবর্ত্তন্তে পরিভ্রমন্তি ॥৩॥

ব্যাখ্যা। শ্রদ্ধাহীন অভক্ত্যাদি কুপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট মানবগণ আত্মচৈতন্যানুভূতিজনিত নিত্যজ্ঞানানন্দ অভাবে ভোগ সুখের বাসনাতে জড়িত হইয়া এই সংসার মধ্যে পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া থাকে ॥৩॥

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদ্ব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥৪॥

অব্যক্ত রূপেতে আমি এসব সংসার। ব্যক্তরূপে সৃষ্টি করি করেছি বিস্তার ॥
আমার সকল কার্য্য আছয়ে আমাতে। আকাশের ন্যায় আমি লিপ্ত নহি তাতে ॥৪॥

অব্যক্ত মূর্ত্তিনা ময়া অতীন্দ্রিয়েন চৈতন্যেন ইদং সর্ব্বং জগৎ আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং ততং ব্যাপ্তং সর্ব্বভূতানি মৎস্থানি এতে সর্ব্বে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত ভূতানি তদনন্তচৈতন্যে তিষ্ঠন্তি, অহং চৈতন্যঃ তেষু ভূতেষু ন অবস্থিতঃ অবতিষ্ঠতি আকাশবদসঙ্গভাবে নাবস্থিতঃ ইত্যর্থঃ ॥৪॥

ব্যাখ্যা। আত্মচৈতন্য অতীন্দ্রিয়ভাবে এই অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত রহিয়াছে, এই আত্মচৈতন্য অবলম্বনপূর্ব্বক আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদয় বিশ্বমণ্ডল অবস্থান করিতেছে, আত্মচৈতন্য কোন সৃষ্টবস্তু অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থিত নহে ॥৪॥

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥৫॥

দেখহে পাণ্ডব কিছু না থাক আমায়। আমার ঐশ্বর্য্য সব দুর্ঘট ঘটায় ॥
আমার স্বরূপ সব করয়ে পালন। না থাকে কিছুতে আর করয়ে ধারণ ॥৫॥

ভূতানি এবম্প্রকারেণ অনন্তচৈতন্যেঽবতিষ্ঠন্তোঽপি ন মৎস্থানি ন চৈতন্যস্থানি মমাত্মা তদ-নন্তচৈতন্যাংশ জীবাত্মা ভূতভৃৎ এতদ্ভৌতিকজগৎ প্রকাশকঃ ভূতভাবনঃ জগৎপালকোঽপি সন্ ন ভূতস্থঃ ন তেষু ভূতেষু অবস্থিতঃ (অসঙ্গত্বাৎ) মে মম অনন্তচৈতন্যস্য ঐশ্বরং যোগং অলৌকিক, কৌশলং পশ্য অনুভব ॥৫॥

ব্যাখ্যা। সৃষ্টির এমনি কৌশল যে. সেই অনন্তচৈতন্য সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর আত্মাস্বরূপে তাহাদিগকে ধারণ ও পালনপূর্ব্বক প্রকাশমান রাখিয়াও সৃষ্ট-বস্তুতে পরিণত না হইয়া নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করিতেছেন, এবং এই সৃষ্ট বস্তু সমুদয়ও অন্তর্ব্বাহ্যে উলুতপ্লুতভাবে চৈতন্যময় থাকিয়াও চৈতন্যহারা হইয়া জন্মমৃত্যু দ্বারা অনবরতই সংসার মধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছে ॥৫॥

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥৬॥

আকাশস্থ বায়ু যথা সর্বস্থানে রয়। সেইমত সর্বভূত থাকয়ে আমায় ॥৬॥

যথা সর্ব্বত্রগঃ সর্ব্বত্রগামী মহান্ বায়ুঃ আকাশস্থিতোঽপি ন তেন আকাশেন সহ সংশ্লি-ষ্যতে, তথা তদ্বৎ সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানি তদনন্তচৈতন্যেঽবস্থিতোঽপি ন তেন চৈতন্যেন সহ সংশ্লি-ষ্যতে ইতি উপধারয় জানিহি ॥৬॥

ব্যাখ্যা। যেরূপ সেই সর্বব্যাপী আকাশ মধ্যে অবস্থিত বায়ু সর্বত্র-গামী ও মহৎ হইয়াও কোন বস্তুর সহিত মিশ্রিত না হইয়া পৃথকভাবে অব-স্থান করিতেছে। তদ্রূপ এই জগৎব্রহ্মাণ্ডও সেই নির্লিপ্ত অনন্তচৈতন্যে অবস্থিত থাকিয়াও চৈতন্যভাবে বঞ্চিত হইয়া অবস্থান করিতেছে ॥৬॥

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥৭॥

সর্ব্বভূত প্রলয়ে আমাতে লয় পায়। কল্পের আদিতে সৃষ্টি করি পুনরায় ॥৭॥

হে কৌন্তেয় বহ্নিতত্ত্ব ! কল্পক্ষয়ে প্রলয়কালে সর্ব্বভূতানি আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সর্ব্বাণি ভূতানি মামিকাং প্রকৃতিং যান্তি মচ্ছরীরভূতমায়ায়াং লীয়ন্তে পুনঃ কল্পাদৌ সৃষ্টিকালে অহং তানি সৃজামি তানি ভূতানি অনন্তচৈতন্যে ব্যঞ্জয়তি ॥৭॥

ব্যাখ্যা। এই জগৎব্রহ্মাণ্ডস্থ আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদয় সৃষ্টবস্তুই কল্পান্তে অর্থাৎ সহস্র মহাযুগান্তে প্রলয়কালে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত

হইয়া অনন্তচৈতন্যের সেই অনন্ত প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া কল্পারম্ভে অর্থাৎ সৃষ্টিকালে পুনরায় গুণত্রয়ের বৈষম্য প্রাপ্ত হইয়া নানাপ্রকার সৃষ্টিবস্তুরূপে পরিণত হয় ॥৭॥

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥৮॥

প্রকৃতির অধিষ্ঠানে অদৃষ্টানুসারে। সকল ভূতের সৃষ্টি করি বারে বারে ॥৮॥

স্বাং স্বকীয়াং প্রকৃতিং মায়াং অবষ্টভ্য অধিষ্ঠায় প্রকৃতের্বশাৎ অবশং স্ব স্ব সংস্কারপরবশং ইমং কৃৎস্নং আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তর্বর্ত্তিং ভূতগ্রামং জরায়ুজাণ্ডং পুনঃ পুনঃ বিসৃজামি বিশেষরূপেণ তদ-নন্তচৈতন্যং সৃজতি ॥৮॥

ব্যাখ্যা। এইরূপে জগৎ ব্রহ্মাণ্ডস্থ আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদয় পদার্থ পূর্ব পূর্ব সংস্কারের বশীভূত হইয়া আপন আপন প্রাকৃতিক গুণত্রয় অবলম্বন-পূর্ব্বক পুনঃপুনঃ সৃষ্টবস্তুরূপে পরিণত হইয়া থাকে ॥৮॥

ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥৯॥

কিছুতে আসক্ত নহি উদাসীনের ন্যায়। এ হেতু বাঁধিতে কেহ না পারে আমায় ॥৯॥

হে ধনঞ্জয় বহ্নিতত্ত্ব ! তেষু কর্ম্মসু সৃষ্ট্যাদি কর্ম্মসু অসক্তং অহং করোমি ইত্যাভিমানরহিতং উদাসীনবৎ উপেক্ষবৎ (নির্ব্বিকারতয়া) আসীনং মাং অনন্তচৈতন্যং তানি কর্ম্মাণি জগৎকর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি ॥৯॥

ব্যাখ্যা। এই সমস্ত সৃষ্টি ব্যাপারে চৈতন্যের কোন আসক্তি না থাকা হেতু চৈতন্য ইহাতে লিপ্ত না হইয়া উদাসীনবৎ অবস্থান করেন ॥৯॥

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥১০॥

চরাচরাদিতে যত আছে ভবে। আমার সন্নিধিমাত্রে প্রকৃতি প্রসবে ॥
এইত কারণে শুন কুন্তীর কুমার। অনায়াসে বিশ্বসৃষ্টি হয় বার বার ॥১০॥

হে কৌন্তেয়। প্রকৃতিং মম ত্রিগুণাত্মিকা শক্তিঃ ময়া আত্মচৈতন্যেন অধ্যক্ষেন অধিষ্ঠাত্রা সচরাচরং আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং ইদং বিশ্বমণ্ডলং সূয়তে উৎপাদয়তি, অনেন চৈতন্যাধিষ্ঠানেন হেতুনা

জগৎ ইদং বস্তা বস্তাত্মিকং বিশ্বমণ্ডলং বিপরিবর্ত্ততে জন্মমৃত্যু-আদি বিকারমনবরতমাসাদয়তি ॥১০॥

ব্যাখ্যা। কেবল চৈতন্যের অধিষ্ঠান হেতু প্রাকৃতিক গুণত্রয় দ্বারা এই চরাচর বিশ্বমণ্ডল বারংবার প্রলীন হইয়াও পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হইয়া থাকে ॥১০॥

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥১১॥
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥১২॥

মনুষ্যশরীর আমি করেছি ধারণ। এ হেতু অবজ্ঞা করে মোরে মূঢ়জন ॥
তাহারা না জানে মম শ্রেষ্ঠ যেই ভাব। ভক্তের হিতের হেতু মম লীলা সব ॥১১॥
শীঘ্র ফল পাবে মূঢ় করিয়া লালসা। আমা ভিন্ন দেবে সেবে তার বৃথা আশা ॥
রাক্ষসী আসুরীভাবে হইয়া মোহিত। যে যে কর্ম্ম করে সব হয় বিপরীত ॥১২॥

মূঢ়াঃ অবিবেকিনঃ মম আত্মচৈতন্যস্য ভূতমহেশ্বরং সর্ব্বভূতানাং মহান্তং ঈশ্বরং পরং সর্ব্বোৎকৃষ্টং ভাবং তত্ত্বং অজানন্তঃ মানুষীং তনুং আশ্রিতা মনুষ্যতয়া প্রতীয়মানং মাং আত্মচৈতন্যং অবজানন্তি নিন্দন্তি ॥১১॥

মোঘাশাঃ (চৈতন্যাপহারকসংসার কামনা যেষাং) মোঘকর্ম্মাণঃ (তন্নাভার্থ বৈদিকাদি কর্ম্মাণি যেষাং) মোঘজ্ঞানাঃ (কুতর্কশাস্ত্রজনিতজ্ঞানং যেষাং) তে বিচেতসঃ অজ্ঞানাঃ রাক্ষসীমাসুরীং হিংসাদ্বেষপ্রধানাং মোহিনীং মোহকারিণীং প্রকৃতিং স্বভাবং শ্রিতাঃ আশ্রিতাঃ ॥১২॥

ব্যাখ্যা। যে সকল মানবগণের প্রকৃতি অনুরাগ বিদ্বেষাদি ও ভোগরাগে বিমোহিত হইয়া, সংসারে বৃথা সুখের আশায় বৃথা ভোগ ক্রিয়াতে লিপ্ত থাকিয়া, বৃথা তর্কাদি শাস্ত্রজনিত জ্ঞানে অচেতন হইয়াছে; সেই অবিবেকিগণ আত্মচৈতন্যের পরমোৎকৃষ্ট ভাব, অর্থাৎ এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডস্থ আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদয় বিশ্বমণ্ডলে অখণ্ডভাবে একমাত্র চৈতন্যের অবস্থান অনুভব করিতে না পারিয়া, অনন্তচৈতন্যকে মনুষ্যাদি তনুতে আশ্রিত সামান্য বস্তু বিবেচনাপূর্বক অবজ্ঞা করিয়া থাকে ॥১১॥১২॥

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥১৩॥

সাত্ত্বিক মহাত্মা পার্থ হয় ত যাহারা। জানিয়া বিশ্বের কর্ত্তা মোরে ভজে তারা ॥১৩॥

তু কিন্তু হে পার্থ! মহাত্মানঃ ক্ষুদ্রকামাজনভিভূতং আত্মা অন্তঃকরণং যেষাং তে দৈবীং সত্ত্বসংশুদ্ধিরিত্যাদি বক্ষমাণাং প্রকৃতিং স্বভাবং আশ্রিতাঃ অনন্যমনসঃ (চৈতন্যব্যতিরিক্তে অন্যস্মিন্ মনঃ নাস্তি যেষাং) চৈতন্যগ্রাঃ সন্তঃ ভূতাদি সর্ব্বজগৎকারণং অব্যয়ং অবিনাশিনং মাং আত্মচৈতন্যং জ্ঞাত্বা ভজন্তি সেবন্তে ॥১৩॥

ব্যাখ্যা। মহাত্মগণ একমাত্র আত্মচৈতন্যকে অক্ষয় ও নিত্যবস্তু এবং আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদয় ভূতের আদিস্বরূপ অবগত হইয়া, তাঁহার উৎকৃষ্ট জগৎপ্রাণস্বরূপা দৈবী প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া একান্ত ভক্তির সহিত আপন আত্মাতে অবস্থানপূর্বক উপাসনা করিয়া থাকেন ॥১৩॥

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥১৪॥
জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥১৫॥

কেহ কেহ মোরে ভজে স্তোত্রাদি দ্বারায়। নানা ব্রত করি ভজে কেহবা আমায় ॥
আমাকে জানিতে লাগি করিয়া যতন। ভক্তি করি প্রণমিয়া করে যে যতন ॥১৪॥
বিশ্বরূপ বাসুদেব এমত জ্ঞানেতে। পার্থক্য ভাবিয়া কিংবা একত্র ভাবেতে ॥
এইসব ভাবে ভজে নানা ভক্তজন। ইন্দ্রাদিরূপেতে কিংবা সেবে কোন জন ॥১৫॥

কেন প্রকারেণ ভজন্তি ইত্যুচ্যতে। সততং সর্ব্বদা কীর্ত্তয়ন্তং চৈতন্যবিষয়কবেদান্তাদিশাস্ত্রাধ্যয়ন শ্রবণব্যাপার বিষয়ীকুর্ব্বন্তঃ দৃঢ়ব্রতাঃ স্থিরচিত্তেন যমাদি ব্রতমাশ্রিতাঃ যতন্তঃ আত্মচৈতন্যে সংযতাঃ সন্তঃ মাং আত্মচৈতন্যং ভজন্তি। কেচিৎ ভক্ত্যা নমস্যন্তঃ বিবেকনিম্নাঃ আত্মচৈতন্যাভিমুখে প্রণতাঃ সন্তঃ নিত্যযুক্তাঃ সর্ব্বদা আত্মচৈতন্যে অবস্থিতাঃ মাং চৈতন্যং উপাসতে ভজন্তি ॥১৪॥

অন্যে সাধকাঃ জ্ঞানযজ্ঞেন আত্মচৈতন্যে প্রকাশকক্রিয়য়াঃ যজন্তঃ ভাবয়ন্তঃ মাং উপাসতে আত্মচৈতন্যে অবতিষ্ঠন্তি। তদ্বিশেষমাহ। কেচিৎ একত্বেন অভেদভাবনয়া, কেচিৎ পৃথক্ত্বেন উপাসকোঽহং ইতি পৃথক্ ভাবনয়া, কেচিৎ বহুধা ব্রহ্মরুদ্রাদি বহুবিধ সৃষ্টবস্তুরূপেণ ভাবনয়া বিশ্বতোমুখং সর্ব্বাত্মকং অনন্তচৈতন্যং উপাসতে ॥১৫॥

ব্যাখ্যা। এই শ্লোকদ্বয়ে তত্ত্ববিৎ মহাত্মগণের অনুমোদিত সেই অনন্তচৈতন্যের উপাসনার সাধন বিষয় লিখিত হইয়াছে। অতএব উপাসনা

কাহাকে বলে, কাহার উপাসনা করা বিধি, ও তাহাতে প্রয়োজনই বা কি, এইগুলিন পূর্বে বলা আবশ্যক। "উপাসনা" এই শব্দটি উপ + আস্ ধাতু হইতে সম্পন্ন হইয়াছে "উপ" অর্থে সামীপ্য, এবং "আস্" এই ধাতুটি স্থাপনার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে 'উপাসনা' শব্দটির অর্থ "সমীপস্থ হওয়া" এইরূপ বুঝা যাইতেছে। এক্ষণে কাহার উপাসনা করিতে হয় এবং কি জন্যই বা তাহা আবশ্যক ইত্যাদি ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে।

আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক সর্বপ্রকার দুঃখের নিবৃত্তিই জীবের অর্থাৎ পুরুষের একমাত্র প্রয়োজন, এই নিমিত্ত সাংখ্যদর্শনে এই ত্রিবিধ দুঃখ মাত্রের নিবৃত্তিকেই পুরুষের অর্থ বা প্রয়োজনীয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

ত্রিবিধদুঃখনিবৃত্তিরর্থঃ পুরুষাণাং ॥১॥১॥

জীব এই আধিভৌতিক দুঃখ নিবৃত্তি জন্যই বারংবার ভোজন ও বসন-ভূষণাদি ব্যবহার করে, আধিদৈবিক দুঃখ নিবারণ জন্য বারংবার শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধাদি বিবিধ কাম্যবিষয় ভোগ করে, এবং আধ্যাত্মিক দুঃখের নিবৃত্তি জন্যই বারংবার স্ত্রী সংসর্গাদিতে নিযুক্ত হইয়া থাকে। এই সমস্ত কাম্যবিষয়াদি ভোগে তৎকালের নিমিত্ত এই সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি হয় বলিয়া এই বিষয়ভোগগুলিন পুরুষার্থ সাধন মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন যে, কাম্যবিষয়ভোগ দ্বারা কামাদি কোনপ্রকার দুঃখেরই এককালে নিবৃত্তি হয় না, যাহা হয় তাহা ক্ষণকালমাত্র স্থায়ী, পরক্ষণেই অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় দ্বিগুণ বেগে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। যথা—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥"

জীব যদি জানিত যে এই কাম্যবিষয়াদির ভোগে দুঃখত্রয়ের বেগ দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে কখনই তাহাতে নিযুক্ত হইত না। জীব এইরূপ পুরুষার্থ চাহে না। দুঃখত্রয়ের এরূপ নিবৃত্তি চাহে যাহাতে আর পুনরাবৃত্তি না হইতে পারে। জীব নিবৃত্তির পরমতত্ত্ব অর্থাৎ পরম নির্বাণপদ

প্রার্থনা করে। সাংখ্যদর্শনেও এই দুঃখত্রয়ের পরম নিবৃত্তিকেই পরম পুরুষার্থ বা জীবের পরমার্থ অর্থাৎ পরম প্রয়োজনীয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই পরম পুরুষার্থ-ই জীবের প্রার্থনীয়। যথা—

ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিঃ পরমপুরুষার্থঃ ॥১॥২॥

সর্বপ্রকার দর্শনশাস্ত্র দ্বারা ইহা স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, মৃত্যু হইলেই পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় ও জন্মগ্রহণ করিলেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; অতএব সৃষ্টি-সংসারে আবদ্ধ জীব এই জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া কখনই সেই পরম নির্বাণপদ বা পরম পুরুষার্থ লাভে সমর্থ হইতে পারে না। ইহা লাভার্থে এই জন্মমৃত্যুর বন্ধন হইতে মুক্তির প্রয়োজন। যথা সাংখ্যদর্শনে—

ন দৃষ্টাদৃষ্টাত্তৎ সিদ্ধিঃ নিবৃত্তেঽপ্যনুবৃত্তিদর্শনাৎ ॥১॥৩॥
উৎকর্ষাদপি মোক্ষস্য সর্বোৎকর্ষঃ শ্রুতে ॥১॥৫॥

সর্বপ্রকার দর্শনশাস্ত্রাদি দ্বারাও ইহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, জীব এই সৃষ্টির অতীত সেই অনন্তচৈতন্যস্থ হইয়া কৈবল্যপদে অবস্থান করিতে না পারিলে সেই পরমার্থ, অর্থাৎ আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক সর্বপ্রকার দুঃখের পরম নিবৃত্তি বা পরম নির্বাণপদ প্রাপ্ত হইতে পারে না। সুতরাং জীবের এই পরমার্থ সাধন জন্য চৈতন্যের উপাসনা অর্থাৎ চৈতন্যের সমীপস্থ হইবার চেষ্টা করা নিতান্ত প্রয়োজন। প্রধান ঋষিগণ এই আত্ম-চৈতন্যের উপাসনাই একমাত্র পরমার্থ সাধন বলিয়া বিধান করিয়াছেন। মহর্ষি বেদব্যাসও এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে কর্মযোগ বিষয়ের ৩৫শ শ্লোকেও এইরূপ বলিয়াছেন যে, চৈতন্যের উপাসনাতে মৃত্যু ভাল, তদ্ব্যতীত অপর পদার্থের উপাসনা উচিত নহে, তাহা অত্যন্ত ভয়ানক॥

ভক্তি এবং জ্ঞানপথ অবলম্বন দ্বারাই এই আত্মচৈতন্যের উপাসনা সাধিত হইয়া থাকে। মহর্ষি বেদব্যাস এই শ্লোকদ্বয়ের মধ্যে একটিতে প্রথমোক্ত ভক্তির ও অপরটিতে শেষোক্ত জ্ঞানের দ্বারাই এই সাধনের উপদেশ দিয়াছেন।

ভক্তিমার্গস্থ সাধকগণ সর্বপ্রকার চাঞ্চল্যশূন্য হইয়া দৃঢ়ব্রত অবলম্বন-

পূর্ব্বক একান্ত ভক্তির সহিত চিত্তকে সংযতকরতঃ সর্ব্বদা চৈতন্য বিষয় আলোচনা করিতে করিতে বহির্ম্মুখত্ব নিবারণানন্তর আত্মাভিমুখে প্রণতঃ হইয়া সর্ব্বদা সেই আত্মচৈতন্যে অবস্থান করিয়া থাকেন ॥১৪॥

জ্ঞানমার্গস্থ সাধকগণ যোগকৌশল দ্বারা প্রকাশিত আপন অনুভূত শক্তির তারতম্যবশতঃ কেহবা ব্রহ্ম রুদ্রাদি সৃষ্টবস্তু সমুদয়ে আত্মচৈতন্যের পৃথক পৃথক ভাবে অবস্থান অনুভব করিয়া, এবং কেহবা সৃষ্টি মধ্যে একমাত্র উপাস্য অনন্তচৈতন্যের অবস্থান ও আপনাকে উপাসকভাবে অনুভব করিয়া এবং কেহবা আপনাকে পর্য্যন্ত সেই সর্ব্বব্যাপি চৈতন্যের অংশরূপে অনুভবকরতঃ এই সৃষ্ট বস্তুসমূহের অনিত্যতা জ্ঞাত হইয়া একমাত্র আত্মচৈতন্যের অবস্থান অনুভব করিয়া সেই অনন্তচৈতন্যের উপাসনা করিয়া থাকেন ॥১৫॥

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥১৬॥

শুন হে অর্জুন তুমি আমার বচন। সর্বময় হই আমি তার বিবরণ॥
অগ্নিষ্টোম আদি যজ্ঞ পঞ্চ যজ্ঞ আর। সুধা মহৌষধি সব স্বরূপ আমার॥
মন্ত্র ঘৃত অগ্নি হোম আমার স্বরূপ। জানিলে উত্তীর্ণ হয় অন্ধ ভবকূপ॥১৬॥

অহং অনন্তচৈতন্যং ক্রতুঃ শ্রৌতেঽগ্নিষ্টোমাদি- অহং যজ্ঞঃ স্মৃত্যুক্ত পঞ্চযজ্ঞাদিঃ অহং স্বধা পিতৃতৃপ্ত্যর্থমন্নং স্বধম্ ঔষধম্ ওষধি প্রভবান্নং দেবতৃপ্ত্যর্থহোমাদি সাধনে অহং অগ্নিঃ অহং আজ্যং হবিঃ অহং মন্ত্রঃ অহং হুতং হবণকর্ম্ম চ ॥১৬॥

ব্যাখ্যা। সেই অনন্ত ব্রহ্মচৈতন্যই ইহলোকের তৃপ্তিকারক ঔষধি প্রভব অন্নাদিরূপে ও পিতৃলোকের তৃপ্তিকারক শ্রাদ্ধাদিরূপে, এবং দেবলোকের তৃপ্তিকারক হোমাদি কার্য্যে ও তৎসাধক ঘৃত অগ্নি মন্ত্র ও হবণ ক্রিয়াদিরূপে, এমন কি সর্বপ্রকার বৈদিক অগ্নিষ্টোমাদি ও স্মৃতি প্রকাশিত যজ্ঞাদিরূপেও বর্ত্তমান রহিয়াছেন ॥১৬॥

পিতামহস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥১৭॥

জগতের পিতা পিতামহ আর মাতা। এ সকল আমি হই যজ্ঞফল দাতা॥
জ্ঞেয়বস্তু হই আমি পবিত্র প্রণব। সর্ব্ববেদ হই আমি শুন হে পাণ্ডব ॥১৭॥

অস্য জগতঃ বিশ্বমণ্ডলস্য পিতা জনহিতা মাতা জনয়িত্রী পিতামহঃ স্তুতোরপি জনয়িতা ধাতা কর্ম্মফলবিধাতা বেদ্যং জ্ঞেয় পদার্থং পবিত্রং পাবনং ঋক্ সাম যজুঃ বেদত্রয়ম্ ওঁকারঃ তদুক্তঃ প্রণবশ্চঃ অহং অনন্তচৈতন্যম্ ইতি শেষঃ ॥১৭॥

ব্যাখ্যা। সেই অনন্তচৈতন্য এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের পিতা মাতা পিতামহ এবং বিধাতা ও তিনিই ঋক্ সাম যজু আদি বেদ ও তাহার জ্ঞেয় পদার্থ পরম ব্রহ্ম এবং সর্ব্বপাপবিনাশক প্রণবাত্মক ওঁকার ধ্বনি তাহারই স্বরূপমাত্র ॥১৭॥

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥১৮॥

কর্ম্মফল জগতের আমি নিয়ামক। শুভাশুভ দেখি প্রতিপালক রক্ষক॥
ভোগাদির স্থান আমি সর্ব্বহিতকারী। সৃষ্টি করি সংসার পুনর্বার সংহরি॥
সকলের বীজ আমি বিশ্বের আধার। আমা বিনা ত্রিভুবনে বস্তু নাহি আর ॥১৮॥

গতিঃ শুভাশুভকর্ম্মফলং নিবাসঃ ভোগস্থানং সাক্ষী দ্রষ্টা প্রভুঃ নিয়ন্তা সুহৃৎ হিতকারী শরণং রক্ষকং ভর্ত্তা পোষণকর্ত্তা, প্রভবঃ সৃষ্টিকর্ত্তা স্থানং (তিষ্ঠন্তি অস্মিন্ ইতি স্থানং) আধারঃ প্রলয়ঃ সংহারকর্ত্তা, নিধানং (নিধীয়তে অস্মিন্ ইতি নিধানং) লয়স্থানং অব্যয়ং বীজং উৎপত্তিকারণঞ্চ ॥১৮॥

ব্যাখ্যা। সেই অনন্ত ব্রহ্মচৈতন্যই আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদয় জীবের হিতকারী রক্ষক পোষণ কর্ত্তা, তিনিই সর্ব্বপ্রকার শুভ অশুভ কর্ম্মের ফল ও ভোগস্থান এবং দ্রষ্টা ও নিয়ামক, তিনিই এই বিশ্ব সংসারের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারকারক, অধিক কি, তিনিই এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির অনন্ত কারণ ও প্রলয় স্থান ॥১৮॥

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥১৯॥

সূর্য্যরূপে তাপ করি মেঘরূপে বৃষ্টি। কোন কালে আকর্ষণ কোন কালে সৃষ্টি॥

সকলের জীব এবং বিনাশস্বরূপ। সর্ব্বস্থানে থাকি আমি স্থূল সূক্ষ্মরূপ ॥১৯॥

অহং অনন্তচৈতন্যং তপামি আদিত্যাদিরূপেণ জগত্তাপং করোমি, বর্ষং বৃষ্টিরূপরসং নিগৃহ্ণামি আকর্ষামি উৎসৃজামি প্রক্ষিপামি চ, হে অর্জ্জুন বহ্নিতত্ত্ব! অহং অনন্তচৈতন্যং অমৃতং জীবনং মৃত্যুশ্চ সৎ অনাদ্যনন্ত নিত্য চৈতন্য পদার্থঃ অসৎ এতদ নিত্যক্ষণস্থায়ীপদার্থশ্চ ॥১৯॥

ব্যাখ্যা। সেই ব্রহ্মচৈতন্যই মেঘরূপে বারিবর্ষণ দ্বারা জগৎ শীতল করেন এবং তিনিই সূর্য্যরূপে আকর্ষণ করিয়া জগৎ উত্তপ্ত করিয়া থাকেন; তিনিই এই জগতের প্রাণস্বরূপ ও মৃত্যুরও স্বরূপ সৃষ্টিকর্ত্তা এবং সংহারকর্ত্তা; অধিক কি সেই অনাদি অনন্ত নিত্যবস্তু হইতে এই অনিত্য ক্ষণস্থায়ী অতি সামান্য সৃষ্টপদার্থ স্বরূপে পর্য্যন্ত একমাত্র তিনিই অবস্থান করিতেছেন ॥১৯॥

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥২০॥

ঋক্ যজু সামবেদ পড়িয়া ব্রাহ্মণ। তাহাতে বিহিতকর্ম্ম করি আচরণ॥
যজ্ঞ শেষ ভোগ করি করিয়া প্রার্থনা। চিরকাল স্বর্গে থাকে না পায় যাতনা ॥২০॥

সোমপাঃ সোমং পিবন্তি ইতি সোমপাঃ ত্রৈবিদ্যাঃ (ঋগ্বেদ সামবেদ যজুর্ব্বেদ লক্ষ্য নাস্তি ত্রৈবিদ্যা বিদন্তি ইতি ত্রৈবিদ্যাঃ) বৈদিককর্ম্মপরায়ণৈঃ মাং অনন্তচৈতন্যং ইন্দ্রাদি নানারূপেণ ইষ্ট্বা সংপূজ্য পূতপাপাঃ শোধিতকল্মষাঃ সন্তঃ স্বর্গতিং স্বর্গং প্রতি গতিং স্বর্গসুখভোগাদি প্রার্থয়ন্তঃ। তে বেদত্রয়বিদোযাজ্ঞিকাঃ পুণ্যং পুণ্যফলরূপং সুরেন্দ্রলোকং স্বর্গম্ আসাদ্য প্রাপ্য দিবি দেবলোকে দিব্যলোকে দিব্যান্ উৎকৃষ্টান্ দেবভোগান্ দেবদেহোপভোগান্ অশ্নন্তি ভুঞ্জতে ॥২০॥

ব্যাখ্যা। সোমরসপায়ী ঋক্ সাম ও যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণগণ বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা অনন্তচৈতন্যকে ইন্দ্রাদি নানাপ্রকার দেবতারূপে উপাসনা করিয়া স্বর্গলোক প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা দেহত্যাগান্তে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া তত্তৎ কর্ম্মানুযায়ী উৎকৃষ্ট দেবভোগ সকল উপভোগ করেন ॥২০॥

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না,
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥২১॥

তথা চিরকাল ভোগ অনেক করিয়া। পুণ্যক্ষয়ে পুনঃ জন্মে পৃথিবী আসিয়া॥
বেদধর্ম্মরত এই কামী যত জন। গতায়াত করে পুনঃ জন্মে না যায় বন্ধন ॥২১॥

তে বেদত্রয় বিদো যাজ্ঞিকাঃ তাং বিশালং বিপুলং স্বর্গলোকং স্বর্গসুখভোগং ভুক্ত্বা পুণ্যে ক্ষীণে প্রার্থিত ভোগশেষে মর্ত্ত্যলোকং পুনঃ স্থূলদেহং বিশন্তি। এবম্প্রকারেণ ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না বেদত্রয়বিহিতধর্ম্মমনুগতাঃ কামকামাঃ কাম্য ভোগান্ কাময়মানাঃ গতাগতাযাতং লভন্তে ॥২১॥

ব্যাখ্যা। উক্ত ত্রিবেদী ব্রাহ্মণগণ সেই বিপুল স্বর্গসুখ ভোগ করিতে করিতে পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন করেন। বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠানকারী কামপরায়ণগণ এই প্রকারে চিরকালই পুনঃপুনঃ সংসার মধ্যে গমনাগমন করিতে থাকেন ॥২১॥

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥২২॥

আমা বিনা অন্য নাহি জানে যে যে জনা। আমার ভাবনারূপ করে উপাসনা॥
সেই নিত্যযোগী তার যে বস্তু না থাকে। আমি চেষ্টা করি আনি যোগাই তাহাকে॥
উপস্থিত দ্রব্য তার করিয়া রক্ষণ। দুঃখনাশ করি আরো দেই মোক্ষধন ॥২২॥

যে জনাঃ সাধকাঃ অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তঃ মদেকনিষ্ঠাঃ সন্তঃ মাং অনন্তচৈতন্যং পর্য্যুপাসতে তৎপ্রকাশকক্রিয়াং কুর্ব্বন্তি। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং নিত্যচৈতন্যস্থ সাধকানাং যোগক্ষেমং মৎপ্রাপ্তিলক্ষণং যোগং অপুনরাবৃত্তিলক্ষণং ক্ষেমং অহং বহামি তদনন্তচৈতন্যমেব প্রাপয়তি ॥২২॥

ব্যাখ্যা। যে সকল সাধকগণ একান্তচিত্তে কেবল আত্মচৈতন্যের উপাসনা করেন, তাঁহাদের আত্মচৈতন্যে স্বতঃই প্রকাশিত হইয়া তাঁহাদিগের সচৈতন্যাবস্থা রক্ষা করেন, সুতরাং তাঁহারা সর্ব্বদাই চৈতন্যযুক্ত ॥২২॥

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥২৩॥

অন্য দেবতার পূজা করে যে যে জন। সেও তো আমাকে ভজে এ সত্য বচন ॥
মোক্ষপ্রাপ্তি বিধি বিনা সেই লোকে ভজে। অতএব অবিধিপূর্বক তারা যজে ॥২৩॥

অপিতু: যে অন্য দেবতা ভক্তা: তদনন্তচৈতন্যাদন্যদেবতাভক্তা: জনা: শ্রদ্ধয়ান্বিতা: শ্রদ্ধাযুক্তা: সন্ত: ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতাদি যজন্তে উপাসতে হে কৌন্তেয় বহ্নিতত্ত্ব! তেঽপি অবিধিপূর্ব্বকং ভোগবিকারার্থং ন তু আত্মচৈতন্যার্থং মাং ইন্দ্রাদিরূপেণ তৎচৈতন্যমেব উপাসতে ॥২৩॥

ব্যাখ্যা। যে সকল শ্রদ্ধান্বিত ভক্তগণ চৈতন্য ব্যতীত অন্যান্য দেবতার উপাসনা করেন, তাঁহারা অবিধিপূর্ব্বক আত্মার অর্থাৎ আপনারই ভজনা করিয়া থাকেন ॥২৩॥

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥২৪॥

সর্ব্বযজ্ঞ ভোক্তা আমি প্রভু সবাকার। আমাতে বিশেষ জ্ঞান না আছে যাহার ॥
তপ যজ্ঞ করিয়াও অধঃপাতে যায়। ভ্রমরে সংসার ঘোরে গতি নাহি পায় ॥২৪॥

অহং তদনন্তচৈতন্যমেব সর্ব্বযজ্ঞানাং তত্তদ্দেবতারূপেণ ভোক্তা: প্রভুশ্চ ফলদাতাচ এবম্ভূতং মাং অনন্তচৈতন্যং তে বেদত্রয়বিদো যাজ্ঞিকা: তত্ত্বেন যৎ ন অভিজানন্তি। অত: অস্মাৎ হেতো: তে চ্যবন্তি পুন:পুন: সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন্তে ॥২৪॥

ব্যাখ্যা। আপনিই সর্বক্রিয়ার কর্ত্তা ও তত্তৎকালের ভোক্তা। জীবগণ আপনার তত্ত্বকে জ্ঞানের সহিত জানিতে না পারিয়াই পুনঃপুনঃ সৃষ্টি-সংসারে গমনাগমন করিয়া থাকেন ॥২৪॥

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্ ॥২৫॥

দেব আরাধনা করি দেবলোকে যায়। পিতৃলোক পূজা করি পিতৃলোক পায় ॥
ভূতগণ পূজা করি যায় ভূতলোকে। মম উপাসনা করি পায় তো আমাকে ॥২৫॥

দেবব্রতা: ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবেষু ব্রতং উপাসনং যেষাং তে দেবান্ দেবরূপং যান্তি প্রাপ্নোতি পিতৃব্রতা: পিতৃষু ভৌতিক জগত্যুৎপাদক তন্মাত্রাষু ব্রতং উপাসনং যেষাং তে পিতৃন্ তদ্ভাবং প্রাপ্নোতি, ভূতেজ্যা: স্থূলভূতেষু ইজ্যা উপাসনং যেষাং তে ভূতভাবং প্রাপ্নোতি, মদ্যাজিন: আত্মচৈতন্যেষু উপাসনং যেষাং তে তে মাং যান্তি তদনন্তচৈতন্যময় ব্রহ্মভাবং প্রাপ্নোতি। যথোপাসতে তদেব ভবতি ইতি শ্রুতে: ॥২৫॥

ব্যাখ্যা। পিতৃব্রতপরায়ণগণ এই ভৌতিক জগতের পিতৃস্থানীয় তদুৎপাদক সূক্ষ্মস্বরূপ পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়েন। দেবব্রতপরায়ণগণ এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাতৃদেবত্ব প্রাপ্ত হয়েন, কিন্তু আত্মচৈতন্যোপাসকগণ চৈতন্যময় হইয়া সেই অনন্তচৈতন্যে বিলীন হওত ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥২৫॥

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥২৬॥

পত্র পুষ্প ফল জল যে করে অর্পণ। তার ভক্তি হেতু আমি করি যে গ্রহণ ॥২৬॥

যঃ সাধকঃ ভক্ত্যা সহ পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং আত্মচৈতন্যায় প্রযচ্ছতি প্রদদাতি। তৎ প্রযতাত্মনঃ সমাধিস্থস্য সাধকস্য ভক্ত্যুপহৃতং প্রীত্যা সহ সমর্পিতং পত্রাদিকং অহং অশ্নামি আত্মচৈতন্যং পুষ্ণামি ইতি ॥২৬॥

ব্যাখ্যা। যাঁহারা ভক্তিপূর্বক আত্মচৈতন্যের প্রসন্নার্থ পত্র পুষ্প ফল ও জল প্রভৃতি ব্যবহার করেন, সেই সংযতচিত্ত সাধকগণের চৈতন্য তদ্দ্বারাই পরিপুষ্ট হইয়া প্রকাশ পায় ॥২৬॥

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্বমদর্পণম্ ॥২৭॥

যে কর্ম্ম কর হে পার্থ যে কর ভোজন। হোম তপস্যাদি যাহা কর বিতরণ ॥
আমাতে সে সব তুমি করিয়া অর্পণ। জ্ঞানানলে দগ্ধ কর পাপরূপ বন ॥২৭॥

যৎ লৌকিকাদিকং কর্ম্ম করোষি, যৎ দেহধারণার্থং অশ্নাসি, যৎ জুহোসি যৎ দদাসি যৎ বৈদিকাদিকং হোমদানতপঃ প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিককর্ম্ম করোষি তৎসর্ব্বং সর্ব্বং যৎ তদাত্মচৈতন্য প্রকাশায় অর্পণং কুরুষ্ব অর্পয়েতি ইতি ২৭॥

ব্যাখ্যা। যে সমস্ত বৈদিক হোমাদি বা তান্ত্রিক তপস্যাদি অথবা কোনপ্রকার লৌকিক কার্য্যাদি করা যায় এবং তত্তৎ কর্ম্মজনিত যে সকল শুভাশুভ ফল উপভোগ করিতে হয়, তৎসমস্তই আত্মচৈতন্যের প্রসন্নার্থে অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য ॥২৭॥

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ ।
সন্ন্যাস যোগযুক্তাত্মা বিমুক্তোমামুপৈষ্যসি ॥২৮॥

সন্ন্যাস যোগ দ্বারা পাপাব্ধি ত্যজিয়া । আমাকে পাইবে ঘোর সংসার তরিয়া ॥২৮॥

এবম্প্রকারেণ শুভাশুভফলৈঃ কর্ম্মবন্ধনৈঃ ইষ্টানিষ্ট কর্ম্মফলরূপ বন্ধনৈঃ মোক্ষ্যসে বিমুক্তো ভবিষ্যসি । সন্ন্যাস যোগযুক্তাত্মা সাধক এবম্প্রকারেণ কর্ম্মফলত্যাগে ন কর্ম্মবন্ধনৈঃ সন্ মাং অনন্তচৈতন্যং উপৈষ্যসি প্রাপ্স্যসি ॥২৮॥

ব্যাখ্যা। ত্যাগ কৌশলযুক্ত সাধকগণ এপ্রকার অনুষ্ঠান দ্বারা শুভাশুভ ফলভোগস্বরূপ কর্মের বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া চৈতন্যময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥২৮॥

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥২৯॥

সর্ব্বভূতে সমভাবে সর্ব্বদা যে থাকে । ভক্তিভাবে নিরন্তর যে ভাবে আমাকে ॥
আমাতে সে থাকে আমিও থাকি তাতে । পরম রহস্য এই কহিনু তোমাতে ॥২৯॥

অহং আত্মচৈতন্যঃ সর্ব্বভূতেষু সর্ব্ব সৃষ্ট পদার্থেষু সমঃ সমভাবেন বর্ত্ততে । মে মম আত্মচৈতন্যস্য দ্বেষ্য দেবতির্য্যগ্ মনুষ্য স্থাবরাদিষু কোঽপি ত্যাজ্য ন অস্তি এবঞ্চ প্রিয়োঽপি অস্তি । অপিতু যে সাধকাঃ ভক্ত্যাঃ শ্রীত্যাসহ মাং অনন্তচৈতন্যং ভজন্তি উপাসতে তে সাধকাঃ ময়ি আত্মনি বর্ত্ততে অতএব তেষু সাধকেষু তদনন্তব্রহ্মচৈতন্যপ্রকাশো ভবতি ॥২৯॥

ব্যাখ্যা। আত্মচৈতন্য সর্বভূতে সমানভাবে অবস্থান করিতেছেন কোন বস্তুই তাঁহার দ্বেষ্য বা প্রিয় নাই। যে কেহ ভক্তিপূর্ব্বক আত্মচৈতন্যের উপাসনা করেন তাহাতেই তাঁহার চৈতন্য প্রকাশ পায় এবং তদ্দ্বারা তিনি সচৈতন্যভাবে অবস্থান করিতে সক্ষম হয়েন ॥২৯॥

অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।
সাধুরেব সমন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥৩০॥

বড় দুরাচার যারে দেখে সর্ব্বজন । আমাকে অনন্যভাবে করয়ে ভজন ॥
সে হয় পরম সাধু মানিবে তাহারে । যে ভজে আমাকে সেই সর্বধর্ম করে ॥৩০॥

অপিচেৎ সুদুরাচারঃ অত্যন্ত দুরাচারঃ জনঃ অনন্যভাক্ একাত্মনিষ্ঠঃ সন্ মাং আত্মচৈতন্যং

ভজতে সেবতে ; স জনঃ সাধুরেব মন্তব্যঃ বহুমন্তব্যঃ হি যস্মাৎ স মানবঃ সম্যগ্ব্যবসিতঃ সাধু নিশ্চয়ং অধ্যবসায়ং কৃতবান্ ॥৩০॥

ব্যাখ্যা। অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদ্যপি একান্তচিত্তে আত্মচৈতন্যের ভজনা করেন তাহাকে সাধু বলিয়া জানা উচিত ; কারণ তিনি পরম পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন ॥৩০॥

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি ।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥৩১॥

যেজন সত্বর হয় ধর্ম্মপরায়ণ । চিত্ত স্থির রূপ নিষ্ঠা লভয়ে তখন ॥
নানাবিধ বাদ্য করি রিপুর সভাতে । বাহু আস্ফোট করি কর প্রতিজ্ঞা তাহাতে ॥
এমনি করহ তুমি কৌরব বিনাশ । মম ভক্ত তব নাহি হইবেক ত্রাস ॥৩১॥

এবং কুর্ব্বন্ স মানবঃ ক্ষিপ্রং শীঘ্রং ধর্মাত্মা চৈতন্যযুক্ত ভবতি শশ্বচ্ছান্তিং পরমনির্ব্বাণং নিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি । মে মম ভক্তঃ আত্মচৈতন্যস্থঃ সাধকঃ ন প্রণশ্যতি অবশ্যমেব কৃতার্থো ভবতি হে কৌন্তেয় ইতি প্রতিজানীহি ॥৩১॥

ব্যাখ্যা। অনন্তচৈতন্যযুক্ত সাধকগণ আত্মধর্মে অবস্থান হেতু কখনই বিনষ্ট হয়েন না, তাহারা অল্পকাল মধ্যে আপন প্রারব্ধভোগ সমাপনান্তে অনন্ত শান্তিপদ প্রাপ্ত হয়েন ॥৩১॥

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥৩২॥
কিং পুনঃ ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়োস্তথা ।
অনিত্যমসুখংলোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥৩৩॥

নীচ জাতি বৈশ্য শূদ্র নারীগণ আর । আমাকে আশ্রয় করি তরিবে সংসার ॥৩২॥
ব্রাহ্মণ রাজর্ষি আদি যত পুণ্যবান । কি কহিব অনায়াসে পায়েন নির্বাণ ॥
তুমিও রাজর্ষি বট কুন্তীর নন্দন । অন্য সব ত্যজি কর আমার ভজন ॥৩৩॥

হে পার্থ ! যে নরাঃ পাপযোনয়ঃ স্যুঃ নিকৃষ্টজন্মানঃ ভবেয়ুঃ যেঽপি বৈশ্যাঃ কৃষিনিরতাঃ তথা যেঽপি স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাঃ অধ্যয়নাদিরহিতাঃ যতঽপি মাং আত্মচৈতন্যং ব্যপাশ্রিত্য সংযোজ্য পরাং গতিং যান্তি পরমনির্বাণং প্রাপ্নোতি ॥৩২॥

এবং চেৎ পুণ্যাঃ সুকৃতিনো ব্রাহ্মণাঃ রাজর্ষয়ঃ প্রশ্নবন্ত বিবেকিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ ভক্তাঃ এবম্প্রকারেণ চৈতন্যসেবয়া পরমনির্ব্বাণপদং প্রাপ্নোতি, ইতি কিং পুনঃ কর্ত্তব্যম্। অতএব ইমং অনিত্যম্ অস্থিরম্ অসুখং দুঃখময়ং লোকং দেহং প্রাপ্য মাং ভজস্ব আত্মচৈতন্য প্রকাশয়। ॥৩৩॥

ব্যাখ্যা। পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণগণ এবং ভক্তিযুক্ত ক্ষত্রিয়গণের কথা কি? ঘোর সাংসারিক বৈশ্যগণ বা অজ্ঞান শূদ্রগণ ও স্ত্রীলোকগণ কিংবা যেকোন প্রকার পাতকী হউক না কেন আত্মচৈতন্যে আশ্রয় লইলে অনায়াসে পরমগতি কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হয়েন; অতএব এই অশান্তিকর অনিত্য সংসারে আসিয়া আত্মচৈতন্যের প্রকাশ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য ॥৩২॥৩৩॥

মন্মনা ভবমদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥৩৪॥

কেবল আমাতে সদা স্থির কর মন। ভক্তিভাবে আমাকেই করহ পূজন ॥
এ প্রকারে করি পার্থ মম আরাধনা। আমাকে পাইবে ত্যজি সংসার যন্ত্রণা ॥৩৪॥

অধুনা ভজনপ্রকারমাহ। মন্মনা ভব ময়ি আত্মনি মনো যস্য স মন্মনাঃ মনসঃ অন্তর্মুখত্বং সম্পাদয়, মদ্ভক্তঃ চৈতন্যরতোভবঃ, মদ্যাজী আত্মচৈতন্যোপাসনশীলো ভব, এবঞ্চ মাং নমস্কুরু আত্মচৈতন্যাভিমুখে। এবম্প্রকারেণ মৎপরায়ণঃ মাং আত্মচৈতন্যমেব পরং অয়নং স্থানং জ্ঞাত্বা আত্মানং যুক্ত্বা আত্মচৈতন্যে অবস্থায় মাং চৈতন্যমেব এষ্যসি প্রাপ্স্যসি ॥৩৪॥

ব্যাখ্যা। সাধকগণ সেই অনন্তচৈতন্যই পরমপদ ভোগ করিয়া তৎপ্রতি ভক্তিযুক্ত হইয়া তদভিমুখে বিনত হইয়া চৈতন্য প্রকাশক ক্রিয়া দ্বারা মন প্রাণ চৈতন্যে অর্পণকরণানন্তর আত্মচৈতন্যময় হইয়া থাকেন ॥৩৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং পদবোধিনীরত্নৌঃ নবমোঽধ্যায়ঃ।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

এইরূপে কূটস্থে চিত্ত সংযত থাকিয়া দ্বেষ নিন্দা আদি শূন্য হইলে, **এই** পরম সুখজনক প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ সর্ব্বোৎকৃষ্ট অতি গুহ্য বিদ্যাশ্রেষ্ঠ চৈতন্য অনুভূত হয়; জীবগণ ইহার দ্বারা সংসারযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া থাকে; এবং শ্রদ্ধাহীনগণ ইহারই অভাবে পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন হয় ॥১—৩॥ **আকাশ মধ্যে বায়ুর ন্যায় অনন্তচৈতন্য সৃষ্ট পদার্থে নির্লিপ্তভাবে ব্যাপ্ত**

থাকিয়া তাহাদিগকে ধারণ ও পালন করিতেছেন; কিন্তু আশ্চর্য্য কৌশল এই যে, ভূতগণ চৈতন্যমধ্যে অবস্থান করিয়া চৈতন্যহারা হইয়া আছে ॥৪—৬॥ প্রকৃতি অনন্তচৈতন্যকে অবলম্বন করিয়া এই ত্রিগুণবিমোহিত ভূতগ্রামকে পুনঃপুনঃ সৃষ্টি ও প্রলয়ের অধীন করিয়া থাকে; কিন্তু অনন্তচৈতন্য সৃষ্টিকার্য্যে উদাসীনবৎ অনাসক্ত থাকায় ইহাতে জড়িত হয়েন না ॥ ৭—১০॥ অজ্ঞানিগণ বৃথা সুখ আশায় ও বৃথা ভোগবিলাসে ও বৃথা তর্কাদি শাস্ত্রজ্ঞানে বিমোহিত হইয়া আসুরিক ভাব প্রাপ্ত হওয়ায়, অনন্তচৈতন্যের এই পরমভাব বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে সৃষ্টবস্তুরূপে বুঝিয়া থাকে ॥১১—১২॥ কিন্তু জ্ঞানিগণ অনন্তচৈতন্যকে সৃষ্টির আদি ও অব্যয় জানিয়া দৈবী প্রকৃতি আশ্রয়পূর্বক কেহ দ্বৈতভাবে, কেহ অদ্বৈতভাবে কেহবা বহুভাবে উপাসনা করেন; এবং ভক্তগণ দৃঢ়ভাবে সংযত থাকিয়া ও তদভিমুখে প্রণতঃ উপাসীন হওত তদগুণানুকীর্ত্তন করিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন ॥১৩—১৫॥ অনন্তচৈতন্যই ইহলোকের তৃপ্তিকারক অর্থাদি, পিতৃলোকের তৃপ্তিকারক শ্রাদ্ধাদি, ও দেবলোকে তৃপ্তিকারক হোমাদির উপকরণ, এই জগতের মাতা পিতা পিতামহ বিধাতা, প্রণবজ্ঞান ঐ জ্ঞানের উপায়স্বরূপ বেদত্রয়, এবং জ্ঞেয়বস্তু, তিনিই এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়স্থান, এবং আকর বীজস্বরূপে; তিনিই উত্তাপদায়ক ও শীতলকারক, এবং তিনিই স্রষ্টা ও সৃষ্টবস্তুস্বরূপে অবস্থান করিতেছেন ॥১৬—১৯॥ বৈদিক ক্রিয়ান্বিত ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞাদি দ্বারা স্বর্গলোক কামনা করিয়া তাহা প্রাপ্তিপূর্বক দেবতার ন্যায় ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় স্থূলদেহ প্রাপ্ত হয়, এইরূপে পুনঃপুনঃ সংসার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকে ॥২০—২২॥ অনন্তচৈতন্য সর্ব্ব কার্য্যের প্রভু ও ভোক্তা, যিনি যে দেবতার পূজাই করুন, অবিধিপূর্ব্বক সেই অনন্তচৈতন্যেরই পূজা করেন। যিনি দেবতা বা সূক্ষ্ম কি স্থূল ভূতাদি যাহার উপাসনা করেন তিনি তদবস্থা প্রাপ্ত হয়েন; যিনি একান্তচিত্তে চৈতন্যের উপাসনা করেন, তাঁহার চৈতন্য স্বতঃপ্রকাশ পাইয়া তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন করে। জীবগণ ইহা জানিতে না পারিয়াই পুনঃপুনঃ সংসারে আবদ্ধ হয় ॥২৩—২৫॥

ভক্তিপূর্বক চৈতন্যার্থে যে যাহা কিছু ব্যবহার করে, তদ্দ্বারাই চৈতন্য স্ফূর্ত্তি পায়; অতএব জাগতিক সমস্ত কার্য্যই চৈতন্যার্থে সম্পাদন করিতে পারিলে তদ্দ্বারা চৈতন্য স্ফূর্ত্তি পাইয়া চৈতন্যময়ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়; সুতরাং শুভাশুভ কর্মফলে আর আবদ্ধ হইতে হয় না ॥২৬—২৭॥ অত্যন্ত দুরাচারী ব্যক্তিগণও চৈতন্যের উপাসনা দ্বারা অল্পকাল মধ্যে ধর্মাত্মা হইয়া অনন্ত শান্তিপদ প্রাপ্ত হয়, এরূপ অবস্থায় তাহাদিগকে পরম সাধু বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, কারণ তাহারা চৈতন্যে অবস্থিত থাকা হেতু সেই অনন্তচৈতন্য সর্ব্বব্যাপি হইয়াও তাহাতে প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥২৮ ৩১॥ পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণগণ, ভক্ত রাজর্ষিগণের কথা কি, মহাপাতকী নিরক্ষর ও চাষজীবিগণও চৈতন্য আশ্রয় করিলে সেই পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব সেই অনন্তচৈতন্যকে পরমপদার্থরূপে অবগত হওত একান্ত মনে ভক্তিপূর্ব্বক চৈতন্যাভিমুখে প্রণত হইয়া তাঁহার উপাসনা করণানন্তর সেই অনন্তচৈতন্যময় ব্রহ্মপদ লাভ করা কর্ত্তব্য ॥৩২—৩৪॥

ইতি যোগশাস্ত্রোপনিষৎ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার
নবম অধ্যায়ে পাশ্চাত্য ও এতদ্দেশীয়
বিবিধ শাস্ত্রসঙ্গত মীমাংসার
সহিত আধ্যাত্মিকী ব্যাখ্যা
সমাপ্ত।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ
ওঁ হরিঃ ওঁ হরিঃ ওঁ হরিঃ
ওঁ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

দশমোঽধ্যায়ঃ।

বিভূতিযোগঃ।

শ্রীভগবান উবাচ।

ভূয় এব মহাবাহো! শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥১॥

ব্যাখ্যা। কূটস্থের দ্বারা অনুভব হইতেছে—পুনরায় আমি তোমাকে বলিতেছি প্রিয় জানিয়া হিতের নিমিত্ত ॥১॥

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্বশঃ ॥২॥
যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৩॥

ব্যাখ্যা। অনেক ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তি জানে না, মহর্ষিরা জানে না যত দেবতা ও মহর্ষির আদি আমি; তা যে আমাকেই আজ অনাদি এবং সকল যাহা ঈশ্বর সম্যকপ্রকারে মূঢ় না হইয়া অর্থাৎ চৈতন্যে থাকে যে সেই সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥২॥৩॥

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥৪॥

ব্যাখ্যা। বুদ্ধি, জ্ঞান, সম্যকপ্রকারে মোহিত না হওয়া, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ হওয়া, না হওয়া, ভয়, অভয় ॥৪॥

অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥৫॥

ব্যাখ্যা। অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপ, অর্থাৎ কূটস্থ ধ্যান, দান, যশ, অযশ, এ সকল ভাব পঞ্চ ভূতের হয়, আমার ভাব ইহা হইতে পৃথক ॥৫॥

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥৬॥

ব্যাখ্যা। সপ্ত মহর্ষি (মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা) চারি মনু (সনক, সনাতন, সনন্দ, সনৎকুমার) আমার মনের হইতে জন্মিয়াছে যাহার প্রকার এ সমুদায় ॥৬॥

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৭॥

ব্যাখ্যা। এই তত্ত্বের দ্বারা যে আমার বিভূতিযোগ জানে সেই যোগ করে ॥৭॥

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥৮॥

ব্যাখ্যা। আমি সকলের প্রভু স্রষ্টা কর্ত্তা আমাতেই সকল লয় হয়; ইহাতেও আমার ভাবেতে অর্থাৎ স্থিতি হয় ॥৮॥

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥৯॥

ব্যাখ্যা। আমাতেই চিত্ত গত হইয়াছে যাহার ও প্রাণবায়ু আমাতেই গত অর্থাৎ স্থির হইয়াছে তখন পরস্পর বোধ হইল যে আমারই কথা কহিবে সন্তুষ্ট থাকিয়া রমণ করিয়া ॥৯॥

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥১০॥

ব্যাখ্যা। এরূপ সতত যুক্ত (Vide ৬ষ্ঠ ১৮) যে প্রীতিপূর্ব্বক ভজনা করে তাহাকে আমি বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ স্থিতি যাহাতে সেই আমাকে পায় ॥১০॥

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥১১॥

ব্যাখ্যা। যে কেহ আত্মাতে ভাবনা করে তাহাকে কৃপা করিয়া অজ্ঞানরূপ তম নাশ করিয়া জ্ঞানরূপ দীপ প্রজ্জ্বলিত করে ॥১১॥

অর্জুন উবাচ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥১২॥

ব্যাখ্যা। শরীরের তেজ বলিতেছে আপনি পরম ব্রহ্ম পরম ধাম অর্থাৎ যাহার পর স্থান নাই আর পরম পবিত্র, আপনিই পুরুষ ও শাশ্বত অর্থাৎ ব্রহ্ম দিব্য অর্থাৎ মহাশূন্য, আদিদেব অজ বিশেষরূপ হইয়াছেন ॥১২॥

আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ংচৈব ব্রবীষি মে ॥১৩॥

ব্যাখ্যা। দেবর্ষি মুনি নারদ ও অন্যান্য মহর্ষিগণ অসিত দেবল ব্যাস এবং আপনি শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ কূটস্থ বলিয়াছেন ॥১৩॥

সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্! ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ॥১৪॥

ব্যাখ্যা। সকলই সত্য করিয়া আমি মানি যাহা আপনি বলিয়াছেন যে দেবতা ও দানব কেহ আপনাকে জানে না ॥১৪॥

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম!
ভূতভাবন! ভূতেশ! দেবদেব! জগৎপতে! ॥১৫॥

ব্যাখ্যা। স্বয়ং আত্মার দ্বারাই আত্মাকে জানাইলেন যে সকল

ভূতের কর্ত্তা এবং দেবতা জগতের পতি পুরুষোত্তম আপনিই হইতেছেন ॥১৫॥

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যাহ্যাত্মবিভূতয়ঃ ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥১৬॥

ব্যাখ্যা। আকাশের আত্মার দ্বারা যে সকল বিভূতি দেখা যায় যাহা এই লোকে ব্যাপিত ইহার রহিয়াছে তাহা আপনি বলুন ॥১৬॥

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্ ।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্! ময়া ॥১৭॥

ব্যাখ্যা। যোগীরা কি রকম আপনাকে জানেন ও চিন্তা করেন এবং কি ভাবেই বা আমি চিন্তা করিব ॥১৭॥

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন!
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥১৮॥

ব্যাখ্যা। তাহা আত্মযোগের দ্বারা যে সকল বিভূতি তাহা পুনর্বার বিস্তারপূর্বক বলুন যাহা অপেক্ষা অমৃত আর কিছুই বোধ হয় না ॥১৮॥

শ্রীভগবান উবাচ।

হন্ত তে! কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ! নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥১৯॥

ব্যাখ্যা। কূটস্থ দ্বারা অনুভব হইতেছে প্রধান প্রধান বলিতেছি বিস্তার করিয়া বলিলে অন্ত থাকে না ॥১৯॥

অহমাত্মা গুড়াকেশ! সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥২০॥

ব্যাখ্যা। প্রথমেই আত্মা তাহার বিভূতি অতএব ক্রিয়া কর্ত্তব্য সকল ভূতের আশয় আদি মধ্য ও অন্ত আমি ॥২০॥

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্ ।
মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥২১॥

ব্যাখ্যা। আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু অর্থাৎ স্থিতি জ্যোতিষ্কের মধ্যে রবির অংশু; অর্থাৎ ব্রহ্ম, মরীচির মধ্যে বায়ু, নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্র ॥২১॥

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥২২॥

ব্যাখ্যা। বেদের মধ্যে সামবেদ অর্থাৎ মেরুদণ্ডে থাকা দেবতার মধ্যে বাসনা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন অর্থাৎ ব্রহ্ম; ভূতের মধ্যে চৈতন্য ॥২২॥

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্ ।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥২৩॥

ব্যাখ্যা। রুদ্রের মধ্যে শঙ্কর অর্থাৎ ক্রিয়া, যক্ষরাক্ষসের মধ্যে বিত্তেশ, বসু মধ্যে পাবক, পর্বতের মধ্যে শৃঙ্গ ॥২৩॥

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ! বৃহস্পতিম্ ।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥২৪॥

ব্যাখ্যা। দেবতার মধ্যে বৃহস্পতি, সেনার মধ্যে স্কন্দ অর্থাৎ ষড়াণ্মতি ক্রিয়া, নদীর মধ্যে সাগর ॥২৪॥

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্ ।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥২৫॥

ব্যাখ্যা। মহর্ষির মধ্যে ভৃগু অর্থাৎ কূটস্থ, যজ্ঞের মধ্যে অজপাজপ, স্থাবরের মধ্যে হিমালয় ॥২৫॥

অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥২৬॥

ব্যাখ্যা। সকল বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষির মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্বের মধ্যে চিত্ররথ, সিদ্ধের মধ্যে কপিল মুনি ॥২৬॥

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্ ।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥২৭॥

ব্যাখ্যা। ঘোড়ার মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, হাতির মধ্যে ঐরাবত, নরের মধ্যে নরাধিপ ॥২৭॥

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনুনামস্মি কামধুক্ ।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥২৮॥

ব্যাখ্যা। আয়ুধের মধ্যে বজ্র, ধেনু মধ্যে কামধেনু, সাপের মধ্যে বাসুকি ॥২৮॥

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদবামহম্ ।
পিতৃণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযতামহম্ ॥২৯॥

ব্যাখ্যা। নাগের মধ্যে অনন্ত, বরুণের মধ্যে যাদব, পিতৃগণের মধ্যে অর্জুন, যমের মধ্যে সংযম অর্থাৎ ধ্যান, ধারণা, সমাধি ॥২৯॥

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্ ।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥৩০॥

ব্যাখ্যা। দৈত্যের মধ্যে প্রহ্লাদ, কালের মধ্যে কলয়, মৃগের অর্থাৎ লোম লাঙ্গুল সংযুক্ত চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে সিংহ, পক্ষীর মধ্যে গরুড় ॥৩০॥

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্ ।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥৩১॥

ব্যাখ্যা। পবিত্রের মধ্যে পবন, আর অস্ত্রধারীর মধ্যে পরশুরাম, আর ঝষের মধ্যে মকর, আর স্রোতের মধ্যে জাহ্নবী ॥৩১॥

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জ্জুন !
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥৩২॥

ব্যাখ্যা। সকলের আদি ও অন্তের মধ্যে আমি রহিয়াছি অধ্যাত্ম বিদ্যা অর্থাৎ আত্মাতে বুদ্ধি সর্বদা থাকার নামই বিদ্যা। প্রশ্নের মধ্যে উত্তর ॥৩২॥

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥৩৩॥

ব্যাখ্যা। অক্ষরের মধ্যে অকার আমি, সমাসের মধ্যে দ্বন্দ্ব, আমি অক্ষয় কাল, আমি ধাতা, আমি বিশ্ব সংসারের সুখ ॥৩৩॥

মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্ ।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥৩৪॥

ব্যাখ্যা। মৃত্যুস্থান কর্ত্তা, সকলের হরণ কর্ত্তা, সৃষ্টিকর্ত্তা এবং ভবিষ্যতের কর্ত্তা, কীর্ত্তি, শ্রী, স্ত্রীলোকের কথা, স্মৃতি মেধা, ধৃতি, ক্ষমা ॥৩৪॥

বৃহৎ সাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্ ।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥৩৫॥

ব্যাখ্যা। সামবেদের বৃহৎ সাম অর্থাৎ অনেকক্ষণ রেচক, ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী অর্থাৎ ওঁকার ক্রিয়া, মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ মাস, ঋতুর মধ্যে বসন্ত ॥৩৫॥

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥৩৬॥

ব্যাখ্যা। দ্যূতের মধ্যে ছল, তেজস্বীর তেজ, জয়, ব্যবসা, সত্ত্ববলের সত্ত্ব ॥৩৬॥

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ ॥৩৭॥

ব্যাখ্যা। বৃষ্ণিবংশে বাসুদেব, পাণ্ডবদিগের ধনঞ্জয়, মুনির মধ্যে ব্যাস, কবির মধ্যে উশনা কবি ॥৩৭॥

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্ ।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥৩৮॥

ব্যাখ্যা। দমনের মধ্যে দণ্ড আর নীতি, গুহ্যের মধ্যে মৌন, জ্ঞানবানের জ্ঞান ॥৩৮॥

যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন ! ।
ন তদস্তি বিনা স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥৩৯॥

ব্যাখ্যা। সকলের বীজ। আমা হইতে চরাচর ভূত সকল ॥৩৯॥

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ ! ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ॥৪০॥

ব্যাখ্যা। আমার বিভূতির অন্ত নাই ॥৪০॥

যদ্যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা ।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥৪১॥

ব্যাখ্যা। সমুদয় আমার শাম্ভবী তেজ হইতে হইয়াছে, শম্ভু ত্রিনেত্র অর্থাৎ কূটস্থ ॥৪১॥

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন ! ।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥৪২॥

ব্যাখ্যা। আর অনেক কত বলিব ব্রহ্মের অণুর মধ্যে এই জগৎ আছে ॥৪২॥

ইতি বিভূতিযোগ নাম দশমোঽধ্যায় সমাপ্ত ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

একাদশোঽধ্যায়ঃ

বিশ্বরূপদর্শনযোগঃ।

অর্জুন উবাচ ।

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ ।
যৎ ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥১॥

ব্যাখ্যা। শরীরের তেজে অনুভব হইতেছে গুহ্য অধ্যাত্ম অনুগ্রহ করিয়া বলিলেন ইহাতে আমার মোহ গিয়াছে ॥১॥

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া ।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ ! মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥২॥

ব্যাখ্যা। পঞ্চভূতের মাহাত্ম্য ও অবিনাশীর কথা অনেক শুনিলাম ॥২॥

এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর ! ।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ! ॥৩॥

ব্যাখ্যা। এই আত্মাই পরমেশ্বর, ঈশ্বরের পুরুষোত্তম দেখিতে বাসনা ॥৩॥

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো ! ।
যোগেশ্বর ! ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥৪॥

ব্যাখ্যা। যদ্যপি মনে করেন যে আমি দেখিবার যোগ্য তবে আমায় অবিনাশী রূপ দেখান ॥৪॥

শ্রীভগবান উবাচ।

পশ্য মে পার্থ! রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥৫॥

ব্যাখ্যা। কূটস্থ দ্বারা অনুভব হইতেছে শত সহস্র রূপ দেখ নানা-বিধ দ্রব্য নানা বর্ণ আমার ॥৫॥

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত! ॥৬॥

ব্যাখ্যা। সূর্য্য, বসু, রুদ্র, অশ্বিনী, মরুৎ এ সকল দেখিয়াছ আশ্চর্য্য সকল দেখ ॥৬॥

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ! যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥৭॥

ব্যাখ্যা। এক ব্রহ্ম সকল চরাচরের মধ্যে রহিয়াছে আর নিজ দেহে ইহা দেখিতে ইচ্ছা করিতেছ ॥৭॥

ন তু মাং শক্যতে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা
দিব্যং দদামি তে চক্ষু পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥৮॥

ব্যাখ্যা। এই চক্ষে দেখিবার যোগ্য নহে, দিব্যচক্ষু অর্থাৎ কূটস্থ তোমাকে দেখাইয়া দিতেছি যাহায় আমার ঈশ্বরীয় রূপ দেখিতে পাইবে ॥৮॥

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্! মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥৯॥

ব্যাখ্যা। মনের দিব্যদৃষ্টি দ্বারা অনুভব হইতেছে এরূপ কূটস্থের দ্বারা ঈশ্বররূপ দেখিতে লাগিলেন ॥৯॥

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥১০॥

ব্যাখ্যা। অনেক বক্ত্র অর্থাৎ কূটস্থের সম্মুখে অনেক লোক রহিয়াছে অনেক আশ্চর্য্য আভরণ ও আয়ুধ লইয়া ॥১০॥

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥১১॥

ব্যাখ্যা। দিব্য মাল্য বস্ত্র ধারণ ও গন্ধলিপ্ত শরীর সকল আশ্চর্য্যময় আকাশের মূর্ত্তি আরও রূপ দেখিতে লাগিলেন ॥১১॥

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥১২॥

ব্যাখ্যা। আকাশেতে মহাপ্রলয়ের সময়ে হাজার সূর্য্যের মত জ্যোতি তাহা অপেক্ষাও অধিক ॥১২॥

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥১৩॥

ব্যাখ্যা। জগৎ সেইখানে ভিন্ন ভিন্ন অথবা একত্রে পাণ্ডবদিগের শরীরে দেখিতে লাগিলেন ॥১৩॥

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥১৪॥

ব্যাখ্যা। বিস্ময়াপন্ন হইয়া রোমাঞ্চিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপূর্বক প্রণাম করিলেন ॥১৪॥

অর্জ্জুন উবাচ।

পশ্যামি দেবাংস্তব দেবদেহে
সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥১৫॥

ব্যাখ্যা। শারীরিক তেজ বলিতেছেন আপনার দেহে সমুদায় ভূত দেখিতেছি ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহেশ্বর সকলেই বিদ্যমান আকাশের রূপেতে ॥১৫॥

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর! বিশ্বরূপম্ ॥১৬॥

ব্যাখ্যা। অনেক বাহু, অনেক উদর, অনন্তরূপ সকল সম্মুখে রহিয়াছে। আদি, অন্ত মধ্য নাই, আপনি বিশ্বরূপ ॥১৬॥

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্-
দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥১৭॥

ব্যাখ্যা। কিরিটী গদাধারী, চক্রী তেজের রাশি, সর্ব্বত দীপ্তিমান আপনার দিকে দৃষ্টি করা যায় না—সূর্য্য এবং অগ্নির জ্যোতি অপেক্ষাও অধিক জ্যোতি যাহার প্রমাণ দিবার যোগ্য নাই ॥১৭॥

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥১৮॥

ব্যাখ্যা। আপনি অক্ষর, পরম জানিবার যোগ্য, সকল বিশ্বসংসারের নিধানস্বরূপ আপনি অব্যয় অবিনাশী শাশ্বত আর গুপ্তধর্ম সনাতন পুরুষ ॥১৮॥

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।

পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥১৯॥

ব্যাখ্যা। অনাদি মধ্যে অন্ত অনন্ত বীর্য্য শশী সূর্য্য নেত্র জ্বলন্ত অগ্নির মুখের ন্যায় দীপ্ত প্রকাশমান বিশ্বসংসারের তপন করিতেছেন ॥১৯॥

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদম্
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥২০॥

ব্যাখ্যা। স্বর্গ পৃথিবী আকাশ যাহার তেজ ব্যাপ্ত এবং সকল দিক এই অদ্ভুত রূপ উগ্র আপনার দেখিয়া তিনলোক বিশেষরূপে ব্যথিত আমার আত্মা হইতেছে তিনলোক অর্থাৎ পা হইতে নাভি পাতাল, নাভি হইতে কণ্ঠ মর্ত্ত্যলোক ও কণ্ঠ হইতে মস্তক স্বর্গলোক ॥২০॥

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥২১॥

ব্যাখ্যা। দেবতারা প্রাঞ্জলিপূর্ব্বক স্তুতি করিতেছেন মহর্ষি সিদ্ধরাও স্তুতি করিতেছে ভালরূপে ॥২১॥

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে ॥২২॥

ব্যাখ্যা। রুদ্র আদিত্য সাধুরা অশ্বিনী মরুৎ গন্ধর্ব যক্ষ সুর সিদ্ধ সকলেই আপনার দিকে চাহিয়া আছেন ॥২২॥

রূপং মহৎ তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো! বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥২৩॥
নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো! ॥২৪॥

ব্যাখ্যা। রূপ আলোক মহৎ লোকেদের, অনেক মুখ ও নেত্র বাহু উদর পা দণ্ড দেখিয়া আমার মনে ভয় হইল জ্যোতির দীপ্তি দেখিয়া এবং বড় বড় চক্ষু দেখিয়া আমার মনে আর ধৈর্য্য হয় না ॥২৩॥২৪॥

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ! জগন্নিবাস ॥২৫॥

ব্যাখ্যা। জ্যোতির তেজ দিগ্দর্শন হইতেছে না ॥২৫॥

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্বেসহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥২৬॥

ব্যাখ্যা। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রসকল, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ সকল তোমার মুখে প্রবিষ্ট হইতেছে ॥২৬॥

বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।

কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥২৭॥

ব্যাখ্যা। মুখের বড় বড় দন্তের মধ্যে আটকাইয়া ঝুলিতেছে কাহারও মাথা কড়মড় করিয়া চর্ব্বণ করিতেছেন ॥২৭॥

যথা নদীনাং বহবোঽম্বু বেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি ॥২৮॥

ব্যাখ্যা। যেমন নদীসকল সমুদ্রে পড়িতেছে সেইরূপ সকল সেনা বীরগণ বক্ত্র মধ্যে পড়িতেছেন ॥২৮॥

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥২৯॥

ব্যাখ্যা। প্রদীপেতে কলিঙ্গ সকল পড়িয়া মরে সেইরূপ সমুদায় সেনা বেগেতে গিয়া পড়িতেছে ॥২৯॥

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো! ॥৩০॥

ব্যাখ্যা। লেলিহ্যমান জিহ্বা বদনেতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে এবং উগ্র তেজোবান দীপ্তি ॥৩০॥

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তুতে দেববর! প্রসীদ।

বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥৩১॥

ব্যাখ্যা। আপনি কে আপনাকে নমস্কার করি হে দেবপ্রধান আপনার আদি প্রবৃত্তি জানি না ॥৩১॥

শ্রীভগবান উবাচ।

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥৩২॥

ব্যাখ্যা। কূটস্থের দ্বারা অনুভব হইতেছে আমার লোকের কালস্বরূপ ক্ষয়কর্ত্তা দেখ সমুদায় বীর আমাতেই বধ হইতেছে ॥৩২॥

তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব
নিমিত্তমাত্র ভব সব্যসাচিন্! ॥৩৩॥

ব্যাখ্যা। তন্নিমিত্ত তুমি উঠিয়া জয়লাভ কর, রাজ্য সমৃদ্ধি ভোগ কর, আমি পূর্বেই সকল হনন করিয়াছি তুমি কেবল নিমিত্তমাত্র। এইরূপ এইখানেও যত সব ভয় বিঘ্ন তাহা সকল নিবারণ হইয়াই আছে কেবল ভ্রান্তিমাত্র প্রথমে অনুভব হয়) ॥৩৩॥

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥৩৪॥

ব্যাখ্যা। দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ, এবং আচার্য্য বীর সকলকে মারিয়াছি পত্নীর সহিত ॥৩৪॥

সঞ্জয় উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরিটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥৩৫॥

ব্যাখ্যা। দিব্যদৃষ্টিতে অনুভব হইতেছে এইরূপ কূটস্থ দ্বারা অনুভব হইয়া ভূয় ভূয় গদ্গদ চিত্ত ভয়ে ভয়ে প্রণাম করিতেছেন ॥৩৫॥

অর্জুন উবাচ।

স্থানে হৃষীকেশ! তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥৩৬॥

ব্যাখ্যা। শারীরিক তেজে অনুভব হইতেছে আপনার জ্যোতিতে সকলেই ভীত; সকল দিক দ্রব হইয়া যাইতেছে এবং সিদ্ধ লোকেরাও ভীতের ন্যায় বোধ হইতেছে ॥৩৬॥

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্!
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত! দেবেশ! জগন্নিবাস!
ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ ॥৩৭॥

ব্যাখ্যা। সকল দেবতার ঈশ্বর আপনি আধার সৎ ও জগতের পর ॥৩৭॥

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।

বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ! ॥৩৮॥

ব্যাখ্যা। তুমি আদিদেব, তুমি পুরাণপুরুষ সমুদায় বিশ্বসংসার শ্রেষ্ঠ। তুমি সকলের নিধান, তুমি জানিবার যোগ্য এবং তুমি জানাইয়া দাও তুমি জানিবার যোগ্য এবং তুমি পরম ধাম তুমি বিশ্ব অনন্তরূপ ॥৩৮।

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥৩৯॥

ব্যাখ্যা। বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, ব্রহ্মা, পিতামহ তুমি তোমায় হাজার হাজার প্রণাম করি পুনরায় নমস্কার করি ॥৩৯॥

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব!।
অনন্তবীর্য্যামিত বিক্রমস্ত্বং
সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ ॥৪০॥

ব্যাখ্যা। তোমার পূর্বে নমস্কার তোমার পশ্চাতে নমস্কার তোমাকে নমস্কার আর তোমার সকল দিকে নমস্কার। অনন্ত বীর্য্য অনন্ত বিক্রম সব তুমি ॥৪০॥

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥৪১॥

ব্যাখ্যা। সখা যাহা তোমাকে বলিতেছি হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা, তাহা এরূপ মহিমা না জানিয়া প্রমত্ত হইয়া প্রণয়েতে বলিতেছি ॥৪১॥

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥৪২॥

ব্যাখ্যা। যাহা কিছু অবাঞ্ছিত করিয়াছি বিহার, আসনেতে ভোজনেতে, শয়নেতে, তাহা সকল ক্ষমা কর ॥৪২॥

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাবঃ ॥৪৩॥

ব্যাখ্যা। আপনি পিতা, চরাচরের আপনি পূজ্য এবং গুরুর গুরু আপনার সমান কেহই নাই ও অধিক হইতেই পারে না এ ত্রিলোকে ॥৪৩॥

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব! সোঢ়ুম্ ॥৪৪॥

ব্যাখ্যা। তন্নিমিত্তে আপনাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেছি আপনি শ্রেষ্ঠ ॥৪৪

অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব! রূপং
প্রসীদ দেবেশ! জগন্নিবাস! ॥৪৫॥

ব্যাখ্যা। আপনি পিতা, পুত্র সখা, প্রিয়, দেবতা, আপনার এরূপ কখনই দেখি নাই তন্নিমিত্ত মনে ভয় হইতেছে ॥৪৫॥

কিরিটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো! ভব বিশ্বমূর্ত্তে! ॥৪৬॥

ব্যাখ্যা। তন্নিমিত্ত আপনার রূপ দেখান ॥৪৬॥

শ্রীভগবান উবাচ।

ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥৪৭॥

ব্যাখ্যা। কিরীটী, গদাধারী চক্রধারী চতুর্ভুজরূপ এখন দেখিতে চাই, যাহা হইতে এই বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন ॥৪৭॥

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবং রূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর! ॥৪৮॥

ব্যাখ্যা। কূটস্থ দ্বারা অনুভব হইতেছে, আমি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে আমার যোগেতে এরূপ দর্শন করাইলাম তেজোময় বিশ্ব অনন্ত অনাদি যাহা তুমি কখনই দেখ নাই ॥৪৮॥

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥৪৯॥

ব্যাখ্যা। বেদ, যজ্ঞ, দান, কর্ম আর তপস্যায় উগ্র ঐরূপ কেহ

দেখিতে পায় না ॥৪৯॥

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাসভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥৫০॥

ব্যাখ্যা। দিব্যদৃষ্টিতে অনুভব হইতে, পুনরায় সেই কূটস্থ নিজরূপ ধারণ করিলেন ॥৫০॥

অর্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন!।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥৫১॥

ব্যাখ্যা। শারীরিক তেজে অনুভব হইতেছে এই মানুষরূপ দেখিয়া মন তৃপ্তি হইল ও প্রকৃতিতে আসিলাম ॥৫১॥

শ্রীভগবান উবাচ।

সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥৫২॥

ব্যাখ্যা। কূটস্থ দ্বারা অনুভব হইতেছে এরূপ দৃষ্টি কেহ করিতে পারে না। দেবতারাও এ রূপ দেখিবার ইচ্ছা করে ॥৫২॥

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥৫৩॥

ব্যাখ্যা। না বেদে না তপস্যায় না দানে না হোমে এরূপ দেখা যায় যাহা তুমি দেখিয়াছ ॥৫৩॥

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন!।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ! ॥৫৪॥

ব্যাখ্যা। অনন্য ভক্তির দ্বারা এরূপ দেখা যায় ॥৫৪॥

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥৫৫॥

ব্যাখ্যা। আমার কর্ম কর অর্থাৎ ক্রিয়া কর আমারই উপর সর্বদা থাক আমাকে ভক্তি কর ইচ্ছারহিত হইয়া কাহার সহিত শত্রুতা করিও না ইহা হইলে আমাকে পাইবে ॥৫৫॥

ইতি বিশ্বরূপদর্শনযোগ নাম একাদশোঽধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

ভক্তিযোগঃ

অর্জুন উবাচ।

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥১॥

ব্যাখ্যা। শারীরিক তেজে অনুভব হইতেছে এইরূপ সততযুক্ত (দ্রঃ ৬ষ্ঠ ৩৮) হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনা যে করে আর যে কূটস্থ অব্যক্ত অক্ষরকে ভজনা করে তাহাদের মধ্যে কে উত্তম যোগ জানে; ক্রিয়ার পর সমাধি অবস্থা আর যোনি মুদ্রার মধ্যে কোনটা ভাল ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥২॥

ব্যাখ্যা। কূটস্থ দ্বারা অনুভব হইতেছে আমার মন প্রবেশ করিয়া যে নিত্যই থাকিয়া উপাসনা করে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেই যুক্ততম ॥২॥

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥৩॥

ব্যাখ্যা। যে কেহ কূটস্থ অক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়া উপাসনা করে ॥৩॥

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥৪॥

ব্যাখ্যা। সর্বত্রেতে সমবুদ্ধিতে আমাকে পায় সর্বভূতে হিতে রত হইয়া থাকা ॥৪॥

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥৫॥

ব্যাখ্যা। অব্যক্তেতে আসক্ত চিত্ত যাহাদের তাহাদের দুঃখ ॥৫॥

যে তু সর্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥৬॥

ব্যাখ্যা। যে সকল কর্ম আত্মাকে নাশ করিয়া দেয় এরূপ যে উপাসনা করে ॥৬॥

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ! ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥৭॥

ব্যাখ্যা। তাহাকে মৃত্যুসংসার হইতে উদ্ধার করি শীঘ্র যাহার আমাতে চিত্ত আবিষ্ট হইয়াছে ॥৭॥

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥৮॥

ব্যাখ্যা। আমাতে মন স্থির করিয়া প্রবেশ করহ ও বুদ্ধি নিবেশ কর তাহা হইলে অসংশয়ে উপরে উঠিবে ॥৮॥

অথ চিত্তং সমধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্ ।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়! ॥৯॥

ব্যাখ্যা। যদ্যপি এরূপ না পার আমাতে স্থির থাকিয়া অর্থাৎ সমাধিতে ক্রিয়া কর ॥৯॥

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব ।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥১০॥

ব্যাখ্যা। অভ্যাস করিতে না পার তবে আমার কর্ম অর্থাৎ ক্রিয়া কর তাহা হইলেও সিদ্ধ হইবে ॥১০॥

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ ।
সর্ব কর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥১১॥

ব্যাখ্যা। তাহাও যদ্যপি যোগের আশ্রয় লইয়া না করিতে পার তাহা হইলে সকল কর্মের ফল ত্যাগ কর নিজ আত্মাতে থাকিয়া অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া ॥১১॥

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে ।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥১২॥

ব্যাখ্যা। জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ। ধ্যান অপেক্ষা কর্মফল শ্রেষ্ঠ তাহা হইতে শান্তিরূপ শ্রেষ্ঠ ॥১২॥

অদ্বেষ্টা সর্বভুতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥১৩॥

ব্যাখ্যা। কাহারও প্রতি হিংসা করিবে না মিত্রতা রাখিবে না দয়াও করিবে না আমার কিছুই নহে, আমিও কিছুই নহি, সুখ দুঃখ সকল জ্ঞান করিয়া ক্ষমাবিশিষ্ট থাকিবে ॥১৩॥

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৪॥

ব্যাখ্যা। সর্বদা সন্তুষ্ট আত্মার দ্বারা দৃঢ়রূপে নিশ্চয় করিয়া ক্রিয়া করিয়া আমাতে মন বুদ্ধি যে অর্পণ করিবে সেই ভক্তও আমার প্রিয় ॥১৪॥

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ ।
হর্ষামর্ষ ভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥১৫॥

ব্যাখ্যা। যাহার দ্বারা লোক উদ্বিগ্ন হয় না এবং লোকেরা যাহাতে উদ্বিগ্ন হয় না হর্ষ, বিষাদ, ভয়, উদ্বেগ হইতে যে মুক্ত সে আমার প্রিয় ॥১৫॥

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৬॥

ব্যাখ্যা। কাহার উপেক্ষা করিবে না সর্ব্বদা শুচি থাকিবে সকল কর্ম্মেতে দক্ষ মস্তকের উপর বায়ু রাখিয়া বসিয়া থাকিবে কোন ব্যথা থাকিবে না যাহা হইতেছে তাহা হইবার পূর্ব্ব পরে ত্যাগ করিবে এমত যে ভক্ত সেই আমার প্রিয় ॥১৬॥

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৭॥

ব্যাখ্যা। যে হর্ষিত নহে যে দ্বেষ করে না শোচনা করে না ইচ্ছা করে না শুভ অশুভ দুয়েরই ত্যাগ, গুরুবাক্যেতে বিশ্বাস এমত ব্যক্তি সেই আমার প্রিয় ॥১৭॥

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥১৮॥

ব্যাখ্যা। শত্রু ও মিত্রেতে সম ও মান অপমানকে শীত উষ্ণ সুখ দুঃখেতে সম ইচ্ছা বিশেষরূপে রহিত ॥১৮॥

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥১৯॥

ব্যাখ্যা। নিন্দা স্তুতিতে তুল্য ও কথা কহিতে ইচ্ছা করে না যাহাতে তাহাতে সন্তুষ্ট ঘরে থাকে না অর্থাৎ ব্রহ্মক্ষেত্রেই সর্ব্বদা থাকে মতি স্থির ভক্তিমান যে নর সেই প্রিয় ॥১৯॥

যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে ।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥২০॥

ব্যাখ্যা। যে ধর্ম তোমাকে বলিলাম এইরূপ যে উপাসনা করে শ্রদ্ধাবান অর্থাৎ ব্রহ্মেতে সদা থাকিয়া এমত ভক্ত অর্থাৎ গুরুবাক্যেতে বিশ্বাস করিয়া থাকা সেই অতি প্রিয় ॥২০॥

ইতি ভক্তিযোগ নাম দ্বাদশোঽধ্যায় সমাপ্ত ।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

প্রকৃতি পুরুষ বিবেক যোগঃ ।

অর্জ্জুন উবাচ

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেবচ ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ কেশব ॥১॥

ব্যাখ্যা। অর্জ্জুন কহিলেন, হে কেশব! ক্ষেত্র কি, কে ক্ষেত্রজ্ঞ? আর প্রকৃতি, পুরুষ, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় কি? তাহা সব বল, শুনিব ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

ইদং শরীরং কৌন্তেয়! ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে ।
এতদ্যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥২॥

ব্যাখ্যা। কূটস্থের দ্বারা অনুভব হইতেছে এই শরীরটাই ক্ষেত্র বলে। ইহা যে জানে তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ ॥২॥

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত! ।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম ॥৩॥

ব্যাখ্যা। ক্ষেত্রজ্ঞ আমাকেই জানে সর্ব্বক্ষেত্রেই আমি অর্থাৎ শ্বাস। শরীর ও ক্ষেত্র জানাকেই জ্ঞান বলে ॥৩॥

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ ।
স চ যো যৎ প্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥৪॥

ব্যাখ্যা। ইহার বিকার ও তাহাদিগের প্রভাব বলিতেছি শ্রবণ কর ॥৪॥

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্ ।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥৫॥

ব্যাখ্যা। ঋষি অর্থাৎ কালী ও মহাদেব ইত্যাদি ছন্দ অর্থাৎ কূটস্থ মধ্যগত জ্যোতি ব্রহ্মসূত্র অর্থাৎ সুষুম্না ইনিই ইহাদিগের হেতু ॥৫॥

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥৬॥

ব্যাখ্যা। পঞ্চভূত ও পঞ্চ মহাভূত (তন্মাত্র) অহঙ্কার বুদ্ধি আর অব্যক্ত ও দশ ইন্দ্রিয় প্রতি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও প্রতি কর্মেন্দ্রিয় ॥৬॥

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥৭॥

ব্যাখ্যা। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, চেতন. ধারণা এই ক্ষেত্রের বিকার ॥৭

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্ ।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥৮॥

ব্যাখ্যা। মনের রাহিত্য আসুরিক অহঙ্কার দম্ভরাহিত্য অহিংসা ক্ষান্তি ঋজু গুরুর উপাসনা শুচি স্থিরতা আত্মা বিশেষরূপে নিগ্রহ করে ॥৮॥

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥৯॥

ব্যাখ্যা। ইন্দ্রিয়ের নিমিত্ত বৈরাগ্য, মন, অহঙ্কার, জন্ম,মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দোষানুদর্শন ॥৯॥

অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু ।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥১০॥

ব্যাখ্যা। আসক্তি কোন ইচ্ছাতে থাকে না. নিত্যই সমচিত্ত, ইষ্ট অনিষ্টতে সমচিত্ত ॥১০॥

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥১১॥

ব্যাখ্যা। আমাতে অনন্যযোগ গুরুবাক্যেতে বিশ্বাস নির্জন স্থানে থাকা অর্থাৎ আপনাতে আপনি থাকিলেই নির্জন "অরতিজনসংসদি অর্থাৎ অন্য জীবে অনাসক্তচিত্ত ॥১১॥

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যততোঽন্যথা ॥১২॥

ব্যাখ্যা। আপনাতে বুদ্ধি স্থির আকাশ জ্ঞানতত্ত্ব জ্ঞানময়রূপ দর্শনীয় নিমিত্ত ইহারই নাম জ্ঞান। ইহা ব্যতীত সমস্তই অজ্ঞান ॥১২॥

জ্ঞেয় যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে ।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে ॥১৩॥

ব্যাখ্যা। জ্ঞেয় যে বস্তু তাহা তোমাকে বলিতেছি যাহা জানিতে অমৃত ভোজন এবং আমার ব্যতীত বস্তুই পরমব্রহ্ম তিনি সৎও নহেন অসৎও নহেন ॥১৩॥

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্ ।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥১৪॥

ব্যাখ্যা। সর্ব্ব স্থানেই তাঁহার পা সর্ব্ব কথা শুনিতে পান সর্ব্ব স্থানেই আছেন ॥১৪॥

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্ ।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥১৫॥

ব্যাখ্যা। সর্বেন্দ্রিয়ের গুণের অভাস সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিত সর্বভূতেতে আসক্ত নির্গুণ অমর সর্বগুণের ভোক্তা ॥১৫॥

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥১৬॥

ব্যাখ্যা। বাহিরে ও অন্তরে এবং সমস্ত চরাচরে অতি সূক্ষ্মরূপ ব্রহ্ম আছেন তন্নিমিত্ত অনুভব হয় না দূরেতে থাকিয়া নিকটে আছেন ॥১৬॥

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্ ।
ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥১৭॥

ব্যাখ্যা। পৃথক পৃথক হইয়া আমি এবং আমিই গ্রহ ॥১৭॥

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে ।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্ ॥১৮॥

ব্যাখ্যা। সকল জ্যোতির জ্যোতি, সকল অন্ধকারের পর আমি জ্ঞান, জ্ঞেয় জ্ঞানগম্য সকলের আদিতেই আছেন কুটস্থ অর্থাৎ আছেন ॥১৮॥

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ ।
মদ্ভক্তঃ এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥১৯॥

ব্যাখ্যা। এই ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় আমার ভক্ত হইয়া জানিয়া আমার ভাবেতে আমাকে প্রাপ্ত "গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥১৯॥

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদি উভাবপি ।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥২০॥

ব্যাখ্যা। প্রকৃতি, পুরুষ, অনাদি, কুটস্থ, বিকার প্রকৃতির ও গুণের ॥২০॥

কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে ।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥২১॥

ব্যাখ্যা। কার্য্য, কারণ, কর্ত্তৃত্ব এই প্রকৃতির দ্বারা উৎপত্তি হইতেছে পুরুষের সুখ দুঃখের ভোক্তা হেতু ॥২১॥

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু ॥২২॥

ব্যাখ্যা। পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতির গুণসকল ভোগ করে। গুণের সঙ্গেতে থাকিয়া সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্ম হয় ॥২২॥

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥২৩॥

ব্যাখ্যা। উপদেষ্টা, অনুমন্তা ভর্ত্তা, ভোক্তা এসকল ব্রহ্ম। তাহাকেই পরমাত্মা বলে অর্থাৎ কুটস্থ বলে। এই দেহের মধ্যে কুটস্থ তাহার পর পুরুষ আছেন ॥২৩॥

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥২৪॥

ব্যাখ্যা। যে এই পুরুষকে প্রকৃতির গুণের সহিত জানেন সকলেতে থাকিয়াও ভয় মৃত্যুরহিত ॥২৪॥

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা ।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে ॥২৫॥

ব্যাখ্যা। ধ্যানের দ্বারা আত্মাতে থাকা অর্থাৎ ১৭২৮ বার প্রাণায়াম কেহ আত্মার ক্রিয়ার আত্মাকে দেখে ॥২৫॥

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে ।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥২৬॥

ব্যাখ্যা। কেহ সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞানযোগে তাহাকে দেখিবে তার কর্ম যোনিমুদ্রা ॥২৬॥

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্ ।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্ বিদ্ধি ভরতর্ষভ ! ॥২৭॥

ব্যাখ্যা। ফলাকাঙ্ক্ষারহিত ক্রিয়ার দ্বারা দেখিতে পান ॥২৭॥

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ ।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥২৮॥

ব্যাখ্যা। সকল ভূতে ব্রহ্ম সমানরূপ আছেন, যাহা বিনাশ হইবার তাহা বিনাশ হইতেছে। এরূপ যে দেখিতেছে সেই দেখিতেছে ॥২৮॥

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ ।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥২৯॥

ব্যাখ্যা। যে কেহ সর্ব্বত্রে সমানরূপে ঈশ্বরকে দেখিতেছে সে আত্মার দ্বারা আত্মাকে দেখিয়া পরম গতিকে অর্থাৎ গতির পর স্থিতি প্রাপ্ত হয় ॥২৯॥

প্রকৃত্যৈব তু কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥৩০॥

ব্যাখ্যা। প্রকৃতির দ্বারা সকলে কর্ম্ম করিতেছেন যে কেহ আত্মাকে দেখিতেছে সে নিজে কর্ত্তা হইয়া থাকে ॥৩০॥

যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি ।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥৩১॥

ব্যাখ্যা। যখন সকল বস্তুতে একই দৃষ্টি হয় অর্থাৎ সর্বস্থানে ব্রহ্ম-জ্ঞান হয় তখনই ব্রহ্ম সম্পাদন হয় ॥৩১॥

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয়। ন করোতি ন লিপ্যতে ॥৩২॥

ব্যাখ্যা। অনাদি, নির্গুণ, পরমাত্মা, অব্যয় অবিনাশী শরীরের মধ্যে থাকিয়া কিছু করে না ও লিপ্ত নহে ॥৩২॥

যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে ।
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥৩৩॥

ব্যাখ্যা। আকাশ সর্ব্বত্রে থাকিয়াও লিপ্ত নহে যেইরূপ ব্রহ্ম সকল সেইরূপ ব্রহ্ম সকল দেহে থাকিয়াও মনে মনে রহিত লিপ্ত ॥৩৩॥

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত। ॥৩৪॥

ব্যাখ্যা। যেরূপ সূর্য্য সকল প্রকাশ করে সেইরূপ ক্ষেত্রী ক্ষেত্রকে প্রকাশ করে ॥৩৪॥

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা ।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥৩৫॥

ব্যাখ্যা। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদজ্ঞান চক্ষের দ্বারা জানা যায় ভূত ও প্রকৃতি ও আত্মা যে দেখে সেই শ্রেষ্ঠ ॥৩৫॥

ইতি প্রকৃতি-পুরুষ বিবেক যোগ নাম
ত্রয়োদশোঽধ্যায় সমাপ্ত ।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

গুণত্রয়বিভাগ যোগঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্‌জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥১॥

ব্যাখ্যা। কূটস্থ দ্বারা অনুভব হইতেছে পুনরায় আমি তোমাকে বলিতেছি সকল জ্ঞানের মধ্যে উত্তম জ্ঞান। যাহা জানিয়া সকল মুনি পরাগতি প্রাপ্ত হয় ॥১॥

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥২॥

ব্যাখ্যা। এই জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া আমার ধর্মেতে লোক আসিলে স্বর্গেতে আর প্রলয় হয় না ॥২॥

মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত! ॥৩॥

ব্যাখ্যা। আমার যোনি মহৎ ব্রহ্ম সেই গর্ভে আমি দিই যাহা হইতে সকল হইয়াছে ॥৩॥

সর্বযোনিষু কৌন্তেয়! মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥৪॥

ব্যাখ্যা। সেই ব্রহ্মযোনি হইতে সকল মূর্ত্তি হইয়াছে। তাই ব্রহ্ম যোনির বীজদাতা, পিতা আমি ॥৪॥

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো! দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥৫॥

ব্যাখ্যা। সত্ব, রজ, তম, এই তিন প্রকৃতির গুণ। এই দেহীকে দেহেতে আবদ্ধ করিয়াছে অবিনাশীকে ॥৫॥

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥৬॥

ব্যাখ্যা। সত্ত নির্মলপ্রযুক্ত, অবিনাশীকে প্রকাশ করে সুখের সঙ্গেতে বন্ধন হয় আর জ্ঞানসঙ্গেতে হয় না ॥৬॥

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয়! কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥৭॥

ব্যাখ্যা। ইচ্ছা দ্বারা রজ গুণ জন্মায় তৃষ্ণা দ্বারা ইচ্ছা হয় সেই কর্মরা ফলাকাঙ্ক্ষা করায় তন্নিমিত্ত দেহী নিবদ্ধ হয় ॥৭॥

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত! ॥৮॥

ব্যাখ্যা। তম অজ্ঞানেতে হয়। সকল দেহীকে মোহিত করে প্রমাদ আলস্য নিদ্রা দ্বারা বন্ধন করে ॥৮॥

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত!।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥৯॥

ব্যাখ্যা। সত্ত্যেতে সুখ হয়, রজতে কর্মফলের ইচ্ছা হয়, জ্ঞানকে আবরণ রাখিলে তমগুণ হয় অর্থাৎ প্রমাদ প্রকৃষ্টরূপে মদ ॥৯॥

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥১০॥

ব্যাখ্যা। রজ তম না থাকিলে সত্ত্ব গুণ প্রকাশ পায় রজর পর সত্ত্ব, সত্ত্বর পর তম, তমর পর সত্ত্ব, সত্ত্বর পর রজ সেরূপ ইড়া সুষুম্না পিঙ্গলা আগে সুষুম্না পরে আবার ইড়া অর্থাৎ মারাধরার পরে দয়া দয়ার পর তম অর্থাৎ দেমাক দেমাকের পর স্থিতি স্থিতির পর আবার মারাধরা ॥১০॥

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্ বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥১১॥

ব্যাখ্যা। সকল দ্বারেই প্রকাশ হয় জ্ঞান যখন তখন জানিতে পারে ও সত্ত্বগুণের উদয় হয় ॥১১॥

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ। ॥১২॥

ব্যাখ্যা। লোভ, প্রবৃত্তি কর্ম্মেতে আসক্ত রজগুণের কার্য্য ॥১২॥

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন। ॥১৩॥

ব্যাখ্যা। অপ্রকাশ অপ্রবৃত্তি প্রমাদ মোহ তমগুণের কার্য্য ॥১৩॥

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥১৪॥

ব্যাখ্যা। যখন সত্ত্বগুণেতে প্রবৃত্ত হয় তখন উত্তম লোক হয় নির্মল-চিত্ত প্রাপ্ত হয় ॥১৪॥

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥১৫॥

ব্যাখ্যা। রজোগুণেতে কর্ম্মের ফলের আকাঙ্ক্ষা হয়। তমোগুণে প্রলীন হইলে মূঢ়যোনিতে জন্ম হয় ॥১৫॥

কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥১৬॥

ব্যাখ্যা। সুকৃত কর্ম্ম করিলে সাত্ত্বিক নির্ম্মল ফল হয়, রজগুণের ফল দুঃখ। অজ্ঞানের ফল তম ॥১৬॥

সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥১৭॥

ব্যাখ্যা। সত্ত্ব গুণেতে জ্ঞান হয় রজেতে লোভ হয় প্রমাদ মোহ তমতে অজ্ঞানেতে ॥১৭॥

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥১৮॥

ব্যাখ্যা। সত্ত্বগুণে ঊর্দ্ধে যায়, মধ্যে রজোগুণ অর্থাৎ তম অর্থাৎ মাথাতে বায়ু যায় হৃদয় বায়ুর তেজ যুদ্ধ করে, অধঃ লিঙ্গতে মৈথুন করে ॥১৮॥

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥১৯॥

ব্যাখ্যা। যখন ত্রিগুণের অতীত হয় তখন আমার ভাব প্রাপ্ত হয় ॥১৯॥

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥২০॥

ব্যাখ্যা। তিন গুণেতেই আবদ্ধ দেহী জরা মৃত্যু জন্ম দুঃখ হইতে যে বিশেষরূপে মুক্ত সেই অমৃত পান করে ॥২০॥

অর্জ্জুন উবাচ।

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতাতীতো ভবতি প্রভো!।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে ॥২১॥

ব্যাখ্যা। শারীরিক তেজে অনুভব হয় ত্রিগুণের অতীত ব্যক্তির চিহ্ন কিরূপ তাহার আচার কিরূপ ॥২১॥

শ্রীভগবান উবাচ।

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।

ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥২২॥

ব্যাখ্যা। কূটস্থ দ্বারা অনুভব হইতেছে প্রকাশ প্রবৃত্তি, মোহ প্রবৃত্ত হইলে দ্বেষ করে নিবৃত্তির ইচ্ছা করে না ॥২২॥

উদাসীনোবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।

গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥২৩॥

ব্যাখ্যা। ঊর্দ্ধগমন করিয়া বসিয়া থাকে ত্রিগুণেতে বিচলিত হয় না এইরকম স্থিতি থাকে ॥২৩॥

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।

তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥২৪॥

ব্যাখ্যা। দুঃখ সুখের সমান জ্ঞান লোষ্ট্রকাঞ্চনের সেইরূপ প্রিয় ও অপ্রিয়তে ধীর, নিন্দাস্তুতিতে মৌন ॥২৪॥

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।

সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥২৫॥

ব্যাখ্যা। মান, অপমানে তুল্য মিত্র শত্রুতায় তুল্য সকলের আরম্ভ [illegible] পরিত্যাগ। ইহাকে গুণাতীত বলে ॥২৫॥

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।

স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥২৬॥

ব্যাখ্যা। যে অব্যভিচারী ভক্তিযোগেতে অর্থাৎ গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া সেই গুণের অতীত হয় ও ব্রহ্ম হয় ॥২৬॥

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।

শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥২৭॥

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মেতে প্রকৃষ্টরূপে স্থিতি হইয়া অব্যয় অমৃতস্বরূপ জ্ঞান করিয়া ব্রহ্মধর্মপরায়ণ হইয়া ঐকান্তিকতা ব্রহ্ম হয় ॥২৭॥

ইতি গুণত্রয় বিজ্ঞান যোগ চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা

পঞ্চদশ অধ্যায়ঃ।

পুরুষোত্তম যোগঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।

ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥১॥

ব্যাখ্যা। কূটস্থের দ্বারা অনুভব হইতেছে। মাথা উপরে হাত পা নীচে অর্থাৎ বিশ্বেতে একব্রহ্ম দেখায় তাহার গোড়া উপরে ডালপালা নীচে এইরূপ যে অশ্বত্থবৃক্ষ তিনি অব্যয় ও অবিনাশী। ছন্দ অর্থাৎ কূটস্থেতে যে নানাপ্রকার রকম রকম ঝাড়বুটা তাহা তাহার পাতা যে এইরূপ জানে সেই বেদবিৎ ॥১॥

অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা

গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।

অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি

কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥২॥

ব্যাখ্যা। এই শরীরের যত রগ অর্থাৎ শিরা অণ্ডকোষে আসিয়া পুনরায় উপরে অর্থাৎ মস্তকে পুনর্বার উঠিয়াছে তাহার সব শাখা সে শাখ গুণ অর্থাৎ তিন শ্বাস তাহা প্রকৃষ্টরূপে বৃদ্ধি হওয়াতে ঋষি সকল দেখা যায় প্রকৃষ্টরূপে বলপূর্বক রোধেতে এবং যাহারা অধমুখ ধ্যান করে তাহারা কর্মের বন্ধেতে পড়ে ॥২॥

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল-
মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥৩॥

ব্যাখ্যা। অব্যয় অবিনাশীর কোন রূপ নাই অন্ত আদি এবং সম্যক-প্রকারে প্রতিষ্ঠা নাই। এমত যে অশ্বত্থবৃক্ষ তাহার মূলেতে আরূঢ় হইয়া অর্থাৎ মস্তকে থাকিয়া ইচ্ছারহিত হইয়া ॥৩॥

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তি প্রসৃতা পুরাণী ॥৪॥

ব্যাখ্যা। সেই রাস্তাতে যাওয়া আবশ্যক যেখানে যাইলে পুনরায় নিবৃত্তি হয় না। তাহার পর পরম পুরুষ প্রাপ্ত হইবে ॥৪॥

নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥৫॥

ব্যাখ্যা। নির্মাণ, নির্মোহ, ইচ্ছারহিত আত্মাতে বুদ্ধি থাকায় কামনা-রহিত দ্বিধারহিত সুখদুঃখেতে বিমুখ অব্যয় পদ প্রাপ্ত হয় ॥৫॥

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥৬॥

ব্যাখ্যা। যেখানে সূর্য্য চন্দ্র অগ্নির প্রকাশ নাই, যেখানে গমন করিলে পুনরাবৃত্ত হয় না সেই আমার পরম ধাম ॥৬॥

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥৭॥

ব্যাখ্যা। আমার অংশেতে জীবলোক, মন পঞ্চ ইন্দ্রিয় ॥৭॥

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥৮॥

ব্যাখ্যা। প্রকৃতি হইয়া আকর্ষণ করি যেমন বায়ু গন্ধ আকর্ষণ করে ॥৮॥

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥৯॥

ব্যাখ্যা। শ্রোত্র, চক্ষু, স্পর্শ, রসনা ঘ্রাণ ইহামনই অধিষ্ঠাতা ইহার বিষয়কে সে বড় করে ॥৯॥

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥১০॥

ব্যাখ্যা। চলা, স্থির হওয়া, ভোজন করা এবং অন্যান্য গুণান্বিত হইয়া মূর্খেরা দেখিবে ॥১০॥

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥১১॥

ব্যাখ্যা। যে কেহ সংযত হইয়া আত্মাতে অবস্থিত থাকে কিন্তু প্রকৃত আত্মা অর্থাৎ স্থির না হইলে কেবল মনকে আনিয়া আপনাতে রাখাতে দেখিতে পায় না চিত্ত স্থির না থাকায় ॥১১॥

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলং।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তৎ তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥১২॥

ব্যাখ্যা। সূর্য্যের তেজ দ্বারা যেমন জগৎকে দীপ্তমান করে আর যেমন চন্দ্র অগ্নির তেজ সে আমারই জান ॥১২॥

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥১৩॥

ব্যাখ্যা। চন্দ্র হইয়া ঔষধি মধ্যে রস প্রদান করি ॥১৩॥

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্ ॥১৪॥

ব্যাখ্যা! অগ্নি হইয়া প্রাণীর দেহেতে আশ্রয় করি প্রাণ ও অপান সমান যুক্ত হইয়া চতুর্বিধ অন্ন পচন করি ॥১৪॥

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥১৫॥

ব্যাখ্যা। সকলের হৃদয়েতে সম্যক্‌প্রকারে থাকিয়া সব জানিতেছি এবং আমি জানিবার যোগ্য এবং জানার অন্ত আমি আর বেদ আমি জানি॥ ১৫॥

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥১৬॥

ব্যাখ্যা। ক্ষর এবং অক্ষর দুইই সংসারে ক্ষর সর্বভূত এবং কূটস্থ অক্ষর ॥১৬॥

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥১৭॥

ব্যাখ্যা। উত্তম পুরুষ অন্য তাহাকে পরমাত্মা বলে যে তিনলোকেতে আবৃত্ত হইয়া ভরণপোষণ করিতেছেন তিনি অব্যয় ইশ্বর ॥১৭॥

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে;চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥১৮॥

ব্যাখ্যা। যে কেহ ক্ষরের অতীত অক্ষর তাহা অপেক্ষাও উত্তম তন্নিমিত্ত লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলে ॥১৮॥

যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্ ।
স সর্ববিদ্ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ! ॥১৯॥

ব্যাখ্যা। যে সর্বদা জানে সে সর্বরকম জানিয়া আমাকে সব ভাবেতে ভজন করে ॥১৯॥

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ ! ।
এতদ্ বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ! ॥২০॥

ব্যাখ্যা। এই গুহ্যতম শাস্ত্র যাহা বলিলাম তাহা বুদ্ধি দ্বারা বুদ্ধিমান হইয়া কৃতকৃত্য হও ॥২০॥

ইতি পুরুষোত্তমযোগ নাম পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা

ষোড়শঃ অধ্যায়ঃ ।

দৈবাসুরসম্পদ যোগঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতি ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ ॥১॥

ব্যাখ্যা। কূটস্থের দ্বারা অনুভব হইতেছে। অভয় ও সত্ত্বগুণে সম্যকপ্রকারে শুদ্ধ জ্ঞান ও যোগেতে বিশেষরূপে অবস্থিতি দান, দম, যজ্ঞ ও অধ্যয়ন করা এবং ঋজু হওয়া ॥১॥

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্ ।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্তং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥২॥

ব্যাখ্যা। অহিংসা, সত্য অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, খল না হওয়া, ভূতেতে দয়া, লুব্ধ না হওয়া, আর্দ্র হৃদয়, অচাপল্য ॥২॥

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা ।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত। ॥৩॥

ব্যাখ্যা। তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ, ন অতিমানিতা, ইহা সকল দৈবীসম্পদ জানিবা ॥৩॥

দম্ভো দর্পোঽভিমান চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ। সম্পদমাসুরীম্ ॥৪॥

ব্যাখ্যা। দম্ভ, দর্প, অভিমান ক্রোধ, পারুষ্য ও অজ্ঞান ইহা সব আসুরীসম্পদ ॥৪॥

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা ।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব। ॥৫॥

ব্যাখ্যা। দৈবীসম্পদ মোক্ষের কারণ ও আসুরীসম্পদ নিঃশেষরূপে বন্ধনের কারণ। তোমার জন্ম দৈবীসম্পদে হইয়াছে ॥৫॥

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ। মে শৃণু ॥৬॥

ব্যাখ্যা। দৈবসম্পদ অনেক বলিয়াছি, আসুরীসম্পদ এইক্ষণে শুনহ ॥৬॥

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥৭॥

ব্যাখ্যা। আসুরীসম্পদে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি তাহারা শুচি আচার-বিশিষ্ট হয় না। তাহাদের মিথ্যা কথা ব্যতীত সত্য কিছুই নাই ॥৭॥

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্ ।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যং কামহৈতুকম্ ॥৮॥

ব্যাখ্যা। সব মিছে ঈশ্বর নাই, আপনা আপনি সব হইয়াছে, কাম ছাড়া কিছুই নাই ॥৮॥

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥৯॥

ব্যাখ্যা। আত্মাকে নষ্ট করিয়া অল্প বুদ্ধির দ্বারায় উগ্র কর্ম করে, জগতে ক্ষয় ও অহিতের কারণ ॥৯॥

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥১০॥

ব্যাখ্যা। কামকে আশ্রয় করিয়া দম্ভ মনে মদান্বিত হইয়া মোহরূপ কুমীরেতে গ্রাসিত হইয়া অশুচি ব্রত হইয়া থাকে ॥১০॥

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতিনিশ্চিতাঃ ॥১১॥

ব্যাখ্যা। মহাপ্রলয়ের সময়ের মত অপরিমিত চিন্তা করে কামভোগ পরমপদ জানে নিশ্চয় করিয়া ॥১১॥

আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥১২॥

ব্যাখ্যা। শত আশাপাশে বদ্ধ থাকিয়া কাম ক্রোধ পরায়ণ হইয়া, কামভোগের জন্য অন্যায়ে অর্থ সঞ্চয় করে ॥১২॥

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥১৩॥

ব্যাখ্যা। আজ এই পাওয়া গিয়াছে আর মনে হইতেছে আরও পাইব, এই পাইয়াছি আর এই পাইতেছি আর এই পাইব ॥১৩॥

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥১৪॥

ব্যাখ্যা। এবার শত্রুকে হনন করিয়াছি, অপর শত্রুকে হনন করিব, আমি ঈশ্বর, ভোগী, সিদ্ধ, বলবান ও সুখী ॥১৪॥

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥১৫॥

ব্যাখ্যা। আমি শ্রেষ্ঠ ও ধনবান আমার সদৃশ কেহ নাই এরূপ অজ্ঞানেতে মোহিত হইয়া থাকে ॥১৫॥

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥১৬॥

ব্যাখ্যা। অনেক চিত্ত বিভ্রান্ত মোহজাল সমাবৃত হইয়া কামভোগেতে আসক্ত হইয়া কামভোগেতে নরকে পতিত হয় ॥১৬॥

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্ ॥১৭॥

ব্যাখ্যা। অহঙ্কারে স্তব্ধ হইয়া ধনের দেমাক করে ও অহঙ্কারে নামের নিমিত্ত যজ্ঞ করে অবিধিপূর্বক ॥১৭॥

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥১৮॥

ব্যাখ্যা। অহঙ্কার বল দর্প কাম ক্রোধের আশ্রিত হইয়া অন্যকে হিংসা করে ॥১৮॥

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥১৯॥

ব্যাখ্যা। তাহারা সংসারের মধ্যে নরাধম ক্রূর তাহাদিগকে আসুরী-জন্ম শীঘ্র প্রদান করি ॥১৯॥

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয়! ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥২০॥

ব্যাখ্যা। আসুরী জন্ম বারে বারে দিয়া পরে অধমগতি প্রাপ্ত করাই ॥২০॥

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥২১॥

ব্যাখ্যা। কাম ক্রোধ ও লোভ এই তিন আত্মার দ্বারকে নষ্ট করে তন্নিমিত্তে ইহাদিগকে ত্যাগ করিবে ॥২১॥

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয়! তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥২২॥

ব্যাখ্যা। ইহাকে ত্যাগ করিয়া আত্মার ক্রিয়া করিলে পরাগতিকে পায় অর্থাৎ স্থিতি ॥২২॥

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥২৩॥

ব্যাখ্যা। সকাম, অশাস্ত্রবিহিত যে কর্ম করে তাহার সিদ্ধি ও পরমগতি প্রাপ্ত হয় না ॥২৩॥

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥২৪॥

ব্যাখ্যা। অতএব শাস্ত্র প্রমাণ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা উচিৎ ॥২৪॥

ইতি দৈবাসুর-সম্পদ বিভাগযোগ নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা

সপ্তদশ অধ্যায়ঃ ।

শ্রদ্ধাত্রয় যোগঃ ।

অর্জুন উবাচ ।

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ ! সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥১॥

ব্যাখ্যা। শারীরিক তেজে অনুভব হইতেছে যে শাস্ত্র অবিধিপূর্বক কিন্তু শ্রদ্ধাপূর্বক যজন করে তাহাদিগের কর্ম্ম সত্ত্ব রজ তম ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা ।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥২॥

ব্যাখ্যা। কূটস্থ দ্বারা অনুভব হয় তিন রকমের দেহীয় স্বভাব। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ॥২॥

সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত ।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥৩॥

ব্যাখ্যা। সত্ত্ব অনুরূপ যে শ্রদ্ধা সেই পুরুষ শ্রদ্ধাময় ও শ্রদ্ধাই ভগবানের রূপ ॥৩॥

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥৪॥

ব্যাখ্যা। সাত্ত্বিকেরা দেবতা, রাজসিকেরা যক্ষ অর্থাৎ অহঙ্কার রাক্ষস অর্থাৎ মোহ, প্রেত ও ভূত অর্থাৎ তমপ্রধান লোক ॥৪॥

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপোজনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥৫॥

ব্যাখ্যা। অশাস্ত্রবিহিত ঘোর যে তপস্যা, দম্ভ অহঙ্কার সংযুক্ত, বর্ত্তমান ইচ্ছা কাম গর্হিত ও ভবিষ্যৎ ইচ্ছার সহিত ও বল যুক্ত হইয়া ॥৫॥

কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃ শরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥৬॥

ব্যাখ্যা। শরীরকে কর্ষণ অর্থাৎ ক্লেশ দেয়, ভূতগ্রাম অচৈতন্য হইয়া আমাকে শরীরের মধ্যে ভাবে তাহাকে আসুরিকভাব জানিবে ॥৬॥

আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥৭॥

ব্যাখ্যা। আহার তিন প্রকার। যজ্ঞ, তপ দান, ইহাদেরও ভেদ আছে, তাহা শুন ॥৭॥

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥৮॥

ব্যাখ্যা। আয়ু, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ প্রীতিবর্দ্ধন করায়, রসাল স্নিগ্ধ, স্থির হৃদয়কে বাড়ায় এমত যে জিনিষ তাহাই সাত্ত্বিক ও প্রিয় আহার ঘৃত আয়ু বৃদ্ধি করে, হবিষ্যান্ন সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করে, বল দুগ্ধে, আরোগ্য তিক্ত আমলকীতে শুক্র বৃদ্ধি করে, ক্ষার প্রীতি বৃদ্ধি করে, সৈন্ধব লবণ ঘোল ও মুগের ডাল স্নিগ্ধকর পায়স, মিশ্রি হৃদয়কে বৃদ্ধি করে ॥৮॥

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥৯॥

ব্যাখ্যা। কটু অর্থাৎ অম্ল, লবণ, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, শরীরকে দাহন

করে এরূপ আহার রাজসিক। ইহাতে শোক দুঃখ বৃদ্ধি করে ॥৯॥

যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥১০॥

ব্যাখ্যা। শুষ্কান্ন, শীতলান্ন ও উচ্ছিষ্ট অপবিত্র এই সকল আহার তামসিক ॥১০॥

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদৃষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥১১॥

ব্যাখ্যা। ফলাকাঙ্ক্ষারহিত যজ্ঞ বিধিপূর্বক যাহাতে মনের সমাধি হয়, তাই সাত্ত্বিক ॥১১॥

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ। তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥১২॥

ব্যাখ্যা। যে ফলাকাঙ্ক্ষা সহিত দম্ভ ও দর্প করিয়া যজ্ঞ করে সে রাজসিক ॥১২॥

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥১৩॥

ব্যাখ্যা। বিধিহীন, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাহীন, শ্রদ্ধাহীন যে যজ্ঞ সে তামস ॥১৩॥

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥১৪॥

ব্যাখ্যা। দেব, দ্বিজ, গুরু, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে পূজা আর শুদ্ধ ঋজু ব্রহ্মেতে আচরণ, অহিংসা এই শারীরিক তপস্যা ॥১৪॥

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥১৫॥

ব্যাখ্যা। যাহাতে উদ্বেগ না হয় এমত বাক্য, সত্য, প্রিয়, হিতবাক্য

আর অধ্যয়ন অভ্যাস করা এই বাক্‌ময় তপস্যা ॥১৫॥

মনঃপ্রসাদঃ সৌমত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে ॥১৬॥

ব্যাখ্যা। মনের আনন্দ, স্থিতি, আর মৌন, আত্মনিগ্রহ, ভাবের সংশুদ্ধি এই মানস তপস্যা অর্থাৎ মনের প্রসাদ অর্থাৎ ক্রিয়ার পরের যে অবস্থা তাহাই আনন্দ, স্থিতি মৌন ইত্যাদি ॥১৬॥

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥১৭॥

ব্যাখ্যা। শ্রদ্ধা তিন প্রকার, ফলের আকাঙ্ক্ষারহিত ও যুক্ত (দ্রঃ ৬ষ্ঠ, ১৮) হইয়া তাহাই সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা ॥১৭॥

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥১৮॥

ব্যাখ্যা। সৎকার মান পূজন নিমিত্ত তপস্যা দম্ভ করিয়া যে করে সে রাজসিক শ্রদ্ধা ॥১৮॥

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥১৯॥

ব্যাখ্যা। পরের ভাল ও মন্দের নিমিত্ত যে কার্য্য করে সে তামসিক শ্রদ্ধা ॥১৯॥

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে ।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সা[illegible]ং স্মৃতম্ ॥২০॥

ব্যাখ্যা। যাহার দ্বারা প্রত্যুপকার হয় না ও [illegible]শ কাল পাত্র বিবেচনাপূর্বক যে দান করে সেই সাত্ত্বিক দান ॥২০॥

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা [illegible] ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥২১॥

ব্যাখ্যা। যে প্রত্যুপকারের নিমিত্ত ফলের উদ্দেশ্য করিয়া কিন্তু ক্লেশের সহিত দান করে তাহা রাজসিক দান ॥২১॥

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে ।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥২২॥

ব্যাখ্যা। অন্যায় দেশে, অপাত্রে, অকালে যে দান করে তাহা তামসিক ॥২২॥

ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥২৩॥

ব্যাখ্যা। ওঁ তৎসৎ তিন প্রকার কর্ম্মেতে ব্যবহার হয় ॥২৩॥

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥২৪॥

ব্যাখ্যা। যজ্ঞ, দান, তপ, ক্রিয়াতে ওঁ ব্যবহার হয় ॥২৪॥

তদিত্যনভিসন্ধ্যায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥২৫॥

ব্যাখ্যা। ফলাকাঙ্ক্ষাকারীরা তৎ পদ ব্যবহার করে ॥২৫॥

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে ।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দ পার্থ। যুজ্যতে ॥২৬॥

ব্যাখ্যা। সৎ সাধুরা ব্যবহার করে সকাম কার্যতে ॥২৬॥

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে ।
কর্ম্মচৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥২৭॥

ব্যাখ্যা। যজ্ঞ দান তপস্যাতে ব্যবহার করে ওঁকার পদ পাইবার নিমিত্ত ॥২৭॥

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ! ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥২৮॥

ব্যাখ্যা। অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে হোম করে দান তপস্যা করে কর্ম করিয়া অসৎ তাহাকে বলে ॥২৮॥

ইতি শ্রদ্ধাত্রয়যোগ নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

অষ্টাদশ অধ্যায়ঃ ।

মোক্ষযোগঃ ।

অর্জ্জুন উবাচ ।

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো ! তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্ ।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ ! পৃথক্ কেশিনিসূদন ! ॥১॥

ব্যাখ্যা। শারীরিক তেজে অনুভব হইতেছে সন্ন্যাস ও ত্যাগের ভেদ কি ? ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥২॥

ব্যাখ্যা। কূটস্থ দ্বারা অনুভব হয় কোন বস্তুর ইচ্ছা বর্ত্তমান অবস্থাতেই নাশ করার নাম সন্ন্যাস। সকল কর্ম্মের ফলের ত্যাগকে ত্যাগ কহে ॥২॥

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥৩॥

ব্যাখ্যা। কর্ম্মসকল করা উচিৎ, ত্যাগ করিলে দোষ হয়। যজ্ঞ, দান, তপস্যা ত্যাগ করা উচিৎ নহে ॥৩॥

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম ।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ! ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ ॥৪॥

ব্যাখ্যা। ত্যাগী ব্যক্তি ব্যাঘ্র মতন পুরুষ। ব্যাঘ্রের নিকট যে জন্তু যায় তাহাকে যেরূপ ভক্ষণ করে সেই সমুদয় ইচ্ছা যাহা অকর্ত্তব্য যাহা নষ্ট করে। এইরূপ নষ্ট করিতেছে কোন ইচ্ছাই তাহার নিকট ভবিষ্যতে আসে না তাহা তিন প্রকার ॥৪॥

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥৫॥

ব্যাখ্যা। যজ্ঞ, দান, তপস্যা পবিত্র করে ॥৫॥

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ! নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥৬॥

ব্যাখ্যা। ইহা সকল ফলে ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া নিশ্চয় করা উচিৎ ইহাই উত্তম মত ॥৬॥

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে ।
মোহাৎ তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিত ॥৭॥

ব্যাখ্যা। যে সন্ন্যাসী নিঃশেষরূপে সংযত হইয়া বর্ত্তমান অবস্থাতেই ইচ্ছা ত্যাগ করে সন্ন্যাসী মোহেতে পরিত্যাগ করাকেই তামস কার্য্য ॥৭॥

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥৮॥

ব্যাখ্যা। দুঃখ অর্থাৎ কায়ক্লেশ ভয়ে যে কর্ম ত্যাগ করে সে রাজসিক ত্যাগ ॥৮॥

কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুনঃ ।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥৯॥

ব্যাখ্যা। যে কর্ত্তব্য বিবেচনা ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া কর্ম করে সেই সাত্ত্বিক ত্যাগ ॥৯॥

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে ।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥১০॥

ব্যাখ্যা। মন্দ কর্ম্মেতে দ্বেষ নাই, ভাল কর্ম্মেতে ইচ্ছাও নাই ত্যাগী সত্ত্ব গুণেতে স্থিতি, মেধাবী সংশয়ছিন্ন ॥১০॥

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ ।
যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥১১॥

ব্যাখ্যা। দেহধারণ করিয়া অশেষ কর্ম পরিত্যাগ করিতে পারে না ॥১১॥

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্ ।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ॥১২॥

ব্যাখ্যা। অনিষ্ট, ইষ্ট, মিশ্র তিন প্রকারের কর্মফল ইহা ত্যাগীরাই পারে সন্ন্যাসীদিগের কখনই হয় না ॥১২॥

পঞ্চেমানি মহাবাহো! কারণানি নিবোধ মে ॥
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্মণাম্ ॥১৩॥

ব্যাখ্যা। ইহার পাঁচ কারণ সাংখ্য এবং যোগেতে সকল কর্ম্মের সিদ্ধির নিমিত্ত ॥১৩॥

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্ ।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥১৪॥

ব্যাখ্যা। অধিষ্ঠান, কর্ত্তা, করণ, পৃথক চেষ্টা, দৈব ॥১৪॥

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ ॥
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥১৫॥

ব্যাখ্যা। শরীর, বাক্য, মনের দ্বারা যে কর্ম মনুষ্যে আরম্ভ করে ন্যায় বা বিপরীত, তাহার পাঁচ হেতু আছে ॥১৫॥

তত্রৈব সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥১৬॥

ব্যাখ্যা। আত্মাতে কেবল কর্ম, তাহাই কর্ম দুর্মতি প্রযুক্ত অকৃত

prices
LAND F
• A Prime Agricultur
Kanals 05 Marals
IDBI BANK

বুদ্ধি দ্বারা অর্থাৎ পরবুদ্ধি না হওয়াতে দেখিতে পায় না ॥১৬॥

যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে ।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥১৭॥

ব্যাখ্যা। যার অহঙ্কার নাই আর বুদ্ধি কর্মেতে লিপ্ত নহে যে সমুদায় লোককে হনন করিয়াও হনন করে না ও আবদ্ধ হয় না ॥১৭॥

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা ।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধং কর্মসংগ্রহঃ ॥১৮॥

ব্যাখ্যা। জ্ঞান জ্ঞেয় পরে জ্ঞাতা তিন প্রকার করণ কর্ম কর্ত্তা ॥১৮॥

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥১৯॥

ব্যাখ্যা। জ্ঞান কর্ম ও কর্ত্তা ইহার গুণেতে তিন প্রকার ভেদ আছে যাহা সাংখ্যে বলিয়াছে তাহা শুন ॥১৯॥

সর্বভুতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে ।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥২০॥

ব্যাখ্যা। সকল ভূতেতে এক ভাবে অব্যয় অবিনাশীকে যে দেখে অবিভক্ত এবং বিভক্তরূপে সেই জ্ঞান সাত্ত্বিক জ্ঞান ॥২০॥

পৃথক্ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্ ।
বেত্তি সর্বেষু ভুতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥২১॥

ব্যাখ্যা। পৃথকভাবে পৃথকবিধ সর্ব্বভূতে যে দেখে সে রাজসিক জ্ঞান ॥২১॥

যৎ তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্ ।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥২২॥

ব্যাখ্যা। কার্য্যেতে আসক্ত হইয়া অহেতুক, অতত্ত্বার্থ বোধ করিয়া যে জ্ঞান করে সে তামস জ্ঞান ॥২২॥

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্ ।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম যৎ তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥২৩॥

ব্যাখ্যা। ইচ্ছারহিত হইয়া রাগদ্বেষ ত্যাগ করিয়া ফলের ইচ্ছা ত্যাগ যে কর্ম্ম করে সেই সাত্ত্বিক কর্ম ॥২৩॥

যৎ তু কামেপ্সুনা কর্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥২৪॥

ব্যাখ্যা। যে ইচ্ছার সহিত কর্ম্ম করে অহঙ্কারের সহিত অনেক প্রয়াসের দ্বারা তাহাকে রাজস কর্ম ॥২৪॥

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ চ পৌরুষম্ ।
মোহদারভ্যতে কর্ম যৎ তৎ তামসমুচ্যতে ॥২৫॥

ব্যাখ্যা। অনুবন্ধ, ক্ষয়, হিংসা, অনপেক্ষ, পৌরুষ, মোহ দ্বারা যে কর্ম্ম করে তাহা তামস ॥২৫॥

মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী ধৃত্যুসাহ সমন্বিতঃ ।
সিদ্ধাসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥২৬॥

ব্যাখ্যা। ইচ্ছারহিত হইয়া, অহংবাদী না হইয়া যদি উৎসাহ সহিত সিদ্ধ ও অসিদ্ধতে নির্ব্বিকার হইয়া যে কর্ম করে সেই সাত্ত্বিক কর্ত্তা ॥২৬॥

রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥২৭॥

ব্যাখ্যা। ইচ্ছা ও কর্মফলের ইচ্ছাতে লুব্ধ হইয়া হিংসা, অশুচি হইয়া সুখদুঃখান্বিত যে কর্ম্ম করে সেই রাজস কর্ত্তা ॥২৭॥

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥২৮॥

ব্যাখ্যা। যে যুক্ত না হইয়া প্রকৃতে থাকে স্তব্ধ, শঠ, নিষ্কর্মা, আলস্যযুক্ত বিষাদী, দীর্ঘসূত্রী যে কর্ত্তা সে তামস ॥২৮॥

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু ।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ! ॥২৯॥

ব্যাখ্যা। বুদ্ধিভেদ ধৃতি তিন প্রকার ॥২৯॥

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে ।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ ! সাত্ত্বিকী ॥৩০॥

ব্যাখ্যা। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কার্য্য ও অকার্য্য, ভয় ও অভয়, বন্ধ ও মোক্ষ যে জানে এমত বুদ্ধি সাত্ত্বিক ॥৩০॥

যয়া ধর্মমধর্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ ! রাজসী ॥৩১॥

ব্যাখ্যা। ধর্ম ও অধর্ম, কার্য্য ও অকার্য্য, যেমত তেমত এরূপ যে বুদ্ধি তাহাকে রাজসিক বুদ্ধি ॥৩১॥

অধর্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা ।
সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ ! তামসী ॥৩২॥

ব্যাখ্যা। অধর্মকে ধর্ম বলিয়া যে জানে অন্ধকারে আবৃত্ত হইয়া সকল বুদ্ধির বিপরীত বুদ্ধি তামসিক বুদ্ধি ॥৩২॥

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতি সা পার্থ ! সাত্ত্বিকী ॥৩৩॥

ব্যাখ্যা। মন এবং ইন্দ্রিয় ক্রিয়া দ্বারা ধারণা করে যোগেতে অব্যভিচারী হইয়া এরূপ ধৃতির নাম সাত্ত্বিক ॥৩৩॥

যয়া তু ধর্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন ! ।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ ! রাজসী ॥৩৪॥

ব্যাখ্যা। ধর্ম এবং কামের নিমিত্ত যে ধৃতি কোনও প্রসঙ্গের দ্বারা ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত তাহা রাজসিক ধৃতি ॥৩৪॥

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ ! তামসী ॥৩৫॥

ব্যাখ্যা। স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ, মদ দ্বারা দুঃখে—জন বিশেষ যুক্ত না হইয়া ধৃতি তাহা তামসিক ধৃতি ॥৩৫॥

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ ! ।
অভ্যাসাদ্ রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥৩৬॥

ব্যাখ্যা। সুখ তিন প্রকার অভ্যাসের দ্বারা দুঃখের অন্ত যেখানে হয় তাহা সুখ তাহা তিন প্রকার ॥৩৬॥

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্ ।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥৩৭॥

ব্যাখ্যা। প্রথমেতে বিষের, শেষে অমৃতের সেই সাত্ত্বিক সুখ আত্মাতে বুদ্ধি স্থির তাহারই কৃপাতে পাওয়া যায় ॥৩৭॥

বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্ ।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥৩৮॥

ব্যাখ্যা। বিষয়ে ইন্দ্রিয়সংযোগ দ্বারা যাহা প্রথমে অমৃত শেষে বিষের মত বোধ হয় তাহা রাজসিক সুখ ॥৩৮॥

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥৩৯॥

ব্যাখ্যা। প্রথমেতেই বান্ধিয়া ফেলে আমাকে মোহিত করে নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ ইহা তামস সুখ ॥৩৯॥

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ ॥৪০॥

ব্যাখ্যা। এ পৃথিবীতে ও স্বর্গেতে নাই সত্ত্ব ও প্রকৃতির ত্রিগুণ হইতে মুক্ত ॥৪০॥

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রণাঞ্চ পরন্তপ ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥৪১॥

ব্যাখ্যা। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র কর্মবিভক্ত গুণের দ্বারা ॥৪১॥

শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥৪২॥

ব্যাখ্যা। শম, দম, তপ, শুচি, ক্ষান্তি, ঋজু, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ঈশ্বরে আস্তিক্য ইহা ব্রহ্মকর্মের স্বভাব ॥৪২॥

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্ ।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥৪৩॥

ব্যাখ্যা। শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে পলায়ন না করা, দান, ঈশ্বরে ভাব ইহা ক্ষত্রিয়কর্ম ॥৪৩॥

কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্ ।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥৪৪॥

ব্যাখ্যা। কৃষি, গোরক্ষণ, বাণিজ্য বৈশ্যকর্ম্ম ; আত্মার পরিচর্য্যা শূদ্রের কর্ম ॥৪৪॥

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥৪৫॥

ব্যাখ্যা। স্ব স্ব কর্মেতে সম্যক প্রকারে সিদ্ধিলাভ করিবে ॥৪৫॥

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্ ।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥৪৬॥

ব্যাখ্যা। ভূতদিগের যেখান হইতে প্রবৃত্তি সেখানে সব আপন আপন কর্ম্মের দ্বারা মনুষ্যের সিদ্ধি হয় ॥৪৬॥

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥৪৭॥

ব্যাখ্যা। আপনার ধর্মেতে থাকা বিগুণ হইলেও পরধর্ম অনুষ্ঠান অপেক্ষা ভাল। স্বভাবেতে থাকিয়া কর্ম করিলে পাপ হয় না ॥৪৭॥

সহজং কর্ম কৌন্তেয় ! সদোষমপি ন ত্যজেৎ ।
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥৪৮॥

ব্যাখ্যা। সহজকর্ম অর্থাৎ ক্রিয়া দোষের সহিত হইলেও ত্যাগ করিবে না গোল ধোঁয়ার ভিতর অগ্নি থাকে ॥৪৮॥

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥৪৯॥

ব্যাখ্যা। সর্ব্বত্রেতে অশক্ত বুদ্ধি, আত্মাকে জয় করা অর্থাৎ স্থির হওয়া ও ইচ্ছারহিত হওয়া ও ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হওয়া পরমাসিদ্ধি সন্ন্যাসের দ্বারা প্রাপ্ত হয় ॥৪৯॥

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে ।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় ! নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥৫০॥

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মপ্রাপ্ত যেরূপে হয় নিষ্ঠা জ্ঞানের দ্বারা তাহা বলিতেছি ॥৫০॥

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ ।
শব্দাদান্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষ ব্যুদস্য চ ॥৫১॥

ব্যাখ্যা। বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইয়া যুক্ত আত্মাকে ধারণা করিয়া বিশেষ-রূপে সংযম করিয়া বিষয়াদি শব্দেতে ত্যক্ত হইয়া রাগ ও দ্বেষ ॥৫১॥

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥৫২॥

ব্যাখ্যা। নির্জন, লঘু আহার, কথা সংযত ও শরীর মন ধ্যান ও যোগ নিত্য ও ইচ্ছারহিত এরূপ যে আশ্রয় করে ॥৫২॥

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্ ।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥৫৩॥

ব্যাখ্যা। অহঙ্কার বল দর্প ক্রোধ কাম অন্তত্রে বিত্ত দেওয়া বিশেষরূপে যুক্ত হইয়া আমার কিছুই নহে পরে শান্তিপদ লাভ করিয়া ব্রহ্ম হইবার মনে কল্পনা হয় ॥৫৩॥

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥৫৪॥

ব্যাখ্যা। ব্রহ্ম হইয়া প্রসন্ন আত্মা না কোন শোচনা করে না ইচ্ছা করে সমান সর্ব্বভূতে আমার পরাভক্তি লাভ করে ॥৫৪॥

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥৫৫॥

ব্যাখ্যা। ভক্তি দ্বারা আমাকে জানে যে তত্ত্বের দ্বারা অর্থাৎ ক্রিয়া দ্বারা ॥৫৫॥

সর্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥৫৬॥

ব্যাখ্যা। সকল কর্ম আমাকে আশ্রয় করিয়া করিবে আমার প্রসাদে সে শাশ্বত অব্যয় পদ পাইবে ॥৫৬॥

চেতসা সর্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥৫৭॥

ব্যাখ্যা। চিত্তের দ্বারা সকল কর্মেতে আমাকে সম্প্রদান করা সম্যক প্রকারে নাশ করিয়া আমার পর হইয়া বুদ্ধিযোগের আশ্রয় লইয়া আমাতে চিত্ত সদা সর্বদা রাখ ॥৫৭॥

মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥৫৮॥

ব্যাখ্যা। তাহা হইলে সকল ক্লেশ হইতে আমার প্রসাদে পার হইবে যদ্যপি অহঙ্কার করিয়া আমার কথা না শুন তাহা হইলে নাশ হইবে ॥৫৮॥

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি ॥৫৯॥

ব্যাখ্যা। যদি অহঙ্কারকে আশ্রয়ে ক্রিয়া না কর মিথ্যা তোমার ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম প্রকৃতির দ্বারা তুমি নিয়োজিত থাকবে ॥৫৯॥

স্বভাবজেন কৌন্তেয়। নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥৬০॥

ব্যাখ্যা। স্বভাবের দ্বারা আপনার কর্মেতে লোক বন্ধ আছে মোহেতে যদি না করিতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে অবশ্য হইয়া তোমাকে করিতে হইবে ॥৬০॥

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন। তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥৬১॥

ব্যাখ্যা। ঈশ্বর সকল ভূতের হৃদয়েতে আছেন ও সকল ভূতকে আপনার মায়ার যন্ত্রে আরূঢ় করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন ॥৬১॥

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥৬২॥

ব্যাখ্যা। তাহারই শরণাগত সকলভাবে হও তাহার প্রসাদে পরা শান্তি স্থান ব্রহ্ম পাইবে ॥৬২॥

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥৬৩॥

ব্যাখ্যা। এই গুহ্যতর কথা তোমাকে বলিলাম এখন যাহা ইচ্ছা তাহাই কর ॥৬৩॥

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥৬৪॥

ব্যাখ্যা। আর গুহ্য তোমাকে বলিতেছি কারণ তুমি আমার সখা

ও আমি তোমার হিতকারী ॥৬৪॥

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥৬৫॥

ব্যাখ্যা। আমাতে মন রাখ অর্থাৎ ক্রিয়া কর, গুরুবাক্যে বিশ্বাস দ্বারা আমাকে ভজন ও নমস্কার কর। আমারই হইবে। সত্য করিয়া বলিতেছি। প্রতিজ্ঞা রাখিয়া বলিতেছি। কারণ তুমি আমার প্রিয় ॥৬৫॥

সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥৬৬॥

ব্যাখ্যা। সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে আমাকেই শরণ কর অর্থাৎ ক্রিয়া কর আমি তোমায় সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব ॥৬৬॥

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন ।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥৬৭॥
য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি ।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥৬৮॥

ব্যাখ্যা। এই পরম গুহ্য আমার ভক্তকে বলা উচিৎ আমাকে ভক্তি করিলে সে আমাকে পাইবে ॥৬৮॥

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥৬৯॥

ব্যাখ্যা। ভক্তের মত আমার প্রিয় নাই, হয় নাই, হইবেও না ॥৬৯॥

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥

ব্যাখ্যা। যে তোমার আমার কথা শুনিবে তাহার জ্ঞান হইবে ॥৭০॥

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্ ॥৭১॥

ব্যাখ্যা। শ্রদ্ধাপূর্বক যে শুনিবে সেই ভাল লোক প্রাপ্ত হইবে ও পুণ্যকর্ম করিবে ॥৭১॥

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ! ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা ।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয়! ॥৭২॥

ব্যাখ্যা। যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক না শুনিবে সে নষ্ট হইবে ॥৭২॥

অর্জুন উবাচ।

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা তৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত! ।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥৭৩॥

ব্যাখ্যা। শারীরিক তেজ বলিতেছে আমার মোহ লজ্জা আপনার প্রসাদাৎ সকল গিয়াছে এক্ষণে আমি স্থির আছি আমার সন্দেহ গিয়াছে যাহা বলিবে তাহাই করিব ॥৭৩॥

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্ ॥৭৪॥

ব্যাখ্যা। মনের সম্যক দৃষ্টি বলিতেছেন। এই কথোপকথন মহাত্মার শুনিয়া আমার লোমার্ত্ত হইতেছে ॥৭৪॥

ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্ ।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥৭৫॥

ব্যাখ্যা। সাক্ষাৎ কুটস্থের দ্বারা এ সকল অনুভব হইল ॥৭৫॥

রাজন্! সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্ ।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥৭৬॥

ব্যাখ্যা। স্মরণ করিয়া সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন (মন) ॥৭৬॥

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্! হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥৭৭॥

ব্যাখ্যা। অদ্ভুত রূপ স্মরণ করিয়া সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন (মন) ॥৭৭॥

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্ম্মতির্ম্মম ॥৭৮॥

ব্যাখ্যা। যেখানে কূটস্থ আর যেখানে শারীরিক তেজ ক্রিয়া করিতেছেন সেখানে সে স্থানে শ্রী আর বিশেষরূপে হয় হইবে ইহা আমার ধ্রুব বিশ্বাস ॥৭৮॥

ইতি মোক্ষযোগ নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

শ্রীশ্রীগীতা-মাহাত্ম্যম্।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ঋষিরুবাচ।

গীতায়াশ্চৈব মাহাত্ম্যং যথাবৎ সূত মে বদ।
পুরা নারায়ণক্ষেত্রে ব্যাসেন মুনিনোদিতম্ ॥ ১

১। ঋষি বলিলেন—হে সূত! পূর্বকালে নারায়ণক্ষেত্রে ব্যাসদেব গীতামাহাত্ম্য যেরূপ কীর্তন করিয়াছিলেন, আপনি তাহা যথার্থভাবে বর্ণনা করুন।

সূত উবাচ।

ভদ্রং ভগবতা পৃষ্টং যদ্ধি গুপ্ততমং পরম্।
শক্যতে কেন তদ্বক্তুং গীতামাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ২

২। সূত বলিলেন—হে ভগবন্! আপনি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন; ইহা হইতে গুহ্যতম, সেই উত্তম গীতামাহাত্ম্য কেহ বর্ণনা করিতে পারে না।

কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তিসুতঃ ফলম্।
ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোঽথ মৈথিলঃ ॥ ৩

৩। শ্রীকৃষ্ণই ইহাকে সম্পূর্ণরূপে জানেন; কুন্তীপুত্র অর্জুন, ব্যাসদেব, ব্যাসপুত্র শুকদেব, যাজ্ঞবল্ক্য ও মিথিলার রাজা জনক ইহার অংশমাত্র জানেন।

অন্যে শ্রবণতঃ শ্রুত্বা লেশং সঙ্কীর্ত্তয়ন্তি চ।
তস্মাৎ কিঞ্চিদ্ বদাম্যত্র ব্যাসস্যাস্যান্ময়া শ্রুতম্ ॥ ৪

৪। অন্যান্য সবাই অন্যের কাছে শ্রবণ করিয়া তাহার লেশমাত্র কীর্তন

করিয়া থাকেন ; আমিও ব্যাসদেবের মুখে যেমন শ্রবণ করিয়াছি, তাহাই এখানে কিঞ্চিৎ বলিতেছি।

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ ৫

৫। সকল উপনিষদ্ গাভীস্বরূপ, গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ দোহনকারী, অর্জুন বৎস এবং মহৎ গীতারূপ অমৃত দুগ্ধস্বরূপ; সুধীগণ তাহা পান করিয়া থাকেন।

সারথ্যমর্জ্জুনস্যাদৌ কুর্ব্বন্ গীতামৃতং দদৌ ।
লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ ॥ ৬

৬। যিনি ত্রিভুবনের উপকারের জন্য প্রথমে অর্জুনের সারথি হইয়া এই গীতারূপ অমৃত দান করিয়াছেন, সেই পরমাত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি।

সংসারসাগরং ঘোরং তর্ত্তুমিচ্ছতি যো নরঃ ।
গীতানাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ ॥ ৭

৭। যে জন ঘোর সংসারসমুদ্র পার হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি গীতারূপ নৌকা আশ্রয় কয়িয়া সুখে পার হইয়া যান।

গীতাজ্ঞানং শ্রুতং নৈবং সদৈবাভ্যাসযোগতঃ ।
মোক্ষমিচ্ছতি মূঢ়াত্মা যাতি বালকহাস্যতাম্ ॥ ৮

৮। যে জন বার বার শ্রবণ ও অভ্যাসের দ্বারা গীতার জ্ঞান লাভ করেন নাই, সেই মূঢ় যদি মোক্ষের ইচ্ছা করেন, তবে বালকের কাছেও উপহাসের বিষয় হয়।

যে শৃণ্বন্তি পঠন্ত্যেব গীতাশাস্ত্রমহর্নিশম্ ।
ন তে বৈ মানুষা জ্ঞেয়া দেবরূপা ন সংশয়ঃ ॥ ৯

৯। যাঁহারা দিবারাত্র গীতাশাস্ত্র শ্রবণ বা পাঠ করেন, তাঁহাদিগকে মানুষ জ্ঞান করিবে না ; তাঁহারা নিঃসন্দেহে দেবতাস্বরূপ।

গীতাজ্ঞানেন সম্বোধং কৃষ্ণঃ প্রাহার্জ্জুনায় বৈ ।
ভক্তিতত্ত্বং পরং তত্র সগুণং বাথ নির্গুণম্ ॥ ১০

১০। যে গীতার জ্ঞান দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে প্রবোধ দিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা সগুণ বা নির্গুণ পরম ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

সোপানাষ্টাদশৈরেবং ভক্তিমুক্তিসমুচ্ছ্রিতৈঃ ।
ক্রমশো চিত্তশুদ্ধিঃ স্যাৎ প্রেমভক্ত্যাদি কর্ম্মণি ॥ ১১

১১। গীতায় কথিত ভক্তিপ্রধান ও মুক্তিপ্রধান অষ্টাদশ অধ্যায়রূপ সোপান দ্বারা প্রেম ভক্তি প্রভৃতি কর্মে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হয়।

সাধোর্গীতাম্ভসি স্নানং সংসারমলনাশনম্ ।
শ্রদ্ধাহীনস্য তৎকার্য্যং হস্তিস্নানং বৃথৈব তৎ ॥ ১২

১২। সাধুগণের পক্ষে গীতারূপ পবিত্র জলে স্নান সংসারমলনাশকারী ; কিন্তু শ্রদ্ধাহীনের পক্ষে ঐ কার্য হস্তিস্নানের মত বিফল হয়।

গীতায়াশ্চ ন জানাতি পঠনং নৈব পাঠনম্ ।
স এব মানুষে লোকে মোঘকর্ম্মকরো ভবেৎ ॥ ১৩

১৩। যে ব্যক্তি গীতাশাস্ত্র অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করে নাই, নরলোকে সে বৃথা কর্ম করে।

তস্মাদ্গীতাং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ ।
ধিক্ তস্য মানুষং দেহং বিজ্ঞানং কুলশীলতাম্ ॥ ১৪

১৪। সুতরাং যেজন গীতাশাস্ত্র জানে না, তাহার চেয়ে অধম আর কেহ নাই। তাহার জ্ঞান, কুল, শীল ও মানবদেহকে ধিক।

গীতার্থং ন বিজানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ ।
ধিক্ শরীরং শুভং শীলং বিভবং তদ্গৃহাশ্রমম্ ॥ ১৫

১৫। গীতার অর্থ যে জন জানে না, তাহার চেয়ে অধম আর কেহ নাই ; তাহার নরদেহ, সদাচরণ, মঙ্গল, সম্পদ ও গৃহাশ্রমে ধিক।

গীতাশাস্ত্রং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ ।
ধিক্ প্রারব্ধং প্রতিষ্ঠাঞ্চ পূজাং মানং মহত্তমম্ ॥ ১৬

names and places are being hurled around would have an adverse effect on the morale of the armed forces. We are against attempts to use phrases such as infiltration into armed forces.

১৬। গীতাশাস্ত্র যে জন জানে না, তাহার চেয়ে অধম আর কেহই নাই ; তাহার অদৃষ্ট, প্রতিষ্ঠা, পূজা, মান ও মহত্ত্বে ধিক।

গীতাশাস্ত্রে মতির্নাস্তি সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং জগু ।
ধিক্ তস্য জ্ঞানদাতারং ব্রতং নিষ্ঠাং তপো যশঃ ॥ ১৭

১৭। গীতাশাস্ত্রে যাহার মতি নাই, তাহার সমস্তই বিফল, তাহার শিক্ষাদাতাকে ধিক, তাহার ব্রত, নিষ্ঠা, তপস্যা ও যশে ধিক।

গীতার্থ-পঠনং নাস্তি নাধমস্তৎপরো জনঃ ।
গীতাগীতং ন যজ্‌জ্ঞানং তদ্বিদ্ধ্যাসুরসম্মতম্ ॥ ১৮
তন্মোঘং ধর্ম্মরহিতং বেদবেদান্তগর্হিতম্ ।
তস্মাদ্ধর্ম্মময়ী গীতা সর্ব্বজ্ঞানপ্রযোজিকা ।
সর্ব্বশাস্ত্রসারভূতা বিশুদ্ধা সা বিশিষ্যতে ॥ ১৯

১৮-১৯। যে জন গীতার অর্থ পাঠ করেন নাই, তাঁহার চেয়ে অধম আর কেহ নাই ; যে জ্ঞান গীতার অনুগত নয়, তাহা আসুর জ্ঞান ; তাহা বিফল, ধর্মহীন ও বেদবেদান্তে নিন্দিত ; যেহেত ধর্মময়ী গীতা সর্বজ্ঞান-দায়িনী ; গীতা সর্বশাস্ত্রের সার ও বিশুদ্ধ ; তাহার তুলনা অন্য কিছু নাই।

যোঽধীতে বিষ্ণুপর্ব্বাহে গীতাং শ্রীহরিবাসরে ।
স্বপন্ জাগ্রন্ চলংস্তিষ্ঠন্ শক্রভির্ন স হ্রীয়তে ॥ ২০

২০। যে জন একাদশী বা বিষ্ণুর পর্বদিনে গীতা পাঠ করেন, তিনি স্বপ্নে, জাগরণে গমনে, অবস্থানে, কোনো অবস্থাতেই শত্রুর দ্বারা পীড়িত হন না।

শালগ্রামশিলায়াং বা দেবাগারে শিবালয়ে ।
তীর্থে নদ্যাং পঠেদ্ গীতাং সৌভাগ্যং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ২১

২১। শালগ্রাম শিলার কাছে, দেবমন্দিরে, শিবমন্দিরে, তীর্থস্থানে বা নদীতীরে গাতা পাঠ করিলে অবশ্যই সৌভাগ্য লাভ হয়।

দেবকীনন্দনঃ কৃষ্ণো গীতাপাঠেন তুষ্যতি ।
যথা ন বেদৈর্দানেন যজ্ঞতীর্থব্রতাদিভিঃ ॥ ২২

২২। দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গীতাপাঠে যেরূপ তুষ্ট হন, বেদপাঠ, দান, যজ্ঞ, তীর্থদর্শন বা ব্রত প্রভৃতি দ্বারা তেমন তুষ্ট হন না।

গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা ।
বেদশাস্ত্রপুরাণানি তেনাধীতানি সর্ব্বশঃ ॥ ২৩

২৩। যিনি ভক্তিসহ গীতাপাঠ করেন, তিনি বেদ পুরাণ প্রভৃতি সকল শাস্ত্র পাঠের ফল লাভ করেন।

যোগস্থানে সিদ্ধপীঠে শিলাগ্রে সৎসভাসু চ ।
যজ্ঞে চ বিষ্ণুভক্তাগ্রে পঠন্ সিদ্ধিং পরাং লভেৎ ॥ ২৪

২৪। যোগস্থানে, সিদ্ধপীঠে, শিলাময় দেবমূর্তির কাছে, সাধুজনের সভাতে, যজ্ঞে বা বিষ্ণুভক্তের কাছে গীতাপাঠ করিলে পরম সিদ্ধিলাভ হয়।

গীতাপাঠঞ্চ শ্রবণং যঃ করোতি দিনে দিনে ।
ক্রতবো বাজিমেধাদ্যাঃ কৃতাস্তেন সদক্ষিণাঃ ॥ ২৫

২৫। যিনি প্রত্যহ গীতাপাঠ বা গীতাশ্রবণ করেন, তিনি দক্ষিণাযুক্ত অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের ফললাভ করেন।

যঃ শৃণোতি চ গীতার্থং কীর্ত্তয়ত্যেব যঃ পরম্ ।
শ্রাবয়েচ্চ পরার্থং বৈ স প্রয়াতি পরং পদম্ ॥ ২৬

২৬। যিনি গীতার অর্থ শ্রবণ বা কীর্তন করেন, বা অন্যজনকে শ্রবণ করান, তিনি পরমপদ লাভ করেন।

গীতায়াঃ পুস্তকং শুদ্ধং যোঽর্পয়েত্যেব সাদরাৎ ।
বিধিনা ভক্তিভাবেন তস্য ভার্য্যা প্রিয়া ভবেৎ ॥ ২৭
যশঃ সৌভাগ্যমারোগ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ।
দয়িতানাং প্রিয়ো ভূত্বা পরমং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮

২৭ ২৮। যিনি বিধিমত ভক্তিসহ বিশুদ্ধ গীতাগ্রন্থ সাদরে দান করেন, তাঁর ভার্যা প্রিয় হয় , এবং তিনি যশ, সৌভাগ্য ও আরোগ্য লাভ করিয়া প্রিয়াগণের প্রিয় হইয়া পরমসুখ ভোগ করেন ; এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

prices
LAND F
A Prime Agricultura
Kanals 05 Marals
with Farmhouse &
IBBL BANK

অভিচারোদ্ভবং দুঃখং বরশাপাগতঞ্চ যৎ ।
নোপসর্পতি তত্রৈব যত্র গীতার্চ্চনং গৃহে ॥ ২৯
তাপত্রয়োদ্ভবা পীড়া নৈব ব্যাধির্ভবেৎ ক্বচিৎ ।
ন শাপো নৈব পাপঞ্চ দুর্গতির্নরকং ন চ ॥ ৩০

২৯-৩০। যে গৃহে গীতা পূজা হয়, সেখানে অভিচারজাত বা ভীষণ অভিশাপজাত কোনও দুঃখ উপস্থিত হয় না; সেখানে ত্রিতাপজাত পীড়া, কোনও প্রকার ব্যাধি, শাপ, পাপ, দুর্গতি বা নরক থাকে না।

বিস্ফোটকাদয়ো দেহে ন বাধন্তে কদাচনঃ।
লভেৎ কৃষ্ণপদে দাস্যং ভক্তিঞ্চাব্যভিচারিণীম্ ॥ ৩১

৩১। গীতাপূজা বা গীতাপাঠ করিলে শরীরে বিস্ফোটকাদি জন্মে না; বরং তাহাতে শ্রীকৃষ্ণপদেই দাসত্ব ও অবিচলিত ভক্তি লাভ হয়।

জায়তে সততং সখ্যং সর্ব্বজীবগণৈঃ সহ ।
প্রারব্ধং ভুঞ্জতো বাপি গীতাভ্যাসরতস্য চ ।
স মুক্তঃ স সুখী লোকে কর্ম্মণা নোপলিপ্যতে ॥ ৩২

৩২। গীতা অভ্যাসকারী ব্যক্তি প্রারব্ধ কর্মভোগের অধীন হইলেও সর্বজীবের সঙ্গে সখ্য লাভ করেন, তিনি সুখী ও মুক্ত হন, তাঁহাকে কর্ম বন্ধন করিতে পারে না।

মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যায়ী করোতি চেৎ ।
ন কিঞ্চিৎ স্পৃশ্যতে তস্য নলিনীদলমম্ভসা ॥ ৩৩

৩৩। মহাপাপ করিলেও পদ্মপত্রের জলের মত সেই পাপ গীতা-পাঠকারী ব্যক্তিকে স্পর্শ করিতে পারে না।

অনাচারোদ্ভবং পাপমবাচ্যাদি কৃতঞ্চ যৎ ।
অভক্ষ্যভক্ষজং দোষমস্পর্শস্পর্শজঞ্চ তথা ॥ ৩৪
জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং নিত্যমিন্দ্রিয়ৈর্জনিতঞ্চ যৎ ।
তৎ সর্ব্বং নাশমায়াতি গীতাপাঠেন তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৫

৩৪-৩৫। অনাচার, অকথ্য কথন, অভক্ষ্য ভক্ষণ ও অস্পৃশ্য স্পর্শ-

জনিত পাপ সব এবং জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বা ইন্দ্রিয়জনিত যে কোনও দোষই হউক না কেন সেসব গীতাপাঠ মাত্র নষ্ট হয়।

সর্ব্বত্র প্রতিভুক্তা চ প্রতিগৃহ্য চ সর্ব্বশঃ ।
গীতা পাঠং প্রকুর্ব্বাণো ন লিপ্যতে কদাচন ॥ ৩৬

৩৬। সবার অন্ন আহার এবং সর্বত্র প্রতিগ্রহ করিলেও গীতাপাঠ-কারীকে কোনও পাপ স্পর্শ করে না।

রত্নপূর্ণাং মহীং সর্ব্বাং প্রতিগৃহ্যাবিধানতঃ ।
গীতাপাঠেন চৈকেন শুদ্ধস্ফটিকবৎ সদা ॥ ৩৭

৩৭। অন্যায় করিয়া রত্নপূর্ণা পৃথিবী প্রতিগ্রহ করিলেও একবার মাত্র গীতাপাঠ করিলে গীতাপাঠকারী পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বচ্ছ স্ফটিকের মত নির্মল হয়।

যস্যান্তঃকরণং নিত্যং গীতায়াং রমতে সদা ।
স সাগ্নিকঃ সদা জাপী ক্রিয়াবান্ স চ পণ্ডিতঃ ॥ ৩৮
দর্শনীয়ঃ স ধনবান্ স যোগী জ্ঞানবান্ অপি ।
স এব যাজ্ঞিকো যাজী সর্ব্ববেদার্থদর্শকঃ ॥ ৩৯

৩৮-৩৯। যাঁহার অন্তঃকরণ সর্বদা গীতায় অনুরাগী থাকে তিনি সাগ্নিক, জাপক, ক্রিয়ান্বিত ও পণ্ডিত; তিনিই দর্শনযোগ্য, ধনবান, যোগী ও জ্ঞানবান; তিনিই যাজ্ঞিক, যাজক ও সর্ববেদার্থদর্শী।

গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র নিত্যপাঠশ্চ বর্ত্ততে ।
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদীনি ভূতলে ॥ ৪০

৪০। যেখানে গীতাগ্রন্থ থাকে এবং নিত্য গীতাপাঠ হয়, সেখানে পৃথিবীস্থ প্রয়াগ প্রভৃতি সমুদয় তীর্থ ই বিদ্যমান থাকে।

নিবসন্তি সদা দেহে দেহশেষেঽপি সর্ব্বদা ।
সর্ব্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনো দেহরক্ষকাঃ ॥ ৪১
গোপালো বালকৃষ্ণোঽপি নারদধ্রুবপার্ষদৈঃ ।
সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ত্ততে ॥ ৪২

৪১-৪২। গীতাপাঠে যাঁহার প্রবৃত্তি হয়, তাঁহার জীবিতকালে ও দেহত্যাগের পরেও সকল দেবতা, ঋষিগণ ও যোগিগণ তাঁহার দেহ রক্ষা করেন; বালকৃষ্ণ গোপাল অবিলম্বে নারদ ধ্রুব প্রভৃতি পার্ষদের সঙ্গে তাঁহার সহায় হন।

যত্র গীতা বিচারশ্চ পঠনং পাঠনং তথা।
মোদতে তত্র শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ রাধয়া সহ ॥ ৪৩

৪৩। যেখানে গীতাশাস্ত্রের বিচার, পাঠ বা অধ্যাপনা হয়, সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সঙ্গে আনন্দে অবস্থান করেন।

শ্রীভগবানুবাচ।

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম্।
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্ ॥ ৪৪
গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্।
গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরুঃ ॥ ৪৫
গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহং।
গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকীং পালয়াম্যহম্ ॥ ৪৬

৪৪-৪৬। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন, হে পার্থ! গীতা আমার হৃদয়; গীতা আমার উত্তম সার; গীতা আমার অত্যুগ্র ও অব্যয় জ্ঞানস্বরূপ; গীতা আমার উত্তম স্থান, গীতা আমার পরমপদ; গীতা আমার পরম গুহ্য, গীতা আমার পরম গুরু; গীতার আশ্রয়ে আমি থাকি, গীতা আমার পরম গৃহ, গীতার জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াই আমি ত্রিভুবন পালন করি।

গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ।
অর্দ্ধমাত্রাহরা নিত্যমনির্ব্বাচ্যপদাত্মিকা ॥ ৪৭

৪৭। গীতা আমার ব্রহ্মরূপা পরমা বিদ্যা, তাহাতে সন্দেহ নাই; গীতা অর্দ্ধমাত্রারূপিণী, নিত্যা, অনির্বচনীয়া পদাত্মিকা।

গীতা নামানি বক্ষ্যামি গুহ্যানি শৃণু পাণ্ডব।
কীর্ত্তনাৎ সর্ব্বপাপানি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ ॥ ৪৮

৪৮। হে পাণ্ডব! আমি গীতার গুহ্য নাম সকল বলিতেছি, শ্রবণ কর; ঐ নাম সকল কীর্তন করিলে তৎক্ষণাৎ সকল পাপ নষ্ট হয়।

গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা।
ব্রহ্মাবলির্ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তগেহিনী ॥ ৪৯
অর্দ্ধমাত্রা চিতা নন্দা ভবঘ্নী ভ্রান্তিনাশিনী।
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী ॥ ৫০

৪৯-৫০। গঙ্গা, গীতা, সাবিত্রী, সীতা, সত্যা, পতিব্রতা, ব্রহ্মাবলি, ব্রহ্মবিদ্যা, ত্রিসন্ধ্যা, মুক্তিগেহিনী, অর্দ্ধমাত্রা, চিতা, নন্দা, ভবঘ্নী, ভ্রান্তিনাশিনী, বেদত্রয়ী, পরানন্দা, তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী।

ইত্যেতানি জপেন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ।
জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথান্তে পরমং পদম্ ॥ ৫১

৫১। যে জন স্থির চিত্তে প্রতিদিন এইসব নাম জপ করেন, তিনি ইহলোকে নিত্য জ্ঞানসিদ্ধি ও অন্তে পরমপদ লাভ করেন।

পাঠেঽসমর্থঃ সম্পূর্ণং তদর্দ্ধপাঠমাচরেৎ।
তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫২

৫২। গীতাকে সম্পূর্ণরূপে পাঠ করিতে অসমর্থ হইলে অর্ধেক পাঠ করিবে; তাহাতে গোরু দানের সফল লাভ হবে, সন্দেহ নাই।

ত্রিভাগং পঠমানস্তু সোমযাগফলং লভেৎ।
ষড়ংশং জপমানস্তু গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ॥ ৫৩

৫৩। গীতার এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করিলে সোমযাগের ও এক-ষষ্ঠাংশ পাঠ করিলে গঙ্গাস্নানের ফল লাভ হয়।

তথাধ্যায়দ্বয়ং নিত্যং পঠমানো নিরন্তরম্।
ইন্দ্রলোকমবাপ্নোতি কল্পমেকং বসেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৫৪

৫৪। যিনি প্রত্যহ দুই অধ্যায় গীতাপাঠ করেন, তিনি ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত করিয়া সেখানে এক কল্পকাল বাস করেন।

একমধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ ।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্ ॥ ৫৫

৫৫। যিনি ভক্তিভরে প্রত্যহ এক অধ্যায় গীতাপাঠ করেন, তিনি রুদ্রলোক লাভ করিয়া সেখানে গণরূপে চিরকাল বাস করেন।

অধ্যায়ার্দ্ধঞ্চ পাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে জনঃ ।
প্রাপ্নোতি রবিলোকং স মন্বন্তরসমাঃ শতম্ ॥ ৪৬

৫৬। যিনি এক অধ্যায়ের অর্দ্ধেক কিংবা চতুর্থাংশ প্রত্যহ পাঠ করেন, তিনি সূর্য্যলোক লাভ করিয়া একশত মন্বন্তর সেখানে বাস করেন।

গীতায়াঃ শ্লোক দশকং সপ্তপঞ্চচতুষ্টয়ম্ ।
ত্রিদ্ব্যেকমেকমর্দ্ধং বা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ ।
চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতং তথা ॥ ৫৭

৫৭। যিনি গীতার দশ, সাত, পাঁচ, চারি, তিন, দুই, এক অথবা অর্দ্ধেক শ্লোকও পাঠ করেন, তিনি অযুত বৎসরকাল চন্দ্রলোকে বাস করেন।

গীতার্থমেকপাদঞ্চ শ্লোকমধ্যায়মেব চ ।
স্বয়ংত্যক্ত্বা জনো দেহং প্রয়াতি পরমং পদম্ ॥ ৫৮

৫৮। যিনি গীতার এক অধ্যায়ের, এক শ্লোকের বা এক চরণের অর্থ স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন, তিনি পরমপদ লাভ করেন।

গীতার্থমপি পাঠং বা শৃণুয়াদন্তকালতঃ ।
মহাপাতকযুক্তোঽপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ ॥ ৫৯

৫৯। অন্তিমকালে গীতার অর্থ পাঠ বা শ্রবণ করিলে মহাপাপী ব্যক্তিও মুক্তি ভোগ করে।

গীতাপুস্তকসংযুক্তঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা প্রয়াতি যঃ ।
বৈকুণ্ঠং সমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ৬০

৬০। যিনি গীতাগ্রন্থে যুক্ত হইয়া দেহত্যাগ করেন, তিনি বৈকুণ্ঠে যাইয়া বিষ্ণুর সঙ্গে আনন্দলাভ করেন।

গীতাধ্যায়সমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ ।
গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তিমুত্তমাম্ ॥ ৬১

৬১। গীতার এক অধ্যায় যুক্ত হইয়া মৃত্যু হইলে মানবজন্ম লাভ হয় এবং পুনরায় গীতাপাঠ অভ্যাস করিয়া উত্তমা মুক্তি উপভোগ করা যায়।

গীতেত্যুচ্চারসংযুক্তো ম্রিয়মাণো গতিং লভেৎ ।
যদ্ যৎ কর্ম্ম চ সর্ব্বত্র গীতাপাঠ প্রকীর্ত্তিমৎ ।
তত্তৎ কর্ম্ম চ নির্দ্দোষং ভূত্বা পূর্ণত্বমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬২

৬২। গীতা শব্দ উচ্চারণ করিয়া মৃত্যুতেও সদ্গতি লাভ হয়। যে কর্ম আচরণ করা যাউক, সেই সময় গীতাপাঠে সেই কর্ম নির্দোষ হইয়া সম্পূর্ণরূপে ফলদান করে।

পিতৃনুদ্দিশ্য যঃ শ্রাদ্ধে গীতাপাঠং করোতি হি ।
সন্তুষ্টাঃ পিতরস্তস্য নিরয়াদ্ যান্তি স্বর্গতিম্ ॥ ৬৩

৬৩। যিনি পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধে গীতাপাঠ করেন, তাঁহার পিতৃপুরুষগণ নরকে অবস্থান করিলেও তুষ্ট হইয়া স্বর্গে যান।

গীতাপাঠেন সন্তুষ্টাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ ।
পিতৃলোকং প্রয়ান্ত্যেব পুত্রাশীর্ব্বাদতৎপরাঃ ॥ ৬৪

৬৪। গীতাপাঠে তুষ্ট পিতৃপুরুষগণ শ্রাদ্ধে তৃপ্ত হইয়া পিতৃলোকে যান, এবং পুত্রকে আশীর্বাদ করেন।

গীতাপুস্তকদানঞ্চ ধেনুপুচ্ছসমন্বিতম্ ।
কৃত্বা চ তদ্দিনে সম্যক্ কৃতার্থো জায়তে জনঃ ॥ ৬৫

৬৫। চামরের সহিত গীতাগ্রন্থ দান করিলে দাতা সেইদিনই সম্যক্-রূপে কৃতার্থ হন।

পুস্তকং হেমসংযুক্তং গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ ।
দত্ত্বা বিপ্রায় বিদুষে জায়তে ন পুনর্ভবম্ ॥ ৬৬

৬৬। যিনি স্বর্ণসংযুক্ত হইয়া গীতাগ্রন্থ বিদ্বান বিপ্রকে দান করেন, তাঁহার আর পুনর্জন্ম লাভ হয় না।

শতপুস্তকদানঞ্চ গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ ।
স যাতি ব্রহ্মসদনং পুনরাবৃত্তিদুর্ল্লভম্ ॥ ৬৭

৬৭। যিনি এক শতখণ্ড গীতাগ্রন্থ দান করেন, তিনি ব্রহ্মলোক লাভ করেন, তাঁহার আর পুনর্জন্ম হয় না।

গীতাদান প্রভাবেন সপ্তকল্পমিতাঃ সমাঃ ।
বিষ্ণুলোকমবাপ্যান্তে বিষ্ণুণাসহ মোদতে ॥ ৬৮

৬৮। গীতাদানের প্রভাবে দাতা বিষ্ণুলোক লাভ করিয়া সপ্তকল্প কাল পর্যন্ত বিষ্ণুর সঙ্গে পরমসুখে বাস করিতে পারেন।

সম্যক্ শ্রুত্বা চ গীতার্থং পুস্তকং যঃ প্রদার্পয়েৎ ।
তস্মৈ প্রীতঃ শ্রীভগবান্ দদাতি মানসেপ্সিতম্ ॥ ৬৯

৬৯। গীতার অর্থ সম্যকরূপে শুনিয়া যিনি গীতা দান করেন, ভগবান তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার ইচ্ছা পূরণ করেন।

দেহং মানুষমাশ্রিত্য চাতুর্ব্বর্ণেষু ভারত ।
ন শৃণোতি ন পঠতি গীতামমৃতরূপিণীম্ ।
হস্তাত্ত্যক্ত্বামৃতং প্রাপ্তং স নরো বিষমশ্নুতে ॥ ৭০

৭০। হে ভারত! চারিবর্ণের মধ্যে নরদেহ ধরিয়া যেজন অমৃতস্বরূপিণী গীতা পাঠ বা শ্রবণ করে না সে প্রাপ্ত অমৃত হস্ত হইতে ফেলিয়া বিষ ভোজন করে।

জনঃ সংসারদুঃখার্ত্তো গীতাজ্ঞানং সমালভেৎ ।
পীত্বা গীতামৃতং লোকে লব্ধ্বা ভক্তিং সুখী ভবেৎ ॥ ৭১

৭১। সংসারদুঃখী লোক গীতার জ্ঞান লাভ করিয়া ভগবানে ভক্তি লাভ করে; পরে সুখী হন।

গীতামাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ ।
নির্ধূতকল্মষা লোকে গতাস্তে পরমং পদম্ ॥ ৭২

৭২। জনকাদি নৃপগণ গীতাকে আশ্রয় করিয়া নিষ্পাপ হইয়া পরমপদ লাভ করিয়াছেন।

গীতাসু ন বিশেষোঽস্তি জনেষুচ্চারকেষু চ ।
জ্ঞানেষ্বেব সমগ্রেষু সমা ব্রহ্মস্বরূপিণী ৩৭ ॥

৭৩। গীতাপাঠ করিবার জন্য উচ্চ নীচ ও ইতর বিশেষ ভেদ নাই; ব্রহ্মস্বরূপিণী গীতা সমভাবে সবারই জ্ঞানদান করেন।

যোঽভিমানেন গর্ব্বেন গীতানিন্দাং করোতি চ ।
সমেতি নরকং ঘোরং যাবদাহূতসংপ্লবম্ ॥ ৭৪

৭৪। যে ব্যক্তি অভিমান বা গর্বভরে গীতাকে নিন্দা করে, সে ব্যক্তি প্রলয় পর্যন্ত ঘোর নরকে বাস করে।

অহঙ্কারেণ মূঢ়াত্মা গীতার্থং নৈব মন্যতে ।
কুম্ভীপাকেষু পচ্যেত যাবৎ কল্পক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৭৫

৭৫। যে মূঢ় ব্যক্তি অহঙ্কারবশে গীতার অর্থকে অগ্রাহ্য করে, সে কল্পক্ষয় পর্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে পচিতে থাকে।

গীতার্থং বাচ্যমানং যো ন শৃণোতি সমীপতঃ ।
স শূকরভবং যোনিমনেকামধিগচ্ছতি ॥ ৭৬

৭৬। যে ব্যক্তি কাছে থাকিয়াও কথিত গীতার ব্যাখ্যা না শোনে, সে অনেক বার শূকরযোনি লাভ করে।

চৌর্য্যং কৃত্বা চ গীতায়াঃ পুস্তকং যঃ সমানয়েৎ ।
ন তস্য সফলং কিঞ্চিৎ পঠনঞ্চ বৃথা ভবেৎ ॥ ৭৭

৭৭। যে ব্যক্তি গীতাগ্রন্থ চুরি করে, তাহার কোনও কিছু সফল হয় না, তাহার গীতাপাঠ বৃথা হয়।

যঃ শ্রুত্বা নৈব গীতার্থং মোদতে পরমার্থতঃ ।
নৈব তস্য ফলং লোকে প্রমত্তস্য যথা শ্রমঃ ॥ ৭৮

৭৮। যে ব্যক্তি গীতার অর্থ না শুনিয়া পরমার্থ সম্পর্কে যত্নশীল হয়, উন্মাদের বৃথা পরিশ্রমের মত তাহার কোনও সাফল্য লাভ হয় না।

গীতাং শ্রুত্বা হিরণ্যঞ্চ ভোজ্যং পট্টাম্বরং তথা ।
নিবেদয়েৎ প্রদানার্থং প্রীতয়ে পরমাত্মনঃ ॥ ৭৯

৭৯। গীতা শুনিয়া স্বর্ণ, ভোজ্য ও পট্টবস্ত্রকে পরমাত্মার প্রীতির জন্য নিবেদন করিবে।

বাচকং পূজয়েদ্ভক্ত্যা দ্রব্যবস্ত্রাদ্যুপস্করৈঃ।
অনেকৈর্বহুধা প্রীত্যা তুষ্যতাং ভগবান্ হরিঃ॥ ৮০

৮০। গীতাব্যাখ্যাকারীকে নানা দ্রব্য বস্ত্রাদি উপকরণ দিয়া ভক্তি ও প্রীতিসহ পূজা করিবে, তাহাতে ভগবান শ্রীহরির তুষ্টি হইবে।

সূত উবাচ।

মাহাত্ম্যমেতদ্গীতায়াঃ কৃষ্ণপ্রোক্তং পুরাতনম্।
গীতান্তে পঠতে যস্তু যথোক্তফলভাগ্ ভবেৎ॥ ৮১

৮১। সূত বলিলেন—যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকথিত এই পুরাতন গীতা-মাহাত্ম্য গীতাপাঠের পরে পাঠ করেন, তিনি উক্ত প্রকারের ফলভোগ করেন।

গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ।
বৃথা পাঠফলং তস্য শ্রম এব উদাহৃতঃ॥ ৮২

৮২। যিনি গীতাপাঠের পর গীতামাহাত্ম্য পাঠ করেন না, তাঁহার গীতাপাঠের কোনও ফল হয় না, তাঁহার শ্রম বৃথা হয়।

এতন্মাহাত্ম্যসংযুক্তং গীতাপাঠং করোতি যঃ।
শ্রদ্ধয়া যঃ শৃণোত্যেব পরমাং গতিমাপ্নুয়াৎ॥ ৮৩

৮৩। যিনি এই মাহাত্ম্যসহ গীতাপাঠ করেন, এবং যিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে উহা শ্রবণ করেন, তাঁহারা পরমাগতি লাভ করেন।

শ্রুত্বা গীতামর্থযুক্তাং মাহাত্ম্যং যঃ শৃণোতি চ।
তস্য পুণ্যফলং লোকে ভবেৎ সর্ব্বসুখাবহম্॥ ৮৪

৮৪। অর্থসহ গীতা শুনিয়া যিনি মাহাত্ম্য শোনেন, ভূলোকে তাঁহার পুণ্যফল সকলের সুখ আনয়ন করে।

ইতি বৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারে শ্রীমদ্ভগবদগীতা-মাহাত্ম্য সমাপ্ত।

—ঃঃ—